১৬, ম্যাঙ্গো লেন ॥ কলিকাতা-১ ॥ ফোন : ২৩-৭০৪৭

ঃ সম্পাদক ঃ

শ্রীনিত্যানন্দ সাহা

ঃ সহঃ সম্পাদক ঃ

শ্রীশঙ্কর নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীতার

ঃ ভূমিকা লিখেছেন ঃ

ডক্টর শ্রীঅজিত কুমার ঘোষ এম. এ., ডি. ফিল.

ঃ ছবি দিয়েছেন ঃ

শ্রীসুবিনয়

শ্রীমারেন অধিকারী

ঃ উপদেষ্টা মণ্ডলীতে আছেন ঃ

শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র ॥ শ্রীশচীন সেনগুপ্ত

শ্রীমহেন্দ্র গুপ্ত ॥ শ্রীতপন সিংহ

শ্রীমধু বসু ॥ শ্রীজ্যোতির্ময় রায়

শ্রীবথান ঘোষ ॥ শ্রীসুজিত নাথ

সাধনা বসু ॥ সাবিত্রী চ্যাটার্জি

শ্রীঅজিত রায় ॥ শ্রীরবীন চক্রবর্তী

প্রাচীন ভাস্কর্যের অনুকরণে

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন ঃ

শ্রীসুবোধ দাসগুপ্ত

বাংলা তথা ভারতেব চলচ্চিত্র

জগতের অন্যতম পুরোধা

শ্রীবীরেন্দ্র নাথ সবকার

কবকমলেষু—

মহাকবি গিরিশ চন্দ্র ঘোষ

"রঙ্গালয় গুণীর গুণ প্রকাশেব স্থান। বঙ্গালয় হীন, অনুকারী, কুরুচি সম্পন্ন নির্গুনেব স্থান নয়। বসিকবৃন্দের আদবেব স্থান রঙ্গালয়।"

"জীবন নাট্যের দর্শককে যিনি দর্শন করিয়াছেন তিনিই নাট্যকার।"

নাট্যাচার্য শিশির কুমার ভাদুড়ী

"Art শব্দের অর্থ হইতেছে 'সৃষ্টি' (creation)। স্রষ্টা যদি সজাগ না থাকেন, তাহা হইলে তিনি সৃষ্টি করিবেন কি প্রকারে? প্রত্যেক সুঅভিনেতা প্রত্যেক শিল্পী (Artist) নিজের মস্তিষ্কের মধ্যে দুইটি মানুষকে বহন করেন। একজন যিনি সৃষ্টি করেন, আর একজন যিনি সৃষ্ট হন। একজন 'বিচারক'—একজন 'কর্মী' এই দুইয়ের সুষ্ঠু সমন্বয়েই সত্যকার আর্টিষ্টের জন্ম। একথা যিনি না বুঝবেন, তাঁহার অভিনয় করা বৃথা।

নাট্যশালাকে উন্নত করতে হলে সর্বাগ্রে মনের ভিতর থেকে নাট্যশালা সম্বন্ধে যে অনাদরের ভাব আছে তা দূর করা দরকার। নাট্যশালা জাতীয় কৃষ্টির ধারক ও বাহক। এই নাট্যমঞ্চে এসে সকল কলা মিলিত হয়। নৃত্য-গীত, অভিনয়, সাহিত্য, ইতিহাস, নাট্য সকলেরই বিকাশ। সর্বজাতির শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকেরা নাট্যকার। সাহিত্যের মধ্যমণি নাট্য। অভিনয় ব্যাতিরেকে নাট্য সম্পূর্ণ হয় না। অতএব নাট্যশালার উৎকর্ষ আমাদের জাতীয় প্রয়োজন।"

‘থিয়েটার গুলো যেন কামিনী কাঞ্চনে আসক্ত মানুষের চৈতন্যোদয় করে’

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

‘যাহা না টক, ন মিষ্ট তাহাই নাটক’

ঈশ্বর চন্দ্র গুপ্ত

‘সভ্য জগতে নাট্য মন্দির সমাজের উন্নতি সম্বন্ধে যতটা সহায়তা করিয়াছে, তাহাতে ইহার রক্ষা ও উন্নতির চেষ্টায় প্রত্যেক দেশবাসীর যথাসম্ভব সাহায্য অবশ্য কর্তব্য’

ক্ষীরোদ প্রসাদ বিদ্যাবিনোদ

‘রঙ্গালয় লোক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ আলয়। এই জন্যই ত সভ্য দেশে চিরদিনই রঙ্গালয়ের আদর’

পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়

'A nation is known by its theatre'

Nabin chandra sen

'The theatre is the crucible of civilisation. It is a place of human communion. All its phases need to be studied. It is in the theatre that the public soul is formed.'

Victor Hugo

'It is absurd to assert, as some do, that the art of the theatre is a purely aesthetic function and has nothing to do with propa ganda, either moral, religious, or political. The theatre has everything to do with all that concerns the life of mankind.'

Theodore Komisarjevsky

॥ সম্পাদকের কথা ॥

চিত্র, মঞ্চ ও সঙ্গীত শিল্প আজ আর অবহেলিত নয়। বর্তমান পৃথিবীতে উক্ত শিল্প খুবই সমৃদ্ধশালী। যুগ, জীবন ও সমাজের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে উক্ত শিল্পও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করছে। পৃথিবীর বহু লোক আজ এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত এবং সেই সঙ্গে বহু কোটি টাকাও নিয়োজিত। সিনেমা, থিয়েটার ও সঙ্গীত আজ মানুষকে শুধু আনন্দ দানই করে না, শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রচারেও এই শিল্প যথেষ্ট সহায়তা করে। উক্ত শিল্পজগতের উন্নতিকল্পে ও হিতার্থেই এই বসপত্রের যাত্রা হল সুরু।

চিত্র,মঞ্চ ও সঙ্গীত জগতে এই ধরণের একখানি 'ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল ডাইরেক্টরী'র খুবই প্রয়োজন ছিল। আশা করি সেদিক থেকেও এই গ্রন্থ উক্ত শিল্পজগতকে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

বহু চেষ্টায় ও পরিশ্রমে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই জাতীয় একখানি মৌলিক গ্রন্থের পরিকল্পনা আমার বহু দিন থেকেই ছিল। তাকে চূড়ান্ত রূপ দিতে গিয়ে আমাকে অনেক অসুবিধায় পড়তে হয়েছে। তবু এইটুকুই আনন্দের কথা যে আজ আমরা বইটি পাঠকের হাতে তুলে দিতে সমর্থ হয়েছি। কতটুকু সার্থক হয়েছি, সে বিচার পাঠকের।

এই ধরণের একখানি বৃহৎ গ্রন্থ প্রকাশ করা যথেষ্ট পরিশ্রম সাপেক্ষ। একক চেষ্টায় তাহা সম্ভবও নয়। এ ব্যাপারে আমাকে অনেকেই সহযোগিতা করেছেন। আজ আমি তাঁদের সকলকেই আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রখ্যাত নাট্য সমালোচক ডক্টর অজিত কুমার ঘোষ মহাশয় এই গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকা রচনা করে আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করেছেন। শ্রীতারক ঘোষ বিভিন্ন শিল্পীর পরিচিতি সংগ্রহ করে আমার কাজে সহযোগিতা করেছেন।

এই গ্রন্থে চিত্র, মঞ্চ, সঙ্গীত ও শিল্পজগতের খ্যাতিমান ও উদীয়মান, অভিনেতা, অভিনেত্রী, গায়ক, গায়িকা, বেতার শিল্পী, সঙ্গীতবিদ, নৃত্যশিল্পী, প্রযোজক, পরিচালক, পরিবেশক, প্রদর্শক, ক্যামেরাম্যান, গীতিকার, নাট্যকার,

কাহিনীকার, চিত্র-সাংবাদিক ও নেপথ্য কলাকুশলীদের সচিত্র পরিচিতিসহ উক্ত শিল্পজগতের বহু জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে।

প্রতি বছর এই বর্ষপঞ্জী পরিবর্ধিত ও সংশোধিত আকারে নূতনভাবে প্রকাশ লাভ করবে। এই গ্রন্থে অনিবার্য কারণবশতঃ যেসব শিল্পীর পরিচিতি দেওয়া সম্ভব হয়নি পরবর্তী পর্যায়ে তাঁদের পরিচিতি এবং উক্ত শিল্পজগতের আরও জ্ঞাতব্য তথ্য পরিবেশন করা হবে। এই সম্পর্কে শিল্পী, কলাকুশলী, পাঠক পাঠিকা ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের নিকট থেকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা, উপদেশ, সংবাদ, জ্ঞাতব্য তথ্য ও প্রবন্ধ সাদরে গৃহীত হবে। দ্রুত সংকলন কার্যের জন্য এই গ্রন্থে অনিচ্ছাকৃতভাবে যদি কোন ভুল-ত্রুটি ঘটে থাকে তাহলে অনুগ্রহপূর্বক আমাদের কার্য্যালয়ে তার সঠিক বিবরণসহ লিখিতভাবে জানালে পরবর্তী পর্যায়ে তাহা সংশোধন করা হবে। এই বিষয়ে আমরা সকলের কাছেই সহযোগিতা কামনা করি।

১৬, ম্যাঙ্গো লেন,
কলিকাতা-১

শ্রীনিত্যানন্দ সাহা
সম্পাদক

॥ ভূমিকা ॥

ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ এম এ, ডি ফিল

বিশ্বজগতের মধ্যে দুটি সত্য নিত্যকাল ধরে বিরাজ করছে, একটি হ'ল ছন্দ এবং অপরটি হল সৌন্দর্য। এই ছন্দই জগতের মধ্যে এনে দিয়েছে সুষমা ও সামঞ্জস্য, এই ছন্দের আবেগেই তার গতি সুমিত তাল ও লয়ে বাঁধা পড়ে। জগতের সৌন্দর্য প্রকাশ পায় বস্তুজগতের বিচিত্র আকৃতিতে, রঙে ও রূপে, রসে ও মাধুর্যে। এই ছন্দ ও সৌন্দর্যের সঙ্গে মানুষ চিরকাল নিজের জীবন সাধনাকে মেলাতে চেষ্টা করেছে। তার ফলেই জন্মলাভ করেছে তার শিল্প। এই শিল্পসৃষ্টিতে তিনটি বস্তুর মিলন ঘটেছে। প্রথম, বাইরের উপকরণ, যথা সাজসজ্জা, কৃত্রিম আলোক ও শব্দ, বিভিন্ন প্রকার বাদ্যযন্ত্র, রঙ তুলিকা ইত্যাদি। দ্বিতীয়, আঙ্গিক কলাবৈচিত্র্য, যথা—হস্তপদ, মুখ, চোখ, গলা, কণ্ঠস্বর ইত্যাদি সঞ্চালন। তৃতীয়, মানসিক ভাবস্পর্শ—শিল্পীর সূক্ষ্ম চিন্তা, কল্পনা ও আবেগের সক্রিয়তা। উপরি-উক্ত তিনটি বস্তুর প্রথমটিতে শিল্পীর নিজস্ব কৃতিত্ব কিছুই নেই দ্বিতীয়টিতেই শিল্পীর শিল্পসাধনার যথার্থ পরিচয় পরিস্ফুট এবং তৃতীয়টির সহযোগেই সেই শিল্পসাধনার মধ্যে প্রাণ প্রতিষ্ঠিত।

প্রাচীনতম শিল্পে শিল্পীর স্বাভাবিক শারীরিক বৃত্তির স্ফুরণই দেখা গিয়েছিল। এই শারীরিক বৃত্তিগুলির মধ্যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ক্রিয়া হ'ল দৃশ্য এবং কণ্ঠের ক্রিয়া হ'ল শ্রাব্য। এই দৃশ্য শিল্পের নাম নৃত্য এবং শ্রাব্য শিল্পের নাম সংগীত। এই নৃত্য ও সংগীতই সব দেশের প্রাচীনতম শিল্পরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। কালক্রমে এই নৃত্য ও সংগীতই মিলিত হয়ে এক নতুন শিল্পের উদ্ভাবন করেছিল, তা হ'ল অভিনয়। গ্রীসের অভিনয় এভাবে উদ্ভূত হয়েছিল এবং ভারতের অভিনয়ও এভাবে উদ্ভূত হয়েছিল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে অভিনয়-ধারার বিবর্তন ঘটল। নৃত্যের মধ্যে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দ্রুত ও অতিশয়িত সঞ্চালনই দেখা গেল। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এই সঞ্চালন সংযত ও নিয়ন্ত্রিত ক'রে সূক্ষ্মতর গভীরতর ভাবের অভিব্যক্তির দিকে তাকে নিয়োগ করা হ'ল। সংগীতের মধ্যে কণ্ঠের

সুরসাধনাই মুখ্য ছিল, কালক্রমে কণ্ঠের এই সুরসাধনা স্বরসাধনায় পরিণত হ'ল এবং নানা স্বরবৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে কোনো বিশেষ ভাবই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হ'ল। এই ভাবপ্রকাশক অঙ্গচালনা ও স্বরলীলাই হ'ল অভিনয়। সংগীত ও নৃত্য থেকে জন্মলাভ ক'রে এই সংগীত ও নৃত্য থেকে মুক্ত হ'য়ে স্বতন্ত্র আত্মপ্রকাশের সাধনাই হ'ল অভিনয়ের অগ্রগতিব সাধনা। শিল্প-সাধনার পরিণত ইতিহাসে তাই আমরা দেখতে পাই সংগীত, নৃত্য ও অভিনয় এই তিনটি স্বতন্ত্র শিল্পরূপেই বিকশিত হ'য়ে এসেছে। অবশ্য এই তিনটির মধ্যে যে কোনো দুটি পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হ'য়ে যে যুক্ত শিল্পের উদ্ভাবন করেনি, তা নয়, সংগীত ও নৃত্য যুক্ত হ'য়ে সৃষ্টি কবেছে ব্যালে, ক্যাবারে, ইত্যাদি মিশ্র শিল্প। আমাদের দেশে কবি, পাঁচালী, তজা, গম্ভীরা, বাউল ইত্যাদিতে সংগীতের সঙ্গে নৃত্যের সহযোগিতা দেখতে পাই। সংগীত ও অভিনয়ের মিলনে সৃষ্টি হয়েছে পাশ্চাত্য দেশেব অপেরা নাট্য আব আমাদেব দেশেব যাত্রা. গীতিনাট্য, গীতাভিনয় প্রভৃতি। নৃত্য ও অভিনয়ের সহযোগে রূপায়িত হয়েছে বিভিন্ন প্রকার লোকনাট্য ও নৃত্যনাট্য।

অভিনয়ের দুটি দিক। একটি দিক একক, আব একটি দিক হল দলগত। অভিনেতাকে স্বরবৈচিত্র্য ও ভাবপ্রকাশক অঙ্গভঙ্গিব দ্বারা তার বক্তব্য দর্শকদেব সম্মুখে উপস্থাপিত করতে হবে। কিন্তু তাই যথেষ্ট নয। তাকে পার্শ্ববর্তী অভিনেতার হৃদয়ে ভাব উদ্রেক কবতে হবে এবং তাকে নিজেব সঙ্গে এক সুরে বাঁধতে হবে। আবার পার্শ্ববর্তী অভিনেতার কথা শুনে তাকে যথাযোগ্য প্রতিক্রিয়া দেখাতে হবে। তাঁকে নিজের অভিনয়েব মধ্যে তন্ময় হয়ে যেতে হবে আবার পার্শ্ববর্তী অভিনেতা ও দর্শকদের সম্বন্ধে সদা-সচেতন থাকতে হবে। এই এককত্ব ও দলীয়তা, তন্ময়তা ও সচেতনতা নিয়েই হল অভিনয়। তাকে আবেগ দিতে হবে আবার অতি-আবেগ সংযত কবতে হবে, হাত, চোখ ও ভ্রূদ্বয়ের সঞ্চালনের মধ্য দিয়ে বিশেষ বিশেষ ভাব প্রকাশ করতে হবে আবার সেই সঞ্চালন যদি মাত্রাতিরিক্ত হয়ে পড়ে তবে তা কৃত্রিম ও হাস্যকর হ'য়ে পড়বে। কণ্ঠস্বর প্রয়োজনবোধে চড়া করতে হবে কিন্তু এমন চড়া করলে চলবে না যাতে কণ্ঠস্বর বিভক্ত ও বিকৃত হয়ে পড়ে, আবার তাকে করুণ ও গম্ভীর করবার জন্য খাদে নামাতে হবে, কিন্তু এমন স্তরে নামালে চলবে না যাতে

দর্শকদের শ্রুতির অগম্য হয়ে পড়ে। নাটকে গতিবেগ আনবার জন্য দ্রুত উচ্চারণ ও অঙ্গ-সঞ্চালন হয়তো প্রয়োজন হয়, কিন্তু এমন দ্রুত উচ্চারণ হবে না যাতে শব্দগুলি অস্পষ্ট ও জড়িত ধ্বনিসমষ্টিতে পরিণত হয়, এবং এমন ত্বরিত অঙ্গ-সঞ্চালনও হবে না যাতে তা অবোধ্য ও অর্থহীন হ'য়ে পড়ে। এই সুপরিপাটি সংযম ও সুনিয়ন্ত্রিত সামঞ্জস্যই হ'ল অভিনয়ের মূল কথা। অভিনয়ে আত্মময়তা ও সর্বময়তার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এই দুয়ের সামঞ্জস্যেই অভিনয়ের সার্থকতা, তবে কোনো কোনো অভিনয়ের মধ্যে এই দুটির মধ্যে বিশেষ একটি প্রাধান্য লাভ করে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে রোমান্টিক অভিনয়ে অভিনেতার আত্মময়তাই প্রাধান্য পায়, সেখানে উক্তিগুলি অনেকস্থলেই দীর্ঘ ও কবিত্বপূর্ণ, কোনো কোনো স্থলে আবার অভিনেতা একাই রঙ্গমঞ্চে অবস্থিত আর কোন সহ অভিনেতাই তার পাশে নেই। এ সব স্থলে অভিনেতার নিজস্ব ভাবের আবেগময় অভিব্যক্তিই প্রধান। কিন্তু বাস্তবধর্মী অভিনয়ে অভিনেতার নিজস্ব বক্তব্য অপেক্ষা দলগত বক্তব্যই বড়। এখানে অভিনয়ের রস ব্যক্তিকে আশ্রয় না ক'রে সমষ্টিকেই আশ্রয় ক'রে থাকে।

অভিনেতার স্থান নাট্যকার ও দর্শকের মাঝখানে। তাই তাকে নাট্যকারের কথা জানতে হয় এবং দর্শকের কথাও বুঝতে হয়। নাট্যকার একটি কথা বলেই খালাস কিন্তু সেই কথা কেমন ভাবে বললে দর্শক গ্রহণ করবে তা' শুধু অভিনেতাই জানে। নাট্যকারের অস্ফুট ভাবকে সেই স্ফুট করে এবং নাট্যকারের সূক্ষ্ম কল্পনাশ্রিত চরিত্রকে সেই প্রত্যক্ষ ও সজীব করে তোলে। সেজন্য তার ক্ষমতা অপরিসীম। নাট্যকারের একটি আপাত সরল উক্তিকে য কত রসবৈচিত্র্যে প্রয়োগ করা যায় তা' বিভিন্ন শক্তিমান অভিনেতার অভিনয়ের মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়। একটি চরিত্রের প্রকৃতি যে কত বিভিন্ন ধরণের হ'তে পারে তা' বিভিন্ন অভিনেতার মধ্য দিয়ে একই চরিত্রাভিনয় থেকে আমরা বুঝতে পারি। মিসেস সিডনস লেডি ম্যাকবেথ চরিত্রের উৎকট নৃশংসতা ফুটিয়ে তুলে জগৎজোড়া খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। আবার সারা বার্ণার যখন লেডি ম্যাকবেথকে প্রেমময়ী ও পতিগতপ্রাণা নারী রূপে ফুটিয়ে তুললেন তখন তিনিও সমান খ্যাতি ও অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। আমাদের দেশেও এ-রকম বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। ষ্টারে

অমৃতলাল মিত্র যখন যোগেশের ভূমিকায় অভিনয় করতেন তখন দর্শকগণ শোকে একেবারে অভিভূত হয়ে পড়ত। সকলেই ভাবত এমন করুণ অভিনয় আর কেউ করতে পারবেন না। আবার মিনার্ভায় যখন স্বয়ং গিরিশচন্দ্র যোগেশের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন তখন লোকে চরিত্রটির অশ্রুলেশহীন শুষ্ক ও অন্তর্ভেদী রূপ দেখে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গেল। বিদূষক চরিত্রের অভিনয় যখন অর্দ্ধেন্দু-শেখর মুস্তাফী করতেন তখন চরিত্রটির হাস্যজনকতাই বেশী ফুটে উঠত আবার গিরিশচন্দ্র যখন এই ভূমিকাটিতে অবতীর্ণ হলেন তখন চরিত্রটির ভক্তিরসাত্মক রূপই দর্শকদের কাছে মুখ্য হয়ে উঠল। চাণক্য, সাজাহান, ঔরঙ্গজীব, বক্তিয়ার, রঘুপতি প্রভৃতি চরিত্র কত অভিনেতার দ্বারা কত বিভিন্নভাবে রূপায়িত হয়েছে! দর্শকগণ প্রত্যেক কুশলী অভিনেতার অভিনয়ে ঐ সব চরিত্রের নূতন ও প্রচ্ছন্ন দিকগুলি জানতে পেরেছে। জীবন বড় জটিল, বড় বিচিত্র, এই জীবনকে কত দিক দিয়ে দেখা যেতে পারে! 'আমার সাজান বাগান শুকিয়ে গেল'—এই কথাটিকে কণ্ঠস্বরের বৈচিত্র্য এনে কত বিভিন্ন ভাবেই না বলা যায়! দারার মৃত্যুদণ্ডের পর ঔরংজীবের সেই প্রসিদ্ধ উক্তি—'এই দারার মৃত্যুদণ্ড!—এ কাজীর বিচার!—আমার অপরাধ কি!'—এই কথা-গুলি বিভিন্ন অভিনেতার মুখে কত বিচিত্র ভাবেই না অভিব্যক্ত হয়েছে! নটসূর্য শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরীর মুখে 'Seven years, experience in Chicago এই কথাগুলিই নানাভাবে শুনেছি। Chicago কথাটি কখনো দ্রুত এবং কখনো টেনে টেনে উচ্চারণ করে তিনি কথাগুলির মধ্যে বিচিত্র রসের সৃষ্টি করেছেন। এমনি ভাবে কণ্ঠস্বরের উচ্চতা ও নিম্নতা এবং দ্রুত ও বিলম্বিত লয় এনে কিংবা চোখ, মুখ ও ভ্রূ-যুগলের নানা ভাবপ্রকাশক সঞ্চালন সৃষ্টি ক'রে অভিনেতা কত নতুন নতুন ভাব ও রসে দর্শকচিত্ত উদ্দীপিত ও সঞ্জীবিত করতে পারেন তার ইয়ত্তা নেই।

একই চরিত্র বিভিন্ন অভিনেতাদের অভিনয়ে যে বিভিন্ন প্রকার ভাব ও রস প্রকাশ ক'রে থাকে তা আমরা উপরে আলোচনা করলাম। আবার বিভিন্ন নাটক ও অভিনয়ের পরিবেশ অনুযায়ী অভিনয়ের রূপ ও রীতিরও যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তাই এখন আমরা আলোচনা করে দেখাব। আমরা অভিনয়ের দৃশ্যতা ও শ্রাব্যতা সম্বন্ধে পূর্বেই উল্লেখ করেছি। দৃশ্যতা ও শ্রাব্যতা অনুযায়ী

অভিনয়-রীতিকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়, যথা—মূকাভিনয় (Mime), নির্বাক চিত্রাভিনয়, সবাক চিত্রাভিনয়, মঞ্চাভিনয় ও বেতার-অভিনয়। মূকাভিনয় ও নির্বাক চিত্রাভিনয় শুধুমাত্র দৃশ্য, সবাক চিত্রাভিনয় ও মঞ্চাভিনয় দৃশ্য ও শ্রাব্য উভয়ই এবং বেতার-অভিনয় শুধুমাত্র শ্রাব্য। মূকাভিনয় ও নির্বাক চিত্রাভিনয় শুধুমাত্র দৃশ্য ব'লে কেবল আঙ্গিক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে সব ভাব প্রকাশ করতে হয়। সেজন্য অঙ্গ সঞ্চালন এখানে স্পষ্ট ও একটু প্রবল হওয়া দরকার। দর্শকদেরও একটু সচেতন ও মনোযোগ থাকা প্রয়োজন যাতে করে শুধুমাত্র আঙ্গিক অভিনয় থেকেই তারা সমগ্র ভাবটি বুঝে নিতে পারে। আবার বেতার-অভিনয়ও শুধুমাত্র শ্রাব্য ব'লে সেই অভিনয় থেকে রস গ্রহণ করতে গেলে শ্রোতাদের কল্পনায় পরিবেশ-চিত্র এবং চরিত্রের রূপ এঁকে তুলতে হবে।

বেতার-অভিনেতাও শুধুমাত্র বাক্যের উপর নির্ভরশীল ব'লে বাক্যের ব্যবহারে তাকে বিশেষ সতর্ক ও যত্নবান হতে হবে। বাক্যের অশুদ্ধি, বিকৃতি ও জড়তা মঞ্চাভিনয়ে অনেক সময় উপেক্ষণীয় হতে পারে কিন্তু বেতার-অভিনয়ে এ-দোষগুলি একেবারে অমার্জনীয়। সবাক চিত্রাভিনয় ও মঞ্চাভিনয়ে দৃশ্যতা ও শ্রাব্যতা উভয় দিকই বর্তমান। এজন্য এই দুই প্রকার অভিনয়ের আবেদনই সব চেয়ে বেশি। তবে এ-দুই অভিনয়ের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে, চিত্রাভিনয়ে দৃশ্য অংশই প্রধান। বিশেষত চলচ্চিত্রে অভিনেতা ছাড়াও পরিবেশের বৈচিত্র্য লোকেদের দর্শনেন্দ্রিয়কেই বেশি আকর্ষণ করে। সেজন্য অভিনয়ের দিক দিয়ে বিচার করলে মঞ্চের আবেদনই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, কারণ এতে অভিনয়ের দৃশ্যতা ও শ্রাব্যতা উভয় সমান ভাবে পরিস্ফুট হয়। আর একদিক দিয়ে বিচার করলেও মঞ্চাভিনয়ের দিকই শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি হবে। একমাত্র মঞ্চাভিনয়েই অভিনেতা ও দর্শক অতি কাছাকাছি অবস্থান করে। এই অভিনয়ে অভিনেতা যেমন দর্শকসমাজকে উদ্দীপিত ও আলোড়িত করতে পারে, দর্শকসমাজও তেমনি অভিনেতাকে অনুপ্রাণিত ও চালিত করতে পারে। অভিনেতা ও দর্শকের এই পারস্পরিক প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত যোগ একমাত্র মঞ্চাভিনয়েই চলতে পারে। মঞ্চাভিনয়ের আবেদন যেমন সবচেয়ে বেশি তেমনি একে ফুটিয়ে তোলাও সবচেয়ে কঠিন। চিত্রাভিনয়ে ও বেতার-অভিনয়ে যান্ত্রিক কলাকৌশলের প্রাধান্যই বেশি কিন্তু

মঞ্চাভিনয়ে যান্ত্রিক কলাকৌশল অপেক্ষা মানবিক ভাবলালাই প্রাধান্য পায়। অবশ্য আজকাল মঞ্চাভিনয়েও চিত্রাভিনয়ের অনুকরণে যন্ত্রের অতিরিক্ত দৌরাত্ম্য দেখা দিচ্ছে। এতে মঞ্চাভিনয় যে বিশেষ ভাবে ব্যাহত হচ্ছে সে সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। মঞ্চাভিনয় ও চিত্রাভিনয়ের মধ্যে ব্যবধান রাখতে হবে। সেই ব্যবধান হল প্রাণের সঙ্গে যন্ত্রের।

অভিনয়ের পরিবেশ, দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতার অবস্থান-দূরত্ব, দর্শকদের রুচি ও সংস্কার এবং অভিনয়ের সহযোগী উপকরণ অনুযায়ী অভিনয়ের বিচিত্র রূপ দেখা যায়। প্রাচীন সমাজে দর্শকদের রুচি, রসবোধ খুবই স্থূল ধরনের ছিল এবং ভূতপ্রেত. রাক্ষস প্রভৃতিতে তাদেব বিশ্বাস ছিল গভীর এবং নানাপ্রকার হিংস্র জীবজন্তুর সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। সেজন্য তাদের রুচি ও সংস্কারের সন্তোষ বিধান করে আনন্দদানের জন্যই মুখোশের ব্যবহার হত। এই সব মুখোশ প্রধানত ভীতিজনক ও অতিশয়িত ভাবব্যঞ্জক হত। এশিয়া ও আফ্রিকার আদিম অধিবাসীদের আনন্দানুষ্ঠানে, গ্রীক ও রোমীয় অভিনযে এ-ধরনের মুখোশ ব্যবহৃত হত। মুখোশের ব্যবহার এখনো একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যায় নি, বালি ও যবদ্বীপের অভিনয়ে এবং দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যনাট্যে এখনো মুখোশের ব্যবহার হয়। প্রাচীন চীন ও জাপানী রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সময় অভিনেতারা মুখে তাদের প্রকৃতি অনুযায়ী নানা রঙ ও রেখার প্রলেপ ব্যবহার করতেন। গ্রীক অভিনয়ে অভিনেতারা হাজার হাজার লোকের সামনে অভিনয় করতেন, সেজন্য তাঁরা বুকে স্ফীত পোশাক ও কাষ্ঠ-পাদুকা ব্যবহার করতেন। দূরবর্তী দর্শকদের শ্রুতিগোচর করবার জন্যই তাদের অভিনয়কে তাঁরা সু-উচ্চ ও আবৃত্তিময় করে তুলতেন। গ্রীক অভিনয়ের মতই আমাদের যাত্রার অভিনয়ও বহুলোকের সামনে উন্মুক্ত স্থানে অনুষ্ঠিত হত। সেজন্য এই অভিনয়কেও সংগীতের উপর নির্ভরশীল এবং সুরময় হতে হত। দর্শকরা বহুদূরে বিস্তৃত হয়ে থাকত, সেজন্য তাদেব সকলের কাছে চরিত্রের ভাব ফুটিয়ে তোলবার জন্য অভিনেতাকে চড়া সুরে অভিনয় করতে হত এবং অঙ্গ-সঞ্চালনও একটু অতিশয়িত পরিমাণে করা প্রয়োজন হত। যাত্রায় যখন বীররস ফুটিয়ে তোলার দরকার হত তখন কণ্ঠস্বরকে গগণবিদারী এবং চোখের ঘূর্ণন ও হাতের সঞ্চালন খুব প্রবলভাবে করতে হত। আবার

যখন কান্নার দৃশ্য থাকত তখন বিলাপ ও কারুণ্যও আর থামতে চাইত না। এই ধরনের বীরত্ব ও কান্না বদ্ধ ও সংকীর্ণ প্রেক্ষাগৃহে বেমানান ও হাস্যকর মনে হতে পারে, কিন্তু উন্মুক্ত ও অতি-বিস্তৃত স্থানে কখনো সে রকম মনে হবে না। বদ্ধ প্রেক্ষাগৃহে যখন অভিনয় আরম্ভ হল তখন কৃত্রিম আলো দৃশ্য ও শব্দ অভিনয়ের সহযোগিতা করতে এল এবং দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতাদের দূরত্বও অনেক কমে গেল। সেজন্য অভিনয়কে অনেকখানি সংযত ও স্বাভাবিক হতে হল। কিন্তু মঞ্চাভিনয় আতিশয্যমুক্ত হলেও একেবারে সাধারণ কথাবার্ত্তার স্তরে নামতে পারল না। তার কারণ, প্রথমত, কোনো শিল্পই একেবারে স্বভাবের অবিকল অনুকৃতি হতে পারেনা। দ্বিতীয়ত, মঞ্চাভিনয়ের মধ্যেও দর্শকদের সঙ্গে বিশেষত পিছনের দর্শকদের সঙ্গে অভিনেতার বেশ খানিকটা দূরত্ব বজায় রইল। সেজন্য দূরবর্ত্তী দর্শকদের কাছে অভিনয়ের ভাবটি ফুটিয়ে তোলবার জন্য অভিনেতাকে কণ্ঠস্বর লীলায়িত করে এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানের চর্ম ও মাংসপেশীর কুঞ্চন ও প্রসারণের মধ্য দিয়ে আবেগকে স্পষ্ট ও প্রবল করে তুলতে হল। চিত্রাভিনয়ে অভিনেতার হাবভাব একেবারে স্বাভাবিক হয়ে এল। তার কারণ রসসৃষ্টির জন্য যেটুকু উচ্চারণ দরকার তা ঘটে এখানে যন্ত্রের সাহায্যে। স্বাভাবিক কণ্ঠস্বর দূরবাহ যন্ত্রের সহায়তায় বহুগুণ বর্ধিত হয় এবং বিস্তৃত পর্দায় যখন চলচ্চিত্র প্রতিফলিত হয় তখন স্বাভাবিক চেহারাগুলি অতিমাত্রায় সম্প্রসারিত হয়। এই বর্ধন ও সম্প্রসারণের ফলে কণ্ঠস্বরের সামান্য উচ্চতা এবং মুখের স্বল্পপরিমিত ভাবাভিব্যক্তিও কৃত্রিম ও আতিশয্যদুষ্ট হতে পারে। সেজন্য মঞ্চাভিনয়ে অভ্যস্ত অনেক কুশলী অভিনেতা চিত্রাভিনয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য স্থাপন করতে পারেননি এবং চিত্রজগতে তাঁদের অভিনয় বহু স্থানে অতিরঞ্জিত ও অস্বাভাবিক হয়ে পড়েছে।

আকৃতির নানা লীলায়িত রূপ ও উচ্চারিত বাক্য দ্বারা বিভিন্ন উপায়ে মানুষের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করা যায়। যথা—বক্তৃতা, কথোপকথন, শিক্ষকতা, অভিনয় ইত্যাদি। এদের মধ্যে সবচেয়ে গভীর ও স্থায়ীপ্রভাব বিস্তার করতে পারেন অভিনেতা। মানুষের মনকে তীব্রভাবে আলোড়িত করে নানা প্রকার রসাবেগের আঘাতে তাকে অভিভূত করতে পারেন শুধু অভিনেতা। বিদেশের কত অসাধারণ অভিনেতার অভিনয়-নৈপুণ্যের কথা আমরা শুনেছি। গোল্ডস্মিথ

গ্যারিক সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'an abridgment of all that is pleasant in man'. গ্যারিক যখন লীয়রের ভূমিকায় অভিনয় করতেন তখন তিনি অতিশয়িত আবেগের আঘাতের দ্বারা শুধু কেবল দর্শকদের নয়, তাঁর পার্শ্ববর্তী অভিনেতাদের পর্যন্ত একেবারে বিপর্যস্ত ক'রে ফেলতেন। এডমণ্ড কিনের একটি শয়তান-চরিত্রের অভিনয়ের সময় স্বয়ং বায়রণ নাকি মূর্ছিত হ'য়ে পড়েছিলেন এবং একজন সহ-অভিনেতা নাকি পক্ষাঘাত-পীড়িত লোকের মত আচ্ছন্ন হয়ে গিয়েছিল। মিসেস সিডনস সম্বন্ধে হ্যাজলিট বলেছিলেন, 'She was tragedy personified.' শেকসপীয়রের নাটকের অন্যান্য প্রখ্যাত অভিনেতাদের মধ্যে ছিলেন কুইন, কেম্‌ব্‌ল, কুক ইত্যাদি। ভিক্টোরিয়া যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিনেতা ছিলেন স্যার হেনরী আরভিং। তাঁর অনেক মুদ্রাদোষ ও আতিশয্য ছিল, কিন্তু যখন রঙ্গমঞ্চে প্রবেশ করতেন তখন কোনো দর্শকই অভিভূত না হ'য়ে পারত না। হেনরী আরভিং-এর সঙ্গে অভিনয় করতেন তাঁরই মত লব্ধপ্রতিষ্ঠ অভিনেত্রী এলেন টেরী। করুণরসসৃষ্টিতে তিনি ছিলেন অদ্বিতীয়া। হেনরী আরভিং তাঁর সম্বন্ধে বলেছিলেন, 'She had a gift of pathos.'

এবার আমাদের দেশের বিভিন্ন প্রকার অভিনয়ের শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের কথা আলোচনা করা যাক। প্রথমত থিয়েটারের অভিনেতা-অভিনেত্রীদের কথাই আলোচনা করা যাক। বাংলা নাট্যাভিনয়ের কিঞ্চিদধিক একশ বছরের ইতিহাসে কত প্রসিদ্ধ অভিনয়-শিল্পীদের পরিচয় আমরা পেয়েছি। তাঁদের অসামান্য কুশলী অভিনয়ের গুণেই বাংলা নাটকের রস জনসাধারণের চিত্তে সঞ্চারিত হয়েছিল। মধুসূদনের সমসাময়িক অভিনেতা কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের অভিনয়-খ্যাতি আমরা সমসাময়িক অনেক বৃত্তান্তে পড়েছি। মধুসূদন তাঁকে গ্যারিক বলে সম্বোধন করতেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের প্রথম যুগে কয়েকজন অসামান্য প্রতিভাবান শিল্পীর অভিনয়ে রঙ্গমঞ্চ সমৃদ্ধ হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন দু'জন—গিরিশচন্দ্র ও অর্দ্ধেন্দুশেখর। এই দু'জন শ্রেষ্ঠ নটের শিষ্য যাঁরা ছিলেন তাঁরাও সুপ্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অমৃতলাল মিত্র, অমৃতলাল বসু, মহেন্দ্রলাল বসু, অমৃতলাল মুখোপাধ্যায়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গিরিশচন্দ্রের অতুলনীয় অভিনয়-নৈপুণ্য সম্বন্ধে এত

আলোচনা হয়েছে যে, সে-সম্বন্ধে নতুন ক'রে বলবার মত আর কিছুই নেই। ট্র্যাজিক চরিত্রাভিনয়ে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তাঁর গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বর এবং স্বভাব-গাম্ভীর্য তরল হাস্যরসাত্মক চরিত্রকেও বিশেষ ভাবগভীর ও তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলত। নিমচাঁদ, বিদূষক, করিম চাচা ইত্যাদি ভূমিকায় তাঁর অভিনয় এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়। গুরুগম্ভীর ভূমিকায় তাঁর ভীমসিংহ, পশুপতি, যোগেশ, করুণাময় প্রভৃতি চরিত্রাভিনয় চিরস্মরণীয় হয়ে আছে। কমিক চরিত্রে অর্ধেন্দুশেখর ছিলেন অবিসংবাদিত ভাবে শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। এ কথা বললে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না যে, বঙ্গরঙ্গমঞ্চে আজও পর্যন্ত তাঁর চেয়ে অধিকতর নিপুণ কমিক অভিনেতা আবির্ভূত হন নি। অর্ধেন্দুশেখরের অদ্বিতীয় অভিনয়-দীপ্ত ভূমিকাগুলি হল জলধর, গজপতি বিদ্যাদিগ্‌গজ, আবুহোসেন, বিক্রমাদিত্য দানশা ফকির ইত্যাদি। অমৃতলাল মিত্র ও মহেন্দ্রলাল বসু করুণ ও গম্ভীর ভূমিকায় অভিনয় করতে পারদর্শী ছিলেন আর অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় ও অমৃতলাল বসু হাস্যরসাত্মক চরিত্রাভিনয়ে পটু ছিলেন। অভিনেত্রীদের মধ্যে সেই যুগে অশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন বিনোদিনী, তিনকড়ি, তারাসুন্দরী ইত্যাদি। গিরিশচন্দ্র ও অর্ধেন্দুশেখরের শিষ্যদের মধ্যে কিঞ্চিৎ পরবর্তী কালে সুখ্যাত হয়েছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ (দানীবাবু), অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, অপরেশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। প্রথম মহাযুদ্ধের কাল পর্যন্ত গিরিশযুগ স্থায়ী হয়েছিল। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল পর্যন্ত ছিল নাট্যাচার্য শিশিরকুমারের যুগ। শিশিরকুমার ও তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন অসাধারণ শক্তিশালী অভিনেতার দ্বারা বাংলা রঙ্গমঞ্চ অশেষ সম্পদসমৃদ্ধ হয়ে উঠল। শিশিরকুমার তাঁর অভিনয়ে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাবের অভিব্যক্তি, দলগত নৈপুণ্য এবং প্রয়োগরীতির নূতনত্ব আনয়ন করলেন। অন্তর্মুখী, দ্বন্দ্বজটিল ও সুগভীর বেদনাময় চরিত্রাভিনয়ে শিশিরকুমারের তুলনা বাংলা রঙ্গমঞ্চে নেই। রাম, চাণক্য, আলমগীর, জীবানন্দ, নিমচাঁদ, মাইকেল মধুসূদন, রাসবিহারী, দিগম্বর প্রভৃতি ভূমিকায় তাঁর অভিনয় দর্শকের মনে চিরজাগ্রত থাকবে। নাট্যাচার্যের সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের মধ্যে নটসূর্য অহীন্দ্র চৌধুরী, নটশেখর নরেশ মিত্র, বাণীবিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অনবদ্য রূপসজ্জায় নিপুণ অহীন্দ্র চৌধুরীর কণ্ঠের

ঐশ্বর্য অসাধারণ। প্রবল ভাবাবেগপূর্ণ ট্র্যাজিক চরিত্র রূপায়ণে তিনি দীর্ঘকাল ধ'রে অসামান্য দক্ষতা দেখিয়ে এসেছেন। কর্ণার্জুনে কর্ণ, 'চিরকুমার সভায় চন্দ্রবাবু, ইরাণের রাণীতে দারা, মিসর কুমারীতে আবন, সাজাহানে সাজাহান, কেদার রায় নাটকে কেদার রায় এবং তটিনীর বিচারে ডাঃ ভোসের ভূমিকাগুলি তাঁর শ্রেষ্ঠ অভিনয়নৈপুণ্যের দৃষ্টান্তস্থল। নরেশ মিত্র তাঁর অভিনেতৃজীবনের গৌরবময় যুগে হাস্যরসাত্মক টাইপ চিত্রাভিনয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। কাত্যায়ন, শকুনি, শ্রীমন্ত প্রভৃতির ভূমিকার কথা এ-প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শেষ জীবনে ইনি করুণরসাত্মক ভূমিকায় অভিনয় করে চলেছেন। বিশ্বরূপায় অভিনীত ক্ষুধা ও সেতু নাটকে তাঁর অভিনযের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। লাবণ্যদীপ্ত চেহারা ও সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারী ছিলেন নির্মলেন্দু লাহিড়ী। শিবাজী, ভাস্কর পণ্ডিত, ঔরংজীব, সামন্দেশ, সিরাজদ্দৌল্লার চরিত্রে তাঁর অভিনয় চিরস্মরণীয হয়ে থাকবে। দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়েব মত সুদর্শন অভিনেতা বাংলা রঙ্গমঞ্চে আর কোনো দিন দেখা গেছে কিনা সন্দেহ। তাঁর মত সবরকম চরিত্র-রূপায়ণে এতখানি ক্ষমতাও আর কারো মধ্যে বোধ হয় দেখা যায় নি। কোনো আতিশয্যজনক প্রয়াস না দেখিযে স্বাভাবিক ও সাবলীল অভিনয়ের দ্বারা চরিত্রকে জীবন্ত করে তুলতে তিনি ছিলেন অসাধারণ ক্ষমতাবান। এই সব শ্রেষ্ঠ অভিনেতার সঙ্গে অভিনয করে আরো অনেক অভিনেতা বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁদেব মধ্যে কযেকজন আজ পরলোকগত, যথা, রবি রায়, ভূমেন রায়, রতীন বন্দ্যোপাধ্যায ইত্যাদি। শিশিরযুগের প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীদের মধ্যে নাম করতে হয় কঙ্কাবতী, প্রভা, সুশীলাসুন্দরী, নীহারবালা, রাণীবালা প্রভৃতির। বর্তমানকালের অনেক শ্রেষ্ঠ অভিনেতাই শিশিরযুগের ধারা বহন করে চলেছেন। ছবি বিশ্বাস যৌবনে পরিপাটি ও মার্জিতবাক্ নায়করূপে প্রতিষ্ঠা অর্জন কবেছিলেন। বর্তমানে পরিণত বয়সে করুণ-রসাত্মক অভিনয়ে সমসাময়িক অভিনেতাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেছেন। জহর গাঙ্গুলী হাস্যস্নিগ্ধ কমেডির নায়করূপে ছিলেন সর্বজনপ্রিয়। বর্তমানে করুণ ও গভীর রসাত্মক চরিত্রে অভিনয় করেন। কমল মিত্র তাঁর ঋজু ও দীর্ঘ আকৃতি এবং উদাত্ত মেঘগম্ভীর কণ্ঠের দিক দিয়ে অপ্রতিদ্বন্দ্বী অভিনেতা। এঁদের সঙ্গে আরো নাম করে যেতে পারে ভাবাবেগপূর্ণ

অভিনয়নিপুণ মহেন্দ্র গুপ্ত, সংযত ব্যক্তিত্ববান মিহির ভট্টাচার্য, প্রবল প্রবৃত্তির পরিস্ফুটনে দক্ষ নীতিশ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অভিনেতাদের। অভিনেত্রীদের মধ্যে নিভাননী, সরযূবালা, রাজলক্ষ্মী, শান্তি গুপ্তা, অপর্ণা দেবী প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। তবে বর্তমানে নায়িকার ভূমিকায় অভিনেত্রীদের মধ্যে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যে অপেশাদার নাট্য সংস্থাগুলির উদ্ভব হয়েছে তাদের মধ্যে অভিনেতাদের ব্যক্তিগত নৈপুণ্য অপেক্ষা দলগত নৈপুণ্যের দিকেই বেশি দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। দলগত নৈপুণ্যের দিক দিয়ে লিটল থিয়েটারের অভিনয়ই শ্রেষ্ঠ। অপেশাদার অভিনয়ে যাঁরা বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন তাঁদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য, শম্ভু মিত্র, তৃপ্তি মিত্র, উৎপল দত্ত, তরুণ রায়, শেখর চট্টোপাধ্যায়, সাধনা রায় চৌধুরী, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা সাহা, শ্যামলী মজুমদার, রেবা রায় চৌধুরী প্রভৃতির অভিনয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। নায়কের ভূমিকায় বর্তমান রঙ্গমঞ্চে অসিতবরণ, উত্তমকুমার, রবীন মজুমদার, বিশ্বজিৎ, আশীষকুমার প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

বাংলা চিত্রজগতের শিল্পীদের কথা নিয়ে আলোচনা করতে হ'লে অনেক অভিনেতা ও অভিনেত্রীর কথাই উল্লেখ করতে হয়। বাংলা চলচ্চিত্রের শিল্পীরা সাধারণত মঞ্চজগৎ থেকেই নির্বাচিত হয়েছেন। মঞ্চাভিনয়ে যাঁরা খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছেন তাঁরাই চিত্রাভিনয়ের সুযোগ পেয়েছেন। অবশ্য আধুনিক কালে মঞ্চাভিনয়ের সঙ্গে যোগ নেই এমন বহু শিল্পীও চিত্র-জগতে প্রভূত জনপ্রিয়তা লাভ করেছেন। মঞ্চ ও চিত্র উভয় জগতেই খ্যাতির শীর্ষস্থানে অবস্থিত ছিলেন এমন দুজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর কথা বিগত যুগের শিল্পীদের মধ্যে সর্বপ্রথম উল্লেখ করতে হয়। তাঁরা হলেন দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও অহীন্দ্র চৌধুরী। নির্বাক ও সবাক যুগে নায়কের ভূমিকায় দুর্গাদাস ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। বিভিন্ন ধরণের চরিত্রাভিনয়ে, বিশেষ ক'রে স্নেহাতুর, করুণ-রসাত্মক বৃদ্ধ চরিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরীর কোন তুলনা ছিল না। সুমার্জিতকণ্ঠ প্রমথেশ বড়ুয়া ভগ্ন ও ব্যর্থ চরিত্রের অভিনয়ে সকলের অনুকরণীয় ছিলেন। দেবদাস চরিত্রে তাঁর অভিনয় এখন পর্যন্ত অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। আজকের দিনের অনেক প্রৌঢ় অভিনেতাই নায়কের ভূমিকায় এককালে দর্শকদের কাছে

অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন বোধহয় পাহাড়ী সান্যাল। বাংলা ও হিন্দী চিত্রজগৎকে তিনি এককালে প্রাণবন্ত অভিনয় ও সুমধুর সংগীতে মাতিয়ে রেখেছিলেন। আজও তিনি সদাশয় চরিত্রে তাঁর আন্তরিকতাপূর্ণ অভিনয়ের দ্বারা দর্শকদের চিরপ্রীতিভাজন হয়ে আছেন। আজকের সর্বাপেক্ষা খ্যাতিমান চরিত্রাভিনেতা ছবি বিশ্বাস এককালে কেতাদুরস্ত নায়করূপে সকলের প্রশংসার পাত্র ছিলেন। আর একজন স্নেহসরস চরিত্রাভিনেতা আগে তড়বড়ে কথা ও দীপ্তিময় ব্যক্তিত্বের জন্য খুবই লোকপ্রিয় ছিলেন। তিনি হলেন জহর গাঙ্গুলী। হাস্যরসাত্মক ভূমিকায় বিগত দিনে প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন অমর মল্লিক, তুলসী লাহিড়ী, রঞ্জিত রায়, ফণী রায়, ইন্দু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। অভিনেত্রীদের মধ্যে আগেকার দিনে দর্শকদের চিত্ত জয় করেছিলেন উমাশশী, লীলা দেশাই, চন্দ্রাবতী, যমুনা, কানন দেবী, সরযূবালা, মলিনা দেবী, সুমিত্রা দেবী ইত্যাদি। বর্তমান কালের চিত্রনায়কদের মধ্যে প্রবীণতম হলেন অসিতবরণ ও সবচেয়ে জনপ্রিয় হলেন উত্তমকুমার। উত্তমকুমারের চেহারায় রয়েছে পৌরুষের লাবণ্য, কণ্ঠস্বরে মিশে আছে লালিত্যের সঙ্গে গাম্ভীর্য এবং চলনে ও বাচনে এক বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্য ও আভিজাত্য। বসন্ত চৌধুরীর সংযত ব্যক্তিত্ব ও অতি-সুললিত কণ্ঠস্বর তাঁকে দর্শকদের কাছে আকর্ষণীয় ক'রে তুলেছে। অসীম-কুমারের দীর্ঘ আকৃতি ও স্বরগাম্ভীর্য তাঁকে নায়করূপে বিশেষ মর্যাদা এনে দিয়েছে। এঁরা ছাড়া আছেন প্রিয়দর্শন বিশ্বজিৎ, কমনীয়কণ্ঠ আশীষকুমার এবং আরো অনেকে। চরিত্রাভিনেতাদের মধ্যে প্রথমেই নাম করতে হয় কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের। একটু তোতলামির দিকে প্রবণতা থাকলেও করুণ ও কৌতুকের মিশ্ররসের অভিনয়ে তিনি বিশেষ দক্ষতা দেখিয়ে চলেছেন। সুমার্জিত বাচনভঙ্গির অধিকারী বিকাশ রায় খল ও চতুর চরিত্রের অভিনয়ে অত্যন্ত পটু। সাধক চরিত্রে অদ্বিতীয় হলেন গুরুদাস। কৌতুকরসাত্মক ভূমিকায় ছদ্ম গাম্ভীর্য দ্বারা কৌতুকের উচ্ছ্বাস ছুটিয়ে দেন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অঙ্গবিকৃতিতে কুশলী জহর রায়, বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনিয়ে হাসান নবদ্বীপ হালদার, কণ্ঠস্বরের মধ্য দিয়ে নানা প্রকার অনুকরণে নিপুণ অজিত চট্টোপাধ্যায়, চেহারার আত্যন্তিক ক্ষীণতা ও স্থূলতা দ্বারা কৌতুক উদ্রেক করেন যথাক্রমে নৃপতি চট্টোপাধ্যায় ও শ্যাম লাহা, কৌতুকগানে প্রীতি উৎপাদন করেন তুলসী চক্রবর্তী, চটপটে

কথা ও বাইরের ষ্টাইলের সঙ্গে ভিতরের সহৃদয়তার সমন্বয়ে দর্শকচিত্তে আনন্দ দান করেন অনুপকুমার। অভিনেত্রীদের মধ্যে গভীর রসের পরিস্ফুটনে বিশেষ ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন সাবিত্রী, অরুন্ধতী, মঞ্জু দে, শোভা সেন, অনুভা গুপ্তা প্রভৃতি। চেহারায় কমণীয় দীপ্তির অধিকারিণী ও অভিনয়ে আধুনিক হাবভাব ফুটিয়ে তুলতে নিপুণ সুচিত্রা সেন ও সুপ্রিয়া চৌধুরী। ভবিষ্যতের উজ্জল সম্ভাবনা রয়েছে শর্মিলা ঠাকুর, তন্দ্রা বর্মণ, রঞ্জনা বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতির মধ্যে।

হিন্দী চিত্রজগৎ কাহিনীকার, অভিনেতা-অভিনেত্রী, কলাকুশলী প্রভৃতি বাংলা চিত্রজগৎ থেকে বহু পরিমাণে গ্রহণ করে বর্তমানে চিত্রনির্মাণে শীর্ষস্থান অধিকার ক'রে আছে। অবশ্য কাহিনী বিন্যাস, সূক্ষ্মরসবোধ ও সুগভীর মনন-ধর্মিতার দিক দিয়ে বাংলা চিত্রজগৎ এখনো ভারতের মধ্যে শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করে আছে। কিন্তু প্রচার, প্রযোজনা-পারিপাট্য ও শিল্পকুশলতার দিক দিয়ে হিন্দী চিত্রজগতের প্রাধান্য না মেনে উপায় নেই। অভিনয়শিল্পীদের মধ্যে বিগত[illegible] অনেক স্মরণীয় শিল্পীর কথাই উল্লেখ করা যায়। অতীত ও বর্তমান যুগের ব্যবধান অবশ্য উপেক্ষা করেছেন চিরতরুণ নায়ক অশোক কুমার—তিনি অতীতের নায়ক এবং বর্তমানেরও নায়ক। নায়িকাদের মধ্যে এককালে দর্শ[illegible]চি[illegible] জয় করেছিলেন দেবিকারাণী, ল[illegible]লা চিৎনিস, শান্তা আপ্তে ইত্যাদি। বর্তমানে করুণ ও গম্ভীর রসের অভিনয়ে সবচেয়ে খ্যাতিমান দিলীপকুমার। তবে সবদিক দিয়ে বিচার করলে বোধহয় হিন্দী চিত্রের শ্রেষ্ঠ নায়ক দেবানন্দ—তাকে অনায়াসে হলিউডের কোন নায়ক বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। উদ্দাম হৈ-হুল্লোড় চটুল গান ও অতিশয়িত অভিনয়-চাতুর্যে আগে সেরা ছিলেন রাজকাপুর, এখন কিশোরকুমার। অভিনেত্রীদের মধ্যে করুণ রস ফুটিয়ে তুলতে নিপুণ বীণা রায় ও মীনা কুমারী, করুণ ও হাল্কা উভয় প্রকার রসে সমান ক্ষমতাময়ী হলেন নারগিস, মালা সিংহ, মধুবালা; প্রখর আধুনিক-তার সঙ্গে চিত্তজয়ী সৌন্দর্যের অধিকারিণী হলেন বৈজয়ন্তী মালা ও নূতন; নৃত্যাভিনয়ে শ্রেষ্ঠ হলেন সন্ধ্যা ও পদ্মিনী।

এতক্ষণ ধরে অভিনয়শিল্পীদের কথা বলা হল। কিন্তু শিল্পীদের পরিচয় অপূর্ণ থাকবে, যদি সংগীতশিল্পী ও নৃত্যশিল্পীদের কথাও একটু উল্লেখ করা না হয়। বাংলাদেশ বিশেষ করে সংগীতসাধনার দেশ। লৌকিক সংগীতের

কত ধারা যে বাঙালীর জীবনকে চিরকাল স্নিগ্ধ ও সরস করে এসেছে তার ইয়ত্তা নেই। বাংলার সংগীতশিল্পীগণ আজ বিশ্ব জয় করেছেন। আলাউদ্দিন, রবিশঙ্কর, আলি আকবর, তিমিরবরণ বিশ্বের সংগীতসভায় বাঙালীর সাধনাকে নিয়ে গেছেন। বাংলার নিজস্ব সংগীতধারার অন্তর্গত কীর্তন-সংগীতের সুপ্রসিদ্ধ সাধকদের মধ্যে নাম করা যেতে পারে কৃষ্ণচন্দ্র দে. কমলা ঝরিয়া, রাধারাণী, অপর্ণা দেবী, রথীন ঘোষ, ছবি বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি শিল্পীদের। শ্যামাসংগীতের ধারা বহন করে নিয়ে চলেছেন ভবানী দাস, মৃণালকান্তি, ধনঞ্জয়, পান্নালাল, প্রভৃতি শিল্পীগণ। পল্লীসংগীতের রস পরিবেশন করছেন শচীন দেব বর্মন, গিরীন চক্রবর্তী, নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, সনৎ সিংহ, শশাঙ্ক সিংহ, নবনী দাস, নির্মলেন্দু চৌধুরী প্রভৃতি। রবীন্দ্র সংগীতে যাঁরা খ্যাতিলাভ করেছেন তাঁদের মধ্যে পঙ্কজ মল্লিক, শান্তিদেব ঘোষ, রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখো-পাধ্যায়, দেবব্রত বিশ্বাস, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র প্রভৃতির নাম শীর্ষস্থানীয়। বাংলার বহুনিন্দিত ও বহু-সমাদৃত আধুনিক গানের রস পরিবেশন করে যাঁরা জনপ্রিয়তার উচ্চচূড়ায় অবস্থান করছেন তাঁদের মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, উৎপলা সেন, আলপনা বন্দ্যো-পাধ্যায় (মুখোপাধ্যায়) প্রভৃতির নাম সকলের আগে করতে হয়। উচ্চাঙ্গ সংগীতেও বাঙালী সংগীতসাধকদের নাম কম উল্লেখযোগ্য নয়। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, তারাপদ চক্রবর্তী প্রভৃতি ভারত-বিখ্যাত শিল্পীর নাম সকলেরই মনে আসবে। বাংলার নৃত্যসাধনার কথা বলতে গেলে বিশ্বজয়ী নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের নামই সকলের আগে উল্লেখ করতে হয়। উদয়শঙ্করের নৃত্যধারা অনুসরণ করে বহু শিল্পী নৃত্যসাধনায় খ্যাতি অর্জন করেছেন। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের বিশিষ্ট নৃত্যধারার চর্চাতেও অবশ্য বাঙালী শিল্পীগণ পিছিয়ে নেই।

দর্শক ও শ্রোতাদের সম্মুখে যে সব শিল্পী শিল্পকলার মধ্য দিয়ে জীবনের ভাব ও অনুভূতিকে মূর্ত করে তোলেন তাঁদের কথা আলোচনা করা হল। কিন্তু যাঁরা নেপথ্য থেকে শিল্পীদের চালিত করেন অথবা তাঁদের শিল্পসাধনায়

সহযোগিতা করেন তাঁরা হলেন প্রযোজক, পরিচালক, কলাকুশলী ইত্যাদি। শিল্পসৃষ্টির উৎস ও পরিকল্পনা আসে প্রযোজকের কাছ থেকে, পরিচালক সেই শিল্পসৃষ্টির সামগ্রিক রূপ চালনা করেন এবং আলোকশিল্পী, শব্দশিল্পী প্রভৃতি তাঁরই নির্দেশে যান্ত্রিক সহযোগিতা করেন। ভারতের সিনেমাশিল্পের প্রযোজনা ও পরিচালনায় বীরেন সরকার, হিমাংশু রায়, ভি, সান্তারাম, দেবকীকুমার বসু, নীতিন বসু, মধু বসু, প্রমথেশ বড়ুয়া প্রভৃতি নাম গুলি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। বর্তমানের পরিচালকদের মধ্যে বিশ্ববিজয়ী সম্মান লাভ করেছেন সত্যজিৎ রায়। অন্যান্য সুখ্যাত পরিচালকদের মধ্যে বিমল রায়, তপন সিংহ, অসিত সেন প্রভৃতির নাম করতে হয়। মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক প্রভৃতি নতুন আঙ্গিক-চেতনার পরিচয় দিতে প্রয়াসী।

শিল্পীদের পরিচিতি ও তথ্য জ্ঞাপক একখানি পঞ্জীপুস্তকের অভাব এতদিন আমরা বিশেষভাবে বোধ করছিলাম। এই বইখানি সেই অভাব অনেকাংশে দূর করবে, সেজন্য এর প্রকাশক শিল্পী ও শিল্পানুরাগী প্রত্যেকেরই বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র। অবশ্য বইখানিকে নিখুঁত ও পরিপূর্ণ কেউ বলবেন না। অনেক শিল্পীর পরিচয় বাদ পড়েছে এবং অনেক শিল্পীর পরিচয় আরও পূর্ণতর হওয়া উচিত ছিল। দ্রুত সংকলন-ক্রিয়া সম্পন্ন করতে হয়েছে বলে অনবধানতাবশত কিছু কিছু তথ্যগত ভুলভ্রান্তিও রয়েছে। মুদ্রণ-প্রমাদও অনেক চোখে পড়বে। এসব ত্রুটি আশা করি, আগামী সংস্করণে দূরীভূত হবে। কিন্তু দোষত্রুটি সত্ত্বেও বইখানির উপযোগিতা ও প্রয়োজনীয়তা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করবেন। প্রকাশককে তাঁর এই অভিনব প্রশংসনীয় উদ্যমের জন্য অভিনন্দন জানাই।

॥ সূচীপত্র ॥

চিত্র মঞ্চ, ও সৌখীন অভিনেতা-অভিনেত্রী ঃ

চিত্র ও মঞ্চ জগতের কলাকুশলী ঃ

সুব্রত মিত্র ২৮০ ॥ সন্তোষ গুহরায় ২৮০ ॥ সুনীতি মিত্র ২৮০ ॥ সোরাব মোদী ২৮১ ॥ এস, ডি, নারাঙ ২৮১ ॥ হৃষিকেশ মুখার্জী ২৮২ ॥ হেমচন্দ্র চন্দ্র ২৮৩ ॥ হরি ভঞ্জ ২৮৩ ॥ হোমি ওয়াদিয়া ২৮৩ ॥ হনুমাপ্পা বিশ্বনাথ বাবু ২৮৪ ॥

সঙ্গীতশিল্পী, বেতারশিল্পী, যন্ত্রশিল্পী ও সঙ্গীত-পরিচালক প্রভৃতি :

কাহিনীকার, নাট্যকার, চিত্র সাংবাদিক প্রভৃতি ঃ

চিত্র, মঞ্চ, সঙ্গীত ও শিল্পজগতের তথ্যপঞ্জী ঃ

অহীন্দ্র চৌধুরী

অভিনেতা

বাংলার নটস্হর্য্য অহীন্দ্র চৌধুরী আজ স্হর্যের মতই অভিনয়ের দীপ্তিচ্ছটা ছড়িয়ে নটবাজের শ্রেষ্ঠ পূজারীর আসনে প্রতিষ্ঠিত। এত সাধনা, এত তাঁর প্রকাশ, এত জ্যোতিঃ কেমন করে আসল, ভাবলে কিন্তু সর্ব্বদা মনে হয় এ বিধাতার দান ছাড়া আর কিছুই নয়। সাধনা আছে বলেই ত সিদ্ধির স্থান। এই শিল্পীর সমস্ত জীবন আলোচনা করে দেখলে মনে হয় জীবনে উথান পতন তাঁরও হয়েছিল। তিনি একবারে এত প্রতিভাব অধিকারী হননি। পেয়েছেন সাধনার দ্বারা। তিলে তিলে আয়ত্ব করেছেন তিনি। অহীন্দ্র প্রতিভা শুধু আজ চিত্র ও মঞ্চের আকাশেই সীমাবদ্ধ নয়, বহু দূর ব্যাপি তার পরিধি বিস্তৃত।

আজ এই দীর্ঘ পঁয়ষট্টী বৎসরের প্রৌঢ় গভীর জ্ঞানের বেদীমূলে এসে দেশবাসীর মঙ্গল কামনায় তাঁর আজীবনের বুকঢালা পরিশ্রম নিয়ে জাতির দুয়ারে দণ্ডায়মান। এই অনুপ্রেরণাকে কার্য্যে রূপায়িত করতে গিয়ে বৃদ্ধকে আজ কঠিন তপস্যায় ব্রতী হতে হয়েছে। কেমন করে এই গুণী শিল্পী আজ শ্রেষ্ঠ আসন অলঙ্কৃত করলেন, অভিনয় ধারাকে প্রাণবন্ত ক'রে কেমন করে নটস্হর্য্য

আখ্যায় ভূষিত হলেন, বিস্তৃত ভাবে আলোচনা না করেও পাঠক পাঠিকার কাছে তাঁর একটি সংক্ষিপ্ত আলেখ্য তুলে ধরলাম।

কলকাতায় ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে অহীন্দ্র চৌধুরীর জন্ম হয়। পিতার নাম চন্দ্র ভূষণ চৌধুরী। সেদিন কেউ কী কখন কল্পনা করতে পেরেছিল যে, মধ্যবিত্ত চৌধুরী বংশে জন্মগ্রহণ ক'রে এই বালক একদিন বিশ্বের দরবারে লোকহিতকর কার্য্যে নিযুক্ত থাকবে ভাবীকালে দেশ বাসীর কাছে স্মরণীয়, ও বরণীয় রূপে সম্মান পাবে?

নাট্যালয়ে তখন ৺অপরেশ চন্দ্রের যুগ। নবীন নট শুরু করলেন তার অভিনয়। ক্রমশঃ যশ আর মালায় ভূষিত হয়ে স্বাতন্ত্র্য এক নট-নায়ক রূপে বাংলার অস্তমিত ম্লান রবিকে উজ্জ্বল করলেন। সেই থেকে শুরু হল জীবন-নাট্য। চিত্রে-মঞ্চে-বেতারে বহুবার বহুরূপে নিজেকে প্রকাশ করলেন, তুলে ধরলেন স্বার্থক চরিত্রগুলিকে। বছরের পর বছর দর্শকের করতালির মাঝে নিজের সাধনাকে করলেন তৃপ্ত। মাত্র কয়েক বছর হল অভিনয় জগৎ থেকে শিল্পী নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন, প্রদীপ জ্বালিয়ে দিতে আগামী দিনের পথিক মনে। বিশ্ব কবির বাড়ীতে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের অধীনে রবীন্দ্রভবনে সঙ্গীত নাটক একাডেমীতে যোগ দিয়ে নাটক বিভাগের সর্ব্বাধিনায়করূপে তিনি বর্ত্তমানে কাজ করে যাচ্ছেন।

অহীন্দ্র চৌধুরী অভিনীত অসামান্য অভিনয়দীপ্ত স্মরণীয় নাটকগুলির মধ্যে কর্ণার্জ্জুনে—শকুনি, চিরকুমার সভায়—রসিক, ইরাণের রাণী, কণ্ঠহারে—রণলাল, গৈরিক পতাকায়—ঘোড়পুরে, আলমগীরে—রাজসিংহ, মিশর কুমারীতে—আবন, দেবলাদেবীতে—আলাউদ্দিন, মহেন্দ্র গুপ্তের রণজিৎসিংহে—নাম ভূমিকায়, সাজাহানে—সাজাহান, প্রফুল্লে—রমেশ, চরিত্রহীনে—উপেন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলার রঙ্গালয়ে যতদিন দীপ জলবে, ততদিন তার অভিনয় প্রতিভা কোনদিনই ম্লান হবে না। তিনি নট সূর্য্য আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন। চিত্র জগতে তাঁর দানও প্রচুর। শঙ্করাচার্য্য, কণ্ঠহার, পথের দাবী, স্যার শঙ্কর নাথ, টকি অফ টকিজ, প্রভৃতি বহু চিত্রে সুঅভিনয় করে নৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। রাষ্ট্রপতি প্রদত্ত পদ্মশ্রী উপাধিতে এই গুণী আজ সম্বর্ধিত।

বেতারে তিনি একজন প্রিয়তম শিল্পী। বাংলায় নটসূর্য্য স্তিমিত রঙ্গালয়কে প্রদীপ দেখাতে, জ্ঞান ভাণ্ডার উন্মোচন করতে, বাংলার নবাগত শিল্পীরা আজ তাঁর শিক্ষা গ্রহণ করলে কল্যাণের পথই পরিস্কার হবে।

অসিত বরণ (মুখার্জী)

অভিনেতা

যে শিল্পী অভিনয়কে যথার্থ ভাবে রূপ দিতে পারেন তিনিই একজন প্রকৃত অভিনেতা। এই সঙ্কল্প নিয়ে এসেছেন বলেই অসিতবরণ আজ খ্যাতি-সম্পন্ন অভিনেতা।

ইংরাজি ১৯১৬ সনে কলিকাতায় অসিতবরণের জন্ম হয়। পিতা তারা পদ মুখোপাধ্যায়। শিক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রির ছাপ না থাকলেও ইনি শিক্ষিত ভদ্র ও সরল ব্যবহারে ব্যক্তিগতভাবে কালোদা নামে সুপরিচিত।

তরুণ যুবকের মনে চিত্রাভিনেতা হবার আশা। কিন্তু সুযোগ কই? সংসারে কেউ অভিনয়ের ধার ধারে না। কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে অল্প বেতনে তবলা বাজাতেন। একটি সঙ্গীত-আসরে অভিনেতা পাহাড়ী সান্যাল মহাশয় তাকে সংগ্রহ করেন চিত্রে অভিনয়ের জন্য। পরিচালক হেমচন্দ্রের পরিচালনায় "প্রতিশ্রুতি" ছবিতে একটি ছোট রোলে অভিনয় করেন ১৯৪০ সনে। তারপর নিউ থিয়েটার্সের স্থায়ী অভিনেতারূপে কাশীনাথে কাশীনাথ, ওয়াপাসে (হিন্দী)

নায়ক, পরিণীতায় (হিন্দী বম্বেতে গৃহীত) গিরীন, কারপাপে সমর, রবীন্দ্রনাথের খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তনে অনুকূলবাবু, বন্ধু ও চলাচল প্রভৃতি বহু চিত্রে অনবদ্য অভিনয় করে অভিনয় নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন।

এ ছাড়া আরও কয়েকখানি চিত্রে যথা: মরুতৃষায়—সুব্রত, আশায় বাঁধিনু ঘরে—ভোলানাথ, আরও আলো আরও আশায়—তাপস, স্মৃতিটুকু থাকএ জয়ন্ত প্রভৃতি ছবিগুলিতে অভিনয় করেছেন ও করছেন।

চিত্রের মত মঞ্চেও অসিতবরণের স্থান প্রথম শ্রেণীতে। ষ্টার রঙ্গমঞ্চে শরৎচন্দ্রের 'পরিণীতা' নাটকে নারদের ভূমিকায়, মিনার্ভায় 'ডাঃ শুভঙ্করে'নাম ভূমিকায় অভিনয় করে একজন শ্রেষ্ঠ নট বলে পরিগণিত হয়েছেন। বর্ত্তমানে ইনি বিশ্বরূপায় নিয়মিত অভিনয় করছেন। ইনি একজন সুগায়ক এবং সব রকম বাদ্য যন্ত্রের উপর এঁর হাত আছে।
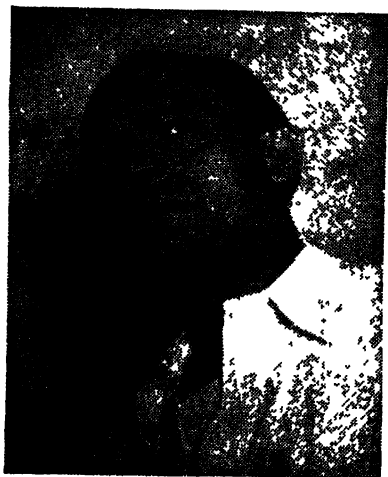
অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিনেতা

সুদর্শন অভিনেতা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ইং ১৯১১ সনে পানিহাটিতে জন্মগ্রহন করেন। পিতা ৺আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায়। শৈশব থেকেই অভিনয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। পাঠ্যাবস্থাতে বিদ্যালয়ে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নাটকের অভিনয় করতেন। উত্তরকালে যে এই বালক একজন নিপুন

অভিনেতা হবে তখনই তা উপলব্ধি করা গিয়েছিল।

দিলীপ মুখার্জ্জির সহযোগিতায় ইনি 'শাস্তি' নামক ছবিতে প্রথম অভিনয় করেন ১৯৪৭ সনে। "পণ্ডিতমশাই" চিত্রে নাম ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শক চিত্ত জয় করেন। তারপর বিন্দুর ছেলেতে—মাধব, নবজন্মে—ঠাকুর হরিদাস, অদ্বৈতাচার্য, প্রতিমা, মরণের পরে, ডাক্তার, কংশে—অক্রুর, মহারাজ নন্দকুমারে—নামভূমিকায় অভিনয় করেন। উল্লিখিত চিত্রগুলি তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য অভিনয় সমৃদ্ধ। ইহা ছাড়া লালুভুলু, অসবর্ণা, দস্যুমোহন ও রামপ্রসাদ প্রভৃতি বহু চিত্রে অভিনয় শুধু চমৎকারই নয় অবিস্মরণীয়।

তাঁর বর্ত্তমানে অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে যথা—:আরও আশা আরও আলো ও সহরের ইতিকথা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। শুধু চিত্রে নয় মঞ্চেরও তিনি একজন কৃতি অভিনেতা। বাংলার মঞ্চজগতে বহু নাটকে অভিনয় করে এই কীর্ত্তিমান নট আবাল-বৃদ্ধ-বণিতার অন্তর জয় করেছেন। এঁর কয়েকটি নাটকে সফল অভিনয়ের তালিকা লিপিবদ্ধ করলাম। পথের শেষে—অনাদি, প্রফুল্লে—সুরেশ, চরিত্রহীনে—দিবাকর, দেবলাদেবীতে—বলদেও, পার্থসারথীতে—অর্জ্জুন, মিশর কুমারী, শকুন্তলা, পৃথীরাজ, ও জয়চন্দ্র প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রঙমহলে উল্কা নাটকে "রাজীবের" অভিনয় শুধু চমৎকারই নয় এক কথায় অবিস্মবণীয়। ইনি বর্ত্তমানে ষ্টার রঙ্গালয়ে নিয়মিত অভিনয় করছেন।

ইনি বেতার নাটকে একজন প্রিয় শিল্পী এবং প্রায়ই অভিনয় করে থাকেন।

আজ তিনি যৌবনের শেষ সীমায় এসেও তাঁর সুরুচি পূর্ণ অঙ্গভঙ্গী এবং অত্যন্ত যুক্তিপূর্ণ অভিনয়ের কথা মনে হলে তিনি যে বাংলার মঞ্চ ও চিত্র জগতের একজন প্রকৃত সেবক সে বিষয়ে মনে কোন সন্দেহ থাকে না।

অশোক কুমার (গাঙ্গুলী)

অভিনেতা

প্রখ্যাতনামা প্রযোজক ও শিল্পী চূড়ামণি অশোক কুমাব শুধু বাংলাব নয় বম্বেব নয় সর্বভাবতীয় জনসাধাবণেব কাছে আজ চিব ববেণ্য অভি-নেতা। তিনি বম্বেব বাসিন্দা। বম্বে চিত্র জগতেব সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তবুও মনে প্রাণে তিনি বাঙ্গালী। বাংলা মাব উজ্জ্বল বত্ন। প্রশস্ত ললাট, দীর্ঘ দেহ, অপূর্ব্ব ধীশক্তি সম্পন্ন অভিনেতা অশোক কুমাব। পূর্ব্বেব নাম কুমুদ লাল গঙ্গোপাধ্যায। পিতা কুঞ্জলাল গঙ্গোপাধ্যায়। অপব দুই ভাই কিশোর কুমার ওঅনুপ কুমাব। এঁবাও বম্বেব নামকবা শিল্পী। ইংবাজী ১৯১১

প্রথমে নিউ থিয়েটার্সের রসায়নাগারে সহকারী হিসাবে কাজ শুরু করেন।

১৯৩৫ সালে প্রথমে ৺হিমাংশু রায় পরিচালিত "জীবন নাইয়া" নামক কথাচিত্রে অভিনয় করেন। দেবীকারাণী ছিলেন সেই চিত্রের নায়িকা। ১৯৪২ সালে তিনি সর্ব্বপ্রথম ফিল্মস্তানের হয়ে 'এইট ডেজ'নামক চিত্রখানি পরিচালনা করেন। 'জওয়ানী কী হাওয়া' চিত্রে গান সহ অভিনয় করেছেন।

কতকগুলি সাফল্য মণ্ডিত অভিনীত চিত্রের নাম উল্লেখ করলাম যথা ঃজিন্দিও মজবুর, (প্রযোজক ও অভিনয়) চন্দ্রশেখর (বাংলা) মহল, পরিণীতা (হিন্দী) মা, সমাজ, অচ্ছ্যুৎকন্যা, ইজ্জৎ, বচন, শিকার, সমর (বাংলা), সংগ্রাম, কিসমৎ প্রভৃতি বহু চিত্রে সুঅভিনয় করে বাংলা ও বম্বের সার্থক শিল্পীরূপে সম্মানিত হয়েছেন। 'কল্পনা' হিন্দী চিত্রখানি তিনি প্রযোজনা ও অভিনয় করেছেন। বর্ত্তমানে বাংলা ছবি 'হসপিটালে' স্মরণীয় অভিনয় করেছেন।

অমর মল্লিক

অভিনেতা

মাননীয় অমর মল্লিক মহাশয় একজন চিত্রজগতের দক্ষ অভিনেতা। ১৯০৫ সনে কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। 'মল্লিক গোষ্ঠি' চিরপ্রসিদ্ধ। শৈশব হইতেই অভিনয়ের প্রতি প্রভাবান্বিত হয়ে স্যার বি, এন, সরকার প্রতিষ্টিত নিউ থিয়েটার্সে ছবির ব্যবস্থাপনার কার্য্যে নিযুক্ত হন। চণ্ডিদাস ছবিতে জমিদারের অংশে অবতীর্ণ হয়ে একজন বিশিষ্ট শিল্পীরূপে পরিগণিত হন। দেবদাসে চুণীলাল তাঁর চিত্র শিল্পে অনবদ্য দান। তারপর মীরাবাঈ, গৃহদাহ, মহুয়া, জীবন মরণ, কাশিনাথ, ভাগ্য চক্র, দিদি, ভাবিকাল, মুক্তি, ডাক্তার, মন্ত্রশক্তি, মধুমালা, পুষ্পধনু, বড়দিদি, ভোলামাষ্টার, স্বামীজি, (পরিবেশিত ছবি) সতী প্রভৃতি চিত্র গুলির অভিনয় শুধু উল্লেখযোগ্যই নয় প্রসিদ্ধ শিল্পীরূপে চিত্র সমাজে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেছেন। এযাবৎ তিনি বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। বর্ত্তমানে বিয়ের খাতা নামক ছবিতে অভিনয় করছেন।

তিনি বেতারের একজন প্রিয় শিল্পী।

বর্ত্তমানে বাংলা চিত্র জগতের খ্যাতনামা অভিনেত্রী ভারতী দেবী তাঁর সহধর্ম্মিনী।

অভি ভট্টাচার্য্য

অভিনেতা

অভি ভট্টাচার্য্য ইংরাজি ১৯২০ সনে রাজসাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম সত্যেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। ইনি বি,এ। বাংলা চিত্র ও মঞ্চাভিনেত্রী প্রণতি ঘোষ এঁর সহধর্ম্মিনী। বাংলা ছবি নৌকাডুবিতে প্রথম অভিনয় করেন। কয়েকখানি ছবিতে অভিনয়ের পর বম্বের হিন্দী ছবিতে অভিনয় সুরু করেন। উল্লেখযোগ্য বাংলা ছবি গুলির মধ্যে বিষের ধোঁওয়া, শেষ, ভৈরব মন্ত্র, পরিত্রাণ, রত্নদীপ, মহাপ্রস্থানের পথে, বিরাজ বৌ প্রভৃতি। বর্ত্তমানে তিনি 'মধ্যরাতের তারা' নামে একখানি ছবি প্রযোজনা করছেন এবং উক্ত ছবিতে অভি ভট্টাচার্য্যও প্রণতি ঘোষ দু'জনায় অভিনয় করছেন।

অজিত চট্টোপাধ্যায়

অভিনেতা

বাংলার রঙ্গমঞ্চে, চিত্রে এবং বহু কৌতুক অনুষ্ঠানে অজিত চট্টোপাধ্যায়ের কমিক অভিনয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য। অতিবড় বিশ্বনিন্দুকও প্রশংসা না করে থাকতে পারবে না। কলিকাতায় ১৯৩০ সনে ইনি জন্মগ্রহণ করেন।

ইনি শশুরবাড়ী, পাশের বাড়ী প্রভৃতি বহু চিত্রে সুঅভিনয় করেছেন। বর্ত্তমানে মিঃ এণ্ড মিসেস চৌধুরী ছবিতে কাজ করছেন। নাট্যালয়েও তিনি একজন সুঅভিনেতা। এযাবৎ অনেক নাটকে অভিনয় করেছেন। বর্ত্তমানে সাহেব বিবি গোলমে অভিনয় করছেন। রেকর্ড ও রেডিওতে ইনি একজন জনপ্রিয় শিল্পী। বর্ত্তমানে রঙমহলের সঙ্গে যুক্ত আছেন।
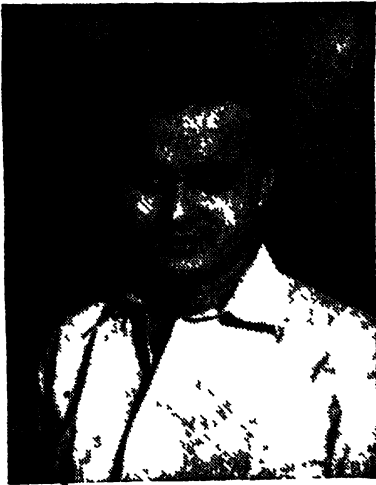
অনিল চট্টোপাধ্যায়

বিধাতার রাজ্যে আশা ও আকাঙ্খার আলো হৃদয়ে পোষন করলেই শুধু আলো পাওয়া যায় না, তার সঙ্গে চাই প্রচুর সাধনা। যে পথই

বেছে নেওয়া যাকনা কেন সাধনা না থাকলে সিদ্ধি লাভ হয় না আত্মীয় স্বজনের কাছে প্রেরণা না পেয়ে ধাপে ধাপে কেমন করে আজ এই তরুণ যুবক অভিনয়ের উৎকর্ষতা দেখিয়ে দর্শক সমাজকে অভিভূত করেছেন তা খুবই আশ্চর্য্যের সন্দেহ নেই। অনিল চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয় ইংরাজী ১৯৩০ সনে কলকাতায়। পিতার নাম ৺নৃপেন্দ্র নাথ চট্টোপাধ্যায়। সিনিয়র কেম্ব্রিজ পাশ করে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজে বি, এ পর্য্যন্ত পড়েছেন।

কলেজে ছাত্রাবস্থায় তিনি ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটে অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেন। প্রথমে উৎপল দত্ত ও পরে অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধায় এর সহযোগিতায় ফিল্ম জগতে আসেন অর্দ্ধেন্দুবাবুর পরিচালনায় প্রথম সহকারী পরিচালকরূপে কাজ করেন ১৯৫১ সনে। প্রথম সুব্রত চরিত্রে অবতীর্ণ হয়ে দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

এইভাবে ঢুলি, উল্কা, লোহকপাট, অসবর্ণা, কালামাটি, অযান্ত্রিক, মেঘে ঢাকা তারা, দেবী, গরিবের মেয়ে প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করেন এবং একজন খ্যাতিমান অভিনেতারূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন।

বর্ত্তমানে স্বরলিপি, স্মৃতিটুকু থাক, কোমল গান্ধার ও পোষ্টমাষ্টার প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করছেন।

ইনি একজন বেতারের প্রিয় শিল্পী।

সহপরিচালক থেকে শুরু করে এই যুবক তার একাগ্রতায় চিত্র জগতে নিজের স্থান করে নিয়েছেন।

অনুপ কুমার (গঙ্গোপাধ্যায়)

অভিনেতা—বম্বে

ইংরাজী ১৯২৬ সনে অনুপ কুমারের জন্ম হয়। এঁর পূর্ব নাম কল্যান কুমার গঙ্গোপাধ্যায়। পিতা কুঞ্জলাল গঙ্গোপাধ্যায়। বি,এ পর্য্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। অপর দুইভাই কিশোর কুমার ও অশোক কুমার চিত্র জগতের অপ্রতিদ্বন্দী চিত্রাভিনেতা। বন্দী, জীবন, সাথী প্রভৃতি অনুপ কুমারের শ্রেষ্ঠ অভিনীত ছবি।
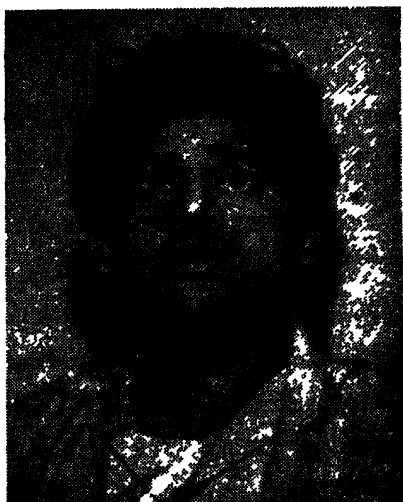
অনুপ কুমার (দাস)

অভিনেতা

বাংলা চিত্র ও মঞ্চ জগতের উজ্জ্বল তারকা অনুপ কুমার আজ সর্বজনধন্য। এই প্রখ্যাত অভিনেতা স্বীয় প্রতিভাবলে আজ বাংলার চিত্র ও মঞ্চ জগতে অন্যতম অভিনেতা রূপে বরণীয়। সমস্ত রকম অভিনয়ে নিজস্ব সৃষ্টির ফলে এই অভিনেতা সকলের স্নেহের পাত্র। ১৯৩৪ সনে এঁর জন্ম হয়। পিতা ধীরেন্দ্র নাথ দাস একজন সংগীতজ্ঞ গুণী ব্যক্তি। তিনি এককালে এইচ, এম ভি কোং এর সংগীত শিক্ষক ছিলেন। তিনি অভিনয়ও করেছেন বহু, স্বদেশী সংগীতে তিনি বহু সুনামও করেছেন। এ ছাড়া রঙ্গালয়ে বহু নাটকে সুর সংযোজন করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। গুণীর পুত্র অনুপ কুমার গুণীই হয়েছেন। তিনি তাঁর অভিনয় নৈপুণ্যে আজ প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা।

তাঁর অভিনীত কয়েকখানি চিত্রের নাম দিলাম। যথা:—কাঁচা মিঠে, বাঁশের কেল্লা, শ্বশুর বাড়ী, পাশের বাড়ী, ডাক্তার বাবু, গলি থেকে রাজপথ, কালিন্দী, রাস্তার ছেলে, সখের চোর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রঙ্গমঞ্চেও তাঁর সাবলীল অভিনয়ে দর্শকবৃন্দ মুগ্ধ। • কঙ্কাবতীর ঘাট শ্যামলী, শ্রীকান্ত (১ম পর্ব),রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত (২য় পর্ব), ডাক বাংলো প্রভৃতি বহু নাটকে সুঅভিনয় করেছেন।
কমিক চরিত্রেও তিনি অনন্যসাধারণ। কয়েকটি রেকর্ড নাট্যে (কমিক পালা) অভিনয় করেছেন।

অরুন কুমার (চৌধুরী)

অভিনেতা

ইং ১৯৩২ সনে ডিসেম্বর মাসে কলিকাতায় অরুণ কুমারেব জন্ম হয়। পিতা ৺রমা প্রসাদ চৌধুরী আভিজাত্য বংশের সন্তান। শৈশব থেকেই ইনি নটরাজেব পূজারী। পিতাব কাছে অভিনযে প্রেরণা পেয়ে কলেজ থেকেই অরুণ কুমার শিবাজী নাটকে "নাম ভূমিকায" অভিনয় করেন। বি, এস, সি পাশ কবার পব ১৯৫০ সনে এম, পি প্রোডাকসনেব "কার পাপে" কথাচিত্রে প্রথম অভিনয করেন। তারপব মহারাজ নন্দকুমাব, মন্দিব, অভিশাপ, সাগব সঙ্গমে প্রভৃতি চিত্রে পার্শ্ব চরিত্রে সুঅভিনয় কবেন। নিম্নলিখিত কবেকখানি চিত্রে তাঁর অভিনয় কবা আছে যেমন, আত্মাহুতি, পটে আঁকা ছবি, হাই হিল, মরু তৃষা প্রভৃতি। সঙ্গীতে ও বাদ্যযন্ত্রে এঁর বেশ হাত আছে।

ইনি শুধু চিত্র শিল্পী ই নন মঞ্চশিল্পী ও। গৈরিক পতাকা, মিশব কুমাবী, পথের শেষে, মীরকাশিম, বিশ বছব আগে এবং হিন্দীতে বাখি কি নাজ, ইনসান কা নরজ, নর্ত্তকী ও বৈজু বাওবা নামক নাটক গুলিতে বিশিষ্ট অংশ অভিনয় করে নিজের প্রচেষ্টায় দর্শক সমাজে প্রশংসা পেয়েছেন। বর্ত্তমানে দু'খানি হিন্দী চিত্রে বম্বেতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

অজিত

অভিনেতা—বম্বে

বম্বের ক্ষমতাবান অভিনেতাদের মধ্যে অজিত অন্যতম। ১৯২২ সালে শাহজানপুরে অজিতের জন্ম হয়। শাহেমিশর ছবিতেই অভিনেতা হিসাবে অজিতের প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। আসল নাম হামিদ আলি খান। অজিত অভিনীত ছবির মধ্যে—আনবান, আনন্দমঠ, ইনসাফ, নয়াদৌড়, মুঘল-ই-আজম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

অরুন্ধতী মুখোপাধ্যায়

অভিনেত্রী

বরিশালের বিখ্যাত গুহঠাকুরতা পরিবারের মেয়ে অরুন্ধতী। জন্মস্থান ঢাকা। শৈশবের বাব ..নব কাটে ঢাকাতেই। তিন চার বছর বয়স থেকেই গানের প্রতি তাঁর আকর্ষন দেখা যায় প্রচুর। পরে রবীন্দ্র সঙ্গীতে তাঁর খুব নাম হয়। পারিবারিক প্রেরণাতেই তিনি মাত্র ছয় বৎসর বয়সে রবীন্দ্র নাথের

'ডাকঘর' এ অভিনয় করেন। এঁরপর শান্তিনিকেতনে তিনি সঙ্গীতে প্রথম হয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। রেডিওতে রবীন্দ্র সঙ্গীত পরিবেশনের জন্য তাকে দীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে শান্তিনিকেতন থেকে কলকাতায় যাতায়াত করতে হত।

তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করেন বিশ্বভারতীর সঙ্গীতবিদ শৈলজা রঞ্জন মজুমদারের কাছে। নৃত্য শিক্ষা করেন বালকৃষ্ণ মেনন ও ব্রজদাসীর কাছে।

তিনি নটীর পূজা, চণ্ডালিকা, শ্যামা, চিত্রাঙ্গদা, প্রভৃতি নৃত্য নাট্যে অংশ গ্রহণ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের তত্বাবধানে জোড়াসাঁকোতে 'মাযার খেলা' নাটকে অভিনয় করেছন। সেদিনের অরুন্ধতী আজকে বাংলা চিত্রজগতের এক উজ্জ্বল তারকা।

এম,এ ক্লাসের ছাত্রী জার্ণালিষ্ট হতে চেয়েছিলেন। বিখ্যাত চিত্রনাট্যকার বিনয় চট্টোপাধ্যায় প্রথম তাঁকে নিউথিয়েটার্সের কর্ণধার বীরেন্দ্র নাথ সরকারের কাছে নিয়ে যান। 'মন্ত্রশক্তি' ছবিতে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হন। অনিবায্য কারণে সেছবি আত্মপ্রকাশ করেনি। তারপর প্রবোধ সান্যালের যুগান্তকারী 'মহাপ্রস্থানের পথে' ছবিতে নায়িকা হয়ে বাংলাব চিত্রজগতে অরুন্ধতীর আগমন ঘটে। প্রথম ছবিতেই তিনি দর্শক সমাজের মন জয় করে নেন। তারপর থেকে নদ ও নদী, বকুল প্রভৃতি ছবিতে অভিনয করেন। এরপর সতী, ছেলেকার, ষোডশী, প্রশ্ন, গোধুলী, টাকা আনা পাই প্রভৃতি বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন।

এই প্রতিভাময়ী শিল্পী বিভিন্ন ভূমিকায় যে প্রাণবন্ত অভিনয় করেছেন তার তুর্লনা হয় না। মা, নবজন্ম, চলাচল, পঞ্চতপা প্রভৃতি ছবিতে তিনি অতুলনীয় অভিনয় করেছেন। তাঁর নিজস্ব প্রযোজনায় আকাশ পাতাল বাংলা ও বম্বে শিল্পীর এক মিলন ক্ষেত্র।

১৯৫১ সনে প্রথম অরুন্ধতী মুখার্জ্জি ভারতীয় সংস্কৃতি মিশনের সদস্য হিসাবে আমেরিকায় যান। সেখানে চিত্রপুরী হলিউডের বিভিন্ন বিভাগ তিনি পরিদর্শন করেছেন এবং বিশ্ব বিখ্যাত শিল্পীদের সঙ্গে পরিচিত হন।

১৯৫৭ সনে পশ্চিম বার্লিন ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালে যোগদানের জন্য তিনি বার্লিনে যান। এ ছাড়া তিনি কার্ল ডিভারী ফিল্ম ফেষ্টিভ্যালেও উপস্থিত ছিলেন।

বিখ্যাত পরিচালক প্রভাত মুখার্জ্জির সহধর্ম্মিনী তিনি।

অভিনেত্রী অরুন্ধতী টেনিস ও ব্যাডমিন্টন খেলার ভিতর দিয়ে অবসর সময়ট কাটিয়ে দিতে ভালবাসেন।

অনুভা গুপ্তা

অভিনেত্রী

১৯২০ খৃষ্টাব্দে দিনাজপুরে মাতুলালয়ে অনুভা গুপ্তার জন্ম হয়। অনুভার বাবার নাম রমেশ চন্দ্র গুপ্ত। অনুভার আসল নাম হ'ল মৃদুলা। ইনি মা বাবার প্রথম সন্তান। প্রথমে প্যারীচরণ গার্লস স্কুল, বাণীপীঠ ও পরে শান্তিনিকেতন থেকে ১৯৪৫ সালে প্রবেশিকা পাশ করেন। ছোটবেলা থেকেই নানারূপ খেলাধুলা, গান বাজনা, সঙ্গীত ও অভিনয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেখা যায় অনুভা গুপ্তার মধ্যে। ৺ভবানী চরণ দাসই অনুভার প্রথম সঙ্গীত শিক্ষক। কিছুদিন ইনি মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানীর শিল্পী ছিলেন। ঐ সময় কয়েকটি বিভিন্ন ছায়াচিত্রেও তিনি প্লে ব্যাক করেন। খ্যাতনামা পরিচালক ও গীতিকার অজয় ভট্টাচার্য্যই প্রথম অশোক চিত্রে অনুভাকে সংগীত শিল্পী হিসাবে সুযোগ দেন। স্কুল কলেজে অধ্যায়ন কালীন একাধিক সৌখিন নাটকে অনুভা গুপ্তা অভিনয় করেছেন। সেইসময়ে

একাধিক ছায়াচিত্রে অভিনয় করার জন্য ডাক আসে কিন্তু পড়াশুনার ক্ষতি হবে বলে তিনি যোগদানে বিরত থাকেন। অবশেষে ১৯৪৬ সালে খগেন্দ্র লাল চট্টোপাধ্যায়, রবীন চট্টোপাধ্যায় ও শিশির মল্লিকের সহায়তায় সর্বপ্রথম 'সমর্পন' চলচ্চিত্রে অভিনয় করেন। এই শিল্পী শুধুমাত্র একজন ভালো অভিনেত্রীই নন, উপরন্তু একজন ভালো নৃত্যশিল্পী। তার প্রমাণ পাই আমরা স্বামীজী নামক কথাচিত্রে। অনুভা গুপ্তা অভিনীত ছবির মধ্যে বিশবছর আগে, অনন্যা, কবি, বামুনের মেয়ে, আনন্দ মঠ, কপাল কুণ্ডলা, রত্নদীপ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি অনুভা দে বলেই পরিচিত। এঁর স্বামী খ্যাতনামা ফুটবল খেলোয়াড় অনিল দে। বর্ত্তমানে ইনি বেতারেও অভিনয় করে থাকেন।

অপর্ণা দেবী
অভিনেত্রী

শিল্পী চরিত্রের ভিতর যে সব গুণ থাকা দরকার অপর্ণা দেবীর তা আছে। ১৯২০ সালে কলকাতায় এঁর জন্ম হয়। প্রথমে 'বড় বউ' কথা চিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পান, তারপর প্রহ্লাদ, মহাকাল, আবর্ত্ত,

দিনের পর দিন, গরবিনী, কল্যাণী, তথাপি, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, বিধিলিপি, পণ্ডিত মশাই, অগ্নিপরীক্ষা, গৃহপ্রবেশ প্রভৃতি বহু চিত্রে অপূর্ব্ব অভিনয় করেছেন। তা ছাড়া মঞ্চে অপর্ণা দেবী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তাঁর সুঅভিনয় দর্শকদের অভিভূত করে।

বর্ত্তমানে ইনি বেতারে প্রায়ই অভিনয় করেন। অপর্ণা দেবী ষ্টার রঙ্গালয়ের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

অমলা শঙ্কর (চৌধুরী)

নৃত্যশিল্পী

নৃত্য পটিয়সী অমলা নন্দী বাল্যকাল থেকেই নৃত্যশিল্পী হিসেবে বহু প্রতিষ্ঠানে নৃত্য কৌশল দেখিয়ে নিজেকে সুপ্রসিদ্ধ করে তুলেছেন। ইংরাজী ১৯২৫ সালে কলকাতায় জন্ম হয়। পিতা অক্ষয় কুমার নন্দী কন্যাকে কলকাতায় স্কুন িতি শিক্ষালয়ে ভর্তি করে দেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যখন কলেজে প্রবেশ করেন সেই সময় অমলা নন্দী উদয়শঙ্করের কাছে নৃত্য শিক্ষা করতে যান। এই সূত্রেই পরস্পরের আলাপ হয়। তাবপব তিনি উদয়শঙ্কবকে বিবাহ করেন। তখন থেকে তিনি অমলাশঙ্কর নামে পরিচিতা হযে স্বামীর সঙ্গে সঙ্গে থেকে দেশে বিদেশে নৃত্যকলা প্রদর্শন করে বেডাচ্ছেন। অমলা শঙ্কব একজন বড় নৃত্য শিল্পী। উদয়শঙ্করের সঙ্গে ভারত তথা বাহির বিশ্বেও প্রভূত প্রশংসা পেয়েছেন তিনি। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি সদালাপী।
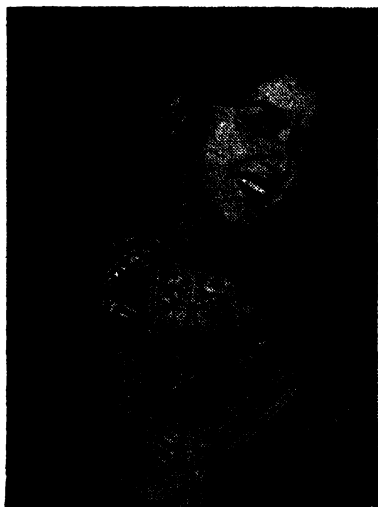
অনিতা গুহ

অভিনেত্রী

বাংলা ও হিন্দী জগতের সেতু বন্ধনকারী অভিনেত্রী হলেও অনিতা গুহর জন্ম হয় ১৯৩৯ সালে ব্রহ্মদেশে। বাংলা ও আসাম প্রদেশে তিনি প্রতিপালিতা হন। ছোটবেলা থেকেই তিনি স্বপ্ন দেখতেন ছায়াচিত্রের অভিনেত্রী হবার। বোম্বের লিনোস টেরাস প্রতিযোগিতায় প্রথম আবেদন করে তিনি মনোনীতা হন। কারদার তার সঙ্গে দু'বছরের চুক্তি সম্পাদনও করেন। তারপর কলকাতায় এসে তিনি প্রথম 'বাঁশের কেল্লা' ছবিতে অভিনয় করেন। কৌতুকাভিনেতা ওমপ্রকাশের আহ্বানে আবার বোম্বে গিয়ে 'দুনিয়া গোল' হ্যায় হিন্দী চিত্রে অভিনয় করেন। এই ছবিতেই তিনি হিন্দী দর্শকের মন জয় করিতে সমর্থ হন। এরপর কলকাতা থেকে 'চিরকুমার সভায়' অভিনয় করে প্রচুর সুনাম অর্জন করেন। বাংলায় হারজিৎ ও হিন্দীতে লালমেয়ে, ইহুদীকী বেটী, এক ঝলক, ছুমন্তর, কানাইয়া প্রভৃতি অনেক কথাচিত্রে অভিনয় করেছেন।

অঞ্জলি দেবী

অভিনেত্রী—সাউথ

১৯২৭ সালে অঞ্জলি দেবীর জন্ম হয় মাদ্রাজের পোদাপুরাম গ্রামে। ১৯৪৬ সালে প্রথম চিত্র জগতে প্রবেশ করেন তিনি। অঞ্জলি দেবী একাধারে সুঅভিনেত্রী, নৃত্যশিল্পী ও প্রযোজিকা। হিন্দী, তামিল ও তেলেগু ভাষায় বহু চিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন। সুন্দর, সুশ্রী ও ব্যক্তিত্ব সম্পন্না অভিনেত্রী অঞ্জলি দেবী। ১৯৫০ সালে তিনি 'সাউথ ইণ্ডিয়া চেম্বার অফ কমার্স' এর ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্তা হন। ১৯৫২ সালে তিনি মোসন পিকচার্স একাডেমী কর্তৃক ভারতের শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীরূপে ঘোষিতা হন ও পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯৪৯ সালেই তিনি প্রযোজিকা রূপে দেখা দেন। তামিল, তেলেগু ভাষায় ময়ালা মারী নামে ছবি প্রযোজনা করেন। অশ্বনী পিকচার্সের অংশীদার হিসাবে এই ছবি প্রকাশ লাভ করে। তারপর অঞ্জলি পিকচার্স নামে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান খুলে তেলেগু ভাষায় পরদেশী, তামিল ভাষায় পোঙ্গাদি, তামিল ও তেলেগু ভাষায় আনারকলি প্রভৃতি কয়েকটি ছবি প্রযোজনা করেন। এইভাবে হিন্দী, তামিল, তেলেগু ভাষায় মিলিয়ে একশতের কাছাকাছি ছবিতে অভিনয় করেছেন। তাঁর প্রযোজিত ও অভিনীত হিন্দী ছবি 'স্বরণ সুন্দরী' বহু দর্শক মন জয় করতে সমর্থ হয়েছে। ভাবী দর্শক সমাজ এঁর কাছ থেকে ভবিষ্যতে আরও অনেক কিছু আশা করে।

অমিতা

অভিনেত্রী—বম্বে

১৯৪০ সালে অমিতার জন্ম হয় কলকাতায়। এঁর পূর্বের নাম ছিল করম সুলতানা। প্রযোজক ও পরিচালক বিজয় ভট্ট মহাশয় তাঁর শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ছবিতে এর নামকরণ করেন অমিতা। "ঠোকর" চিত্রে' 'জয় জয়ন্তি' নামে অমিতার প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। অমিতার পিতার নাম ছিল মাণিক-লাল, আর মাতা শকুন্তলা দেবী। মাণিকলালের একটি নাট্য কোম্পানী ছিল।

ঐ কোম্পানীর 'জয়হিন্দ' নামক একটি নাটকে অমিতা প্রথম একটি ইংরেজ মহিলার ভূমিকায় অবতীর্ণা হন। স্বাধীন ভারতের খাদ্যমন্ত্রী স্বর্গীয় রফি আহম্মদ কিদয়াই তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ হন এবং একটি স্বর্ণপদক পুরস্কার দেন। ১৯৪৮ সালে তাঁর পিতা বিভিন্ন স্থানে নাট্য দর্শন করতে করতে বোম্বে আসেন। শকুন্তলা দেবী এই সময়ে চিত্রজগতে যোগ দেন। এবং অমিতা বম্বের ফোর্ট জোসেফ কলেজে পড়াশুনা শুরু করেন। ১৯৫৩ সালের কোন একদিনে সেও মায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। এইভাবে অমিতা নিজেকে চিত্র জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে ফেলেন। 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু' ছবিতে তাঁর অপূর্ব্ব অভিনয় তাকে যোগ্য মর্য্যাদা দিতে কার্পণ্য করেনি।

মুনীমজী, আবে হৈয়াত, শিরী ফরহাদ, অমর জ্যোতি, বড়ভাই, ঠোকর, অভিমান প্রভৃতি বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন।

আশীষ কুমার (সেনগুপ্ত)
অভিনেতা

বাংলার চিত্র ও মঞ্চে যে কয়জন তরুণ অভিনেতা আছেন, আশীষ কুমার তাঁদের মধ্যে অন্যতম শিল্পী। তরুণ যুবক একজন আদর্শবান শিল্পী। সুন্দর স্বভাব নমনীয় কান্তি বন্ধুবৎসল [illegible] মিষ্ট ব্যবহারে সর্ব্বজন প্রিয়।

ইংরাজী ১৯৩৪ সালে ঢাকায় আশীষ কুমারের জন্ম হয়। বিখ্যাত হলদি দালানেব সেন পবিবারে এঁব জন্ম। কিন্তু তাঁর বাল্যকাল কেটেছে কলিকাতা গড়পাব অঞ্চলে। যখন তিনি বিপন স্কুল থেকে কলেজে ঢোকেন তখনই অভিনযেব ইচ্ছা তার মনেব কোণে উঁকি ঝুঁকি মাবতে থাকে। প্রখ্যাত পবিচালক প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তী তাব 'দুর্লভ জনম' চিত্রে প্রথম সুযোগ দেন। তারপর বলয় গ্রাস, পাপ ও পার্শী চিত্রে অভিনয় কবেন। শ্রীমতী কানন দেবী শ্রীমতী পিকচার্সের আশা চিত্রে অভিনয়েব সুযোগ দেন। আশীষ কুমাব ছবিএটি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দবরূপে ফোটান। ভগবান শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ কথা চিত্রে নবেন্দ্রনাথের ভূমিকা তাঁব জীবনেব স্মবণীয় অভিনয়। এবপব ছবি. বিভ্রান্ত মাধবীর জন্য ও গবাবেব মেযে প্রভৃতি অনেকগুলি ছবিতে সুনামেব সঙ্গে অভিনয় কবেছেন। অভিনয ছাড়াও তিনি ভাল আবৃত্তি কবতে পাবেন। বহু প্রতিষ্ঠানে ভাল ভাল গ্রন্থেব কবিতা গুলি আবৃত্তি করে জন সমাজে প্রশংসা পেযেছেন। দৈনন্দিন জীবনে শরীর চর্চা সাহিত্য চর্চা এবং সেতাব প্রভৃতি বাজনা নিযেই থাকেন। বর্তমানে ইনি উদ্দীপ্ত কবছেন। ইতিমধ্যে ইনি বম্বেতে দুই খানি ছবিব সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

আগা

হাস্যাভিনেতা—বম্বে

বোম্বাই চিত্র জগতে হাস্যাভিনেতা আগার নাম আজ সর্বজন বিদিত। ১৯১৪ সালে পুণা সহবে আগাব জন্ম হয়। কঠোর অনুশীলনই আজ আগার

সাফল্যের একমাত্র কারণ। রঙ্গীন গুনহা চিত্রটিই আগাকে শিল্পী হিসাবে প্রথম স্বীকৃতি দেয়। আগা অভিনীত ছবির মধ্যে বাদল, ইনসানিয়েৎ, মঞ্জলা, ভাবী,বহুৎ দিন হুয়ে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। আগা একজন ভালো সঙ্গীতজ্ঞ। রমতা রম নামক ছবিতে ইনি নেপথ্যে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন।

আই, এস, জোহর

অভিনেতা—বম্বে

বম্বে চিত্রজগতের শিক্ষিত অভিনেতা আই, এস, জোহরের ১৯২০ সালে পশ্চিম পাকিস্থানে জন্ম হয়। ইনি অর্থনীতি রাজনীতি বিষয়ে এম, এ, ও এল,এল বি পাশ করেছেন। কিছুদিন পূর্বে পাঞ্জাবের সরকারী প্রচার দপ্তরে কাজ করেছেন। ভাগ্য টেনে নিয়ে আসে চিত্র জগতে। প্রথম চিত্রনাট্য-কার হিসাবে একথী লেডকী চিত্রে যোগ দেন। প্রথম অভিনয় করেন শ্রীমতিজী চিত্রে। হিন্দী ছাড়া কযেকটি ইংরাজী চিত্রে ও অভিনয় কবেছেন। আই, এস, জোহর অভিনীত চিত্রেব মধ্যে নাস্তিক, নগদ নাবায়ণ, ছোটি ভাবী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

আশা দেবী

অভিনেত্রী

অতীতের প্রখ্যাতনামা শিল্পী ৺হরি সুন্দরীর (ব্লাকির) একমাত্র কন্যা আশা দেবী ১৯০৫ সালে কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন।

৺অপরেশ চন্দ্রের অধীনে প্রথম জীবনে শিক্ষা নিয়েছেন ও অভিনয় করেছেন। হাঁদুবাবুর সহিত বহু নাটকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ অভিনয় করেন। সীতা, রঘুবীর ও আলমগীর প্রভৃতি নাটকে ব্যালে নাচে অংশগ্রহণ করেছেন। সেই সময় বিজয়ায় দয়ালের স্ত্রীর অভিনয় খুবই উল্লেখযোগ্য হয়েছিল। ইনি ৺শিশির কুমারের নিকটও বহু দিন শিক্ষা গ্রহণ করেছেন।

বহু চিত্রে অভিনয় করে আজও আশা দেবী একজন শক্তিময়ী মঞ্চ ও চিত্র নটী রূপে সুপরিচিতা। দাসী,ঝি,ঝগডাটে, বুডি প্রভৃতি চরিত্রে তাঁব অভিনয়ের তুলনা হয়না।

আরতি দাশ

অভিনেত্রী

কলকাতায় আরতি দাশের জন্ম হয় ১৯৩২ সালে। প্রথম ছবি মাই সিষ্টার এ অভিনয় করেন। উক্ত ছবিটি হিন্দী ভাষায়ও হয়েছিল। এছাড়া প্রতিমা, নার্স সিসি, প্রিয়তমা, কৃষ্ণকান্তের উইল, দুজনায়, আমার বউ প্রভৃতি অনেক ছবিতে অভিনয় করেছেন।

আরতি মজুমদার

অভিনেত্রী

১৯২৭ সনে ঢাকা জিলায় আরতি মজুমদারের জন্ম হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ইনি। ছেলেবেলা থেকেই অভিনয় প্রতিভা ছিল। প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান সুশীল মজুমদার পরিচালিত প্রিয়তমা চিত্রে।

আরতি মজুমদার অভিনীত ছবির মধ্যে প্রিয়তমা, বিশবছর আগে, রাত্রির তপস্যা, ভাঙ্গাগড়া, দানের মর্য্যদা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইনি বিখ্যাত পরিচালক সুশীল মজুমদারের স্ত্রী।

আশা মাথুর

অভিনেত্রী—বম্বে

১৯৩৪ সালে আশা মাথুরের জন্ম হয়। আসল নাম সোহনা-ডি-সিং-সেখন। প্রথম অভিনয়ের সুযোগ দেন কিশোর সাহু তাঁর প্রযোজিত ও পরিচালিত কালিঘটা চিত্রে। আশা মাথুর অভিনীত ছবির মধ্যে—হামারী দুনিয়া, লাখোঁমে এক, ঔরতকা প্যার, আমানত, টুটে খিলোনে শঙ্করাচার্য্য, বিল্বমঙ্গল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ইয়াকুব

অভিনেতা—বম্বে

বম্বের উচ্চ শ্রেণীর হাস্যাভিনেতাদেব মধ্যে ইযাকুব হলেন অন্যতম। ১৯০৪ সালে জব্বলপুবে ইযাকুবেব জন্ম হয়। পূর্ব্ব নাম ইয়াকুব খান। প্রথম বাজীবাও মস্তানী নামক নির্ব্বাক চিত্রে ইয়াকুবকে অভিনয কবতে দেখা যায়। ১৯৩১ সালে বোমাণ্টিক প্রিন্স নামক সবাক চিত্রখানিই ইযাকুবকে শিল্পী পর্য্যাযে উন্নীত কবে। ইযাকুব অভিনীত ছবিব মধ্যে মা-বাপ, আশীর্বাদ, দীদাব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি আগ্নি নামক ছবিব প্রযোজনা ও লাযন অফ সাগব ছবির পবিচালনা কবেছেন।
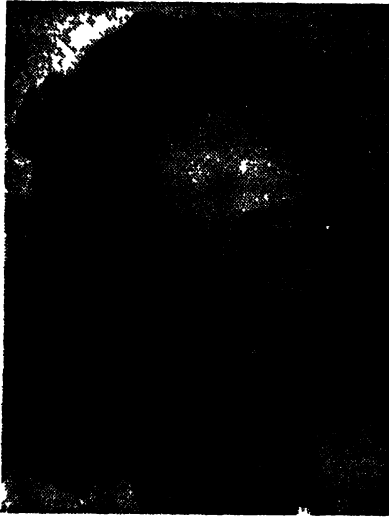
উত্তমকুমার

অভিনেতা

বাংলার উত্তম কুমার। চিত্রজগতের জনপ্রিয় উত্তম কুমাব। সুদর্শন আত্মভোলা শিল্পী নায়ক উত্তমকুমারের খ্যাতি আজ বাংলাব আবাল বৃদ্ধ-বণিতার অন্তরে বিরাজমান। আজকের উত্তমকুমার. শৈশবের উত্তম কুমার নয়। ১৯২৬ সালে এঁর জন্ম হয়। পিতা ৺সাতকড়ি

চট্টোপাধ্যায়ের প্রথম সন্তান উত্তম কুমার। পূর্ব্ব নাম অরুণকুমার কে জানত ভবিষ্যতে এই তরুণ শিল্পী একদিন বাংলার চিত্রজগতের নায়করূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে? তার মূলে ছিল সাধনা। সেই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে দর্শকবৃন্দের চিত্ত আজ জয় করিতে সমর্থ হয়েছেন তিনি। ছেলেবেলা থেকেই অভিনয় প্রতিভা ছিল। বি, এ, পর্য্যন্ত পড়া শোনা করিবার পর পোর্ট কমিশনের একটি বিভাগে চাকুরি গ্রহণ করেন। কিন্তু মনে শিল্পী'র স্বপ্ন। অভিনয় দেখতেন, ভাল লাগলে আত্মহারা হতেন। অনাড়ম্বর ভাবে পায়ে স্যাণ্ডেল, পরনে হাফ্ সার্ট, এ ষ্টুডিও ও ষ্টুডিওতে যাতায়াত করতেন। স্বপ্ন সফল হয় না তবুও আশা ছাড়েন না। আজকের প্রযোজক বিমল ঘোষ মহাশয় উত্তমের ভিতরে প্রথম অভিনয় প্রতিভার ছোঁয়াচ পেয়েছিলেন। উত্তমকুমার "মায়াডোর" চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন।

উত্তম কুমার পরবর্ত্তী জীবনে ধীরে ধীরে অভিনয় প্রতিভার দ্বারা সুদর্শন নায়কের চরিত্রে প্রায় সবগুলি চিত্রেই অস্বাভাবিক খ্যাতি লাভ করেন। উত্তম সুচিত্রা অভিনীত চিত্রগুলি জনসাধারণের খুবই প্রিয়। আজ পর্য্যন্ত বহু চিত্রে উত্তম কুমার অবতীর্ণ হয়েছেন। কয়েকখানি অসামান্য সাফল্যমণ্ডিত চিত্রের মধ্যে কামনা, ওরে যাত্রী, মর্য্যাদা, হাত বাড়ালেই বন্ধু, বসু পরিবার, বন্ধু, বিচারক, খোকাবাবুর প্রত্যাবর্ত্তন, পথে হোল দেরী, পৃথিবী আমারে চায়, ত্রিযামা, সখের চোর, চিরকুমার সভা প্রভৃতি আজও দর্শকের মনে আলোড়ন জাগিয়ে রেখেছে।

বর্ত্তমানে দুইখানি হিন্দী চিত্রে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

তিনি শুধু চিত্র অভিনেতা নন। রঙ্গমঞ্চে খুব বেশী অভিনয় না করলেও প্রথম জীবনে কয়েকবার সৌখীন নাট্যে অভিনয় করেছেন। পেশাদার মঞ্চে অনুরূপা দেবীর শ্যামলী নাটকে উত্তমকুমারের অভিনয় শুধু অপূর্ব্বই নয়, বসোত্তীর্ণ।

উত্তম কুমার খুবই সঙ্গীত প্রিয়। সবরকম সঙ্গীতেই তাঁর অভ্যাস আছে। তবে রবীন্দ্র সঙ্গীত তাঁকে পাগল করে দেয়। উত্তমকুমার আবৃত্তি করতেও পটু। বহু জলসায় তিনি যোগ দিয়েছেন।

সাবলীল ভঙ্গী, মধুর ব্যবহার, বন্ধুদিগের প্রতি অকৃত্রিম ভালবাসা এঁর জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ।

উদয় শঙ্কর (চৌধুরী)

নৃত্যশিল্পী

শুধু বাংলায় কেন সারা ভারতে উদয় শঙ্করের নাম কে না জানে? ভারতের এই শিল্পীর যশ আজ সমস্ত বিশ্বে। সকল দেশের জনগণ তাঁকে প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী বলে স্বীকার করেছেন।

উদয়শঙ্কর ইংরাজী ১৯০০ সনে উদয়পুরে (রাজস্থান) জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই নৃত্যের প্রতি প্রগাঢ় আসক্তি ছিল। ১৫ বছর বয়স থেকেই তিনি নৃত্য পরিকল্পনায় মনোনিবেশ করেন। সেই থেকেই প্রতিটি জায়গায় নৃত্য প্রদর্শন করে তিনি বিশেষ খ্যাতি পেয়েছেন। সুদূর লণ্ডন ফ্রান্স, আফ্রিকা, ইজিপ্ট প্রভৃতি স্থানে, এমনকি যে সব জায়গায় পূর্ব্বে ভারতীয়দের প্রবেশ অধিকার ছিলনা, তাঁর নৃত্য কলায় সন্তুষ্ট হবার পর তিনি সে সুযোগ পেয়েছেন। সারা জগৎ প্রদক্ষিণ করে তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতি অর্জন করেছেন। নিজস্ব পরিকল্পনায় তিনি যে ছায়াভিনয় করেছিলেন তার তুলনা হয় না। তাঁর 'কল্পনা' নৃত্যনাট্যও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। অঙ্কন বিদ্যায় ইনি বিশেষ পারদর্শী। বিলেতে রয়েল কোর্সের পরীক্ষায় ইনি সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ইনি নৃত্য সম্বন্ধে বহু পুস্তক রচনা করেছেন।

আজও বাংলার গৌরব এই জগৎ বরেণ্য নৃত্যশিল্পী সারা পৃথিবীতে বহন করে বেড়াচ্ছেন। আরও বহুদিন ধরে তিনি বাংলা তথা ভারতের মুখ বিশ্বের কাছে উজ্জ্বল করুন।

ঊষাবতী (পটল)

অভিনেত্রী

অধুনালুপ্ত নাট্যমন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা যুগপ্রবর্ত্তক নাট্যাচার্য্য স্বর্গীয় শিশির কুমারের প্রিয় শিষ্যার মধ্যে ঊষাবতীর স্থান সর্ব্বজন পরিচিত। ইংরাজি ১৯০০ সনে কলিকাতায় রাজা বাজার অঞ্চলে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। শৈশবেই

পিতৃ-মাতৃহারা হন।

পর্দায় অভিনীত চিত্রের মধ্যে—সীতায়—কৌশল্যা, শরৎচন্দ্রের রমায়—রমার মাসী, খাসদখল এবং তুলসী চক্রবর্ত্তীর প্রযোজনায় বেজায় রগড়ে—মাসী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মঞ্চের তিনি একজন নামকরা অভিনেত্রী। বহু নাটকে সুঅভিনয় করে দর্শক চিত্ত জয় করেছেন। শুধু অভিনেত্রীই নন—তিনি একজন নৃত্য গীত পটীয়সী শিল্পী।

যে সমস্ত নাটকের অংশে তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন তার কয়েকটি লিপিবদ্ধ করলাম। বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় রঙমহলে অভিনীত প্রলয়ে মা ও অভিষেকে—কুব্জা, কেবল মাত্র তাঁর মত সুদক্ষা অভিনেত্রীর পক্ষেই সম্ভব। সীতায় তুঙ্গভদ্রা, গৃহপ্রবেশে মাসী, রমায় মাসী, বলিদানে ঝি, সাজাহানে জহরৎ, হাস্নুহেনায়—য়্যামাতো, সম্রাট সমুদ্রগুপ্তে রাণী, এবং শেষ রক্ষায়-ক্ষান্ত শুধু সুন্দর নয় বাংলা রঙ্গমঞ্চে গর্বের বস্তু। ৺শিশির কুমারের দলভুক্ত থাকা: তিনি আমেরিকায়ও অভিনয়ের সুযোগ পেয়েছেন।

কিছুদিন আগেও বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় বেতারে অভিনয় করিয়া শ্রোতৃ সমাজকে পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। বাংলায় যে তিনি একজন প্রবীণা সুদক্ষ অভিনেত্রী সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

উষা কিরণ

অভিনেত্রী—বম্বে

উষা মনোহর খেরই চিত্রজগতের উষা কিরণ। অতি সাধারণ এক মহারাষ্ট্র পরিবারে ১৯২৯ সালে উষা কিরণের জন্ম হয়। সংসারের নানা সুখ দুঃখের মধ্যেও উষা কিরণের মনের মধ্যে নানা উচ্চাশা প্রতি নিয়ত উঁকি ঝুঁকি মারত। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর নৃত্যকলার প্রতি ঝোঁক ছিল। পিতার সহায়তায় উদয়শঙ্করের 'কল্পনা' ছবিতে একটি ছোট ভূমিকা পান এবং উদয়শঙ্করের কাছে নৃত্যকলাও শিক্ষা করেন। এরপরে বম্বের আকর্ষন তাকে পেয়ে বসল। কিন্তু বোম্বের চিত্রজগতে তাঁর কোন সুযোগ মিলল না। অবশেষে তাঁর পিতা 'কুবের' নামে একখানা

মারাঠি ভাষায় ছবি প্রযোজনা করেন। কিন্তু সে ছবি ভাল চলেনি। ফলে নিঃসম্বল হয়ে পড়লেন তারা। অন্যত্র কাজের সন্ধান করতে লাগলেন। কিন্তু কাজ কোথায়? অনেক চেষ্টার পর শেষে তিনি একখানি গুজরাঠি ছবিতে কাজ পান। কিন্তু সে আর ক'দিন। ফুরিয়ে গেল কাজ। আবার চিন্তার জালে জড়িয়ে পড়তে হল তাঁকে। ঠিক সেই সময় প্রসিদ্ধ প্রযোজক অমিয় চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। তার 'নৈশা' ছবিতে কাজ পেলেন ঊষা কিরণ। এরপরে মারাঠি চিত্র 'বালাজী জাবে' একটি ভাল অভিনয়ের সুযোগ পান। মারাঠী চিত্র প্রযোজকগণ তার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে তাকে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী বলে ঘোষণা করেন। ঊষা কিরণের ভাগ্য খুলে গেল। অমিয় চক্রবর্তীর 'দাগ' কথা চিত্রের মাধ্যমে হিন্দীজগৎ তাঁর অভিনয় প্রতিভা একবাক্যে স্বীকার করে নিল। তারপর এল 'পতিতা'। এই ছবিই তাঁকে স্থায়ী প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। দিয়েছে নাম, অর্থ, যশ। হিন্দী, মারাঠি, গুজরাটী এই তিন ভাষায় তার জয়যাত্রার সুরু হল। তিনটি পথ খুলে গেল তাঁর সামনে। ত্রিধারা সঙ্গমে ঊষা কিরণ দর্শকমনে স্থায়ী আসন লাভ করেছেন। এপর্য্যন্ত তিনি বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। হিন্দী ছবির মধ্যে দাগ, পতিতা, বাদশা, ঔলাদ, নৈনা, অধিকার সমাজ, আওয়াজ, আনবান, বহু, ঢোলামারু, পরিবার, দুস্মন, ঝাঝর, সুন্দর হুসনকা চোর, নন্দদুর্গা, নই দুনিয়া, লাল কুয়োর, দোস্ত, বেগানা, বিরলা, অযোধ্যাপতি, রাজ্য বিক্রম প্রভৃতি অন্যতম।

এ, ভি, লক্ষ্মী

অভিনেত্রী—সাউথ

১৯৩৮ সালে মাদ্রাজে এ, ভি, লক্ষ্মীর জন্ম হয়। ছেলে বেলা থেকেই অভিনয় প্রতিভা ছিল। প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান 'যথাকম' চিত্রে। এ, ভি, লক্ষ্মী অভিনীত চিত্রের মধ্যে—নাম খাত্যান তাই, নান পেত্রা সেলভাম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ওহিদার রহমান

অভিনেত্রী—বম্বে

বম্বের সাম্প্রতিক কালের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীদের মধ্যে ওহিদার রহমান অন্যতমা। ১৯৩৭ সালে দক্ষিণ ভারতের চিঙ্গলপুরে ওহিদার রহমানের জন্ম হয়। মা বাবার ইনি চতুর্থা কন্যা। ছোট বেলা থেকেই রাজমুণ্ডি নাট্যশালায় নৃত্য গীত ও অভিনয় শিক্ষা করেছেন। ১৯৫১ সালে প্রথম পিতৃ বন্ধু রাজা রামকৃষ্ণ প্রসাদ প্রযোজিত রোজুলাম চিত্রে নৃত্যে ও গীতে অংশ গ্রহণ করেন। প্রযোজক পরিচালক ও অভিনেতা গুরুদত্তই প্রথম অভিনেত্রী হিসাবে ওহিদার রহমানকে চিত্রজগতে পরিচিতা করেন। সি, আই, ডি, চিত্রে ওহিদার রহমান প্রথম অভিনয় করেন। তার অভিনীত চিত্রের মধ্যে—সি, আই, ডি, প্যায়সা, সোলবাঁ সাল, চৌধুবিকা চাঁদ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ওম প্রকাশ

হাস্যাভিনেতা—বম্বে

বম্বের নাম করা হাস্যাভিনেতাদের মধ্যে ওম প্রকাশ হলেন অন্যতম। ১৯১৯ সালে লাহোরে এঁর জন্ম হয়। পূর্ব নাম ওম প্রকাশ বক্সী। প্রথমে ইনি গীতিকার হিসাবে চিত্রজগতে আসেন। পরে নিজ প্রতিভায় ১৯৩১ সালে শরীফ বদমাস চিত্রে অভিনেতা হিসাবে স্বীকৃতি পান। ইনি শুধুমাত্র অভিনয় করেননি, কয়েকটি পাঞ্জাবী চিত্রের প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন। ওম প্রকাশ অভিনীত বহু ছবির মধ্যে—বাহার, পহেলী ঝলক, আজাদ, ভাই ভাই, দুনিয়া গোল হ্যায়, গেট ওয়ে অফ ইণ্ডিয়া প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।
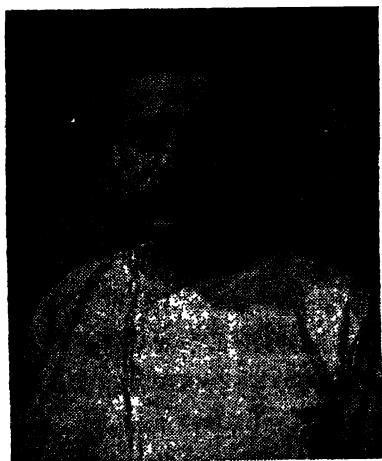
কমল মিত্র

অভিনেতা

কমল মিত্রকে যিনি জানেন না তিনি তাঁর গম্ভীর কণ্ঠের অপূর্ব অভিনয় শুনে মনে করবেন ইনি হয়ত কথা কম বলেন। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তিনি মোটেই গম্ভীর নন। আবার কারো যদি পরিচয় না থাকে দূর থেকে দেখে ভাববেন লোকটি নিশ্চয়ই রাসভারি। কাছে এলে দেখা যাবে, এই লোকটি শিশুর মত সরল, মুখে শুধু হাসির রেখা, ব্যবহার কত সুন্দর।

ইংরাজি ১৯১১ সালে তিনি বর্দ্ধমানে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম নরেশ চন্দ্র মিত্র। (ইনি অভিনেতা নন) প্রথম জীবনে চাকরী করতেন। মসী জীবন থেকে এলেন রঙ্গমঞ্চে। ছোটবেলা থেকেই অভিনয় যেন রক্তের মধ্যে উঁকি ঝুঁকি মারত।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চে প্রথমে মিনার্ভায় তারপর প্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্তের পরিচালনায় কঙ্কাবতীর ঘাটে গুণ্ডার অভিনয় করে শক্তিমান অভিনেতার পরিচয় দেন। তারপর মিনার্ভায় গৈরিক পতাকায় শিবাজী অভিনয় করে জনসাধারণকে মুগ্ধ করেন। এরপর থেকে মিশর কুমারী, চরিত্রহীন, তুইপুরুষ, বঙ্গেবর্গী, কেদার রায় প্রভৃতি নাটকে সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন। বর্ত্তমানে ইনি ষ্টার রঙ্গালয়ের সঙ্গে বিশেষ ভাবে জড়িত আছেন।

ছায়াচিত্রে কমল মিত্রের স্থান প্রথম সারিতে। প্রসিদ্ধ পরিচালক কালী প্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের 'নীলাঙ্গুরী' চিত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর ইন্দিরা, রাত্রি, পথের দাবী, পুরীব মন্দির, আভিজাত্য, বিদ্যাসাগর, সহযাত্রী, সখের চোর, নষ্টনীড়, বিভ্রান্ত, পণ্ডিত মশাই, অপরাজিতা প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করেন।

ইনি গ্রামোফোনের হিজ মাষ্টার ভয়েস, কলম্বিয়া প্রভৃতি রেকর্ড-নাট্য অভিনয় করেছেন। কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠান থেকে ইনি নিয়মিতভাবে অভিনয় করে থাকেন।
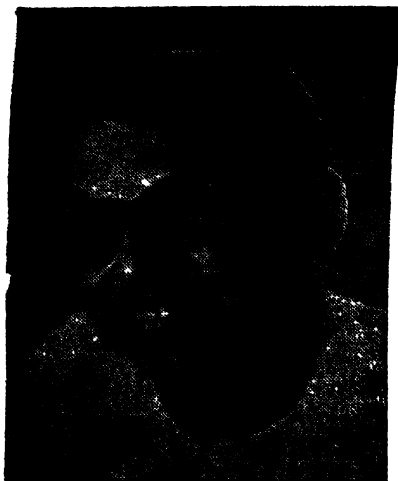
কানু বন্দ্যোপাধ্যায়
অভিনেতা

নাট্যাচার্য্য ৺শিশির কুমার রঙ্গমঞ্চের যুগ প্রবর্ত্তক। নাট্যালয় যখন স্তিমিত ধীরে ধীরে গাঢ় অন্ধকারের গর্ভে প্রায় বিলীন তখন শিশির কুমার ভাদুড়ীর আবির্ভাবে মঞ্চের গতি ফিরল। শিক্ষিত কলেজের অধ্যাপক কয়েকজন সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে নটরূপে মঞ্চে প্রকাশ করলেন, চারিদিকে ধন্য ধন্য পড়ল। আবার নাট্যালয়ের পাদ-প্রদীপে আলো জ্বলল, মাঙ্গলিক ধ্বনি বেজে উঠল। শিশির কুমারের প্রিয় শিষ্য ও শিষ্যার মধ্যে কানু বন্দ্যোপাধ্যায় একজন সুদক্ষ ও সুপরিচিত শিল্পী।

ইংরাজি ১৯০৫ সালে যোধপুরে পচ্‌ভদ্রা নামক স্থানে কানু ব্যানার্জ্জির জন্ম হয়। পিতার নাম ৺শ্রীকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম জীবনে পোষ্ট অফিসে কাজ করিতেন। বাল্যকালে বাবা ও জ্যাঠতুতো ভাই এর প্রেরণা পান অভিনয়ে। প্রথমে সৌখিন নাট্যসম্প্রদায়ের দলে "আলমগীরে" কামবক্সের ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর কর্ম্মক্ষেত্র পরিত্যাগ করে নাট্যাচার্য্যের সাহচর্য্যে তাঁরই পরিচালনায় "ফুলের আয়না" নাটকে এই শিক্ষিত যুবক সুঅভিনয় করেন। ঐ সময় হইতেই শিশিরকুমারের শিক্ষাধীনে,

বিরাজবৌএ নিতাই গাঙ্গুলী, উড়োচিঠিতে হেমন্ত মাষ্টার, দেশবন্ধুতে পাগলা রাজা, দুঃখীর ইমানে পাগলরাজা, ক্ষুধায় পাগলা প্রফেসর এবং আরও বহু নাটকে বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতনামা শিল্পীরূপে পরিচিত হন। রবীন্দ্রনাথের যোগাযাগে নবীন কৃষ্ণের ভূমিকায় প্রভূত যশ অর্জ্জন করেন এবং শিশির কুমারের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের গৃহে কানু বন্দ্যোপাধ্যয়কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ করেন। আনুমানিক শতাধিক নাটকে তিনি সুঅভিনয় করে নাট্যরস পিপাসুদের হৃদয় জয় করেন।

এইবার তাঁর অভিনীত চিত্র গুলির কথা বলছি।

১৯৩৬ সালে শুভ স্পর্শ (সবাক ছবি) ছবিতে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। এর পূর্ব্বে অবশ্য দুর্গেশ নন্দিনী (নির্বাক) ছবিতেও কাজ করেন। তারপর সবাক ছবি নিউ থিয়েটার্সের পরাজয় এবং তৎপরে সুশীল মজুমদারের পরিচালনায়, মনের ময়ূর, রাত্রির তপস্যা, দুঃখীর ইমান, সাধারণ মেয়ে, বিভ্রান্ত, যোগাযোগ ইত্যাদি বহু ছবিতে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন।

স্বর্গীয় ৺বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "পথের পাঁচালী" চিত্রে অপূর্ব্ব অভিনয় করেন এবং ছবিটি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার লাভ করে। ইহা ছাড়া রামকৃষ্ণ চরিত্রে নাম ভূমিকায় অভিনয় করে যশস্বী নট বলে পরিগণিত হন।

১৯৫৯ সালে ঔপন্যাসিক শরৎচন্দ্রের "রমা"য় বেণী গাঙ্গুলীর অভিনয় করেন কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠান থেকে।

বর্ত্তমানে পঙ্কতিলক, দশটা পাঁচটা, ইঙ্গিত প্রভৃতি ছবিতে বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করছেন।
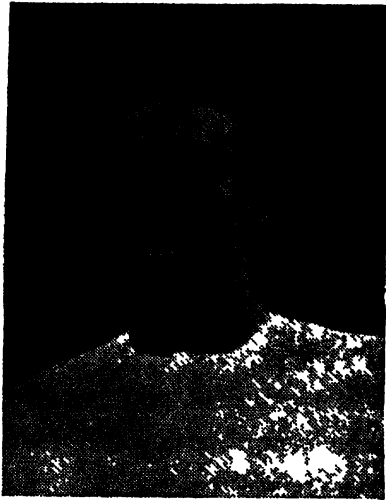
কালী ব্যানার্জি

অভিনেতা

দরদী মন নিয়ে যে শিল্পী তাঁর অভিনীত চরিত্রের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে দিতে পারেন সে শিল্পীর তুলনা হয় না। চরিত্র সৃষ্টি এবং তার যথাযথ রূপ দেওয়া খুবই কঠিন সন্দেহ নেই। তবু যে সব প্রতিভাধর শিল্পী নিজের সাধনায় দর্শকমন জয় করতে পারেন—তিনিই সার্থক শিল্পী।

কালী ব্যানার্জি সেই জাতের শিল্পী। প্রথম শ্রেণীর শিল্পী তিনি। তারাশঙ্করের ডাকহরকরা ছবিতে তিনি ডাকহরকরার যে সুন্দর রূপ দিয়েছিলেন তার তুলনা হয় না।' কালী ব্যানার্জির নাম দর্শক সমাজে ছড়িয়ে পড়ল তুবড়ীর মত। শুধু কি তাই, নীল আকাশের নীচে ছবিতে চীনা ফেরিওয়ালার অভিনয় কালী ব্যানার্জি ছাড়া বাংলা দেশের আর ক'জন শিল্পী ফোটাতে পারত? আজকের দিনে এই রকম 'ক্যারেক্টর আর্টিস্ট' সংখ্যায় খুব বেশী নেই, সূর্য্যতোরণে আর্কিটেকচার রূপী কালী ব্যানার্জির অভিনয় যে না দেখেছে সে কি করে বুঝবে এঁর অভিনয় প্রতিভা। চিত্রে তিনি ক্ষুধা, শেষ পর্য্যন্ত প্রভৃতি অনেকগুলি ছবিতে অভিনয় করেছেন। এছাড়া নতুন ফসল,এতটুকু আশা প্রভৃতি কয়েকটি আগত ছবিতে অভিনয় করছেন।

নাটকে তিনি বিশ্বরূপা থিয়েটারে ক্ষুধা বহু রাত্রিব্যাপী অভিনয় করে দর্শক মন জয় করেছেন।

কিশোর কুমার (গাঙ্গুলী)

অভিনেতা—বম্বে

বাংলা ও বম্বে চিত্র জগতের সুপরিচিত শিল্পী কিশোর কুমার। অগণিত দর্শকের অজস্র স্নেহ ও আশীর্বাদ বহন করে কিশোর কুমার সকলের চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। পিতা কুঞ্জলাল গাঙ্গুলী মধ্যপ্রদেশের খাণ্ডোয়ার নাম করা উকিল। কিশোর কুমার ইন্দোর কলেজে পড়তে পড়তে অভিনেতা হবার নেশায় মেতে উঠেন। এঁর দুই ভাই অশোক কুমার ও অনুপ কুমার বহু পূর্ব্বেই বম্বে চিত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও নাম করা শিল্পী।

কিশোর কুমার প্রথমে বম্বে টকিজের "জিদ্দি" ও "তামাসা"ছবিতে অভিনয় করেন। "আন্দোলন" কথাচিত্র তাঁর প্রথম অভিনীত ছবি।

বাহার, লড়কী, নোকরী, মুসাফির বন্দী, ভাই ভাই প্রভৃতি বহু চিত্রে অভিনয় করে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন।

১৯৫০ সালে নৌকাডুবি ও মশাল খ্যাত অভিনেত্রী রুমা দেবীকে বিবাহ করেন। প্রযোজক হিসাবে বাংলা ছবি লুকোচুবিতে তাঁর অনবদ্য অভিনয় ও হিন্দী ছবি "চলতি কা নাম গাড়ী" তে অভিনয় বাংলা ও বম্বে চিত্রাকাশে তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে। এই দুটি ছবি তিনিই প্রযোজনা করেন। বর্ত্তমানেও অনেক গুলি ছবির সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন।

কৃষ্ণকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিনেতা

নবীন ও তরুণ অভিনেতা কৃষ্ণ কুমার পূর্ব্ব পাকিস্থানে নারায়ণগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই অভিনয় প্রতিভা ও আবৃত্তি করে স্কুল ও কলেজে সুনাম অর্জ্জন করেন। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্রের প্রথম 'কর্ণার্জ্জুন' সৌখিন নাটকে বৃষকেতুর অভিনয়ে হাতে খড়ি হয়।

দেশ বিভাগের পর কলিকাতায় সৌখিন নাট্য সম্প্রদায়ে অতিথি, পুনর্জন্ম, মামার দেশ, কচি সংসদ, পথ, নিস্কৃতি, রামের সুমতি, পরিণীতা, সিরাজদ্দৌলা, আদর্শ হিন্দু হোটেল, রীতিমত নাটক প্রভৃতিতে অভিনয় করেন। 'সংগ্রাম ও শান্তি'তে অভিনয়ের পর পরিচালক প্রফুল্ল চক্রবর্ত্তীর 'গলি থেকে রাজপথে' অভিনয় করেন। এর পূর্ব্বে মর্য্যাদা, নিয়তি, ও বলয় গ্রাস ছবিতে অভিনয় করেছেন।

কিশোর সাহু

অভিনেতা—বম্বে
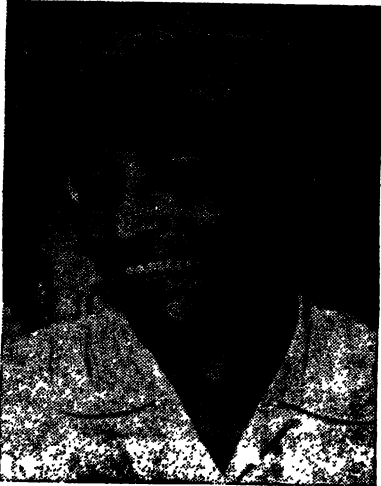
বোম্বের চলচ্চিত্র জগতে অভিজ্ঞ অভিনেতা, প্রযোজক, পরিচালক ও লেখক কিশোর সাহুর দান অনেক। ১৯১৫ সালে মধ্য প্রদেশের দুর্গ নামক স্থানে কিশোর সাহুর জন্ম হয়। বি, এ, পর্য্যন্ত ইনি পড়াশুনা করেছেন। ৺হিমাংশু

রায়ই সর্বপ্রথম তাঁর 'জীবন প্রভাত' চিত্রে অভিনেতা হিসাবে কিশোর সাহুকে চিত্র জগতে নিয়ে আসেন। প্রতিভা উপযুক্ত সুযোগ লাভে বিকশিত হয়ে উঠল। বর্তমানে ইনি হিন্দুস্থানী চিত্র ও সাহু ফিল্মসের মালিক। কিশোর সাহু প্রযোজিত ও পরিচালিত ছবি কালিঘটা ও সিঁদুর প্রচুর জনসমাদর পেয়েছে। কিশোর সাহু অভিনীত ছবির মধ্যে জীবন প্রভাত, সিঁদুর, ইনসান, কালিঘটা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

করণ দেওয়ান

অভিনেতা—বম্বে

বম্বের শক্তিমান নায়কদের অন্যতম হলেন করণ দেওয়ান। ১৯৫৭ সালে পাঞ্জাবের গুঁজরাবাসা নামক স্থানে করণ দেওয়ানের জন্ম হয়। পাঞ্জাব কলেজ থেকে ইনি বি, এ, পাশ করেছেন। ছেলেবেলা থেকেই অভিনেতা হবার প্রবল বা-ন' ছিল। প্রযোজক রূপকেশরী র 'পুবাণ' চিত্রের মাধ্যমে প্রথম তিনি অভিনেতা হিসাবে দর্শক সমাজে পরিচিত হন। মঞ্জু নামক জনৈকা পাঞ্জাবী অভিনেত্রীকে কিছুদিন আগে ইনি বিয়ে করেছেন। করণ দেওয়ান অভিনী- চিত্রের মধ্যে—কৃষ্ণ সুদামা, ছোটী ভাবী, বাহার, তিন বাত্তি চার রাস্তা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কমল কাপুর

অভিনেতা—বম্বে

কমল কাপুরের জন্ম হয় লাহোরে ১৯২০ সনে। পিতা বম্বে চিত্রজগতের একজন খ্যাতিমান অভিনেতা। নাম পৃথিরাজ কাপুর। ১৯৩৫ সনে তিনি প্রথম চিত্রজগতে যোগ দেন। প্রথম ছবি পুমান (পাঞ্জাবী) তারপর ডাকু, মিস্ কোককোলা প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করেছেন। 'কায়বার' নামে একটি ছবি তিনি প্রযোজনা ; করেছেন।

কে নট রাজন

অভিনেতা—সাউথ

১৯১৬ সনে কে নটরাজন জন্ম হয়। আই, এ, পাশ। ছেলেবেলা থেকেই অভিনয় প্রতিভা ছিল তাঁর। প্রথম অভিনয় করেন চন্দ্রসেনা ছবিতে। কে, নট-রাজন অভিনীত ছবিব মধ্যে জয়াকোদি, মোহন সুন্দরম, রাজসূয়ম, সতী বেহুলা, নাম পেত্রা সেলভাম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কানন দেবী

অভিনেত্রী

আজকের চিত্রজগৎ ঠিক কাননবালাব চিত্র যুগ নাহলেও তাঁকে কোন ক্রমেই ভোলা যায় না। যা করলে এই মাটিব মানুষ আবালবৃদ্ধবণিতার অন্তর জয় কবা যায়, সেই সাধনায় সিদ্ধি লাভ হলে, তখনই তার কার্য্যকলাপ মানুষের কাছে, মানুষের মনের কোণে ছাপ এঁকে দেয়। কেউ কখনও কি কল্পনা করতে পেরেছিল এই সামান্য একটি মেয়ে যার না ছিল অর্থ, না ছিল আভিজাত্যের গর্ব্ব—একদিন বিকশিত ফুলের মত প্রস্ফুটিত হয়ে সে চিত্র—জগৎকে মুগ্ধ করিবে। চলচ্চিত্রের এই উজ্জ্বল তারকা

আজ সকলের অন্তর জয় করেছে তার সার্থক অভিনয়ের মাধ্যমে।

একটি সাধারণ পরিবারে কানন দেবীর জন্ম হয়। শৈশবে শিক্ষা দীক্ষার ভাল সুযোগ পাননি—কিন্তু প্রতিভা যার ভিতর থাকে, তাকে কেউ চেপে রাখতে পারে না। আপন প্রতিভায় বিকশিত হয়ে কানন দেবী কেমন করে সারা বাংলার দর্শক মন জয় করে জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করল সে কথা বলতে গেলে স্বীকার করতেই হবে যে এর পিছনে ছিল বিরাট সাধনা ও একাগ্রতা। প্রথম জীবনে ষ্টার রঙ্গমঞ্চের এক কোণে এক দল মেয়ের মাঝে নাচ্‌ত সে। তারপর সেই ছোট্ট মেয়েটি আস্তে আস্তে নির্ব্বাক যুগে জয়দেব, জোর বরাৎ, কণ্ঠহার, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রভৃতি চিত্রে ছোট্ট ভূমিকায় দেখা দিলেন। সবাক ছবিতে মানময়ী গার্লস্ স্কুলে, নীহারিকা চরিত্রে (নায়িকা) প্রতিভাবান নট জহর গাঙ্গুলীর (নায়ক) সাথে যে অভিনয় করেছিলেন চিত্রামোদীর অন্তরে আজও সে অভিনয় স্মরণীয় হয়ে আছে। অভিনয় প্রতিভায় প্রভাবান্বিত হয়ে শ্রীমতী কানন দেবী স্যার বীরেন্দ্র নাথ সরকার প্রতিষ্ঠিত নিউ থিয়েটার্সের প্রখ্যাত পরিচালক ৺প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত 'মুক্তি' চিত্রে অভিনয় নৈপুণ্যে সারা বাংলার চিত্রাকাশে এক অভূতপূর্ব্ব সাফল্যের পরিচয় দিয়েছিলেন। তারপর বিদ্যাপতি, সাপুড়ে, পরিচয়, সাথী (হিন্দী ও বাংলা) শেষ উত্তর, যোগাযোগ, বিদেশিনী, পথ বেঁধে দিল, তুমি আর আমি, মেজ দিদি, অন্নদা শ্রীকান্ত প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করে অভিনেত্রী কুলরাণীর আসনে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর কণ্ঠের গান জনমনকে অভিভূত করেছে। হাসি গান নাচ ও হৃদয়গ্রাহী অভিনয়ের জন্য তিনি চিত্র জগতে বহুবর্ষব্যাপী প্রশংসা কুড়িয়েছেন।

শ্রীমতী পিকচার্স নামে একটি বিশিষ্ট চিত্র প্রতিষ্ঠান আজও বাংলার চিত্রাকাশে তাঁরই নেতৃত্বে বিরাজমান।

এই শিল্পী তাঁর দায়িত্ব শুধু চিত্রের সঙ্গেই শেষ করেনি—বহু অর্জিত অর্থ দুস্থ, আতুর, কপর্দ্দকহীন দরিদ্রের সেবায় তিনি দান করেছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত আই, এন, এ, প্রতিষ্ঠানে, মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে, বহু দাতব্য চিকিৎসালয়ে আর্ত্তের সেবার জন্য তিনি অর্থ দিয়েছেন।

আজও শ্রীমতী পিকচার্সে মাধ্যমে অনন্যা, বামুনের মেয়ে, মেজদিদি

দর্পচূর্ণ প্রভৃতি চিত্র প্রযোজনায় ভিতর দিয়ে তাঁর সৃজনী শক্তি ও অভিনয় অক্ষুন্ন রেখেছেন। রেকর্ডে শ্রীমতীর বহু গান আবালবৃদ্ধ-বণিতার অন্তর থেকে কোন দিন ম্লান হবে না।

শেষ জীবনে বিদ্যাভ্যাস করে লক্ষ্মী ও সরস্বতীব বরপুত্রী হিসাবে তিনি আজ ধন্য। তাঁর স্বামী শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য্য শ্রীমতী পিকচার্সের ছবিগুলি পরিচালনা করে থাকেন।

করুণা ব্যানার্জি

অভিনেত্রী।

বাংলার প্রসিদ্ধ চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় তাঁব শিল্পীমন ও শিল্পীচোখ দিয়ে বুঝতে পারেন কোন শিল্পীব ভিতব আছে প্রতিভা। যে প্রতিভার বিকাশ হয় প্রকৃত শিক্ষার সংস্পর্শে। সত্যজিৎ রায় তাঁব নব আবিষ্কার শ্রীমতী করুণা ব্যানার্জিকে তুলে ধবলেন "পথের পাঁচালী" চিত্রের ভিতর দিয়ে। যে চিত্র গুণীজন সম্বর্ধিত হয়ে আজ বিশ্বের দরবারে শ্রেষ্ঠ স্থান পেয়েছে।

শ্রীমতী করুণা ব্যানার্জির সাবলীল অভিনয় দেখে, বিশেষ করে তাঁব এই প্রথম অভিনযে বাংলার দর্শক সমাজ তাঁকে অকুণ্ঠ প্রশংসা না করে পারেনি।

প্রথম ছবিতেই এত উচ্চমানের অভিনয় এ যাবত খুব কম শিল্পীই দেখাতে পেরেছেন।

এছাড়া পরে তিনি আরও ২।১ খানি চলচ্চিত্রে অভিনয় করেছেন। এই সম্ভ্রান্ত, শিক্ষিতা ও দক্ষ অভিনেত্রী তাঁর পরিমিত অভিনয়ের জন্য আজ দর্শক প্রশংসা ধন্য।
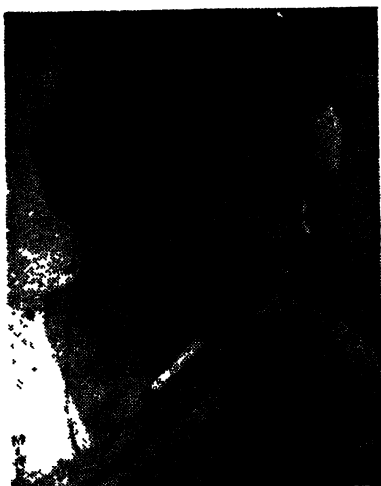
কেতকী দত্ত

অভিনেত্রী।

সরলতার মূর্তিময়ী চঞ্চলা এবং হাস্যে লাস্যে দীপ্তিময়ী, চকিত হরিণীর মত সর্ব্বদাই ব্যস্ত—দুষ্টুমির স্রোতে যেন গা ভাসিয়ে চলেছেন। চটুলা অভিনেত্রী ইনি। দরদী শিল্পী। যেন জন্মসূত্রেই এমন শ্রেষ্ঠ কলাকৌশল যুক্ত অভিনয়-প্রতিভা পেয়েছেন। হবেনাই বা কেন? উর্ব্বর জমিতে সার পড়েছে—তার ফলন কেউ ধরে রাখতে পারবে না। মাত্র ৮।৯ বছরের বালিকা। নাট্যাচার্য্য শিশির কুমারের হাতে পড়ল, তিনি আশীর্ব্বাদ করলেন। অভিনয় করালেন প্রফুল্ল নাটকে যাদব, বিজয়ায়—পরেশ। বাপ্ রে বাপ্ কি অভিনয় দ্যুতি—বীজ বপন করা হয়েছিল—ফল ভালই হল।

শ্রীমতী কেতকী ১৯৩৪ সনে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন।

৺শিশির কুমারের কাছে প্রথম ছেলের ভূমিকায় নামেন জীবনরঙ্গ নাটকে। বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের তাই তো, বিপ্রদাস ও বিন্দুর ছেলেতে ছেলের অংশেই আত্মপ্রকাশ করেন।

এইবার শুরু হল তাঁর নায়িকা চরিত্রের অভিনয় ৺মহাকবি গিরিশচন্দ্রের সিরাজদ্দৌলায়—লুৎফা, মিনার্ভায় শচীন সেনগুপ্তের কামাল আতাতুর্কে অভিনয় করেন। পরে ধাত্রী পান্না, আত্মদর্শন, কিন্নরী প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে যশের অধিকারিণী হলেন। প্রথিতযশা নট ও নাট্যকার মহেন্দ্র গুপ্ত তখন, ষ্টারে। কেতকী দেবী সেখানে যোগ দিয়ে অভিনয় করলেন টীপু সুলতান, মহারাজ নন্দ কুমার, মেঘমালা, উর্ব্বশী, রাজসিংহ, শকুন্তলা, নরনারায়ণ প্রভৃতি। প্রাণঢালা অভিনয় করে দর্শকজনকে পরিতুষ্ট করেন। তারপর পুনরায় ঝিন্দের বন্দী, মহারাজ শশাঙ্ক অভিনয় করে রঙমহলে এলেন। উল্কায়— মিলি, পরে গোপা, কবিতে বামাদাসী ও বসন, শেষলগ্নে— সুরবালা, মায়ামৃগে—সীতা, একমুঠো আকাশে—চিনু, এক পেয়ালা কফিতে— মঞ্জুরী প্রভৃতি অভিনয় করে খ্যাতির শীর্ষে উঠেছেন। মায়ামৃগে—সীতা, তাঁর জীবনের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা—যার ফলে তিনি আজ রঙ্গমঞ্চে শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীর পর্য্যায়ে এসে পড়েছেন।

পর্দ্দায় অভিনীত চিত্রের মধ্যে :—শহর থেকে দূরে, বঞ্চিতা, নতুন খবর, রায় চৌধুরী, দৃষ্টিদান, গরবিনী, পঞ্চায়েৎ, যার যেথা ঘর, কঙ্কাল, পাত্রী চাই ও নির্দ্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে, ত্রিযামা, হাসপাতাল কথাচিত্রগুলিতে অনবদ্য অভিনয় করেছেন। রেকর্ড নাট্যে —চন্দ্রগুপ্ত, ধাত্রী পান্না ও শেষ রক্ষায় অভিনয় করেন। বেতার নাটকে দলের ইনি একজন নিয়মিত শিল্পী।

কাবেরী বসু

অভিনেত্রী

এই উদীয়মানা চলচ্চিত্রাভিনেত্রীর ১৯৩৮ সনে জন্ম হয়। বাল্যকাল থেকেই [illegible] অভিনয়ে উৎসাহিত হয়ে রাইকমল চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন এবং এই দীপ্তিময়ী তরুণী শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীরূপে পরিগণিত হন। পরেও মধুমালতী, অসমাপ্ত, শ্যামলী প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করেন।

বর্ত্তমানে ইনি খ্যাতনামা ইঞ্জিনীয়ার মিঃ এ, চ্যাটার্জী নামক জনৈক ব্যক্তির সহিত বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হয়ে বর্ত্তমানে অভিনয় জগৎ থেকে দূরে—সাংসারিক জীবনেই বাস করছেন।

কৃষ্ণা কুমারী

অভিনেত্রী—বম্বে

১৯৩৪ সালে রাওয়ালপিণ্ডির পাঞ্জাবী পরিবারে কৃষ্ণাকুমারীর জন্ম হয়। আসল নাম—রাজেন্দ্র কৌর। প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান বৈজু বাওরা কথাচিত্রে। কৃষ্ণা কুমারী অভিনীত ছাবির মধ্যে—বৈজু বাওরা, জিদ্দো, হাতিম তাই, বেটী, চাঁদনী চৌক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কুমারী রাণী

নৃত্যশিল্পী

কলকাতায় ১৯৪২ সালে কুমারী রাণীর জন্ম হয়। পিতার নাম মহম্মদ মহসেন খাঁন। মাত্র পাঁচ বৎসর বয়সে এই শিল্পী কথক নৃত্য আরম্ভ করেন। নিজের প্রতিভায় আজ এই শিল্পী সারা ভারত ও ভারতের বাহিরে সুনাম কুড়িয়ে বেড়াচ্ছে। রামনারায়ণ মিশ্র ও শ্রীকৃষ্ণ মহারাজের কাছ থেকে কথক ও নটবরী নৃত্য শিক্ষা করেন। কলকাতায় 'ঝঙ্কার' কর্তৃক আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে প্রথম নৃত্য পরিদর্শন করেন। অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্স থেকে সুরু করে তিনি ভারতের বহু জায়গায় বহু অনুষ্ঠানে নৃত্যশিল্পী হিসাবে যোগ দিয়েছেন এবং ভারতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসাপত্র পেয়েছেন। ভারতের রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ ১৯৫৯ সালের ২৭শে ডিসেম্বর তাঁকে 'নৃত্য শিরমণি কুমারী রাণী' উপাধিতে ভূষিত করেন। রেঙ্গুনের মেয়র তাঁকে একটি ট্রফি উপহার দিয়েছেন।

সুন্দর দৈহিক গড়ন ও লাবণ্যময়ী এই তরুণী শিল্পী আজ নিজের প্রতিভায় উজ্জ্বল। ছায়াছবিতে প্রথম এম, পি'র 'যাত্রা হল সুরু' ছবিতে নৃত্যশিল্পী হিসাবে পর্দার বুকে দেখা দেন। তারপর, আত্মাহুতি, নারদের সংসার, বৃন্দাবন লীলা, রাতের অন্ধকারে, কংস, সখের চোর, তৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতি

ছবিতে• সুন্দর ও সার্থক ভাবে নাচের মাধ্যমে দর্শকদের মনোরঞ্জন করেছেন।

হিন্দীতে প্রথম ছবি 'পতপর্'। তারপর দেবর্ষি নারদ, নঈ মা প্রভৃতি ছবিতে নৃত্যশিল্পী হিসাবে কাজ করেছেন। রাতের অন্ধকারে ছবিতে তিনি বাঈজীর ভূমিকায় চমৎকার অভিনয় করেছেন। বর্ত্তমানে তিনি অজানা কাহিনীতে কাজ করছেন। নৃত্যের সাধনায় তিনি মগ্ন। দেশ থেকে দেশান্তরের ডাকে ছুটে চলেছেন তিনি। বর্ত্তমানে তিনি আফ্রিকায় যাবার জন্য তৈরী হচ্ছেন। সঙ্গে খ্যাতিমান সঙ্গীতজ্ঞ মহম্মদ রফিও যাচ্ছেন।

কামিনী কৌশল

অভিনেত্রী—বম্বে

প্রখ্যাত অভিনেত্রী কামিনী কৌশলের জন্ম হয় লাহোরে ১৯২৯ সনে। তাঁর পিতা একজন খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ ও ইণ্ডিয়ান সায়েন্স কলেজে এর সভাপতি ছিলেন। লাহোরেই তাঁর প্রাথমিক ও উচ্চশিক্ষা হয়। কলেজে পড়বার সময় কামিনী দেবী খেলাধুলা, সাঁতার, গান ও নাচে পারদর্শিনী হয়ে উঠেন। চিত্রে অভিনযের কথা কামিনী কৌশলের মনে মেটেই জাগেনি। হঠাৎ একটা ঘটনার ভিতর দিয়েই তাঁর চিত্র জগতে আগমন ঘটে। তাঁর বডদিদি থাকতেন বম্বেতে। বড দিদির অসুখের সংবাদ শুনে তিনি বম্বে তাঁকে পরিচর্য্যা করবার জন্য আসেন। দিদি সেই অসুখেই মারা যান। তাঁর দুইটি শিশু কন্যাকেদেখাশুনার ভার নিতে হয় তাকেই। ভগ্নিপতিকে বিবাহ করে তিনি এই ভার পুরোপুরি গ্রহণ করেন। বম্বে থাকাকালীন বহু চিত্র প্রতিষ্ঠান থেকে কামিনী দেবীকে অভিনয় কররার জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু সেই সময় তিনি মত না দিলেও বিবাহের পরে স্বামীর মত নিয়ে চিত্রে যোগ দেন। তাঁর প্রথম ছবি 'নীচা নগর'। এই ছবিতে তিনি প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন। এরপর তিনি বহু চিত্রে অভিনয় করেন। পরে স্বামীর সঙ্গে ইউরোপ ভ্রমণে যান। সেখানে থেকে ফিরে আবার তিনি চিত্রজগতে যোগ দেন। এইভাবে বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন ও বম্বের চিত্রজগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন।

কল্পনা কার্ত্তিক

অভিনেত্রী—বম্বে

হিন্দী জগতের অভিনেত্রী কল্পনা কার্ত্তিকের পূর্ব্বনাম ছিল মোহনা সিন্‌হা। ১৯৩১ সালে লাহোরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা—জিতেন্দ্র কুমার ছিলেন গুরুদাসপুরের তহশীলদার। কল্পনা কার্ত্তিক সিমলা কলেজ থেকে পড়াশুনা করেছেন। ইংরাজী হিন্দী, উর্দ্দু, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভাষায় তাঁর প্রচুর দখল। কলেজী শিক্ষাকালেই তিনি কলেজের সব অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন। এর পর সুযোগ আসে সিমলায় লিটল থিয়েটারে অভিনয় করার। সেই সময়ই বম্বের প্রসিদ্ধ প্রযোজক ও পরিচালক 'চেতন আনন্দ' লিটল থিয়েটারে তাঁর অভিনয় দেখে মুগ্ধ হন এবং বাজী ছবিতে অভিনয়ের জন্য কল্পনা কা ত্তকের সঙ্গে চুক্তি সম্পাদন করেন। বাজী কথা-চিত্রে তাঁর সহজ, সরল ও সাবলীল অভিনয়ের জন্য তিনি প্রচুর প্রশংসা লাভ করেন। তারপর থেকে আঁধিয়া, ট্যাক্সি ড্রাইভার, হাম সফর, হাউস ন ৪৪, নৌ-দো-এগার, প্রভৃতি বহু ছবিতে অংশ গ্রহণ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রসিদ্ধ অভিনেতা দেবানন্দকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেছেন। হিন্দী দর্শক সমাজ তাঁর কাছ থেকে আরও অনেক কিছু আশা রাখেন ভবিষ্যতের জন্য।

কমলা

অভিনেত্রী—সাউথ

১৯৩৩ সালে কোয়েম্বাটুরে জন্ম হয় কমলা দেবীর। প্রবেশিকা পরীক্ষায় তিনি পাশ করেছেন। ছেলেবেলা থেকেই নৃত্য ও অভিনয় প্রতিভা ছিল। ইনি ভারত নাট্যমের একজন নিপুণ শিল্পী। প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান রাণী (তামিল) চিত্রে। কুমারী কমলা অভিনীত চিত্রের মধ্যে—মদন মোহিনী, কানাত্তু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কনক্ষা

অভিনেত্রী—সাউথ

১৯:৩ সনে নীলো।রে জন্ম হয় কনক্ষা দেবীর। ছেলেবেলা থেকেই অভিনয় প্রতিভা ছিল। প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান হরিশচন্দ্র চিত্রে। কনক্ষা অভিনীত চিত্রের মধ্যে—দ্রোপদীর বস্ত্র হরণ, ভোজা কালিদাস, গিরি লক্ষ্মী, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ইনি বর্ত্তামানে রাজা রাজেশ্বরী ফ্লিম কোম্পানার অন্যতমা নালিক।

গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিনেতা

ব্যক্তিগত জীবনে সদালাপী, নিরহঙ্কার চরিত্রের মানুষ গুরুদাস ব্যানার্জ্জি। তিনি এক আত্মভোলা শিল্পী। ভাবের আতিশয্য, ভাবের মূর্চ্ছনা, উদারতার এক জলন্ত প্রতিচ্ছবি। এই নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ সন্তান ১৯২১ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ কবেন। পিতা রায় বাহাতুর রমণী মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। আশুতোষ ৲লজের ছাত্র ছিলেন গুরুদাস ব্যানার্জি। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় থেকে বি, এ পাশ করেন। শৈশব থেকেই ইনি ধর্ম্মভীরু। বাল্যকাল থেকেই ধম্মসভায় যোগ দিয়ে আসছেন। অভিনয় জীবনে ভক্তিমূলক অভিনয় দ্বারা তিনি বাংলার চিত্র মঞ্চে চিব প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন।

চলচ্চিত্রে গুরুদাস ব্যানার্জি যে কয়টি সামাজিক চিত্রে অবতরণ করেছেন তারমধ্যে স্বয়ংসিদ্ধায় একবারে মূর্খ থেকে জ্ঞানী হওয়ার চরিত্রটুকু নিখুঁত অভিনয়ে সমৃদ্ধ। তৎপরে কবি জয়দেব, নিমাই সন্ন্যাস, রাণী রাসমনি, যুগাবতার রামকৃষ্ণ, তৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতি চিত্রগুলি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ঠাকুর রামকৃষ্ণের চরিত্রে অভিনয় করা তাঁর মত ভাবুক অভিনেতার দ্বারাই সম্ভব।

গ্রামোফোনে ও বেতারে তিনি নিয়মিত অভিনয় করে থাকেন।

আনুমানিক ১৯৮০ সালে ভবানীপুরে কালিকা মঞ্চের দ্বার উদঘাটন করেন কলিকাতার পুলিস অফিসার রাম চৌধুরী। তিনিও একজন অভিনেতা ছিলেন। যশস্বী নাট্যকার তারক মুখার্জ্জির লেখা "যুগাবতার রামকৃষ্ণ" নাটক প্রথম মঞ্চস্থ হয়।

রামকৃষ্ণের ভূমিকায় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় যে অভিনয় করেছিলেন তা শুধু সুন্দরই নয়, অপূর্ব্ব। একশ বছর আগে মাতৃ মন্ত্রে—দীক্ষিত এক নিরক্ষর পাগল রাণী রাসমনি প্রতিষ্ঠিত দক্ষিণেশ্বর কালিবাড়ীতে আসেন। পরে সেই পাগল বেশী বামকৃষ্ণ কালী সাধনায় বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ সাধক বলে পরিগণিত হয়েছিলেন। আজ তিনি সারা পৃথিবীর কাছে পরিচিত হয়েছেন। সেই রামকৃষ্ণেব ভূমিকায় সাবলীল অঙ্গভঙ্গি, চালচলন ও কথাবার্ত্তায় গুরুদাসের অভিনয় এক কথায় অনবদ্য ও অতুলনীয়। ত াঁর সেই মা-মা ডাক, ভাবের আবেশে বিভোর হওয়া' না দেখলে উপলব্ধি করা যায় না। এ ছাড়া তিনি আরও কয়েকখানি নাটকে অভিনয় করেছেন। বর্ত্তমানে এম-জি এণ্টাবপ্রাইজ নামে একটি ভ্রাম্যমান দল গঠন করে বম্বে, মাদ্রাজ প্রভৃতি ছাড়াও বাংলার বহু স্থানে "রাণী রাসমণি" নাটকে রামকৃষ্ণের অভিনয় করে তিনি আজও খ্যাতি কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।

গোপী কৃষ্ণ

নৃত্যশিল্পী।

১৯৩৩ সালে কলকাতায় গোপীকৃষ্ণেব জন্ম হয়। ছোট বেলা থেকেই নৃত্য প্রতিভা ছিল, পিতার নাম—শুকদাব মহারাজ। পিতাব কাছেই প্রথম শিক্ষা পান। প্রসিদ্ধা গায়িকা, অভিনেত্রী ও কথক নৃত্যশিল্পী সিতারা এ ার বোন। প্রথম নৃত্য পরিচালনার সুযোগ পান 'সাকী' চিত্রে।

গোপীকৃষ্ণের নৃত্য পরিচালিত ছবিগুলির মধ্যে সংদিল, সাগুফা, প্রিজনার অফ গোলকুণ্ডা, পরিণীতা, ঝনক ঝনক পায়ল বাজে, নৃত্যেরই তালে তালে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইনি নৃত্যেরই তালে তালে ও ঝনক ঝনক পায়েল বাজে ছবিতে নিজেও নৃত্য পরিবেশন করেছেন।

সুমিত্রা দেবী

নার্গিস

সন্ধ্যা রায়

অরুন্ধতী মুখার্জি

মঞ্জু দে

দিপ্তী রায়

গঙ্গা প্রসাদ বসু

অভিনেতা

অভিনেতা হিসাবে গঙ্গাপদ বসু যেমন কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করে যশস্বী হয়েছেন সাংবাদিক হিসেবে দীর্ঘ ২১ বৎসর তিনি বিশেষ পরিচিত ছিলেন।

ইংরাজি ১৯১৭ সনে তিনি যশোহর জেলায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ইংরাজিতে এম, এ। পিতা ৺নকুল চন্দ্র বসু। সুকুমার বয়সেই গঙ্গাপদ বসুর অভিনয় লিপ্সা এবং নয় বৎসর বয়সে ছোট্ট বালক "দধিচির তনুত্যাগ" নাটকে বালকের অভিনয় করে সকলকে মুগ্ধ করেন। স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি,এ পাশ করার পর অবধি বহু সৌখীন সম্প্রদায়ে অভিনয় করেন যথা—সীতা, কর্ণার্জ্জুন, সাজাহান, সিরাজদ্দৌল্লা প্রভৃতি। তারপর আই-পি-টি-এ প্রতিষ্ঠান থেকে জবান বন্দী ও নবান্ন নাটকে দর্শকগণকে প্রথম পরিতৃপ্ত করেন। 'নাট্যচক্র' প্রতিষ্ঠানে নীল দর্পন অভিনয়ের পর বহুরূপী'র পত্তনের সময় থেকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থেকে সেখানে নবান্ন, পথিক, ছেঁড়াতার, উলুখাগড়া, চারঅধ্যায়, রক্তকরবী, প্রভৃতি নাটকে সাফল্যের সঙ্গে বহু রাত্রি অভিনয় করেছেন। আজও 'বহুরূপী'র তিনি একজন প্রিয় শিল্পী ও সভাপতি।

এইবার তাঁর ছবির পরিচয় দিই। পরিচালক বিমল রায়ের পরিচালনায় 'তথাপি'কথাচিত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। পরে ছিন্নমূল,পথিক,আজ সন্ধ্যায় ষোড়শী, সত্যজিৎ রায়ের জলসা ঘর ও পরশ পাথরে সুঅভিনয় করেছেন। বর্তমানে মালিক, হাসি শুধু হাসি নয় ও ডাইনি প্রভৃতি কথাচিত্রে অভিনয় করেছেন। । 'বহুরূপী' ত্রৈমাসিক পত্রিকার সম্পাদক হিসেবেও বহুদিন ধরে কাজ করে চলেছেন।

গুরু দত্ত

অভিনেতা—বম্বে

বম্বের পালি হিলে খ্যাতিমান পরিচালক গুরু দত্তর বাংলো প্যাটার্ণের সুন্দর বাড়ীখানা দেখলে বা ফুলের নানা রকম আয়োজন দেখে তার রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। গুরু দত্তের ছোটবেলা কেটেছে কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চলে। সেণ্ট জেভিয়ার্স স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। ১৯৪১ সালে উদয় শঙ্করের আলমোড়া সেণ্টারে ভর্ত্তি হন। সেই সময় আজকের অন্যতম পরিচালক মোহন সায়গলও তাঁর সঙ্গে নাচতেন।

১৯৪৫ সালে তিনি পুণার প্রভাত ষ্টুডিওর বিষ্ণুরাম বেডেকার-এর সহকারী হিসাবে চিত্রজগতে কাজ শুরু করেন। তারপর তিনি জ্ঞান মুখার্জী, অমিয় চক্রবর্ত্তী ও সন্তোষীর সহকারী রূপে কাজ করেন।

তার প্রথম ছবি 'বাজী'। ঐ ছবিতে দেবানন্দ ও গীতাবালী অভিনয় করেন ও শচীন দেব বর্ম্মণ সঙ্গীত পরিচালনা করেন। এর পরবর্ত্তী ছবি 'জাল' বাজারে খুব সুনাম ও অর্থ অর্জ্জন করে।

'বাজ' ছবিতে তিনি নিজে প্রথম অভিনয় শুরু করেন। এর পর তিনি নিজের প্রোডাকসন্সে 'আর-পার', 'পিয়াসা' 'মিষ্টার এণ্ড মিসেস ৫৫' ছবিতে শাকীলা, মধুবালা ও মালা সিনহার সঙ্গে অভিনয় করেন। এ ছাড়াও সি, আই, ডি ছবি সারা ভারতে প্রভুত খ্যাতি লাভ করে।

'গৌরী' নামে একখানি বাংলা ছবির কাজ শুরু করে সময়াভাবে শেষ করতে পারেন নি।

ওহিদার রহমান প্রভৃতি আজকের অনেক খ্যাতিমান শিল্পীদের তিনি প্রথম চিত্রাভিনয়ের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। ভারতের স্বনামধন্যা গায়িকা গীতা দত্ত তাঁর স্ত্রী। দু'জনেই জনপ্রিয় শিল্পী। একজন চিত্রশিল্পী, অপরজন সঙ্গীত শিল্পী। ইদানিং কালে সিনেমাস্কোপে তোলা 'কাগজ কা ফুল' ভারতীয় চিত্র জগতের একটা নূতনত্ব সন্দেহ নাই।

গীতা সিংহ

অভিনেত্রী।

এই উদীয়মানা চিত্র ও মঞ্চ অভিনেত্রী গীতা সিংহ ১৯৩৬ সালে কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হবার পর কয়েকটি বিশিষ্ট চিত্রে অবতরণ করলেন যথা—ঝকমারি, ভুল (অপ্রকাশিত), ইন্দ্রধনু প্রভৃতি।

ইনি মঞ্চাভিনেত্রীও। বর্ত্তমান রঙমহল রঙ্গমঞ্চে নিয়মিত অভিনয় করছেন।

গীতালী রায়

অভিনেত্রী

বাঁকুড়ায় ১৯৪৩ সালে গীতালী রায়ের জন্ম হয়। পিতার নাম রামচন্দ্র রায়। বর্ত্তমানে ইনি পড়াশুনা করছেন। বিশু দাসগুপ্তের 'সুরের পিয়াসী' ছবিতে প্রথম একটি পার্শ্বচরিত্রে অভিনয়ের জন্য মনোনীতা হন। বর্ত্তমানে নোঙ্গর ছবিতে অভিনয় করার কথা আছে। গান ও নাচের প্রতি তাঁর খুব আগ্রহ আছে।

এই নবাগতা শিল্পি ভবিষ্যতে আরও ছবিতে অভিনয় করবার ইচ্ছা পোষণ করেন।

গীতা বালী

অভিনেত্রী—বম্বে

চিত্রজগতের বাইরে গীতাবালীর নাম ছিল হরিকীর্ত্তণ কৌর। ১৯৩০ সালে অমৃতসরে এক শিখ পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। ছয় বছর বয়সেই গীতাবালী নাচ গানে বেশ দক্ষতা অর্জ্জন করে। গীতাবালীর বয়স যখন বারো তখন 'দি কোবরা' নামক একটি ডকুমেণ্টারী ছবিতে নর্ত্তকীর ভূমিকায় অভিনয় করেন। চিত্র জগতে এই প্রথম তাঁর হাতেখড়ি। ছোটবেলায় গীতাবালীর সাপ পোষা ও সাপের সঙ্গে খেলা করার একটা বদোভ্যাস ছিল। তাই ছায়াছবির জগতে এসে প্রকৃতির খেয়ালেই হয়ত 'কোবরা' ছবির মাধ্যমে তাঁর অভিনেত্রী জীবনের প্রথম পদক্ষেপ শুরু হয়। তারপর বদনামী, কাঁহা গয়ে ও পতপর ছবিতেও পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেছেন। স্বর্গীয় প্রসিদ্ধ অভিনেতা মজহর খানের 'দিল কী দুনিয়া' ছবিতে প্রথম পূর্ণাঙ্গ চরিত্রে রূপদান করার সুযোগ আসে। খুশিতে ঝলমল চঞ্চলা অভিনেত্রী গীতাবালী এর পর থেকে বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। সারা ভারতের দর্শক সমাজে আলোড়ন জাগাতে সক্ষম হয়েছেন তিনি। বিচিত্র চরিত্রের রূপকার তিনি। অগণিত চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁর অভিনেত্রী জীবন

সমৃদ্ধ। কেদার শর্ম্মা প্রযোজিত 'সুহাগ রাত'ই তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় বলে মনে হয়।

দুলারা, বড়ী বহন, বাজ, বাজী, ঘায়েল, জলতরঙ্গ, জলপরি, জাল, জলজলা, গরিবী, বহুবেটী, বেদর্দী, নিশানা, নেকবদ, বাওরে নৈন, ভাইবোন, ঊষাকিরণ, রাংরং, ঝামেলা, তালবেলা, আলবেলী, গুনহা, আনন্দমঠ (হিন্দী) নখরে, নীলম পরী, ফিরদৌস, এক থা লড়কা, মিলাপ, গার্লস্ স্কুল, নইরাত, বনসরীয়া, বারাদরী' মিস্ কোকো কোলা, সৌ কা নোট, জবাব প্রভৃতি বহু ছবিতে তিনি রূপদান করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে গীতাবালী শাম্মী কাপুরের সহধর্ম্মিণী।

গিরিজা দেবী

অভিনেত্রী—সাউথ

১৯৩৮ সালে কিস্তান জেলায় জন্ম হয় গিরিজা দেবীর। ছেলে বেলা থেকেই অভিনয় প্রতিভা ছিল। প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান পরমানন্দ শীর্ষ উলু নামক তামিল বইয়ের মাধ্যমে।

গিরিজা অভিনীত ছবির মধ্যে তিরিম্বা পার, আধাজন্ম, অদৃষ্ট ডি পুডু, ধর্ম্ম দেবতা, প্রজাসেবা, কিসমৎ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চন্দ্রাবতী দেবী

অভিনেত্রী।

যে সব শিল্পীর খ্যাতি আজ বাংলার চিত্র বা মঞ্চ আকাশে ঠাঁই পেয়েছে—শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দেবী তাঁদের মাঝে নিজের আসন করে নিয়েছেন। শিল্পী ও মন দুই-ই দরকার—দুইএর মিলনই তো শিল্পী মনের আধার। প্রস্ফুটিত ফুল যেমন শোভা দেয়, পথিক দেখে তৃপ্তি পায়, চন্দ্রাবতী দেবীর অভিনয়ও তেমনি ফুলের মতন শোভা বর্দ্ধন করে দর্শককে মুগ্ধ করে।

মজঃফরপুরের ধনী পরিবারে চন্দ্রাবতীর জন্ম হয়। পিতা ৺গজাধর প্রসাদ সাউ। তিনি একজন অনারারী ম্যাজিষ্ট্রেট। প্রথম জীবনে চন্দ্রাবতী অভিনয়ের মাধ্যমে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে আসেন। সৌখিন নাট্য

সম্প্রদায়ে অভিনয় শুরু করেন।

প্রথমে টেগোর কোম্পানীর (ফিল্ম কোম্পানী) সঙ্গে যুক্ত হন। তারপর বিমল পাল প্রযোজিত পিয়ারী চিত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। এইবার এন্, টি'তে দেবকী বসু পরিচালিত মীরাবাঈ চিত্রে অভিনয় করেন। অভিনয় মাধুর্য্যে শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দেবী জনগণের প্রশংসা লাভ করেন। তারপর ঝড়ের আগে, তাসের ঘর, মা, দেবদাস, দিদি, দেশের মাটি, বড়দি, বিজয়া, প্রতিশ্রুতি, অগ্নি পরীক্ষা, নিমাই সন্ন্যাস, মানদণ্ড, দুই পুরুষ, রাঙামাটি, ভাবিকাল, পথের দাবী প্রভৃতি তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবি।

চাঁদ ওসমানী

অভিনেত্রী—বম্বে

বম্বের নবীনা কুশলী অভিনেত্রীদের মধ্যে চাঁদ ওসমানী অন্যতমা। আসল নাম চাঁদবিবি ওসমানী। ১৯৩৩ সালে আগ্রা সহরে চাঁদ ওসমানীর জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকেই অভিনেত্রী হবার বাসনা ছিল। পরিচালক কারদার, তাঁর জীবন-জ্যোতি ছবিতে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ দেন।

চাঁদ ওসমানী অভিনীত ছবির মধ্যে—নয়া দৌড, বাপরে বাপ, আমানত জীবন জ্যোতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

চিত্রা

অভিনেত্রী—বম্বে

প্রথম অভিনেত্রী জীবন সুরু 'মান' নামক ছায়া চিত্রের মাধ্যমে। ছোটবেলা থেকেই অভিনয় প্রতিভা ছিল। আসল নাম আসাঘার বানো। চিত্রা অভিনীত চিত্রের মধ্যে—মান, খুব সুরত, চোর বাজার, দানাপানি, আলিবাবা ও চল্লিশ চোর, জিম্বো প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ছবি বিশ্বাস
অভিনেতা

এই সুদর্শন সর্ব্ব স্নেহধন্য শিল্পী ছবি বিশ্বাস ১৯০০ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার বিডন ষ্ট্রীট অঞ্চলে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা ৺ ভূপতি নাথ দে বিশ্বাস। রাজা শশাঙ্ক দেবের বংশধর এঁরা। শৈশবেই মাতৃহারা হন। শৈশব থেকেই তাঁর প্রখর বুদ্ধি ও ধীশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার পর প্রেসিডেন্সি ও তৎপরে বিদ্যাসাগর কলেজে বি, এ পর্য্যন্ত পড়েন। শৈশব থেকেই বাড়ীর হলঘরে পর্দা খাটিয়ে আত্মীয় স্বজন পরিবেষ্টিত হয়ে নাটক অভিনয় করতেন। নাটকের প্রতি তখন থেকেই তিনি আসক্ত হয়ে পড়েন। তাই ভাল অভিনয় দেখতে দেখতে অভিভূত হয়ে পড়তেন। এই সময় তিনি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সিকদার বাগানে বান্ধব-সমাজে প্রথম তিনি নদীয়া বিনোদে নিমাইরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। ভাবী জীবনের ভাগ্যাকাশে যেন অরুণোদয়ের সূচনা করেন। সেদিন ভূয়সী প্রশংসার মাধ্যমে ছবি বিশ্বাস সুধী দর্শকের অন্তর জয় করেছিলেন।

এই সময় নাট্যাচার্য্য ৺ শিশির কুমারের ভ্রাতা স্বর্গীয় হৃষিকেশ ভাদুড়ীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। সেই সময়েই নাট্যাচার্য্যের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। নাট্যাচার্য্যের অভিনয়ে তিনি মুগ্ধ হন।

মঞ্চে অভিনয়ের মাধ্যমে কালী ফিল্ম ষ্টুডিওর প্রতিষ্ঠাতা স্বর্গীয় পি, এন, গাঙ্গুলীর সহায়তায় প্রথম ছবি 'অন্নপূর্ণার মন্দিরে' বিশু চরিত্রে অভিনয় করেন। তাঁর অভিনীত কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে প্রতিশ্রুতি, হারানিধি, চোখের বালি, নিমাই সন্ন্যাস,গরমিল, মাটির ঘর, দুই পুরুষ, ভোলামাষ্টার, সবার উপরে, কাবুলিওয়ালা, ক্ষুধিত পাষাণ প্রভৃতি চিত্র বাংলার সম্পদ। দুইখানি হিন্দী রাজলক্ষ্মী, তুম্ আর ম্যায় (অপ্রকাশিত) ছবির অভিনয়ও উল্লেখযোগ্য ছিল।

যার যেথা ঘর, চিত্রে তিনি প্রযোজক, পরিচালক ও প্রধান অভিনেতা ছিলেন। সবশেষে বাংলার চিত্রমোদীদের কাছে গর্বের কথা যে এই শক্তিশালী শিল্পী তপন সিংহ পরিচালিত কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথের কাবুলিওয়ালা চিত্রে কাবুলিওয়ালার ভূমিকায় যে রূপদান করেছেন তার তুলনা হয়না। শ্রেষ্ঠ অভিনেতা হিসাবে তিনি ঐ ছবিতে ভারত সরকারের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেন। ঐ ছবিতে বাংলা সরকার এবং বহু প্রতিষ্ঠান থেকেও প্রচুর প্রশংসা পেয়ে এই গুণী শিল্পী আজ সত্যিকারের সার্থক শিল্পী রূপে ভূষিত।

রঙ্গালয়েরও ইনি একজন দিকপাল অভিনেতা। তাঁর উদাত্ত কণ্ঠ, সুরুচিপূর্ণ অঙ্গভঙ্গি, সাবলীল অভিনয় এক কথায় অপূর্ব্ব। ১৯৩৫ সালে শ্রীযুক্ত প্রবোধ গুহ মহাশয়ের নেতৃত্বে নাট্য-নিকেতনে (বিশ্বরূপা) ৺জ্যোতিষ বাচস্পতি মহাশয়ের 'সমাজ' নাটকে প্রথম তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। তৎপরে মন্মথ রায় রচিত মীরকাশিমে নাম ভূমিকায় অভিনয় করেন। তাঁব কয়েকটি অভিনীত নাটকের উল্লেখ করলাম। দুইপুরুষে—নুটুবিহাবী, স্বামী স্ত্রীতে —ললিত দুর্গেশনন্দিনীতে—ওসমান, পথের দাবীতে—থেনমং, প্রফুল্লে— রমেশ, দেবদাসে —দেবদাস ও ধাত্রীপান্নায় বনবীর প্রভৃতি চরিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে এই শক্তিমান নট নিয়মিত ভাবে ষ্টার রঙ্গালযের সহিত সংযুক্ত।

সুদীর্ঘ বৎসর তিনি বাংলার চিত্র মোদীদের সেবায নিয়োজিত আছেন। যৌবনের বন্ধন কাটিয়ে প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় এসেও তিনি তাঁর অতুলনীয় অভিনয় মাধুর্য্যে দর্শক মন জয় করে চলেছেন। বাংলার দর্শক সমাজ সেজন্য তাঁর কাছে চির কৃতজ্ঞ। তিনি এখনও নিয়মিত নাট্যাভিনয় করে থাকেন।

এই আত্মভোলা উদার শিল্পী বহুবার বিদেশে আহুত হয়ে বহু প্রশংসা লাভ করেছেন। তিনি জার্ম্মান, প্যারিস্, লণ্ডন, রোম, কাবুল প্রভৃতি দেশও পর্য্যটন করেছেন।

ছায়া দেবী

অভিনেত্রী।

কুটীল অভিনয়ে শ্রীমতী ছায়া দেবী বেশ কতিত্বেব সঙ্গে অভিনয করেন। কুয়াসা, ইন্দ্রনাথ, জিপসী মেয়ে, রত্নদীপ, বিপ্লবী, ক্ষুদিরাম, মধুরাতি, শ্যামলী, বাথী, ভাঙ্গাগডা, দানের মর্য্যাদা প্রভৃতি এঁর শ্রেষ্ঠ চিত্র।

চিত্র জগতের ইনি সুপবিচিত অভিনেত্রী। বর্ত্তমানে এঁর বয়স ৪৫ বৎসর (আনুমানিক)। কলকাতায় এঁর জন্মস্থান।

জহর গাঙ্গুলী

অভিনেতা

শিল্পী মন না হলে প্রকৃত শিল্পী হওযা যায় না। অভিনেতা অনেকেই হয় কিন্তু সত্যিকারের অভিনয় ক'জন বোঝেন? নিজের স্বতন্ত্র যে শিল্প প্রকাশ কবতে পাবে না, সেকি সত্যিকারের অভিনেতা? জহর গাঙ্গুলী নিঃসন্দেহে তাব ব্যতিক্রম। স্বকীয় অভিনয়ে আজ বাংলার চিত্র ও মঞ্চ জগতে তিনি একজন অনন্যসাধারণ শিল্পী। ইংরাজী ১৯০৪ সালে সোদপুরে জন্ম

হয়। পিতা-মাতার তিনি পঞ্চম সন্তান। বাল্যকাল থেকেই তিনি কলিকাতায় আছেন। তিনি আই, এ পর্য্যন্ত পড়েছেন। বেঙ্গল টেলিফোন অফিসে কেরাণীর কাজ করতেন। বাল্যকাল থেকেই অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন।

চিত্র ও মঞ্চ জগতে তিনি একজন নামকরা অভিনেতা। ৺অপরেশ মুখোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত আর্ট থিয়েটারে তিনি সর্বপ্রথম নটরূপে যোগদান করেন। ইরাণের রাণী,কর্ণার্জ্জুন প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে নাট্য সমাজে পরিচিত হন। তারপর নাট্য নিকেতন,ষ্টার, মিনার্ভা, রঙমহল, প্রভৃতি নাট্যমঞ্চে বহু নাটকে অভিনয় করে সাফল্য লাভ করেন। ৺শ্রীমৈত্রের"মানময়ী গার্লস স্কুলে" নায়ক মানসের ভূমিকায় অভিনয় তার নটজীবনের এক বিরাট কীর্ত্তি। গৈরিক পতাকায়—ঘোড়রে, পুসিরাজদ্দৌলায়—দিলদার ও গোলাম হোসেন,চন্দ্রগুপ্তে—বাচাল, মিশরকুমারীতে —সামন্দেশ, দুইপুরুষে—সুশোভন প্রভৃতি নাটক গুলি তাঁর অভিনয় জীবনের শ্রেষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টি। এ ছাড়া, প্রফুল্ল, মন্ত্রশক্তি, আলি-বাবা, ধাত্রীপান্না, শ্যামলী, শ্রীদুর্গা, অভিষেক, প্রলয় ও চন্দ্রশেখর প্রভৃতি নাটকের অভিনয় অনবদ্য।

চিত্রেও ইনি একজন দক্ষ শিল্পী। প্রতিভা এমনি জিনিষ, যাকে স্পর্শ করে তাকেই সজীব করে। তখন ছিল নির্ব্বাক যুগ। সীতা নাটকে তিনি প্রথম অভিনয় করেন। সবাক চিত্রে ভাবতলক্ষ্মীর চাঁদ সদাগর, দেনাপাওনা, তুলসীদাস ডাকহরকরা, মানময়ী গার্লস স্কুল, প্রফুল্ল, বিষবৃক্ষ, জনক নন্দিনী, জয়দেব, যোগাযোগ, প্রিয়বান্ধবী, সহর থেকে দূরে, জজ সাহেবের নাতনী, পথবেঁধে দিল, ভোলামাষ্টার, শঙ্কর নারায়ন ব্যাঙ্ক, শ্যামলী প্রভৃতি চিত্র গুলির অভিনয় এক কথায় অপূর্ব্ব।

গ্রামোফোনে এইচ-এম-ভি, টুইন, কলম্বিয়া প্রভৃতিতে বহু রেকর্ড নাট্যে অভিনয় করেছেন। তারমধ্যে সীতা, সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বেতারে তিনি একজন সুযোগ্য নট। গৃহদাহ, শোধবোধ, বিজয়া, দুইপুরুষ, মহানশা, প্রভৃতি অভিনয় করেছেন।

অভিনয় ছাড়া তিনি একজন পাকা খেলোয়াড় ছিলেন। ফুটবল, হকি প্রভৃতি খেলতে ইনি পারদর্শী। এই শক্তিমান নট মোহন বাগান ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত আছেন এবং হকি দলের সেক্রেটারী।

অভিনেতা হিসাবে ইনি যেমন একজন শক্তিমান শিল্পী তেমনি মানুষ হিসাবে তাঁর অন্তরের জুড়ি মেলে না। যখনি কোন চেনা বন্ধুর বিপদ দেখেন ছুটে যান সেই বন্ধুর ত্রাণের জন্য। কায়িক পরিশ্রম দিয়ে, অর্থ দিয়ে তিনি দরিদ্রদের সাহার্য্য করে থাকেন।

জীবেন বসু

অভিনেতা

সুদর্শন শিল্পী জীবেন বসু ১৯১৫ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺ ডাক্তার যতীন্দ্রনাথ বসু।

যে সমস্ত গুণ বা প্রতিভা থাকলে ভবিষ্যৎ জীবনে অভিনেতা হওয়া যায় বাল্যকাল থেকেই জীবেন বসুর ভিতর সেই প্রতিভা পাওয়া যায়— তাই আজ তিনি একজন খ্যাতনামা অভিনেতাই হয়েছেন।

প্রথম জীবেন নির্ব্বাক যুগে 'আঁখি জলে' অভিনয় করবার সুযোগ পান। তাঁর পরবর্ত্তী জীবনের কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য ছবির নাম লিপিবদ্ধ করলাম। সাগরিকা, যোগ বিয়োগ, ইন্দ্রধনু, অন্নপূর্ণার মন্দির, স্পর্শমণি, রিক্তা, শাপমুক্তি, গরমিল, কবি জয়দেব, এই তো জীবন, পদ্মা প্রমত্তা নদী, সাত নম্বর বাড়ী, স্থার শঙ্কর নাথ, ঢুলী প্রভৃতি আরও বহু চিত্রে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

নট জীবনে নাট্যাচার্য্য শিশির কুমারের নিকট অভিনয় শিক্ষা করে রঙ্গমঞ্চে বহু কঠিন ভূমিকায় তিনি অভিনয় করে আজ নামকরা অভিনেতারূপে খ্যাত। ৺শিশির কুমারের পরিচালনায় আলমগীর, ষোড়শী, রমা, শেষরক্ষা, বিজয়া, রঘুবীর ও যোগাযোগ প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে বাংলার রঙ্গমঞ্চে যশের অধিকারী হয়েছেন।

গ্রামোফোনে তিনি কয়েক খানি নাটকে অভিনয় করেন—বেতারের ইনি একজন প্রিয় শিল্পী।

ব্যক্তিগত জীবনে ইনি সদালাপী ও বন্ধুবৎসল।
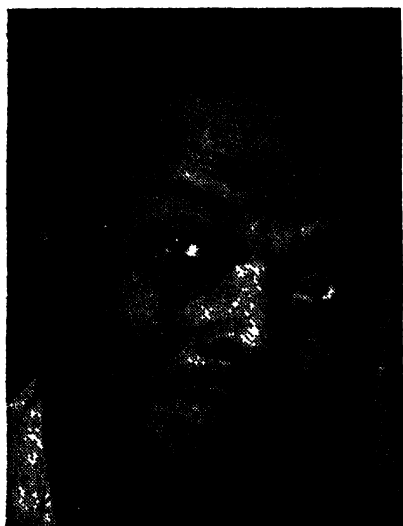
জহর রায়
অভিনেতা

সংসারটা সত্যই যুদ্ধ ক্ষেত্র। সারা জীবনের প্রতিটি দিন—হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করে, পরিবারের অন্নের সংস্থান করে, অবসর সময়ে মানুষকে একটু আমোদ প্রমোদে রত থাক্‌তেই হবে, নইলে জীবনের বোঝা দুর্বিসহ হ'য়ে উঠবে। সেই ক্লান্তিময় জীবনে যে মানুষকে, অনাবিল হাসির জোয়ারে ভাসিযে নিয়ে যায়; তাব কতখানি ব্যক্তিত্ব থাকার দরকার? তিনি হলেন হাস্য রসিক জহর রায়।

এই প্রতিভাবান জহর রায় ১৯২০ সালে বর্ত্তমান পূর্ব্ব পাকিস্তানের মালিহারা নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম সতু রায়। ইনি শৈশব থেকেই কলিকাতায় আছেন। জহর রায় নারকেলডাঙ্গা স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করেন এবং পাটনা কলেজ থেকে আই, এ, পাশ করেন। হঠাৎ ছায়াচিত্রে এসে কয়েকটি বিশিষ্ট ছবিতে অভিনয় করে এবং প্রচুর হাসির খোরাক জুগিয়ে জহর রায় দর্শক সমাজে খ্যাতির উচ্চ শিখরে উঠেছেন।

তাঁর অভিনীত চিত্রের মধ্যে—অঞ্জনগড, স্পর্শমণি, বরযাত্রী, টনসিল, সংকোচ, যোগবিয়োগ, ভোলামাষ্টার, সাডে চুয়াত্তর,

বসু পরিবার, বিদ্যাসাগর, সহযাত্রী, টাকা আনা পাই, নিয়তি, ভোর হয়ে এল, রাত্রির তপস্যা, এ জহর সে জহর নয়, নববিধান, সাদা-কালো, সন্তানের মেলা, অগ্নি পরীক্ষা, স্বয়ং সিদ্ধা, গরীবের মেয়ে, কোন এক দিন, দুই বেচারা, কাবুলিওয়ালা, ভানু পেল লটারী, কালামাটি, আকাশ পাতাল, লৌহ কপাট, পরশ পাথর মায়ামৃগ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বর্ত্তমানে কয়েকখানা ছবিতেও তিনি হাস্য রসের বন্যা ছুটিয়েছেন। মিঃ এণ্ড মিসেস চৌধুরী, মরুতৃষা, প্রভৃতি ছবিগুলিতেও সুধী দর্শক মণ্ডলীকে অফুরন্ত রসের যোগান দিয়েছেন। তিনি রংমহলের নিয়মিত শিল্পী।।

কমিক গানে ও অঙ্গভঙ্গিতে ক্যারিকেচার দেখিয়ে বহু অনুষ্ঠানে জনসাধারণকে পরিতৃপ্ত করেছেন।

বেতার ও গ্রামোফোনে অভিনয় করে থাকেন।

জ্ঞানেশ মুখার্জ্জী

অভিনেতা

শক্তিমান অভিনেতা জ্ঞানেশ মুখার্জ্জী ১৯২৬ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

১৯৫১ সালে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের উদয়াস্ত নাটকে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

আই, পি, টি, এ'তে যোগদান করে রবীন্দ্রনাথের "মুক্তির উপায়" নাটকখানি পরিচালনা ও অভিনয় করেন। তারপর সংক্রান্তি, ২০শে জুন, ভাঙ্গাগড়ার খেলা, মরুঝঞ্ঝা প্রভৃতিতে অভিনয় করেন।

বর্ত্তমানে ইনি গিরিশ থিয়েটারে বিধায়ক ভট্টাচার্য্য রচিত "ডাউন ট্রেন" নাটকে এবং বিশ্বরূপায় "সেতু" নাটকে নিয়মিত অভিনয় করছেন।

কলিকাতা বেতার নাট্যকে দলেও তিনি নিয়মিত শিল্পী। চিত্রজগতে পাশের বাড়ী, আজ সন্ধ্যায়, বাঁশের কেল্লা, অযান্ত্রিক, বাড়া থেকে পালিয়ে, ২২শে শ্রাবণ প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করেছেন।

তের নদীর পারে ও নগর সংকীর্ত্তন দুটী ছবিতে অভিনয় করছেন। ছবি দুইটী মুক্তির পথে।

জীবন কিরণ
অভিনেতা—বম্বে

বোম্বাই চিত্র জগতে যারা শ্রেষ্ঠ খল-নায়ক বলে পরিচিত জীবন তাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯১৫ সালে কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে জীবনের জন্ম হয়। জীবনের আসল নাম হোল ওঙ্কারনাথ দরজীবন দুর্গাপ্রসাদ। ছেলেবেলার প্রতিভা নিয়ে পরিণত বয়সে এসে কঠোর অনুশীলন করে জীবন আজ এত প্রসিদ্ধি লাভ করেছেন। আই, এ, পর্য্যন্ত ইনি পড়াশুনা করেছেন। ১৯৩৫ সালে আর, কে, ভারনামে যে শিল্পীকে পরিচালক মোহন সিংহ প্রথম দর্শক সাধারণের কাছে পরিচয় করিয়ে দেন, আজকে জীবন নামে তিনিই চিত্রামোদীদের কাছে পরিচিত।

জীবন অভিনীত ছবির মধ্যে—চালাক, কানুন, কোহিনূর, রঙ্গিলি, মুড় মুড়কে না দেখ, পিয়া মিলন কি আশ, নয়া দৌড়, শবনম, নাগিন, এক হি রাস্তা, আফসানা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ফ্যাসনেবল ইণ্ডিয়াই জীবনের অভিনীত প্রথম ছবি।

জনীওয়াকার

হাস্যাভিনেতা—বম্বে

বম্বে চিত্র জগতে যে কয়জন শ্রেষ্ঠ হাস্যরসিক অভিনেতা আছেন, জনী ওয়াকার তাদের মধ্যে অন্যতম। আসল নাম বদরুদ্দীন জামাল উদ্দীন কাজী। প্রযোজক মুজাম্মিল খুরসীদ প্রথম তার লাষ্ট মেজেস ছবিখানিতে অভিনয়ের সুযোগ দিয়ে চিত্রামোদীদের কাছে জনী ওয়াকারকে পরিচিত করেন চলচ্চিত্র জগতে যোগদানের পূর্ব্বে পিতা-মাতার প্রথম সন্তান জনী ওয়াকারকে অনাহারের মুখ থেকে পরিবারকে বাঁচাতে ফল ও ডিম বিক্রয়, কেরাণীগিরি এমনকি বাস কণ্ডাক্টরী পর্য্যন্ত করতে হয়েছে।

১৯৫৫ সালে অভিনেত্রী শাকলার বোন নূরকে ইনি বিবাহ করেন। জনী ওয়াকার অভিনীত ছবির মধ্যে—বাজী, ট্যাক্সি ড্রাইভার, নয়া দৌড়, শ্রী ৪২০, প্যায়সা, মধুমতী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

জয়রাজ

অভিনেতা—বম্বে

পশ্চিম বাংলার রাজ্যপালের মামাতো ভাই অভিনেতা জয়রাজ বম্বের চিত্র জগতের একজন অন্যতম ক্ষমতাবান শিল্পী। ১৯০৯ সালে দক্ষিণ হায়দ্রাবাদে জয়রাজের জন্ম হয়। হায়দ্রাবাদেই তিনি এফ, এস, সি, পর্য্যন্ত শিক্ষালাভ করেন।

১৯৩০ সালে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ আসে স্পার্কিং হাউস ইউথ নামে এক খানি নির্ব্বাক ছবির মাধ্যমে। প্রথম অভিনেতা হিসাবে স্বীকৃতি পান সবাক ছবি স্বামীতে। ইনি মালা, প্রতিমা ও সাগর নামে তিনখানি ছবির প্রযোজনা ও পরিচালনা করেছেন। জয়রাজ অভিনীত ছবির মধ্যে স্বামী, হাতিমতাই, তীরন্দাজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

জয়শ্রী সেন

অভিনেত্রী—নৃত্য শিল্পী

এই অভিনেত্রী ও নৃত্য শিল্পী ১৯৩৭ সালে ঢাকা শহরে জন্মগ্রহণ করেন। অধ্যাপক ত্রিপুরা শঙ্কর সেনশাস্ত্রী মহাশয়ের কন্যা ইনি। বাল্যকাল থেকেই অভিনয় ও নৃত্যের প্রতি ঝোঁক ছিল। ঢাকায় ১৯৪৪ সালে, বর্ত্তমানে 'মরুতৃষা' চিত্রের পরিচালক ডাঃ সুরেশ রায়ের দ্বারা প্রথম নৃত্যে পারদর্শিনী

হন এবং কয়েকটি বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠানে নৃত্যে কৃতিত্ব লাভ করেন। প্রথম চিত্রে অভিনয় করেন আলাউদ্দীন ও আশ্চর্য্য প্রদীপে। তারপর মহাপ্রস্থানের পথে, কার পাপে, বিধিলিপি, কৃষ্ণ সুদামা, দায়ী কে, পাপ ও পাপী, সবার উপরে প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করেছেন এবং নৃত্য প্রতিভা দেখিয়েছেন। বর্ত্তমানে 'মরুতৃষা' কথাচিত্রে শীলার চরিত্রে ও নৃত্যে অপূর্ব্ব অভিনয় করেছেন। ছবিটি মুক্তি পথে।

এ ছাড়া মঞ্চেরও ইনি বিশিষ্টা অভিনেত্রী। এখন বিশ্বরূপায় 'সেতু' নাটকে একটি বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় করছেন।

শিল্পী জীবনের সার্থকতা এঁর জীবনে আছে। এই উদীয়মানা শিল্পীর কাছে দর্শক সমাজ আরও অনেক বেশী অভিনয় চাতুর্য্য আশা করে।

জ্যোৎস্না দে

যে সমস্ত গুণ থাকলে শিল্পী হওয়া যায় শ্রীমতী জ্যোৎস্না দে'র মধ্যে তা আছে। অভিনয়ের মাধ্যমে বাংলার মঞ্চ ও চিত্র জগতে তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

১৯৩৮ সালে পূর্ব্ব পাকিস্তানে এঁর জন্ম হয়। পিতার নাম ৺যোগীন্দ্রনাথ দে।

'সিরাজদ্দৌলায় লুৎফা চরিত্রে অভিনয় করে প্রথম খ্যাতিলাভ করেন। তারপর যোগেশ চন্দ্রের সীতায় 'সীতা', সাজাহানে 'জাহানারা'; গৈরিক পতাকা, মীরাবাঈ, বঙ্গের বর্গী, মাধুরী, দর্পচূর্ণ, অপরূপা, উত্তরা, দ্রৌপদী, পূর্ব্ব পারে, পিয়াসা ইত্যাদি নাটকে অভিনয় করেন। এছাড়া অভাগীর স্বর্গ, মাকড়সার জাল প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করেছেন।

জয়শ্রী

অভিনেত্রী—বম্বে

১৯২৬ সালে গোয়াতে জন্ম হয় জয়শ্রী দেবীর। প্রভাত কোম্পানীর মারাঠি ছবি "চন্দ্ররাও মোরে" নামক চিত্রে তিনি প্রথম অভিনয় করেন। আজকের প্রসিদ্ধ অভিনেতা, প্রযোজক ও পরিচালক ভি, সান্তারাম তখন উক্ত কোম্পানীতে কাজ করতেন এবং সেই সময়ই জয়শ্রী তাঁর সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধা হন ও পরে বিবাহ হয়। এরপর ভি, শান্তারাম রাজকমল কলামন্দির নামে একটি প্রতিষ্ঠান খোলেন। ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রথম ছবি জয়শ্রী অভিনীত 'শকুন্তলা'য় এই পরমাসুন্দরী নায়িকার নাম হিন্দী জগতে পবিচিত হয়ে পড়ে। তাব পর থেকে তিনি ডাঃ কোটনীজ, দহেজ, পরছাই, সুবহকা সিতারা প্রভৃতি বহু চিত্রে সার্থক অভিনয় কুশলতার পবিচয় দিয়েছেন।

এর পরেও তিনি প্রসিদ্ধ অভিনেতা অজিতেব সঙ্গে 'মেহদী' চিত্রে অভিনয় কবেছেন।

জবীঁ

অভিনেত্রী—বম্বে

১৯৩৭ সালে নিউ দিল্লীতে জবীঁর জন্ম হয। ছোটবেলা থেকেই অভিনেত্রী হবার বাসনা ছিল মনে। 'গুজারা' ছবিতে ইনি প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান। জবীঁ অভিনীত ছবির মধ্যে—লুটেরা, কেয়ামৎ, বেদার, হাম অউর তুম, পেট্রোল পাম্প, নর্ত্তকী, রাগিনী, চার মিনার, নিউ দিল্লী, জীবন সাথী, ফ্যাসন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

জি, ভারালক্ষ্মী

অভিনেত্রী—সাউথ

১৯২৩ সালে গুণ্টালোতে জি, ভারালক্ষ্মীর জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর অভিনয় প্রতিভা ছিল। প্রথম প্রযোজনা করেন ব্যারিষ্টার প্রভাতী সাম চিত্রে (তেলেগু)।

জি, ভারালক্ষ্মী অভিনীত চিত্রের মধ্যে—প্রহ্লাদ, বিদ্যারাণী, পাল্লে পাডুচু, না চেল্লালেলু, স্বপ্ন সুন্দরী, নির্দোষা, মাযা রম্ভা, নান পেত্রা সেলভাম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ডেভিড

অভিনেতা—বম্বে

এই শক্তিমান অভিনেতা কেবলমাত্র অভিনয়েই দর্শক সমাজ মুগ্ধ করেছেন তাই নয়—সমস্ত রকম চরিত্রেই ইনি সমান পারদর্শী। অভিনয় ছাড়া সংগীত পরিবেশনে তাঁর যথেষ্ট কৃতিত্ব আছে। এই যশস্বী প্রবীন অভিনেতা ১৯০৯ সালে বোম্বাইয়ে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৭ সালে ইনি প্রথম জাম্বো ছবিতে অবতীর্ণ হন। এঁর অভিনীত ছবি গুলির মধ্যে কিসমৎ, হামারা ঘর, সংসার ও ভাই ভাই প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ব্যক্তিগতভাবে, ইনি একজন শিক্ষিত গ্রাজুয়েট। হিন্দী চিত্র জগতে ইনি একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছেন।
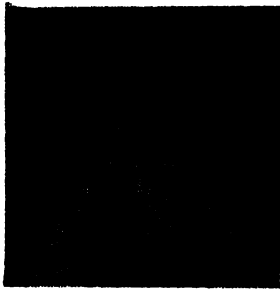
ডেইজী ইরানী

শিশু অভিনেতা—বম্বে

বম্বের চিত্রজগতে সাম্প্রতিক শিশু অভিনেতাদের মধ্যে ডেইজী ইরানী অন্যতম। ১৯৫১ সালে বোম্বায়ে ডেইজী ইবানীর জন্ম হয়। প্রথম দর-ওয়াজা চিত্রে অভিনয কবে দর্শক মন জয় করে নেয় এই শিশু শিল্পীটি। ডেইজী ইবানী অভিনীত ছবিব মধ্যে বন্দীশ, মস্তানী, একহী রাস্তা, পাকীজা, দেবতা, দশেবা, ভাই ভাই, জমিন কা তারা, ধূল কা ফুল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

তুলসী চক্রবর্ত্তী

অভিনেতা

বাংলার চিরপ্রিয় শিল্পী তুলসী চক্রবর্তী। অনেকের বাল্যে অভিনয়ের প্রেরণা আপনি জন্মে। পিতা ও জ্যেঠামশাইএর দ্বারা অভিনয়ের প্রতি

প্রেরণা তাঁর জীবনে অতি বাল্যকালেই আসে। কেন না তাঁরা তাঁদের জীবনে যাত্রা ও থিয়েটার করে দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াতেন। তাই তুলসী চক্রবর্তীরও শৈশব থেকেই অভিনয়ই পেশা হয়ে ওঠে।

হাওড়া জেলায় ১৯০০ সালে তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম ৺শ্রী আশুতোষ চক্রবর্তী।

প্রথমে তিনি বিল্ব-মঙ্গল নাটকে অভিনয় করেন এবং সমবেত কণ্ঠে গান করেন। নাট্যাচার্য্য ৺গিরিশ চন্দ্রের পুত্র ৺সুরেন্দ্র নাথ ঘোষ (দানি বাবু) তাঁর ভিতরে অভিনয় প্রতিভা দেখতে পান। তারপর ৺অপরেশ চন্দ্রের সান্নিধ্যে এসে খাস দখল, কর্ণার্জ্জুন প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে তুলসী বাবু ভূয়সী প্রশংসা লাভ করেন। তিনি দীর্ঘদিন নাটক ও চিত্রের সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে এসেছেন। তিনি বেশ গাইতেও পারেন, বিশেষ করে শ্যামা সঙ্গীত, কবিয়াল, তরজা প্রভৃতি গানে বিশেষ প্রশংসা পেয়ে এসেছেন। সত্যিকারের শিল্পীর যত গুণ থাকা উচিত তুলসী বাবুর ভিতর তা আছে। বহু নাটক ব্যতীত পর্দায় তিনি শ্রীগৌরাঙ্গ ছবিতে প্রথম অদ্বৈতাচার্যের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ইদানিংকালের ছবির ভিতর, জলে জঙ্গলে, সূর্য্য তোড়ন, রাজধানী থেকে, চাওয়া পাওয়া, মৃতের মর্ত্তে আগমন, নারদের সংসার, আদর্শ হিন্দু হোটেল প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করেছেন। পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের পরশ-পাথর ছবিতে তিনি যে অনিন্দ সুন্দর অভিনয় করেছিলেন তার তুলনা হয় না। তুলসী বাবুর রেকর্ড নাট্যের মধ্যে সীতা, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি বিখ্যাত। ইনি একজন নাম করা বেতার নাটক দলের অভিনেতা।

ব্যক্তিগত জীবনে তুলসী চক্রবর্তী অতি সাধারণ—এবং অনাড়ম্বর জীবন যাপন করেন।

তরুণ কুমার

অভিনেতা

বর্ত্তমানে যে সব অভিনেতাদেব নাম আজ চিত্র ও মঞ্চ জগতে সর্বজন পরিচিত তরুণকুমাব তাঁদেব মধ্যে অন্যতম। সাবলীল অভিনযের মাধ্যমে প্রমাণ কবে দিযেছেন যে তিনি শক্তিমান অভিনেতা। শিল্প সাধনাকে কেন্দ্র কবে যে জীবন তিনি ববন কবেছেন তা আজ সার্থকতায় পূর্ণ।

পিতা ৺সাতকড়ি চট্টোপাধ্যাযেব তিনি দ্বিতীয সন্তান এবং বাংলা চিত্র-জগতের শ্রেষ্ঠ নাযক উত্তমকুমাবেব ভ্রাতা। বড ভাইএব মর্য্যাদা বাখতে পেরেছে তরুনকুমাব। সমস্ত বকম অভিনযে আজ এই দবদী অভিনেতা নাম কবেছেন। চলা-বলা, ভাব প্রকাশ প্রভৃতি এঁব নিজস্ব সম্পদ এবং সেই সম্পদকে ভিত্তি করে তিনি আজ কি চিত্র জগতে, কি বঙ্গ জগতে দিনেব পব দিন উন্নতির দিকে দ্রুত এগিয়ে চলেছেন। সত্যিই অভিনয় ক্ষমতা তাঁর আছে, নইলে এত অল্পদিনে এত সুযোগ ও এত সুনাম কেমন কবে সম্ভব। ফসল তো সেখানেই ফলে যেখানেব মাটি সবস। অনুর্ব্ববা জমিতে ফসল তো ফলেই না বরং পরিশ্রমই বৃথা হযে পবে। বহু ছবিতে অভিনয কবে প্রশংসাব দাবীতে মুখরিত তাঁব জীবন। তাব মধ্যে মাত্র কযেকখানিব পবিচয দিলাম যথা:— গলি থেকে বাজপথ, ক্ষুধা, হাসি শুধু হাসি নয, দুই বেচাবা, মাযামৃগ, বিষকন্যা, মীবাব দুপুব, শহবেব ইতিকথা প্রভৃতি। নাট্যজগতেও তিনি আজ "বিশ্বরূপাব" সঙ্গে চুক্তি বদ্ধ। ক্ষুধা ও সেতুতে নিযমিতভাবে তিনি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় কবেছেন।

তরুণ রায়

অভিনেতা

একাধারে তিনি লেখক, নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতা। লেখক হিসেবে ছদ্মনাম ধনঞ্জয় বৈরাগী। একের মধ্যে বহুর সমন্বয়। ১৯২৭ সালে কলিকাতায় বনেদী ঘরে তাঁর জন্ম। ছাত্র জীবন থেকেই তিনি অভিনয় করতে ভালবাসতেন। সুযোগ পেলেই ছোট ছোট ভূমিকায় অভিনয় করতেন ও আবৃত্তি করতেন। নাটক নিয়ে ভাবতেন তখন থেকেই। 'অঙ্কুর' নামক পত্রিকায় প্রথম তাঁর একটি গল্প প্রকাশিত হয়।

১৯৪৫ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র থাকাকালীন তিনি শ্রীরঙ্গমে (অধুনা বিশ্বরূপা) রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তধারা' অভিনয় করেন, এবং নাট্যাচার্য শিশির কুমারের আশীর্বাদ লাভ করেন। সেন্ট জেভিয়ার্সে পাঠ্যাবস্থায় তিনি ৭।৮ খানি নাটক মঞ্চস্থ করেন।

সেই সময় স্কটিশ চার্চ কলেজে অভিনয়ের জন্য মেয়ে খুঁজতে গিয়ে প্রথম যে মেয়েটির সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটেছিল তিনি কৃষ্ণা দেবী। তরুণ রায়ের স্ত্রী ও সহ-অভিনেত্রী দীপান্বিতা রায়ই সেদিনের সেই কৃষ্ণা দেবী।

১৯৪৮ সালে বি. এ পাশ করেন তরুণ রায়। ঐ সময় 'জাতীয় নাট্য পরিষদ' নামে একটি দল গঠন করেন এবং তিনি স্বরচিত, পরিচালিত, ও অভিনীত রূপকথা, শেয়াল পণ্ডিতের দেশে, হিন্দীতে সমস্যা ও রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করেন।

নাটক সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষার্থে ১৯৫১ সালে বিলেত গিয়েছিলেন এবং ব্রিটিশ ড্রামা লিগের দুই বছরের পরিক্রমা শেষ করে তিনি দেশে ফিরে আসেন। বিলেতে আগাথা খৃষ্টির ক্রাইম ড্রামা দেখে বাংলায় ক্রাইম ড্রামা করবার প্রেরণা পান। তিনি সেই প্রেরণার উৎস নিয়েই রচনা করেন 'এক পেয়ালা কফি'। এতে তিনি পরিচালনা ও অভিনয় করেছেন। বিলেতে আরভিং থিয়েটার একটি আন্তর্জাতিক নাট্যাভিনয়ের আয়োজন করায়, ভারতীয়, নাটক রবীন্দ্রনাথের 'বিসর্জন' ও 'ডাকঘরে'র পরিচালনা ও প্রযোজনা করেন তরুণ রায়। চিন্তামনি কর ছিলেন শিল্প নির্দেশক। নাটক দু'টি লণ্ডনে প্রচুর খ্যাতি পেয়েছিল। তাঁর প্রথম নাটক ধৃতরাষ্ট্র সহ রূপালী চাঁদ, 'এক মুঠো আকাশ' মাসিক বসুমতিতে প্রকাশিত হয়। 'এক পশলা বৃষ্টি' একাঙ্ক নাটক প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হয় ও ইংরাজীতে 'সামার সাওয়ার' নামে অনুদিত হয়। একমুঠো আকাশ পুস্তকাগারে ও মঞ্চে বিপুল জনসমাদর লাভ করে।

তাঁর রচিত ও অভিনীত 'রজনীগন্ধা' নিউ এম্পায়ারে প্রদর্শিত হয়েছে। তাঁর পরিচালনায় চিত্রে 'রূপালী চাঁদ' গঠন পথে।

তারক ঘোষ

অভিনেতা

বিরাট একটা আলোড়নের সৃষ্টি না করলেও—লোকপ্রিয় হওয়া বিশেষ গুণ না থাকলে অসম্ভব। তারক ঘোষ লোকপ্রিয়। অভিনয়ের প্রতি টান এঁর মজ্জাগত।

তারক ঘোষ ১৯২০ সালে কলকাতায় জন্ম গ্রহন করেন। পিতা ৺অতুল চন্দ্র ঘোষ, একজন উঁচু দরের লোক ছিলেন। পাঠ্যাবস্থাতেই তাঁর পিতা ইহলোক ত্যাগ করেন। নিজেকে বেশ একটু কসরৎ করে তাঁকে চলতে হয়।

যাই হোক্ ইনি বি,এ পর্য্যন্ত পড়া শোনা করেছেন। ১১।১২ বছর বয়স থেকেই এঁর "অভিনয়ের" প্রতি আকর্ষন দেখা দেয়। কৈশোর জীবনের প্রারম্ভ থেকে স্কুলে, তারপর কলেজে, কোন কিছু অনুষ্ঠান হোলে তিনি নাটকের অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করতেন। রবীন্দ্রনাথের মুকুট, কেদার রায়, কুলগুরু এবং কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে সীতা. বাংলার দুলাল, অভিষেক, আগামী কাল প্রভৃতি নাটকে অংশ গ্রহণ করে প্রশংসা লাভ করেছেন। এইবার কর্মক্ষেত্রে আসবার পর অধুনা লুপ্ত কালিকা থিয়েটার্সে রাম চৌধুরীর নেতৃত্বে, গুরুদাস ব্যানার্জি, মলিনা দেবী, নীতিশ মুখার্জির সহিত যুগাবতার রামকৃষ্ণে গিরিশ ঘোষ অভিনয় করেন। তিনি বহু অভিনয় দেখতেন এবং নাট্যাচার্য্য ৺শিশির কুমারের অভিনয় তাঁকে পাগল করে তুলত। এবার পাকাপাকিভাবে মহেন্দ্র গুপ্তের কাছে ষ্টারে এলেন এবং তাঁর শিক্ষায় মেঘমালায় আত্মপ্রকাশ করেন। পরে শকুন্তলা, পৃথ্বিরাজ, গৈরিক পতাকা, কেদার রায়, উত্তরা, মিশর কুমারী, বালাজি বাজীরাও, কঙ্কাবতীর ঘাট, প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেন এবং দর্শকের শুভেচ্ছা পান।

তাঁর অভিনীত চিত্রের মধ্যে অমর প্রেম, বিভ্রান্ত, এ জহর সে জহর নয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রেকর্ড নাট্য কলম্বিয়া, এইচ্ এম ভি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় ভক্ত হরিদাস ও হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেছেন।
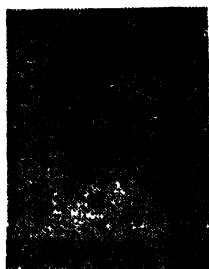
মাঃ তিলক

শিশু অভিনেতা

ছোট্ট ফুলের মত কচি কোমল মুখ। এরাই তো বাগানের ফুল—ফুটে

ওঠা এদেরই সার্থক হয় তখন, যখন এরা ফুটে ওঠে জগৎকে সুগন্ধ বিকিরণ করে। লাখ-লাখ মানুষের অভিবাদন যারা ছোট বেলাতেই গ্রহণ করে দ্বিধাহীনভাবে, ভবিষ্যৎ যে তাদের উজ্জ্বল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।.

আমাদের এই ফুলেব মত শিশু অভিনেতা মাঃ তিলকের জীবন কত ছোট্ট, সেই ছোট্ট জীবনে কত দর্শকেব চিত্ত জয় কবে চলেছে সে।

কলিকাতায় ইংবাজী ১৯৪৮ সালে তিলকেব জন্ম হয়। পিতা গিবীন্দ্র চক্রবর্ত্তী- একজন সরল, সদালাপী স্কুল-শিক্ষক। পুত্রটিব ভিতব অভিনয় প্রতিভা দেখে, তাঁব সঙ্গে সঙ্গে থেকে, কলা-কুশলীদের মাঝে ছেড়ে দিয়েছেন "ভবিষ্যতে"ব অভিনেতা হিসেবে।

আরও ছোট্ট তখন সে। বাবার সঙ্গে গিয়েছে পূজনীয় পরিচালক দেবকী বসুব কাছে। পবনে হাফ্‌প্যাণ্ট্ হাফ্ কামিজ, মুখে দীপ্ত রেখা। দেবকীবাবু বলে উঠলেন, পাববে বাবা তুমি। আমি বল্‌ছি তুমি কীর্ত্তিমান বালক নটেব শীষ স্থানে উঠবে। পিতাকে বললেন, পুত্রকে ভক্তিমান করুন, বড়দেব ভালবাসা ও আশীর্ব্বাদ কুড়োতে বলুন। সেই আশীর্বাণী মাথায নিযে ধীবে ধীবে বালক কযেকখানি চিত্রে অভিনয় কবে জনগণেব মধ্যে বালক-অভিনেতাব কীর্ত্তিতে আজ ধন্য। তাঁব অভিনীত চিত্রগুলিব মধ্যে নবজন্ম, দেড়শো খোকাব কাণ্ড, ত্রৈলঙ্গ স্বামী, হাসপাতাল, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ত্রিলোক কাপুর

অভিনেতা—বম্বে

বম্বে জগতে খ্যাত ভক্তিমূলক চিত্রাবলীর শ্রেষ্ঠ অভিনেতাদের মধ্যে ত্রিলোক কাপুর অন্যতম শ্রেষ্ঠ অভিনেতা। বর্ত্তমানে বম্বে চিত্রজগতের যশস্বী

অভিনেতা পৃথ্বিরাজ কাপুরের ইনি ছোট ভাই। ইংরাজী ১৯১২ সালে এই বিশিষ্ট অভিনেতা মুলতানে জন্মগ্রহণ করেন। আপন প্রতিভায় ধন্য হয়ে, অভিনয়ে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে ইনি আজ হিন্দী চিত্রজগতের প্রতিভাবান অভিনেতা। ইংরাজী ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সাল পর্য্যন্ত ইনি প্রখ্যাত পরিচালক হেমচন্দ্রের সহকারী ছিলেন। এর প্রথম ছবি চাঁদ সদাগর। এঁর অভিনীত চিত্রগুলির মধ্যে শিবকন্যা চক্রধারী, ঈশ্বরভক্ত ও সীতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

টি-এস মাধবন

অভিনেতা—সাউথ

বিশিষ্ট অভিনেতা শ্রীযুক্ত টি এস মাধবন ইংরাজী ১৯১৮ সালে ত্রিবান্দ্রমে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রবেশিকা পাশ করবার পর থেকেই তিনি চিত্র জগতের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েন। কিছুদিন আগে নবাব রাজ্যে মনিকান ড্রামা লীগে লিপ্ত থেকে বহু অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেন। প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান "ভিক্ষাযোগী" ছবিতে। তাঁর উল্লেখ-যোগ্য চিত্রাবলীর ভিতর ধন্য অমরাবতী গোকুল দাসী ও থ্রি গার্লস প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
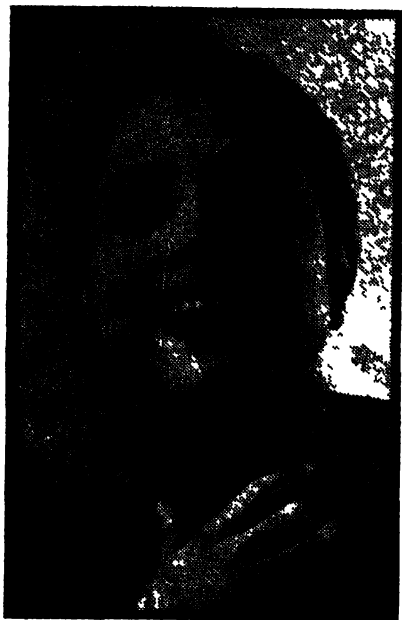
তৃপ্তি মিত্র

অভিনেত্রী

অভিনেত্রী হিসাবে শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র যে একজন প্রখ্যাত নাম্নী অভিনেত্রী সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তিনি বিভিন্ন চরিত্রে বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করছেন। অভিনয় নৈপুণ্যে শ্রীমতী আজ সর্বস্নেহধন্যা।

ইংরাজী ১৯২৫ সালে দিনাজপুরে এঁর জন্ম। বাল্যকাল থেকেই ইনি অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। বম্বেতে নবান্নর অনুকরণে লিখিত একটি হিন্দী চিত্রে তিনি সাফল্যের সহিত অভিনয় করেন। বম্বেতে থাকাকালীন বর্তমানের যশস্বী অভিনেতা এবং আই-পি-টি- এ- এর প্রতিষ্ঠাতা শম্ভু মিত্রের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হন। তারপর হিন্দী চিত্রে 'গোপীনাথ' প্রভৃতি এবং বাংলা কথাচিত্রে পথিক, শুভবিবাহ প্রভৃতি সুঅভিনয় করেন। আই-পি-টি-এতে নবান্ন, পথিক, ছেঁড়াতার, উলুখাগড়া, চার অধ্যায় ও রক্তকরবী নাটকে অভিনয় করে তিনি আজ জনপ্রিয় শিল্পী।

বেতারের ইনি নিয়মিত শিল্পী।

বর্তমানে বিশ্বরূপায় "সেতু" নাটকে নিয়মিত অভিনয় করছেন।

তপতী ঘোষ

অভিনেত্রী

সব চেয়ে বড় গুণ যা থাকলে প্রকৃত শিল্পী হওয়া যায় শ্রীমতী তপতী ঘোষ সে সব সদগুণেব অধিকাবিণী। ইনি ১৯৩৪ সালে কলকাতায জন্ম গ্রহণ কবেন। এব স্বামী সচ্চিদানন্দ ঘোষ অদ্ভুত ভাল লোক।

তপতী ঘোষ বাল্যকাল থেকেই অভিনয শিল্পেব সাধনায মগ্ন। বাংলার চিত্র ও মঞ্চে ইনি একজন নামকবা অভিনেত্রী। পাত্রী চাই চিত্রেব মাধ্যমে ইনি প্রথম চিত্র জগতে প্রবেশ কবেন। তিনি সাফল্যেব সঙ্গে বহু ছবিতে অভিনয় কবে নিজেকে খ্যাতি সম্পন্না চিত্রাভিনেত্রী বলে প্রমাণিত কবেছেন। কয়েকখানি অসামান্য সাফল্যমণ্ডিত চিত্রেব মধ্যে :—শাপমোচন, চিবকুমাব সভা, প্রশ্ন, সাগবিকা, সবাব উপবে, সখেব চোব, শুভলগ্ন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এইবাব বঙ্গালয়েব পাদ-প্রদীপে তাঁকে এনে শুধু এইটুকুই বলব যে তিনি সত্যিই এক শক্তিশালিনী অভিনেত্রী। বিশ্বরূপায় "ক্ষুধা" নাটকে এই প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী সত্যিকাবেব নিষ্ঠার পরিচয় দিয়ে বহু রাত্রি

অভিনয় করে দর্শক চিত্ত জয় করেছেন। বর্ত্তমানে ইনি রঙমহলের একজন খ্যাতনামা অভিনেত্রী। এক পেয়ালা কফিতেও ইনি নিয়মিত অভিনয় করেছেন।

বেতারে নাটুকে দলের ইনি নিয়মিত শিল্পী।

তন্দ্রা বর্মন

অভিনেত্রী

নবাগত অভিনেত্রী তন্দ্রা বর্মন। নাচে ও অভিনয়ে আগ্রহ ও নিষ্ঠা সমান। ১৯৪০ সালে তন্দ্রা বর্ম্মনের জন্ম হয়। পিতার নাম নবেন্দ্র বর্ম্মন। তন্দ্রার পিতা একজন সঙ্গীতজ্ঞ। এম, পি প্রোডাকসন্সে মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের প্রযোজনায় তন্দ্রা বর্মন প্রথম তানসেন ছায়া চিত্রে অভিনয় করেন। ১৭।১৮ বছর বয়সে প্রেমেন্দ্র মিত্রের একটি ছবিতে তন্দ্রা নির্ব্বাচিতা হন। সে ছবি আজও প্রকাশিত হয় নি। তারপর আরও দু'একটি ছোট খাট ভূমিকায় অভিনয় করেন। তারপর সত্যজিৎ রায়ের অপরাজিত ছবিতে পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেন।

বর্ত্তমানে বিকাশ রায় প্রযোজিত ও অভিনীত ছবি কেরী সাহেবের মুন্সি এবং ভিজে বেড়াল ছবি দুইটিতে অভিনয় করছেন।

টি,পি, মুথুলক্ষ্মী

অভিনেত্রী—সাউথ

তুতি কেরিন নামক স্থানে ইংরাজী ১৯৩২ সালে এই খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রীর জন্ম হয়। অভিনয় প্রতিভা প্রকাশ পায় কুমারী জীবন থেকেই এবং আজ পর্য্যন্ত বহু চিত্রে সুন্দর অভিনয় করে যশস্বী হয়েছেন। মুথুলক্ষ্মী তাঁর জীবনে বহু চিত্রের সঙ্গে জড়িত হয়ে অভিনয় প্রতিভাকে বিকশিত করেছেন। কতকগুলি সাফল্যমণ্ডিত চিত্রের মধ্যে সর্ব্বাধিকারী,কল্যাণী,খানদান, পরাশক্তি, লালভার, কনকান্দা, মাহেশ্বরী ও নান পেত্রা সেলভাম্ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

তুলসী

অভিনেত্রী—সাউথ

এই শিক্ষিতা অভিনেত্রীর শৈশব থেকেই অভিনয় করবার প্রবল আকর্ষণ দেখা যায়। ইংরাজী ১৯৩৬ সালে মাদ্রাজে এঁর জন্ম হয় এবং ইনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণা হন। "ভারত নাট্যম্"এর ইনি একজন নিপুন শিল্পী। তিনি তাঁর কুমারী জীবনে এক্সকিউজ মি চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন। এর পর যে সব নাম করা চিত্রে ইনি অভিনয় করেছেন তার মধ্যে নবজীবন, নিউ লাইফ, ভক্ত তুলসী দাস, প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দীপক মুখোপাধ্যায়

অভিনেতা

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় দীপক মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। পিতার নাম ৺দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পিতা-মাতার কনিষ্ঠ পুত্র দীপক মুখোপাধ্যায়। খিদিরপুর একাডেমী থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। দীপক মুখার্জির পূর্ব নাম কানাইলাল মুখোপাধ্যায়। জ্যাঠতুতো ভাই পরিচালক অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় তাব পরিচালিত পূর্ববাগ চিত্রে দীপক মুখার্জিকে প্রথম সুযোগ দেন। তাঁর অভিনীত ছাবিগুলিব মধ্যে, শাঁখা-সিঁদুর, ওরে যাত্রী, পদ্মা প্রমত্তা নদী, দাসীপুত্র, ত্রিযামা, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে রঙমহলের সঙ্গে ইনি যুক্ত আছেন।

॥ দিলীপ কুমার ॥

অভিনেতা—বম্বে

বোম্বাই চলচ্চিত্র জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নায়ক দিলীপকুমার সারা ভারতের কাছে পরিচিত। স্বকীয় অভিনয় বৈশিষ্ট্যে আজ সেরা শিল্পীর প্রাপ্য সম্মানে সম্মানীত তিনি। জন্মগত প্রতিভা এবং কঠোর অনুশীলনই আজ এঁকে খ্যাতির সিংহাসনে বসিয়েছে। ছোট ভাই নাসির খানও একজন ভালো অভিনেতা। এর আসল নাম ইউসুফ খান। ১৯২২ সালে পেশোয়ারে জন্ম হয় দিলীপ কুমারের। ছাত্রাবস্থা থেকেই অভিনয়ের প্রবল সখ ছিল। অবশেষে ১৯৪৪ সালে চিত্রাভিনেত্রী মৃদুলার সাহায্যে পরিচয় হয় বম্বে টকীজের অন্যতমা স্বত্বাধিকারিণী সর্ব্বজন বন্দিতা অভিনেত্রী দেবীকা রাণীর সঙ্গে। দেবীকা রাণী দিলীপকুমারের আগ্রহ দেখে সুযোগ দিলেন বম্বে টকিজের জোয়ার-ভাঁটা চিত্রে। খুলে গেল বন্ধ

দুয়ার, সুরু হ'ল জয়যাত্রা অব্যাহত গতিতে। সেদিন থেকে আজও তা অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছে। দিলীপকুমার অভিনীত চিত্রের মধ্যে জোয়ার ভাঁটা, আন্দাজ, বাবুল, দীদার, আন, আজাদ, উড়ন খাটোলা, দেবদাস, নয়াদৌড়, ইনসানিয়েৎ, মোঘলে-ই আজাম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দেব আনন্দ

অভিনেতা—বম্বে

যে সব অভিনেতাকে সুঅভিনেতা বলে ধরা যায় দেব আনন্দ বম্বেতে তাঁদেরই মধ্যে একজন। তাঁর উল্লেখযোগ্য অভিনয় তাঁকে শ্রেষ্ঠত্বের স্থান দিয়েছে। সব রকম চরিত্রেই তিনি সমান পারদর্শী। ইংরাজী ১৯২৩ সালে পূর্ব্ব পাঞ্জাবের গুরুদাসপুরে এঁর জন্ম হয়। ইনি অনার্স সহ বি, এ পাশ করেন। শ্রীমতী কল্পনা কার্তিককে ইনি বিবাহ করেছেন। এঁর বড় ভাই কেতন আনন্দ একজন খ্যাতিবান চিত্র পরিচালক। বর্ত্তমানে "নব কেতন" চিত্র প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ইনি যুক্ত। দেব আনন্দের যে সব চিত্রাবলী মুক্তি প্রাপ্ত হয়েছে তন্মধ্যে বাজী, সরহদ,বোম্বাই কা বাবু, ফান্টুস্, সি-আই-ডি, বারিশ, ট্যাক্সী ড্রাইভার, ইন্সানিয়েৎ, কালাবাজার ও পকেটমার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ দলজিৎ ॥

অভিনেতা—বম্বে

এই খ্যাতনামা অভিনেতার ইংরাজী ১৯১১ সালে শিয়ালকোটে জন্ম হয়। এঁর আসল নাম যোগেন্দ্র পুরি। অভিনয় প্রতিভা বাল্যকাল থেকেই ছিল। আজ পর্য্যন্ত এঁর অভিনয় বহু চিত্রে রূপায়িত হয়েছে এবং বিভিন্ন চরিত্রে রূপ দান করে যশস্বী শিল্পীরূপে তিনি খ্যাত। তাঁর অভিনীত চিত্রের ভিতর প্রথম ছবি কোদেশা। তা ছাড়া আজ পর্য্যন্ত তিনি বহু ছবিতে সুঅভিনয় করেছেন, তার মধ্যে ইহুদী কা বেটী প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি যে একজন প্রকৃত অভিনেতা সে বিষয়ে কোন সন্দেহই নেই।

॥ দুর্গা খোটে ॥

অভিনেত্রী—বম্বে

বোম্বাই সহবেব চিত্রাকাশে প্রবীনা চিত্র তারকাদের মধ্যে দুর্গা খোটে অন্যতমা। একদিন শ্রীমতী দুর্গা খোটের অভিনয়ে হিন্দী চিত্র জগৎ বিশেষ সম্মানের আসনে তাঁকে বসিয়েছিল। আজও অভিনয় তাঁর নিষ্প্রভ হয়নি। ১৯০০ সালে বোম্বাই সহরে তাঁর জন্ম হয়, ব্যক্তিগত জীবনে ইনি লেফ্টেনেণ্ট কর্ণেল রসিদের স্ত্রী। তাঁরই কন্যা শুভা খোটে আজ বোম্বাই চিত্র জগতের একজন খ্যাতনামা অভিনেত্রী। ঐতিহাসিক চিত্রে শ্রীমতী দুর্গা খোটে অপূর্ব্ব অভিনয় প্রতিভা দেখিয়ে আজও গুণী শিল্পীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা। তাঁর নাম করা অভিনীত চিত্রগুলীর মধ্যে অমর জ্যোতি, কাকা চৌধুরী, হামারা ঘর, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, মুঘল-ই-আজম্ প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অভিনেত্রী জীবনে শ্রীমতী দুর্গাখোটে প্রথম কিং অব অযোধ্যা চিত্রে ইংরাজী ১৯৩৫ সালে অভিনয় করে যশস্বীনী হন।

॥ দেবীকা রাণী ॥

অভিনেত্রী

বম্বের খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী দেবকারাণী ১৯১৪ সালে ওয়ালটিয়ারে জন্ম গ্রহণ করেন। বাবার নাম কর্ণেল চৌধুরী। ইনি রবীন্দ্রনাথের নাত্নী। লণ্ডনে ও শান্তি নিকেতনে শিক্ষা সমাপ্ত করে অভিনেত্রী জীবন সুরু করেন। বম্বে টকিজের স্বত্বাধিকারী ৺হিমাংসু রায়কে বিবাহ করেন। জোয়ানি কী হাওয়া, জীবন-নাইয়া, ইজ্জং, নৌকাডুবি প্রভৃতি বহু ছবি প্রযোজনা ও অভিনয় করেছেন।

॥ দেবযানী ॥

অভিনেত্রী

খ্যাতনামা সুন্দরী অভিনেত্রী দেবযানী কলিকাতার বিখ্যাত রমেশচন্দ্র দত্তের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। মাতা-পিতার এক মাত্র সন্তান। বেথুন কলেজ থেকে বি, এ পাশ করেন এবং পরে বি, টি পাশ করেন। তাঁর সৌন্দর্য্য দেখে বেথুনের সহ পাঠীরা তাঁকে বেথুন বিউটি আখ্যা দিয়েছিল।

ছেলেবেলা থেকেই অভিনয়ের ঝোঁক ছিল তাঁর। গান বাজনায় এঁর বেশ সুনাম আছে।

সর্ব্বপ্রথম অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত মধু বোস পরিচালিত মাইকেল মধুস্থদন কথা চিত্রে অভিনয় করে প্রচুব যশ ও খ্যাতি পান। এ ছাড়া তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির মধ্যে স্পর্শমনি, তাসের ঘর, প্রত্যাবর্ত্তন, রূপান্তর ও রোশেনারা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ দীপ্তি রায় ॥

অভিনেত্রী

অধ্যাপক অসিতরঞ্জন রায়ের কন্যা চিত্রাভিনেত্রী দীপ্তি রায় ১৯২৯ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। প্রখ্যাত পরিচালক ডি-জি ও নরেশ মিত্রের সহযোগিতায় স্বয়ংসিদ্ধা নাটকে প্রথম অভিনয় করেন এবং চিত্র তারকা রূপে পরিচিতা হন। তাঁর অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে কালিন্দী, সংকেত, শেষের কবিতা, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। সঙ্গীতেও এই শিল্পীর বেশ দখল আছে।

॥ ধীরাজ দাস ॥

অভিনেতা

বাল্যকাল থেকেই অভিনয়ে ঝোঁক ছিল ধীরাজ দাসের। ১৯২৫ সালে ডিব্রুগড়ে এঁর জন্ম হয়। ছোট বেলা থেকেই বহু সৌখীন প্রতিষ্ঠানে ইনি সুঅভিনয় করেছেন। কিছু দিনের জন্য নাট্য নিকেতনে মা, সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতি অভিনয় করেন। অনেকগুলি ছবিতে কৃতিত্বপূর্ণ অভিনয় করে দর্শকগণের মনে রেখাপাত করতে সমর্থ হয়েছেন। তার মধ্যে অপরাজিতা, পথিক, বাবলা, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন, চীনের পুতুল, অসবর্ণা সাহেব বিবি গোলাম, এ জহর সে জহর নয় প্রভৃতি ছবিতে সুঅভিনয় করেছেন।

॥ ধীরেন্দ্রলাল ঘোষ ॥

অভিনেতা

৺হরেন ঘোষ প্রতিষ্ঠিত নাচঘর পত্রিকার ·পরিচালক ছিলেন তিনি। এর পূর্ব্বে কলেজ ছাড়ার পর কিছুদিন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন। অভিনয় ছাড়া সাহিত্য এঁর জীবনের একটা বড নেশা ছিল।

১৯০১ সালে কলকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ৺গিরীন্দ্রলাল ঘোষের পুত্র। প্রথম জীবনে নাটকের নেশায় মেতে বহু সৌখীন সম্প্রদায়ে অভিনয় করেন। ১৯২৮ সালে মধু বসু ও সাধনা বসুর সি, এ, পি, তে 'আলিবাবা নাটকের ব্যবস্থাপনার কাজ করেন এবং অভিনয়ও করেন। ইনি মেগাফোনে প্রচার সচিব ছিলেন। এক সময়ে কৌতুক অভিনেতা হিসেবে প্রচুর সুনাম ছিল তাঁর। ১৯৪৯ সালে খ্যাতনামা যাদুকর পি, সি সরকারকে তিনি নিউ এম্পায়ারে প্রথম যাদু প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করে দেন।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের নাটক তিনি মঞ্চস্থ ও অভিনয় করে প্রচুর প্র শংসা অর্জন

করেন। নির্বাক যুগে ও সবাক যুগে অনেক উল্লেখযোগ্য চিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন। কিছু দিন পূর্বেও সত্যজিৎ রায়ের অপুর সংসারে টিপিক্যাল বাড়াওলার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন।

বর্তমানে বিকাশ রায় প্রযোজিত কেরি সাহেবের মুন্সীতে অভিনয় করছেন এই পুরনো দিনের সার্থক শিল্পী ধীরেন্দ্রলাল ঘোষ।

॥ ধীরেন হালদার ॥

অভিনেতা

শৈশব থেকেই অভিনয়ের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মে এই সুদর্শন শিল্পীর। জীবনে বহু কষ্ট স্বীকার করেছেন তিনি। এক প্রতিষ্ঠান থেকে অন্য প্রতিষ্ঠানে যুবক ঘুরেছেন। কোথাও ঠাঁই পেলেন না বলে—অভিনয় লিপ্সা কোন দিনই হ্রাস পায় নি। সত্যিকারের শিল্পী হতে গেলে যে সাধনা করতে হয় তা তিনি করেছেন। পরে বহু প্রতিষ্ঠানে নায়করূপে অবতীর্ণ হয়েছেন।

এই উদীয়মান অভিনেতা কলিকাতায় ১৯১৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺শশী ভূষণ হালদার। প্রথমে এ্যামেচারে গৈরিক পতাকায়,—রনরাও, কারাগারে—কংস, সীতায় প্রভৃতি সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেন। রাম চৌধুরীর নেতৃত্বে বৈকুণ্ঠের উইলে—নন্দদুলাল চ্যাটার্জির ভূমিকার অভিনয় করে যশ লাভ করেন। তারপর রঙমহলে মেবারপতন, দুইপুরুষ, চন্দ্রশেখর, বঙ্গেবর্গী, সিরাজদ্দৌলা প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেন।

নাট্য নিকেতনে (অধুনা বিশ্বরূপা) মা, মানময়ী গার্লস স্কুল, সাজাহান প্রভৃতিতে অভিনয় করেছেন।

বাণীবিনোদ ৺নির্মলেন্দু লাহিড়ী তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহের চক্ষে দেখতেন।

ছায়া চিত্র জগতেও ইনি বৈকুণ্ঠের উইল, কালিন্দী, ছেলেকার, সদানন্দের মেলা, বিদ্যাসাগর প্রভৃতি চিত্রে সুন্দর অভিনয় করেছেন।

॥ নরেশ মিত্র ॥

অভিনেতা

নটরাজের শুভাশীর্ব্বাদ নিয়েই বুঝি নরেশ চন্দ্রের জন্ম হয়। শিক্ষিত অভিজাত পরিবারের সন্তান, সেই মান মর্য্যাদায় দীক্ষিত হয়ে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এ, বি, এল ডিগ্রি নিয়ে তিনি নটরাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করেন ইংরাজী ১৯২৬ সালে।

১৮৮৮ সালে আগরতলায় নরেশ মিত্রের জন্ম হয়। শৈশব থেকেই তাঁর অভিনয়ের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে। মঞ্চ জগতে তাঁর দান প্রচুর অভিনয়ে নরেশ মিত্র সত্যই যাদুকর। এ ছাড়া নাট্যাচার্য্য ৺শিশির কুমারের পর এত ভাল শিক্ষক রঙ্গমঞ্চে আর নেই বললেই চলে। তিনি দীর্ঘজীবি হউন। আগামী দিনের অভিনেতা অভিনেত্রীদের দীক্ষিত করুন। পাদপ্রদীপে তাঁদের সুন্দর করে তৈরী করুন। অভিনেতা অভিনেত্রী গড়ার ভিতর দিয়েই তিনি আনন্দ লাভ করুন, এটাই আমরা কামনা করি। তাঁর পরিচালিত নির্ব্বাক যুগের 'অন্ধের আলো' প্রথম ছবি। সবাক ছবির মধ্যে প্রথম রবীন্দ্র নাথের 'গোরা'। এ ছাড়া তিনি আরও বহু চিত্র পরিচালনা করেছেন। তার মধ্যে অসামান্য সাফল্যমণ্ডিত চিত্রগুলির মধ্যে : সাবিত্রী, কালিন্দী, বাংলার

মেয়ে, ক্ষুধা, অন্নপূর্ণার মন্দির, বিদুষী ভার্য্যা, ষোড়শী, পণ্ডিতমশাই, নিয়তি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চিত্রজীবনে আরও দুখানি চিত্রে যথেষ্ট খ্যাতি পেয়েছেন যথা ধীরাজ ভট্টাচার্য্য অভিনীত কঙ্কাল ও গুরুদাস অভিনীত স্বয়ংসিদ্ধা। উপরোক্ত প্রায় সবগুলি চিত্রে তিনি শুধু পরিচালকই ছিলেন না অনন্যসাধারণ অভিনয় ও করেছেন।

এইবার তাঁকে রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপে নিয়ে এসে এই জ্ঞানী ও গুণীর "নাটক" গুলির আলোচনা করি। রঙ্গমঞ্চে তিনি সত্যই এক দিক্‌পাল অভিনেতা, এঁর অভিনয়ের অঙ্গভঙ্গী, কলাকৌশল, এবং অভিনয় চাতুর্য্য দেখে —রঙ্গজগৎ তাঁকে শ্রেষ্ঠ নটের আসনে বসিয়েছে।

তিনি আজ নটশেখর আখ্যায় ভূষিত। বাংলার রঙ্গমঞ্চে তিনি ৺অপরেশ চন্দ্রের সময় থেকে অভিনয় করে আসছেন। তাঁর অভিনীত উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে কর্ণার্জ্জুন, বাজিরাও, কেদার রায়, (শ্রীমন্ত) বাংলার মেয়ে, সিরাজদ্দৌলা, চরিত্রহীন, আলমগীর, ষোড়শী, সাধবার একাদশী, পাণ্ডব গৌরব, কঙ্কাবতীর ঘাট, বিশ বছর আগে, চন্দ্রগুপ্ত, ক্ষুধা ও সেতু প্রভৃতি অন্যতম। নরেশ মিত্র বহু নাটক পরিচালনা করেছেন।

তার অভিনীত নাটক কেদার রায়ে শ্রীমন্ত ও কর্ণার্জ্জুনে শকুনি চাণক্যে কাত্যায়নির অভিনয় যতদিন বাংলায় রঙ্গ জগৎ জিবিত থাকবে ততদিন নটশেখরের এ অভিনয় খ্যাতি কোনদিন ম্লান হবে না।

নটশেখর বর্ত্তমানে বিশ্বরূপায় শিক্ষক ও অভিনেতা রূপে যুক্ত আছেন। ইনি বেতারে ৬০ বার অভিনয় করেছেন।

॥ নীতিশ মুখার্জী ॥

বিরাট ব্যক্তিত্ব, সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী, গম্ভীর উদাত্ত কণ্ঠস্বর, অপূর্ব্ব

অভিনয় কৌশলে নীতিশ মুখার্জি বাংলার চিত্র ও মঞ্চজগতের খ্যাতনামা অভিনেতাদের মধ্যে তাঁর স্থান করে নিয়েছেন। সাধনার দাবী নিয়ে নীতিশ মুখার্জি বিশ্বস্রষ্টার কাছে আশীর্বাদ চেয়েছিলেন তিনি সে আশীর্বাদ পেয়েছেন, তা না হলে বাংলার রঙ্গজগতে এবং রূপালী পর্দায় তাঁর এত প্রতিষ্ঠা হতো না।

ইং ১৯১৭ সালে কলকাতায় নীতিশ মুখার্জিব জন্ম হয়। পিতা ৺ভূজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। ১৯৩৩ সালে সাউথ সুবার্ব্বন স্কুল থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। আশুতোষ কলেজ থেকে আই, এ, পাশ কবেন।

বাল্যকাল থেকেই অভিনয়েব প্রতি প্রবল আকর্ষন ছিল। প্রথম জীবনে যাত্রা অভিনয় করেছেন। তাবপবে মিনার্ভা, ষ্টার, বঙমহল, নাট্যমন্দিব, প্রভৃতি মঞ্চে বহুরাত্রী অভিনীত নাটকগুলি সুনামেব সঙ্গে অভিনয কবে প্রভূত যশেব অধিকাবী হয়েছেন। তিনি নাটাচায্য ৺শিশিব কুমাবেব নিকট শিক্ষা কবেছেন এবং নাটাচার্য্যেব প্রিয় ছাত্র বলে পবিগণিত হযেছিলেন। তাঁব উল্লেখযোগ্য অভিনীত নাটকগুলিব মধ্যে বিবাজ বউ, আলমগীব, নরনারায়ণ, বিজয়া, শেষবক্ষা, গৈবিক পতাকা, সিবাজদ্দৌলা, মা, চন্দ্রশেখর, পথের শেষে, পথেব দাবী, কবি ও উল্কা প্রভৃতি এব জীবনেব স্মরণীয় অভিনয সম্ভাব। চিত্রজগতেও তিনি কতকগুলি অবিস্মবণীয় চিত্রে অভিনয় করেছেন যথা: জীবন সঙ্গিনী, চন্দ্রগুপ্ত, শর্ম্মিষ্ঠা, বনহংসা, চন্দ্রশেখর, পথের দাবী, কবি, রত্নদীপ, দেবী চৌধুরাণী, ত্রিযামা, পতিব্রতা, সংকেত, রাঙামাটী, নীলদর্পন, আনন্দ মঠ, মহাপ্রস্থানেব পথে প্রভৃতি।

বেতারে ও গ্রামোফোনেব ইনি একজন প্রিয শিল্পী।

॥ নবদ্বীপ হালদার ॥

হাস্যাভিনেতা

প্রখ্যাতনামা হাস্য কৌতুক অভিনেতা নবদ্বীপ হালদাব ইংরাজী ১৯০৭ সালে পলাশী নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ কবেন। পিতাব নাম ৺গোপীকৃষ্ণ হালদাব। ছোট বেলা থেকেই সৌখীন সম্প্রদায়ে কমিক চবিত্রে অভিনয করে সুনাম অর্জন কবেন। বিখ্যাত পবিচালক দেবকী বসু পবিচালিত "সোনার সংসার" চিত্রে প্রথম কমিক চবিত্রে আত্মপ্রকাশ করেন। আজ পর্য্যন্ত বহু চিত্রে অভিনয় কবে নিজের কীর্তিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। এ ছাড়া মিনার্ভা, ষ্টাব, রঙ্‌মহল প্রভৃতি বঙ্গ মঞ্চে বহু কমিক অংশে অভিনয় করেছেন। এযাবত বহু অনুষ্ঠানে তাঁব নিজেব বচিত কমিক গান, গল্প, নক্‌সা প্রভৃতি প্রচুব হাসিব খোবাক জুগিয়েছে। মা ও মেযে, মৃতের মর্ত্তে আগমন, পাশেব বাড়ী প্রভৃতি এঁর জীবনে শ্রেষ্ঠতম অভিনয় সৃষ্টি। বেডিওর ইনি একজন প্রিয় শিল্পী। পাইওনিয়াব ও সেনোলা রেকর্ডে এঁর বহু কমিক অগণিত শ্রোতাদের মনোবঞ্জন করেছে।

॥ নৃপতি চ্যাটার্জী ॥

অভিনেতা

নৃপতি চ্যাটার্জির আবভাব, চলন-বলন, কথাবার্ত্তা শুনলেই হাসি পায়। জন-সাধারণকে হাসি বিতরন করবার জন্যই যেন জন্মগ্রহণ করেছেন তিনি। শুধু হাসিতেই নয়, এমন কি সাংসারিক নাটকে সিরিয়াস ভূমিকায় শ্রী চ্যাটার্জি দর্শক চিত্ত জয় করেছেন।

ইংরাজি ১৯১৮ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। এঁর জন্মস্থান ঢাকায়। পিতা ভূপতি চ্যাটার্জি। প্রবীন পরিচালক সুশীল মজুমদার মহাশয়ই প্রথম তাঁকে আবিষ্কার করেন।

১৯৩৩ সালে চিত্রজগতের সহিত তাঁর পরিচয় ঘটে। সুশীল মজুমদার "মুক্তি স্নান" চিত্রে নৃপতিবাবুকে প্রথম একটী সাধু চরিত্রে অভিনয় করান। তাতে ইনি কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করে দর্শক চিত্ত জয় করেন। তৎপরে কাবুলিওয়ালা, ক্ষণিকের অতিথি, লুকোচুরি, অগ্নি সম্ভবা, প্রবেশ নিষেধ প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করে স্বকীয়অভিনয় চাতুর্য্যে এই হাস্য রসিক বীর দর্শকচিত্ত জয় করিতে সমর্থ হন। ছবিতে প্রথম দর্শনেই দর্শকবৃন্দ না হেসে থাকতে পারে নি। বহু চিত্রাভিনেতা নৃপতি চ্যাটার্জীর অগ্নিসম্ভবা চিত্রটির অভিনয় সত্যই সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর। চিত্র ব্যতীত তিনি মঞ্চেও সুঅভিনয় করেছেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য অভিনয়ের মধ্যে আদর্শ হিন্দু হোটেল, চরিত্রহীন ও মিশর কুমারী প্রভৃতি নাটক দর্শক চিত্ত জয় করতে সমর্থ হয়েছে। বেতারে তিনি প্রায়ই অভিনয় করে থাকেন।

॥ নির্ম্মল কুমার ॥

অভিনেতা

এই চিত্র ও মঞ্চ অভিনেতা বর্ত্তমানে একজন উদীয়মান শিল্পী হলেও কয়েকখানি চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। নির্মলকুমার বেশ প্রাণবন্ত অভিনয় করেন। তাঁর পরিষ্কার উচ্চারণ, সুঅঙ্গ-ভঙ্গি দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পরিমিত অভিনয়ে—এই শিল্পী দক্ষ।

চিত্রে অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে ক্ষণিকের অতিথি, শেষের কবিতা, দৃষ্টি, ভাদুড়ি মশাই, শুভলগ্ন, শিকার, অর্ধাঙ্গিনী, ভাঙ্গাগড়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বেতার নাট্যেও এই শিল্পী অভিনয় করে থাকেন।

॥ নবকুমার ॥

অভিনেতা

স্বর্গত প্রখ্যাতনামা নট বাণীবিনোদ ৺নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ীর পুত্র চিত্র ও মঞ্চ অভিনেতা নবকুমার লাহিড়ী। বর্ত্তমানে ইনি উদীয়মান অভিনেতা নবকুমার নামেই পরিচিত। নটের পুত্র নট হবেন এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। পিতার সমান গুণে গুণী না হলেও যুগপোযোগী অভিনয়ে তিনি কৃতিত্বই দেখিয়েছেন। চিত্র ও মঞ্চে তিনি প্রায় সমান দক্ষ।

ইংরাজী ১৯৩১ সালে নবকুমারের জন্ম হয়। ম্যাট্রিকুলেশন উত্তীর্ণ হবার পর অভিনয়ের নেশা তাঁকে পাগল করে তোলে। তখন পিতা নির্ম্মলেন্দু লাহিড়ী অভিনয়ের কলাকুশলে একজন বিশিষ্ট অভিনেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত।

পুত্র নবকুমার সৌখীন সম্প্রদায়ের চন্দ্রগুপ্ত নাটকে চাণক্যের ভূমিকায়

সাফল্যের সহিত উত্তীর্ণ হলেন। এই সময়ে পিতা হঠাৎ পরলোক গমন করেন।

নির্মলকুমার প্রথমে ভারতলক্ষ্মী ষ্টুডিওতে গৃহিত মা ও ছেলে ছবিতে এক বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করে সফলতা লাভ করেন। এ ছাড়া তাঁর অভিনীত ছবির মধ্যে রাইকমল, শ্রীরাধা, সাহেব বিবি গোলাম, রাজপথে, শুভলগ্ন, শ্রীনিত্যনন্দ প্রভু বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এইবার তাঁর মঞ্চে অভিনয় সাফল্যের কথা বলছি। ষ্টার রঙ্গ মঞ্চ থেকে উত্তমকুমার শ্যামলীব অভিনয় ছেড়ে দেওয়ার পর নায়িকা শ্রীমতী সাবিত্রী চ্যাটার্জীর জুড়ি হয়ে অভিনয় করলেন নবকুমার। শ্যামলী নাটকের পর থেকে আজ পর্যন্ত নবকুমার বঙমহলে থেকে বহু নাটকে সুঅভিনয় করেছেন।

॥ নন্দলাল হালদার ॥

অভিনেতা

এই সুদর্শন অভিনেতা ১৯৩৮ সালে জন্মগ্রহন কবেন কলিকাতাব কালীঘাট অঞ্চলে। পিতার নাম শ্রীসুরেন্দ্রনাথ হালদার। বাল্যকাল থেকেই পিতার কাছে অনুপ্রেরণা পান এবং মাত্র ১৩ বৎসরের বালক কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে শরৎচন্দ্রের বিজয়া নাটকে পরেশ চরিত্রে অভিনয় কবেন। এই যুবক কয়েকটি নাটকের বিশিষ্ট চরিত্রে অভিনয় কবেন এবং অভিনয় চাতুর্যে দর্শক প্রিয় হন। গৈরিক পতাকায়—রণবাও, কারাগারে—কঙ্কন ও মানময়ী গার্লস স্কুলে—ফার্ণাণ্ডেজ প্রভৃতি চরিত্রে অভিনয় করেন। চিত্রজগতে এসে অসমাপ্ত, আশা প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করেন। ইহা ছাড়া আরও আলো আরও আশা, কেশবচন্দ্র প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করছেন। এ্যামেচার শিল্পী হিসেবে তিনি প্রশংসা পেয়েছেন।

॥ নাসির খান ॥

অভিনেতা—বম্বে

১৯২০ সালে বম্বে জন্ম হয় নাশির খানের। ইনি দিলীপ কুমারের ছোট ভাই। ছোটবেলা থেকেই তাঁর অভিনয় প্রতিভা ছিল। প্রথম নীতিন বসুর সাহায্যে মজদুর ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পান। নাশির খান অভিনীত ছবির মধ্যে নাগিন, খাজানা, খুবসুরত, আসমান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ নাজির হুসেন ॥

অভিনেতা—বম্বে

বম্বের শক্তিশালী অভিনেতাদের মধ্যে নাজির হুসেন অন্যতম। ১৯২০ সালে উত্তর প্রদেশের গাজীপুরে এঁর জন্ম হয়। ছোটবেলা থেকেই অভিনেতা হবার বাসনা ছিল। পহেলা আদমীতেই নাজির হুসেনের প্রথম চিত্রাবতরণ ঘটে। নাজির হুসেন অভিনীত ছবিব মধ্যে দেবদাস, পরিণীতা, বোম্বাইকা বাবু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ নানা পালসিকার ॥

অভিনেতা—বম্বে

মধ্যপ্রদেশে ১৯০৮ সালে নানা পালসিকারের জন্ম হয়। অভিনয় জগতে আসবার আগে তাঁর নাম ছিল নারায়ণ বলবন্ত পালসিকার। ছোটকাল থেকেই তাঁর অভিনয়েয় প্রতি খুব আগ্রহ দেখা যায়। 'ধুরন্ধর' নামক ছবিতে প্রথম

অভিনয় করবার সুযোগ পান। তারপর থেকে বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। ও প্রশংসা লাভ করেছেন। পালসিকার অভিনীত ছবির মধ্যে শকুন্তলা, আপনা ঘর, ডাঃ কোটনীজ, অমর কহানী, শ্রী৪২০, দোবিঘা জমিন, জাগতে রহো, বাপবেটী, দেবদাস, ঝনক ঝনক পায়েল বাজে প্রভৃতি হিন্দী ছবি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ নিভাননী দেবী ॥

অভিনেত্রী

নিভাননী দেবী বাংলা চিত্র জগতে একজন খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী। ১৮৮৮ সালে কলিকাতায় জন্ম গ্রহণ করেন। বহুকাল ধরে অগণিত ছবিতে তিনি সুঅভিনয় করেছেন। বাড়ীর গিন্নী, ঝি, ননদ, শাশুড়ি প্রভৃতি বিভিন্ন টাইপ চরিত্রে তাঁর জুড়ি অভিনেত্রীর সংখ্যা খুবই কম। বৃদ্ধ বয়সেও তিনি যে সব ছবিতে অভিনয় করেছেন সে অভিনয়ের তুলনা হয় না। জটিলা কুটিলার কূটনৈতিক চরিত্রে তাঁকে ভোলা যায় না। ৺অপরেশ চন্দ্রের যুগ থেকে অভিনয় সুরু করে নাট্যাচার্য্য শিশির কুমার ভাদুড়ীর শিক্ষায় বহু নাটকে ও চিত্রে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

নিভাননীর এই অভিনয় প্রতিভা তাঁর জন্মগত। বাংলার মঞ্চ ও চিত্র-জগতের প্রথম যুগে তাঁর মা খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী ৺চুনিবালাকে কে না জানত? এই ক্ষণজন্মা অভিনেত্রী আশি বৎসর বয়সে এই সেদিনও পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের প্রথম ছবি পথের পাঁচালীতে অভিনয় করে দর্শকগণকে তাক্ লাগিয়ে দিয়ে সরকার কর্তৃক পারিতোষিক লাভ করেছিলেন।

ভারতের প্রবীণতম

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লবণ তৈবীব কাবখানা

পাইওনিয়ার সল্ট ম্যানুফ্যাকচারিং কোং লিঃ

কারখানা — শিশিরগড়, ২৪ পরগণা,

হেড অফিস ঃ ১৭ ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা ১

ফোন ২৩ ৭০২২

ভাবতেব বিভিন্ন প্রদেশে এবং বহির্ভাবতেব কয়েকটি দেশেও ইহাব অংশীদাব আছেন।

কেন্দ্রীয় সবকাবেব সাহচর্যে নতুন ভাবে কাবখানাব পবিকল্পনা চলিতেছে।

কিছু বাজেয়াপ্ত অংশ (শেযাব) বিক্রয়েব জন্য অভিজ্ঞ এজেন্ট ও অর্গানাইজাব আবশ্যক।

শ্রীরবীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী
চেয়ারম্যান
বোড অফ ডাইরেক্টরস্

সুদৃঢ় স্বাস্থ্যগঠনের জন্য সাধনার অবদান
মহাদ্রাক্ষারিষ্ট
(৬ বৎসরের পুরাতন)
মৃতসঞ্জীবনী

কুমারেশ
লিভার ও পেটের পীড়ায়

নীলিমা দাস

অভিনেত্রী

১৯২৯ সালে কলিকাতায় নীলিমা দাসের জন্ম হয়। পিতার নাম ৺মথুরা নাথ দাস। অভিনয় প্রতিভা নীলিমা দাস তাঁর মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। মা বাবার ইনি দ্বিতীয় সন্তান। ১৯৪৬ সালে সেণ্ট মার্গারেট থেকে জুনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করেন। এছাড়াও ইনি একজন সুগায়িকা ও নৃত্য শিল্পী। ১৯৩৬ সালে স্বর্গত হরেন ঘোষের সাহায্যে প্রথম পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের অবরক্ষণীয়া চিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পান। বর্ত্তমানে ইনি সুপ্রসিদ্ধ নৃত্য শিল্পী ও নৃত্যপরিচালক প্রহ্লাদ দাসের স্ত্রী। এ ছাড়া নিয়মিতভাবে বেতারে ও মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেন। নীলিমা দাস অভিনীত চিত্রের মধ্যে কবি, অরক্ষণীয়া, রাত্রি, পরভৃতিকা, সি আই ডি, মহাকাল, পুতুল, নাচের ইতিকথা, বৈকুণ্ঠের উইল, অপরাজিতা, প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

না
র্গি
স

অভিনেত্রী বম্বে

১৯২৯ সালে নার্গিসের জন্ম হয় কলকাতায়। নার্গিসের পিতা মোহনলাল ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী। মা জদ্দনবাঈ ছিলেন খ্যাতনামা অভিনেত্রী ও গায়িকা। নার্গিসের বয়স যখন পাঁচ বৎসর তখন প্রথম 'তলাশে হুক' নামক ছবিতে তাঁর মায়ের সঙ্গে একটি ছোট মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করে। তারপর আর দুইটি ছবিতে মায়ের সঙ্গে অভিনয় করেছিল। প্রাপ্ত বয়সের প্রথম অভিনয় হল প্রসিদ্ধ প্রযোজক, পরিচালক মেহবুব খাঁনের "তকদীর"।

নার্গিসের জীবনের প্রধান সাধ ছিল ডাক্তার হবার। সেই স্বপ্ন তার অভিনেত্রী জীবনের জোয়ারে ভেসে যায়। মেহবুব খানের সঙ্গে তাদের পরিবারের খুব যোগাযোগ ছিল। মেহবুবের প্রেরণাতেই নার্গিস তাঁর অভিনেত্রী জীবনকেই বরণ করে নেয়। 'আন্দাজ' চিত্রে অভিনয় কালে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। সেই সময় তাঁর মাও 'হালচাল' চিত্রে কাজ করছিলেন।

নার্গিস সিরিয়াস ভূমিকায় অভিনয় করতে খুব পছন্দ করেন, যদিও

'মীনা বাজার' ও 'রামায়নী' ছবিতে একটু হালকা হাসির অভিনয় করবার প্রয়াস পেয়েছেন তবু দর্শক সমাজে তিনি ঐ ছবিতে কোন রেখাপাত করতে পারেন নি। এ পর্যন্ত তিনি বহু ছবিতে সুঅভিনয় করেছেন এবং দর্শকগণের কাছ থেকে তিনি বহু প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন।

নার্গিস অভিনীত ছবির মধ্যে রোমিও জুলিয়েট, আগ, বরসাত, আঁধিরাত, বিরহ কী-রাত, লাহোর, ছোট ভাবী, দারোগাজী, মেহেদী, দীদার, বাবুল, আওয়ারা, আন্দাজ, পাপী, মীনা বাজার, জান-পরচান, সাগর, মেলা, হালচাল, ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা, রুমাল, প্যার, প্যার কী রাতে, মিস ইণ্ডিয়া, চোরী চোরী, মাদার ইণ্ডিয়া, শীশা, পহেলী সাদী, শ্রী৪২০, পরদেশী, অজন্তা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়াও তিনি ১৯৫২ সালে ইউ, এস, এ গুড উইল মিশনের ও ১৯৫৪ সালে রাশিয়া ফিল্ম ডেলিগেশনের মেম্বার ছিলেন। কিছু দিন আগে ভারত সরকার বোম্বের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রী হিসাবে পদ্মশ্রী আখ্যায় ভূষিতা করে নার্গিসকে সম্মানীতা করেছেন।

নিরূপা রায়

অভিনেত্রী—বম্বে

নিরূপা রায়ের পূর্ব নাম ছিল 'কোকিল'। ১৯৩১ সালে এক সাধারণ গুজরাটি পরিবারে বালাসরে নিরূপা দেবীর জন্ম হয়। ১৯৪৫ সালে 'রানক

দেবা' নামক একখানা গুজরাটী ছবিতে তিনি প্রথম অভিনয় করেন। কিন্তু আজকের এই সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী নিরুপা রায় জীবনে কোন দিন ভাবতেও পারেনি যে তাঁকে কোনদিন অভিনয় করতে হবে। ১৫ বৎসর বয়সে তিনি কিশোর চন্দ্র বালসারকে স্বামীরূপে গ্রহণ করে ......স্বামীর ঘরে আসেন। এমন কি সিনেমা দেখাও তিনি পছন্দ করতেন না। কিন্তু স্বামী কিশোর বালসারের ইচ্ছে ছিল স্বামী স্ত্রী দুজনেই শ্রেষ্ঠ অভিনেতা অভিনেত্রী হবেন।

প্রসিদ্ধ প্রযোজক-পরিচালক ভি, এম, ব্যাস কিছু নতুন অভিনেতা অভিনেত্রী খোঁজ করছিলেন, সেই সূত্রে তারা দুজনেই এক আবেদন করায় তাদের বম্বে যেতে হয়। পরিক্ষায় নিরূপা দেবী নির্বাচিতা হলেন আর স্বামী হলেন অমনোনীত। এইভাবে লাজুক প্রকৃতির একটি গৃহস্থ বধূ কালক্রমে একজন শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীতে পরিবর্তিত হলেন। ধর্ম বিষয়ক ছবিতে তার জুড়ি নেই বললেই চলে। নিরূপা রায়ের প্রথম হিন্দী ছবি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে "অমর রাজ"।

গুজরাটী ভাষায় মীরাবাঈ, পরনেতর ও গুন সুন্দরী অজও তার অভিনয় প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করছে।

এ ছাড়াও হিন্দী ছবি, হর হর মহাদেব ভক্ত পুরণ, শিবশক্তি, শিবলীলা, শিবকন্যা, সিন্ধবাদ জাহাজী, দুর্গাপূজা, গণেশ জন্ম, জয় মহাকালী, নাগপঞ্চমী, নাগমণি, বসন্ত পঞ্চমী, রামভক্ত হনুমান, জয় হনুমান, লবকুশ, কাশ্মীর, দোবিঘা জমিন, গরীবী, বড়ে ভাইয়া, হামারী মঞ্জিল, ইজ্জত, ভীমসেন, মহাসতী সাবিত্রী, রাম জন্ম, রতন, রাজদরবার, অমর সিং, মা কা-দিল, অলখ নিরঞ্জন, মাৎস্য মচ্ছিন্দর, তিন ভাই, টাঙ্গাবালী, নাগকন্যা, সতী-মাদালসা, শিবরাত্রী, চক্রধারী প্রভৃতি প্রচুর ছবিতে অভিনয় করেছেন এবং অগণিত দর্শকের প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন।

—::❋::—

নলিনী জয়ন্ত

অভিনেত্রী—বম্বে

হিন্দী চিত্রজগতে নলিনী জয়ন্তের নাম প্রচুর। এই তরুণী সুন্দরী অভিনেত্রী ১৯২৭ সালে বম্বের এক খ্যাতিমান মহারাষ্ট্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে বম্বের অল ইন্ডিয়া রেডিওতে গান করতেন। চিত্রজগতে এসেও তিনি কয়েকখানি ছবিতে নিজের কণ্ঠে গান গেয়েছেন। খুব ছোটবেলা থেকেই চিত্রে অভিনয় করবার একটা সখ তার মনে বাসা বাঁধে। সুযোগ একদিন এল। সেইসময় প্রসিদ্ধ চিত্র নির্দেশক বীরেন্দ্র দেশাইয়ের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। তিনি তাঁর আগামী ছবি রাধিকাতে অভিনয়ের জন্য ১১ বছরের এই মেয়েটিকে মনোনীত করেন। অভিনয় করে প্রচুর প্রশংসা পেলেন ..

পরে বীরেন্দ্র দেশাই-এর সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন তিনি। তারপর থেকে নলিনী জয়ন্ত আজ পর্যন্ত অনেক ছবিতে অভিনয় করেছেন।

তাঁর অভিনীত চিত্রগুলির মধ্যে বহেন, গুঞ্জন, চার দিন, আঁখে, সমাধি, নওজওয়ান, নৌবাহার, নাজ, নাস্তিক, মুনিমজী লগন, ফিফটি, ফিফটি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নিম্মী

অভিনেত্রী—বম্বে

নিম্মীর পোষাকী নাম ছিল "নবাব বানো"। ১৯৩৩ সালে আগ্রায় জন্ম হয় নিম্মীর। মা ওয়াহিদান বাঈ ছিলেন নর্তকী। তাই ছোটবেলা থেকেই নিম্মী নাচ গানে পটু হয়ে ওঠে। মাত্র নয় বছর বয়সে মা মারা যাওয়ায় তিনি বড় মাসির কাছে মানুষ হন। কয়েক বৎসর পরে তিনিও মারা যান। এই সময় সহজাত পেশাকে আশ্রয় করেই নিম্মীর জীবনের কিছুটা সময় বিভিন্ন জায়গায় কেটে যায়।

বম্বের তখনকার প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী ছিলেন 'জ্যোতি'। নিম্মীর ছোট মাসী হতেন তিনি। অবশেষে তার কাছেই আশ্রয় নিলেন। একদিন মাসীর সঙ্গে ষ্টুডিওতে বেড়াতে গিয়েছিলেন। প্রখ্যাত প্রযোজক ও পরিচালক মহবুবের 'আন্দাজের' স্যুটিং চলছিল সেইসময়। এইখানেই পরিচয় হয় অভিনেতা রাজকাপুরের সঙ্গে। রাজকাপুর তাঁর 'বরসাত' ছবির জন্য একজন নবাগতা অভিনেত্রী খুঁজছিলেন। নিম্মীকে কাজ দিলেন তিনি। 'বরসাতের' অভিনয়ই তাকে চিত্রজগতে প্রতিষ্ঠা এনে দিল। প্রথম ছবির সামান্য অভিনয়ের ভিতর দিয়েই তিনি দর্শক মন জয় করে নিলেন। এর পর থেকেই তিনি বহু ছবিতে অভিনয় করবার জন্য ডাক পেলেন। তাঁর অভিনীত বহু চিত্রের মধ্যে জলতে দীপ, উষাকিরণ, রাজমুকুট, বেদর্দি, বুজদিল, দাগ, মেহমান, আন, বড়ী বহু, দদে দিল, দীদার, আঁধিয়া, হামদর্দ, আবসার, অমর, ছোটে বাবু, শিকার, ভাই ভাই, রাজধানী, জয়শ্রী, বসন্ত-বাহার, কস্তুরী, ডঙ্কা, অঞ্জলি প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নীগার সুলতানা

অভিনেত্রী—বম্বে

হায়দ্রাবাদে নীগার সুলতানার জন্ম হয়। তাঁর পূর্বনাম ছিল খুরশীদ। সুলতানার দাদার সহায়তায় এই চঞ্চলা, সুন্দরী তরুণী বম্বে চিত্র জগতের সঙ্গে যুক্ত হন। এ ষ্টুডিও ও ষ্টুডিও ঘোরাঘুরি করে ন্যাশনাল থিয়েটারে একটি চাকুরী গ্রহণ করেন।

পরে প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক প্রেমচাঁদজীর বিখ্যাত উপন্যাস রংভূমিতে তিনি প্রথম মনোনীতা হন এবং অভিনয় করেন। তার পর শিকারী ও বেলা প্রভৃতি ছবিতে পরপর অভিনয় করেন। অভিনয় নৈপুণ্যে তিনি যে একজন দক্ষ শিল্পী তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে তাঁর বহু চিত্রেই।

সুলতানার অভিনীত ছবির মধ্যে মধুর মিলন, গুমস্তা, পতঙ্গা, শীশ মহল, আনন্দ ভবন, মস্তানা, মির্জা গালিব, সরদার, মঞ্জু প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নসীম বানু

অভিনেত্রী—বম্বে

দিল্লীর প্রসিদ্ধা বাঈজী শামসাদ্ বাঈয়ের ঘরে ১৯২০ সালে নসীমের জন্ম হয়। অভিনয় জগতে আসবার পূর্ব্বে নাম ছিল রোশন আরা বানু। নাচ, গান ও অভিনয় প্রতিভা মাতৃসূত্রেই তিনি পেয়েছিলেন। তাই পরবর্ত্তীকালে ছায়াচিত্রে তিনি অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দর্শকের অন্তর জয় করে নিয়েছিলেন। মায়ের সঙ্গে বম্বে বেড়াতে এসেই প্রসিদ্ধ প্রযোজক, পরিচালক ও অভিনেতা সোরাব মোদীর সঙ্গে পরিচয় ঘটে। সোরাব মোদীর খুন কা খুন চিত্রে নসীমবানু প্রথম নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। প্রথম ছবিতেই দর্শকমন জয় করতে সমর্থ হন তাঁর সুনিপুন অভিনয় কৌশলে। তারপর পুকার ছবিতে নুরজাহানের ভূমিকায় অভিনয় করলেন এবং স্থায়ী প্রতিষ্ঠা পেলেন চিত্র জগতে।

তাঁর অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে খাঁ বাহাদুর, বাসন্তী, শীশ মহল, শবিস্তান চাঁদনী রাত, উজালা বেগম, আজব লেড়কী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

নূতন সমর্থ

অভিনেত্রী—বম্বে

সুজাতার নাম ভূমিকার অভিনেত্রী নূতন আজ বম্বে চিত্র জগতের প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীদের অন্যতমা। ১৯৩৫ সালে বোম্বায়ে নূতনের জন্ম

হয়। বাবার নাম কুমার সোমর্থ আর মার নাম শোভনা সোমর্থ। অভিনয় প্রতিভা জন্মসূত্রে অর্জিত। কারণ মা শোভনা সোমর্থ বম্বের একজন নামজাদা অভিনেত্রী। নূতন তার মা-বাবার প্রথমা কন্যা। কনিষ্ঠা তনুজাও একজন অভিনেত্রী। জুনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করেছেন। আট বছর বয়সে পিতার প্রযোজিত নল-দময়ন্তী চিত্রে নূতনের অভিনয় প্রতিভা দেখে মাতা শোভনা নিজ হাতে কন্যাকে অভিনয় শিক্ষা দিতে থাকেন। পরে মায়ের প্রযোজিত 'হামারা বেটীতেই' নূতন প্রথম উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেন। কিছু দিন আগে ইনি ভারতীয় নৌবহরের জনৈক অফিসারের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধা হয়েছেন। নূতন অভিনীত ছবির মধ্যে সুজাতা, নাগীনা, হামলোগ হামারী বেটী, বারিশ, ছেলিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নিশী

অভিনেত্রী বম্বে

১৯৩৫ সালে পাঞ্জাবের শিয়ালকোট সহরে নিশীর জন্ম হয়। [illegible] কৃষ্ণা। পাঞ্জাবে ইণ্টারমিডিয়েট পর্য্যন্ত পড়াশোনা করেছে। প্রথম অভিনয়ে সুযোগ দেন পি, এল, সন্তোষী পাগলাখানা চিত্রে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ পাগলখানা অসম্পূর্ণ থাকে। নিশী অভিনীত ছবির মধ্যে রেলওয়ে প্ল্যাটফর্ম, মে সেলাম, বাগী সিপাহী, কিসমৎ, গুলাম-বাদশা-বেগম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নন্দা

অভিনেত্রী—বম্বে

বম্বের নবাগতা খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রীদের মধ্যে নন্দা অন্যতমা। ১৯৪৪ সালে নন্দার জন্ম হয়। পিতার নাম মাষ্টার বিনায়কজী। অভিনয় ও নৃত্য প্রতিভা এঁর আছে। প্রথম নন্দাকে শিল্পী হিসাবে পরিচিত করেন, নন্দার কাকা বিখ্যাত প্রযোজক পরিচালক ভি, শান্তারাম তাঁর তুফান ঔর দীয়া কথা চিত্রের মাধ্যমে। নন্দা অভিনীত ছবির মধ্যে ছোটী বহিন, ভাবী, ধূল কা ফুল, বন্দী ও লক্ষ্মী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নাদিরা

অভিনেত্রী—বম্বে

আন এর নায়িকা নাদিরা বম্বের শ্রেষ্ঠা অভিনেত্রীদের অন্যতমা। ১৯৩২ সালে মিশরের রাজধানী কায়রোতে নাদিরার জন্ম হয়। জাতিতে ইহুদী

ইনি, আসল নাম ফ্লোবস ইলোকিস। বোম্বাই কলেজে বি, কম অবধি পড়েছেন। প্রখ্যাতযশা প্রযোজক পরিচালক মেহবুব খানই প্রথম নাদিরাকে তার আন কথাচিত্রে নায়িকা করে তাঁর অভিনেত্রী জীবনের পথ সুগম করে দেন। নাদিরা অভিনীত ছবির মধ্যে আন, শ্রী৪২০, পকেটমার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। অভিনেত্রী নাদিরা ঘোড়ায় চড়তে ও ভাল মোটর সাইকেল চালাতে পারেন।

এন, রাজম

অভিনেত্রী—সাউথ

১৯৩০ সালে তাঞ্জোর জেলায় জন্ম হয়। আসল নাম এন রাজলক্ষ্মী। ছেলেবেলা থেকেই তার অভিনয় প্রতিভা ছিল। তিনি তাঁর জীবনে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান অমরাবতী চিত্রে। কুমারী রাজম অভিনীত ছবির মধ্যে ইথ নিজাম, ।।ভালাকোদি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পাহাড়ী সান্যাল

অভিনেতা

স্বকীয় চেষ্টা, অপূর্ব্ব মনোবল এবং সীমাহীন সাধনায় ব্রতী বাংলার চিত্র জগতে পাহাড়ী সান্যালকে আজ একজন ক্ষণজন্মা অভিনেতা

বললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের ক'টা ডিগ্রী থাকলেই মানুষ মানুষ হয় না, যদি না থাকে তার ভিতরে মনুষ্যত্ব, আর সেই মনুষ্যত্বের ভিতরে বিবেক। এই ভদ্র উচ্চশিক্ষিত রুচিশীল শিল্পীর সান্নিধ্য না এলে বুঝতে পারা যায় না ইনি কি দরের লোক। এঁর অভিনয় না দেখলে বুঝতে পারা যায় না ইনি কত বড় অভিনেতা। যখনি কোন চেনা লোক তাঁর কাছে বসে আলাপ করেন, তখনই এই বন্ধুবৎসল শিল্পীর কথায় যেন কত গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯০৮ সালে দার্জ্জিলিং এর শৈল শিখরে পাহাড়ী সান্যালের জন্ম হয়। অতি শৈশবেই তিনি পিতৃহারা হন এবং জ্যাঠামশাই লক্ষ্ণৌতে তাঁকে মানুষ করে তোলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষার পর ইনি [illegible] পড়া শুরু করেন। ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীত ও অভিনয়ের প্রতি অনুরাগ জন্মায়। প্রথমেই তিনি বাজনা ও সঙ্গীত শিক্ষায় মনোযোগ দেন। [illegible] গুরু [illegible] মজুমদার [illegible] ছোটে খাঁ [illegible] পরে উচ্চ শিক্ষার্থে লক্ষ্ণৌ [illegible] নিয়োগ ক'রে [illegible] হয়ে ঐ খানেই অধ্যাপকের কাছে [illegible]। [illegible] জীবনের কথা। [illegible] কথা বলছি।

বাংলার চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান [illegible] বীরেন্দ্র নাথ সরকারের প্রতিষ্ঠিত নিউ থিয়েটার্সের কথা চিত্র মোদীদের কাছে অজানা নেই।

তরুণ পাহাড়ী সান্যাল নিউ থিয়েটার্সের ছবি মীরাবাঈএ প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। সাবলীল অভিনয়ের পরিচয় দিয়ে তিনি নিউ থিয়েটার্সের কাছে চুক্তিবদ্ধ অভিনেতা [illegible] সাপুড়ে, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, প্রতিশ্রুতি ভাগ্যচক্র, দেবদাস, 'বিজয়া' 'অধিকার' 'মায়া' প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করেন। এই ভাবে একজন বড় চিত্রাভিনেতার যোগ্য সম্মান পান। এছাড়াও ইদানিংকালে অপরাজিতা, হারানো সুর, চলাচল, হাত বাড়ালেই বন্ধু, ইন্দ্রধনু অর্ধাঙ্গিনী, বিদ্যাসাগর, মহাকবি গিরিশচন্দ্র, নৌকাডুবি, বিভ্রান্ত, মরুতীর্থ হিংলাজ প্রভৃতি চিত্রের অভিনয়গুলি তাঁকে চিত্রজগতে চিরস্মরণীয় করে রেখেছে।

প্রদীপ কুমার

অভিনেতা

এই সুন্দর সুপুরুষ অভিনেতা প্রদীপকুমার বটব্যাল ১৯২৫ সালে কলকাতায় জন্ম হয়। পিতার নাম ৺সত্যেন্দ্র নাথ বটব্যাল। পরিচালক সরোজ মুখোপাধ্যায় তাঁকে "অলকানন্দা" ছবিতে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ দেন। কয়েকখানা ছবিতে সহকারী পরিচালকের কাজও করেছেন। বর্তমানে ইনি বম্বে চিত্রজগতের প্রযোজক ও অভিনেতা। তাঁর অভিনীত চিত্রগুলির মধ্যে ভুলি নাই, '৪২, স্পর্শমনি, দেবী চৌধুরাণী, সন্দীপন পাঠশালা, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বহু হিন্দী ছবিতে তিনি নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন ও করছেন।

প্রবীর কুমার

অভিনেতা

ইংরাজী ১৯৩৫ সালে কলিকাতায় প্রবীর কুমার জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শীতাংশু মোহন চৌধুরী। প্রবীর কুমার প্রশ্ন ছবিতে প্রথম আত্মপ্রকাশ

করেন। পরে নায়িকা সাবিত্রী চ্যাটার্জির সহিত নায়করূপে অভিযোগ ও কনায় (অপ্রকাশিত) অভিনয় করেন, তারপর একতারা, অসমাপ্ত, নাগিনী কন্যার কাহিনী, ডেলি প্যাসেঞ্জার, প্রভৃতি চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এ ছাড়া ভুল, চুপি চুপি আসে, সুরের পিয়াসী প্রভৃতি চিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন। ইনি রঙ্গ মঞ্চেও অভিনয় করে থাকেন।

পৃথ্বিরাজ কাপুর

অভিনেতা—বম্বে

একাধারে লক্ষ্মী ও সরস্বতীর বরপুত্র খুবই কম দেখা যায়। নিজের প্রতিভা বলে, স্বীয় মনোবলের উপর সম্পূর্ণ আস্থা রেখেই পৃথ্বিরাজ কাপুর পরবর্তী জীবনে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। তাঁর অভিনয় প্রতিভা শুধু বম্বে বা লাহোরেই নয়, সুদূর পশ্চিমের চিত্রজগতেও তিনি আজ সুপরিচিত। পৃথ্বিরাজ কাপুর চিত্রজগতে সর্বজনধন্য শিল্পী। তিনি স্বকীয় প্রতিভা নিয়েই ১৯০৬ সালে পেশোয়ারে জন্মগ্রহন করেন। প্রথমে অতিরিক্ত অভিনেতারূপে চিত্রে যোগদান করেন পরে স্বীয় প্রতিভায় অভিনয় জগতে সুনাম অর্জন করেন। উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির মধ্যে আওয়ারা, বিদ্যাপতি, মিলাপ, মঞ্জিল, মুঘলই আজম, সেকেন্দার প্রভৃতি চিত্র তাঁকে স্মরণীয় করে রেখেছে।

তিনি শুধু অভিনেতাই নন। তিনি এখন স্বনামধন্য পরিচালক ও প্রযোজক। এঁর পৃথ্বি থিয়েটারের খ্যাতি সারা ভারতে ছড়িয়ে আছে। তাঁর তিনটি সন্তানই হিন্দী চিত্রজগতে খ্যাতিমান। রাজকাপুর, শাম্মী কাপুর, শশী কাপুর আজ হিন্দী চিত্র জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রেমনাথ

অভিনেতা—বম্বে

বরসাত এর সহ নায়ক প্রেমনাথ নিঃসন্দেহে বোম্বাযের প্রথম শ্রেণীর অভিনেতাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯২৬ সালে পেশোয়ারে প্রেমনাথের জন্ম হয়। পিতার নাম রায় সাহেব করতার নাথ। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর পিতৃ আদেশে নাগপুরের ইণ্ডিয়া ষ্টেটস্ ফোর্স স্কুলে তাঁকে ভর্তি হতে হয়। কিন্তু শিক্ষা সমাপনের পূর্বেই অভিনেতা হবার বাসনা অবশেষে নিকট আত্মীয় পৃথ্বিরাজের পৃথ্বি থিয়েটারে যোগ দিতে বাধ্য করে। দীর্ঘদিন কঠোর সাধনা ও স্বপ্ন অভিনয় প্রতিভা অবশেষে একদিন অভিনেতা হিসাবে জনসাধারণের কাছে প্রেমনাথকে পরিচিত করে তোলে। ১৯৪৬ সালে প্রথম অজিত নামক চিত্রে অভিনয় করার সুযোগ পান। ১৯৫২ সালে খ্যাতনামা শক্তিময়ী অভিনেত্রী বীণা রায়কে বিবাহ করেন। কিছুদিন আগে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান প্রেমনাথ প্রোডাকসন্স গঠন করে দুইখানি চিত্র শাগুফা, গোলকুণ্ডা কা কয়েদী প্রযোজনা করেছেন। প্রেমনাথ অভিনীত ছবির মধ্যে বরসাত, বাদল, আগ, ঔরত, গোলকুণ্ডা কা কয়েদী, হামারা বতন সাগাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রান

অভিনেতা—বম্বে

বম্বে চিত্রজগতে যে কয়জন শ্রেষ্ঠ খল-নায়ক আছেন, প্রাণ তাঁদের মধ্যে অন্যতম। খল-চরিত্রের নিপুন শিল্পী হিসাবে ইনি সমাদৃত। ১৯২০ সালে দিল্লীতে তাঁর জন্ম হয়। অভিনেতা প্রাণের আসল নাম প্রাণকিশন সিকান্দ। ঈশ্বর

দত্ত ক্ষমতা ও কঠোর অনুশীলনই আজ প্রাণকে এত খ্যাতিমান শিল্পী করে তুলেছে। প্রথম অভিনেতা হিসাবে ওয়ালী সাহেবের সহযোগিতায় পাঞ্চোলী সিনে প্রতিষ্ঠানের জমলা জাটই প্রাণকে পরিচিত করে দেয় চিত্রামোদীদের কাছে। প্রাণ অভিনীত চিত্রের মধ্যে, ময়দান, বাহার, আজাদ, মুনীমজী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রেম আদিব

অভিনেতা, [illegible]

১৯১৮ সালে উত্তর প্রদেশের সুলতানপুরে জন্ম হয় প্রেম আদিবের। প্রবেশিকা পাশ করেছেন তিনি। অভিনয় প্রতিভা জন্মগত। ১৯৩৬ সালে প্রথম রোমান্টিক ইণ্ডিয়ায় অভিনয় করেন। [illegible] অভিনীত ছবির মধ্যে—সুভদ্রা, খান বাহাদুর পুলিশ, ভরত মিলাপ, [illegible], মুনাবাই, আম্রপালী কৃষ্ণ সুদামা, রাম রাজ্য প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ইনি দেবতা নামে একটি ছবি প্রযোজনা এবং [illegible] বিবাহ নামে একটি ছবি পরিচালনা করেছেন।

প্রেম নাজির

অভিনেতা—সাউথ

১৯২৮ সালে ত্রিভাঙ্কুরের চিরায়িনকিলে জন্ম হয় প্রেম নাজিরের। আসল নাম এস আবদুল কাদার। ছেলেবেলা থেকেই অভিনয় প্রতিভা ছিল। আই এ পাশ করেছেন তিনি। প্রথম মারু মঙ্গল (তামিল) ছবিতে অভিনয় করেন। প্রেম নাজির অভিনীত ছবির মধ্যে—বাল্য সখী, আচান, আভাকাশী, সি আই ডি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

প্রীতিধারা

অভিনেত্রী

১৯৩১ সালে কলকাতায় প্রীতিধারার জন্ম হয়। প্রীতিধারার বাবার নাম চুনীলাল মুখোপাধ্যায়। ছেলেবেলা থেকেই তার নৃত্য ও অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক ছিল। রনজিৎ সেন পরিচালিত 'আশা' নামক হিন্দী ছবিতে প্রীতিধারা প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। ১৩৩৯ সালে নাট্যাচার্য ৺শিশির কুমার ভাদুড়ি পরিচালিত চাণক্য চিত্রে অভিনয় করেন। এই চিত্রে প্রীতিধারার জ্যেষ্ঠা শুক্তিধারাও অভিনয় করেন। ১৯৩৮ সালে অমর ঘোষ প্রযোজিত এসোসিয়েটেড ওরিয়েন্টাল ড্যানসার্সের হয়ে পাটনা, ভাগলপুর, মুঙ্গের আগ্রা, পুরুলিয়া প্রভৃতি জায়গায় ও হরেন ঘোষের দিল্লীতে নৃত্য পরিবেশন করেন। ইনি কেশুনায়ার, মঞ্জুলিকা ভাদুড়ি, মোনারাণী, ও উদয় শঙ্করের নৃত্য শিক্ষা করেছেন। উদয় শঙ্করের সাথে ইউরোপ ও আমেরিকা ভ্রমণ করেছেন। প্রীতিধারা অভিনীত চিত্রের মধ্যে চাণক্য, পথভুলে, অঞ্জনগড, দুঃখে যাদের জীবন গড়া, সংকেত, মানদণ্ড, ধাত্রী দেবতা, পদ্মা প্রমত্তা নদী, দাসী পুত্র, পথহারা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

প্রণতি ঘোষ

অভিনেত্রী

বাংলা রঙ্গজগতে ও চিত্রজগতে শ্রীমতী প্রণতি ঘোষ (ভট্টাচার্য্য) প্রতিভাময়ী অভিনেত্রী। ঢাকা জেলায় প্রণতি ঘোষের জন্ম হয়। বিমল রায়ের প্রযোজনায় তথাপি কথাচিত্রে প্রথম অভিনয় করেন। তাঁর পরবর্ত্তী সাফল্যমণ্ডিত অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে ভোর হোয়ে এল, অভয়ের বিয়ে, হানা-বাড়ী, রাত্রির তপস্যা, বিষবৃক্ষ, পথের দাবী ও বিন্দুর ছেলে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রঙমহলে ইনি কবি প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেছেন। বর্ত্তমানে তিনি প্রযোজক রূপে "মধ্য রাতের তারা" ছবিখানি তুলেছেন এবং নায়ক অভি ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে অভিনয় করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অভি ভট্টাচার্য্যের সহধর্মিণী।

পদ্মিনী

অভিনেত্রী - বম্বে

বোম্বায়েব চলচ্চিত্র জগতে বাগিনীব মত তাব কনিষ্ঠা ভগ্নী পদ্মিনীব নামও সর্বজন বিদিত। জ্যেষ্ঠা ভগিনীব মত ইনিও সমস্ত গুণেব অধিকাবিনী। ছেলেবেলা থেকেই দিদির সঙ্গে কঠোব অনুশীলন কবে আজ খ্যাতিব শীর্ষে উঠেছেন। দিদিব ন্যায় ইনিও প্রথমে নর্ত্তকী হিসাবে চিত্রজগতে প্রবেশ কবেন। এ পর্যন্ত ছোট বড় প্রায় ১৭৫টি চিত্রে নেমেছেন ও অভিনয় করেছেন। অভিনীত ছবিব মধ্যে সম্প্রতি, পায়েল, কয়েদী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৭ সালে ত্রিবান্দ্রামে এঁব জন্ম হয়।

১৯৩২ সালে পূর্ণিমার জন্ম হয়। প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয় লক্ষ্মৌ সহবে। ছোটবেলা থেকেই তাব অভিনয়েব প্রতিভা ছিল। প্রথম ১৬ বছব বয়সে অভিনয়েব সুযোগ পান পরিচালক রমন বি, দেশাই পরিচালিত ও দলজিৎ প্রযোজিত বাদেগাম নামক চিত্রে। পূর্ণিমা অভিনীত ছবিব মধ্যে নির্মল, ঠেস, সাগাই, পতঙ্গা, বাগী সিপাহী, শগুফা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ

অভিনেতা ও নাট্যকাব

সুপ্রসিদ্ধ নট ও নাট্যকাব ফণীভূষণ বিদ্যাবিনোদ হাওড়ায় জন্মগ্রহণ করেন ইংরাজী ১৯১০ সালে। বাল্যকাল থেকেই এই শিল্পীর নাটকেব প্রতি

বিকাশ রায়

অভিনেতা

সত্যিকারের গুণী শিল্পী হওয়া যেমন কঠিন, অভিনয় করাও খুব সোজা নয়। শিল্পী : যদি শিল্পজ্ঞান না থাকে তবে সে কিসের শিল্পী ? শিল্পী যদি দর্শকমনের অন্তর স্পর্শ করতে না পারে, তবে সে তো শিল্পীই নয়। অভিনয় প্রতিভায় বিকশিত একজন সার্থক শিল্পী বিকাশ রায়।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় ভবানীপুরে এঁর জন্ম হয়। বরাবরই পিতার সান্নিধ্যে থেকে মিত্র ইনষ্টিটিউসন থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়ে পরে প্রেসিডেন্সি থেকে বি,এ পাশ করেন। অতি বাল্যকাল থেকেই অভিনয়ের প্রতি অনুরাগ ছিল। স্কুল কলেজে বহু অভিনয় করেছেন। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি নাটকে কৃতিত্বের সঙ্গে অভিনয় করেন। এই তো গেল তাঁর প্রথম নট জীবনের কথা।

চিত্র জগতে বিশেষ পরিচিত জ্যোতির্ময় রায় ও হেমগুপ্তের সহায়তায় প্রথম চিত্রজগতে প্রবেশ করেন। তার প্রথম চিত্র "অভিযান"। '৪২ ছবিটি তাঁর জীবনের অনন্য-সাধারণ চিত্র। উক্ত ছবিতে পুলিশ সুপারের কঠিন ভূমিকাটি একমাত্র বিকাশ রায়ের মত অভিনেতার পক্ষেই

সম্ভব। ভুলি নাই চিত্রেও তিনি অভিনয় চাতুর্য্যে একজন শ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে আজ দর্শক মনে বিরাজমান।

এ ছাড়া অর্দ্ধাঙ্গিনী, বসন্ত বাহার, রাজাসাজা, মায়াজাল, আভিজাত্য, ভালবাসা, বিষের ধোঁওয়া, জিবা না প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেন। বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উপরোক্ত ছবিগুলির পরিচালনাও করেছেন। তার কয়েকখানি প্রযোজিত ছবির মধ্যে শুভদ্রা, রাজাসাজা, অর্দ্ধাঙ্গিনী, সাজঘর, মরুতীর্থ হিংলাজ, স্বয়ম্বরা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এই সব চিত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য অভিনয়ও করেছেন। বর্তমানে তিনি প্রমথ নাথ বিশির রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত 'কেরী সাহেবের মুন্সি' ছবিখানির নির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যস্ত আছেন।

পেশাদার রঙ্গমঞ্চে ও গ্রামোফোনে তিনি কয়েকটি নাটকে অভিনয় করেছেন। যেমন প্রফুল্ল—রমেশ ইত্যাদি।

কলিকাতা বেতার নাট্যের তিনি একজন প্রিয় শিল্পী।

বসন্ত চৌধুরী
অভিনেতা

যশস্বী অভিনেতা বসন্ত চৌধুরী। সাবলীল ভঙ্গিমা, উন্নত দেহ, বন্ধুবৎসল, বসন্ত চৌধুরী ১৯২৮ সালে নাগপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম

এস, সি, চৌধুরী। ইন্টারমিডিয়েট পাশ করার পর অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। সেই থেকে তরুণ যুবকের চেষ্টা চলতে লাগল, কেমন করে অভিনয়ের মাধ্যমে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করবেন।

ইংরাজী ১৯৫১ সালে সে সুযোগের সন্ধান পায়। প্রবীন পরিচালক কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায়ের "মহাপ্রস্থানের পথে" ছবিতে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান। অচিরেই বসন্ত চৌধুরী বহু প্রখ্যাত চিত্র পরিচালকের চিত্রে অভিনয় করেন এবং যশস্বী অভিনেতারূপে পরিচিত হন। তাঁর উল্লেখযোগ্য চিত্রগুলির মধ্যে নবীন যাত্রা, ক্ষুধা, শেষ, ভাঙ্গার খেলা, শুভরাত্রি, শঙ্কর নারায়ণ ব্যাঙ্ক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ও নন্দিনী প্রভৃতি চিত্রের অভিনয় তাঁকে দরদী ও প্রতিষ্ঠাবান অভিনেতারূপে বরণীয় করে রেখেছে। কিছুদিন পূর্ব্বে বম্বেতে কয়েকখানা চিত্রে অবতরণ করেছেন এবং ২।১ খানা চিত্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

বর্ত্তমানে ষ্টার থিয়েটারে নূতন নাটক 'শ্রেয়সী'র মুখ্য চরিত্রে বসন্ত চৌধুরী অভিনয় করছেন।

বসন্ত চৌধুরী বর্ত্তমানে বেতার নাটকে দলে প্রায়ই অভিনয় করে থাকেন।

বীরেন চট্টোপাধ্যায়

অভিনেতা

এই শক্তিশালী শিল্পী ছিলেন অভিনয়ে খুবই দক্ষ। আজ বহুদিন হল চিত্র জগতে উদিত ভাস্করের ন্যায় বিরাজ করছেন। ইনি আজ পর্য্যন্ত যত চিত্রে অভিনয় করেছেন বেশীর ভাগ ভিলেন চরিত্রে একে মানিয়েছে অপূর্ব্ব এবং অভিনয় সত্যই প্রশংসার যোগ্য।

১৯১৮ খৃঃ বালীতে এই শিল্পির জন্ম হয়। পিতার নাম চারু চন্দ্র
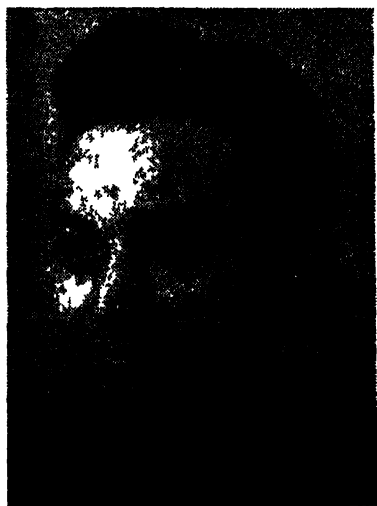
প্রযোজিত কংশ ও মায়ামৃগ চিত্রে অভিনয় কবে দর্শক চিত্ত জয় কবেছেন। শেষ পর্য্যন্ত, নতুন ফসল, শিলালিপি, এমন দিন আসতে পাবে, আশায় বাঁধিনু ঘর, চেনা অচেনা, উত্তর ফাল্গুনী, স্বাবি ম্যাডাম ও কঠিন বাধন প্রভৃতি আবও চিত্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হযেছেন ও অভিনয কবছেন।

নাট্য জগতেরও ইনি বর্ত্তমানে একজন প্রিয় শিল্পী। ইংবাজী ১৯৩৮ সালে বঙমহল থিযেটাবে মাযামৃগ, এক মুঠো আকাশ, এক পেযালা কফি ও বর্ত্তমানে সাহেব বিবি গোলামে নিয়মিত ভাবে অভিনয কবছেন।

॥ বিমান ব্যানার্জি ॥

অভিনেতা

ইংরাজী ১৯২০ সালে বিমান ব্যানার্জীব কলিকাতায় ভবানীপুব অঞ্চলে জন্ম হয। ইনি ব্যাবিষ্টাব ৺নির্ম্মলকুমাব ব্যানার্জীব পুত্র। অভিনয প্রথম শুরু হয স্কুল কলেজেব মাধ্যমে এবং বহু সৌখিন সম্প্রদাযেব সঙ্গে জড়িত হয়ে বহু নাটকে অভিনয কবেন। প্রথম জীবনে খ্যাতনামা পবিচালক ও অভিনেতা ৺প্রমথেশ বড়ুযাব পবিচালনায এন,টি'ব মাবফং একটি ছবিতে ক্ষুদ্র ভূমিকায় অবতবণ কবেন। তাবপবে বামানুজ চিত্রে বামানুজ, হিন্দীতে স্ববগসে সুন্দব দেশ হাম না সন্ধি, নৌকাডুবি, মানদণ্ড, রাণী ভবানী, খেলা ভাঙ্গাব খেলা, গান্ধুদর্শন, নিশিব ডাক, পদ্মতিলক, ভিজে বেড়াল এবং বম্বেব ছবিতে নৌকাডুবি ... ন, ব্রীজ ও ... প্রভৃতি চিত্রে সুঅভিনয় কবেছেন।

তিনি রঙ্গালয়েও একজন প্রসিদ্ধ অভিনেতা। বঙমহল থিযেটাবে তিনি উল্কা, দূরভাষিনী আব বিশ্বরূপা ক্ষুধা প্রভৃতি নাটকে সুঅভিনয কবে একজন খ্যাতনামা অভিনেতা রূপে গণ্য হযেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে খেলাধুলা ও সন্তবণে ইনি বিশেষ পটু।

॥ মাষ্টার বিভু ॥

শিশু অভিনেতা

ছোট্ট জীবন থেকেই অভিনয়ের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষণ বিভুর জীবনে প্রেরণা জাগিয়েছে। ১৯৭৫ সালে বিখ্যাত ভট্টাচার্য্য পরিবারে তার জন্ম হয়। এই ছোট্ট বয়সে মাষ্টার বিভু অভিনয় দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে যে অদূর ভবিষ্যতে সে একজন খ্যাতনামা ও শক্তিশালী অভিনেতা হবেই।

অভিনীত ছবির মধ্যে আঁধি, বর বিন্দুর ছেলে, কৃষ্ণসুদামা, প্রত্যাবর্ত্তন, নীলদর্পণ ও অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি চিত্রে বালকের অংশে অভিনয় করেছেন।

॥ বিশ্বনাথ রায় ॥

অভিনেতা

সুদর্শন মঞ্চ ও চিত্র শিল্পী বিশ্বনাথ রায় ইংরাজি ১৯৩৮ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ছেলেবেলা থেকেই অভিনয়ের প্রতি প্রবল ঝোঁক ছিল। সৌখীন সম্প্রদায়ে, গৌরাঙ্গ, নদের নিমাই, তপোবল, কিন্নরী, সাজাহান প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে প্রচুর যশ পান। তারপর ষ্টার রঙ্গালয়ে কেদার রায়, গৈরিক পতাকা, সাজাহান, কঙ্কাবতীর ঘাট, রাজ নর্ত্তকী প্রভৃতি নাটকে সুঅভিনয় করে দর্শক প্রিয় হয়েছেন।

ছায়া ছবিতে ওগো শুনছ, ঠাকুর গোবিন্দ চন্দ্র প্রভৃতি চিত্রে চরিত্র উপযোগী সুঅভিনয় করেছেন। আসন্ন মুক্তি চিত্র মরু তৃষায় অভিনয় করছেন।

॥ বিনয় ঘোষ ॥

নৃত্য শিল্পী

খ্যাতনামা নৃত্যশিল্পী বিনয় বিহারী ঘোষ কলিকাতায় ১৯১৮ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম৺প্রকাশ চন্দ্র ঘোষ। ছোটবেলা থেকেই নাচের প্রতি এর প্রবল আকর্ষণ ছিল, এবং গোড়ার দিকে ইনি যখন কলকাতা কেশব একাডেমীতে পড়তেন সেই সময় বহু সভায় নৃত্য দেখিয়ে প্রশংসা পেয়েছেন।

প্রথম ১৯৩৬ সালে কোরিন্থিয়ন থিয়েটারে প্রখ্যাত সর্প নৃত্য শিল্পী মাদাম বেগমের সঙ্গে নৃত্য দেখান। ইনি গুরুগোপাল পিল্লাই এর কাছে কথাকলি নৃত্য ও ওস্তাদ কিশন প্রসাদ মিশ্রের কাছে কথক-নৃত্য শিক্ষা লাভ করেন। নৃত্য ও শিল্পী হরেন ঘোষের সঙ্গে বাংলা, বিহার প্রভৃতি স্থানে দলবলসহ নৃত্য প্রদর্শন করে বেশ প্রশংসা পান। তিনি শ্রীমতী সাধনা বসুর সঙ্গে ১১ বার নৃত্যে যোগ দেন।

১৯৭৫ সালে চলচ্চিত্রে যোগ দেন এবং চিত্র নৃত্য-পরিচালক হিসেবে বহু ছবিতে কাজ করেছেন।

নৃত্য শিক্ষক রূপে প্রথম কুরুক্ষেত্র (হিন্দী) ছদ্ম বকাওলি (পাঞ্জাবী) শঙ্খন, চলার পথে, কর্মফল, ঘরকী ল্লমাইস (হিন্দী) সহযাত্রী, ওগো শুনছ, নরমেধ যজ্ঞ, মহিলামহল, আজ সন্ধ্যায়,অগ্নি পরীক্ষা,কল্যাণী, সুরের পরশ, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, বিভ্রান্ত, মীরাবাঈ, ঠাকুর হরিদাস, বাজাসাজা, গলি থেকে রাজপথ, লাখটাকা, সীতার পাতাল প্রবেশ, পুরীর মন্দির, প্রহ্লাদ, ক্যাসাপুন (আসামী) মরুতৃষা প্রভৃতি ছবিতে নৃত্য পরিচালনা করেছেন।

"নৃত্য লোক" এঁরই তত্ত্বাবধানে আজ বাংলার একটি বিশিষ্ট নৃত্য প্রতিষ্ঠান।

বর্তমানে আরও কয়েকটি চিত্রের নৃত্য পরিচালকরূপে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন।

॥ বলরাজ সাহানী ॥

অভিনেতা—বম্বে

সাম্প্রতিক কালে যে কজন বিশিষ্ট ও কুশলী অভিনেতা বোম্বাই চিত্র জগতে নিজ [illegible] গুণে উচ্চ স্থানের অধিকারী, বলরাজ সাহানী তাঁহাদের মধ্যে অন্যতম। ১৯১৩ সনের [illegible] মে রাওয়ালপিণ্ডি শহরে বলরাজ সাহানীর জন্ম হয়। পিতা ছিলেন [illegible] চেম্বার [illegible]। লাহোর কলেজ থেকে ইংরাজী সাহিত্যে এম.এ.পাশ করার পর তিনি কিছুদিন শান্তিনিকেতনে হিন্দী ও ইংরাজী সাহিত্যের লেকচারার ছিলেন। এরপর উক্ত কর্মে ইস্তফা দিয়ে লণ্ডনে বি.বি.সির এ্যানাউন্সার হন। কৈশোর থেকেই তাঁর অভিনয় প্রতিভা ছিল। সেই সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ ঘটে পরিচালক চেতন আনন্দের পরিচালিত নীচা-নগর চিত্রে প্রথম অভিনয়ের মাধ্যমে। পরে আব্বাস প্রযোজিত জুবেদা চিত্রখানি পরিচালনা করলেন। বলরাজ সাহানী অভিনীত চিত্রের মধ্যে দো বিঘা জমিন, ভাবী, ছোট বহীন, নীচা নগর, মা, মমতা, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ বি, আর, পান্থলু ॥

অভিনেতা—সাউথ

১৯১১ সালে কুযাপ্পামে জন্ম হয বি আর পান্থলুর। প্রথম অভিনয করেন সামসাবা নওকা চিত্রে। ছেলেবেলা থেকে অভিনয প্রতিভা ছিল। বি, আর, পান্থলু অভিনীত ছবির মধ্যে তিলোত্তমা, রাজাভক্তি, রাধা রমনা, বিজয় লক্ষ্মী, সত্যভামা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

। বিনতা রায় ॥

অভিনেত্রী

অভিনেত্রী বিনতা রায সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে মনে পবে সেই ষোডশী বিনতা বসু যিনি "উদযের পথে" গোপা চরিত্রে অভিনয় করেন নতুন হলেও দর্শকবৃন্দ তাঁকে সাদরে গ্রহণ করে। সেই অভিনেত্রী শ্রীমতী বিনতা আজ সুসাহিত্যিক জ্যোতির্ময রায়ের সহধর্মিণী।

ইংরাজী ১৯২৫ সাল পাটনায তাঁর জন্ম হয। পিতা ছিলেন পাটনা হাইকোর্টের এড্‌ভোকেট— ৺সত্যসুন্দর বসু।

বাল্যকাল থেকেই অভিনয ও সংগীতে পারদর্শিনী ছিলেন। রবীন্দ্র সংগীত এঁর কণ্ঠে সত্যিই মধু ঢেলে দিত। ১৯৭০ সালে গীত ও ভজনে এইচ এম ভিতে রেকর্ড হয। বহু চিত্রের গানও তার রেকর্ড হয়েছে। কলম্বিয় রেকর্ডে তাঁর বহু রবীন্দ্র সংগীত আছে।

১৯৪৩ সালে তিনি চিত্রজগতে এলেন। বিমল রায পরিচালিত জ্যোতির্ময রায়ের লেখা "উদয়ের পথে" গোপা চরিত্রে অভিনয করে দর্শক চিত্ত জয় করেন তাঁর অভিনীত ছবির মধ্যে অভিযাত্রী, দিনের পর দিন, শঙ্খবাণী, কাঁচামিঠে, টাকা আনা পাই, মা, সখের চোর প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ বনানী চৌধুরী ॥

অভিনেত্রী

এই খ্যাতনামা অভিনেত্রী ১৯২৪ খৃঃ বনগাঁ সহরে জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম মৌলভী আবছারউদ্দিন আহম্মদ। বনানী চৌধুরীর আসল নাম আনোয়ারা বেগম। অভিনয় প্রতিভা বনানীর বাল্যকাল থেকেই আছে। ১৯৪৫ সালে প্রথম বিভাগে বি, এ পাশ করেন। ইনি নিম্নলিখিত ছবিগুলিতে কাজ করেছেন যথা: অভিযোগ, বিষের ধোঁওয়া, চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠন প্রভৃতি। চলচ্চিত্রের ন্যায় বেতারে ও রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ে ইনি বিশেষ পারদর্শিনী।

॥ বাসবী নন্দী ॥

অভিনেত্রী

বাসবী নন্দীর আদিবাড়ী চট্টগ্রাম। কলিকাতা শম্ভুনাথ স্ট্রীটে বর্তমান বাড়ী। পিতা একজন চিকিৎসক। বাসবী নন্দীর বহু গুণ আছে। তিনি শুধু অভিনেত্রী নন—একজন সুগায়িকা ও নৃত্যে বিশেষ নিপুণা।

এঁর প্রথম অভিনীত ছবি যমালয়ে জীবন্ত মানুষ। এতে অভিনয় করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেন। তারপর পুরীর মন্দির, ভ্রান্তি, দুই বেচারা প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করেছেন।

বেতার নাটকে অভিনয় করেন এবং সঙ্গীত বিভাগেও তাঁর গায়িকা বলে খ্যাতি আছে। ইনি অনেক ছবিতে প্লেব্যাক করেছেন।

॥ বাণী গঙ্গোপাধ্যায় ॥

অভিনেত্রী

বাংলা চিত্রজগতে যে কয়জন [illegible] শিক্ষিতা অভিনেত্রী আছেন, বাণী গঙ্গোপাধ্যায় তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। টাকা আনা পাই ছবিতে সেই বস্তিবাসিনী নির্যাতিতা স্বামী-[illegible]র ভূমিকাভিনেত্রী বাণী গঙ্গোপাধ্যায় চিত্রামোদীদের কাছে চিরকাল [illegible] থাকবেন। ১৯২৬ সালে খুলনার সেন হাটীতে বাণী গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম। মায়ের নাম কুমুদিনী দেবী এবং বাবার নাম বিজয় চট্টোপাধ্যায়। খুব অল্প বয়সেই প্রখ্যাত ফুটবল খেলোয়াড় কমল গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়। ছেলেবেলার সুপ্ত প্রতিভা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে বেতার নাট্যের মাধ্যমে। বর্তমানে আশুতোষ কলেজের বি, এ, ক্লাসের (অনার্স বাংলা) ছাত্রী। ১৯৫১ সালে পরিচালক নির্মল দে একে প্রথম অভিনেত্রী হিসাবে বসু পরিবার চিত্রের মাধ্যমে পরিচয় করিয়ে দেন জনসাধারণের কাছে।

বাণী গঙ্গোপাধ্যায় অভিনীত ছবির মধ্যে—বসু পরিবার, কেরাণীর জীবন, নূতন ইহুদী, টাকা আনা-পাই, ইন্দ্রধনু, হাতবাড়ালেই বন্ধু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ বীণা রায় ॥

অভিনেত্রী—বম্বে

বম্বের চিত্রজগতের অভিনেত্রীদের মধ্যে বীণা রায়ের আসন উপরের সারিতে। আনারকলি আজও ভারতের চিত্রামোদীদের চোখে উজ্জ্বল

হয়ে রয়েছে। অভিনয় জগতে প্রবেশ করার আগে কৃষ্ণা সরীন নামেই পরিচিত ছিলেন তিনি। ১৯৩২ সালে লাহোরে জন্ম হয় বীণা রায়ের। প্রথম জীবন কাটে লক্ষ্ণৌতে। কলেজে অধ্যয়ন কাল থেকেই নাট্য ও সঙ্গীত শাস্ত্রের প্রতি আকর্ষণ প্রবলতর হয়ে ওঠে এবং এই সময় থেকে মনে অভিনেত্রী হবার বাসনা জাগে। হঠাৎ অপ্রত্যাশিত ভাবে সুযোগ ও এসে যায় এঁর জীবনে। খ্যাতিমান অভিনেতা ও প্রযোজক কিশোর শাহু তাঁর কালীনট চিত্রে নায়িকা নির্বাচন করে অভিনেত্রী হিসাবে সাধারণ্যে বীণা রায়কে পরিচিত করেন। এর পর থেকেই ক্রমশ: বীণা রায়কে চিত্র নির্মাতাদের অত্যন্ত প্রয়োজন হতে লাগলো। ১৯৫০ সালে নূতন জীবনে প্রবেশ করলেন তিনি। বিখ্যাত অভিনেতা ও প্রযোজক প্রেমনাথের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হন।

বীণা রায় অভিনীত চিত্রের মধ্যে আনারকলি, কালীঘটা, মদভরে নৈন, অওরত, হামারা ওতন, শগুফা, তলাশ, গোলকুণ্ডা কা কয়েদি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ বৈজয়ন্তীমালা ॥

অভিনেত্রী—বম্বে

বম্বে চিত্রজগতের খ্যাতিমানা নৃত্যপটীয়সী ও প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীদের

অন্যতমা হলেন বৈজয়ন্তীমালা। ১৯৩৬ সালে মাদ্রাজে জন্ম হয় এঁর। পিতা এ, ভি, রমন হলেন একজন চিত্রপরিচালক এবং মাতা বসুন্ধরা দেবী, হলেন দক্ষিণ ভারতের একজন খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী। পিতা-মাতার সম্মিলিত প্রতিভার উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর হলেন বৈজয়ন্তীমালা। সুনিপুন অভিনয় ও নৃত্যের মাধ্যমে তিনি সহজেই দর্শকচিত্ত জয় করে নিতে পেরেছেন। কৈশোর কাল থেকেই সঙ্গীত, নৃত্য ও অভিনয়ের চর্চা করে আসছেন। অভিনয় ও নৃত্য প্রতিভা এঁর সহজাত সম্পদ বললেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি করা হয় না। প্রথম নৃত্য ও সঙ্গীত গুরু হিসাবে পান প্রখ্যাত নৃত্য ও সঙ্গীতবিদ্ শ্রীপাণ্ডায়ত পত্নী পিল্লাইকে। বৈজয়ন্তীমালা ভারত নাট্যমের একজন নিপুনা নৃত্যশিল্পী ছিলেন।

নাট্যমালা নামক একটি নৃত্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও তিনি পরিচালনা করে থাকেন। এ, ভি, এম প্রযোজিত লাইফ (তামিল) চিত্রই প্রথম বৈজয়ন্তী-মালাকে অভিনেত্রীর খ্যাতি এনে দেয়। হিন্দী বাহার চিত্র বৈজয়ন্তীমালাকে চিত্র জগতে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা করে।

বৈজয়ন্তীমালা অভিনীত চিত্রের মধ্যে—বাহার, লেডকী, পহেলী ঝলক, নাগন, দেবদাস, নয়া দৌড় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও তিনি বহু হিন্দী ছবিতে অভিনয় করেছেন।

॥ বিজয় লক্ষ্মী ॥

অভিনেত্রী—বম্বে

১৯৩০ সালে উত্তর প্রদেশের নাগিনা নামক স্থানে বিজয়লক্ষ্মীর জন্ম হয়। আসল নাম কমলা বর্ম্মা। মা বাবা উভয়েই ডাক্তার। ছোট বেলা থেকেই অভিনেত্রী হওয়ার সখ ছিল। মুসৌরী বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর আগ্রাতে গিয়ে কলেজে ভর্ত্তি …। প্রথম চলচ্চিত্রে অভিনয়ের সুযোগ দেন কমল আমরোহী তাঁর স্বরচিত মহল চিত্রে।

বিজয়লক্ষ্মী অভিনীত ছবির মধ্যে—সাগাই, দীপক, বহু বেটী, বাওরে নৈন, নন্দকিশোর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

নিজে হাসেন না এটাই তাঁর চরিত্রের বিশেষত্ব। তিনি যেন দেখন হাসি, দেখলেই হাসি পায়। তিনি যদি গম্ভীর হয়ে কথা বলেন, তবুও তাঁর সাথীরা তার মাঝ থেকেই রস আহরণ করবার চেষ্টা করে।

ইংরাজী ১৯২০ সালে ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে এঁর জন্ম হয়। পিতা ৺জিতেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ঢাকা থেকেই তিনি ম্যাট্রিকুলেশন এবং আই এ পাশ করেন। শৈশব থেকেই মনের কোণে অভিনয়ের প্রতি একটা অনুরাগ জন্মে। দেশে থাকতেই তিনি যাত্রা ও সৌখীন সম্প্রদায়ে হাসির অভিনয় করে দর্শককে মসগুল করে দিতেন।

তারপর এলেন কলকাতায়। ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম অভিনয় করেন বিভূতি চক্রবর্ত্তী পরিচালিত 'জাগরণ' চিত্রে। সত্যিই ঘুমন্ত মানুস জেগে ওঠে ভানুর অভিনয়ে। তারপর ধীরে ধীরে ধাপে ধাপে মানদণ্ড, দ্বৈরথ, সেতু, বরযাত্রী, টনসিল, মৃতের মর্ত্তে আগমন, বিন্দুর ছেলে, সখের চোর, চাকরি চাই, কেরাণীর জীবন, পারসোন্যাল এসিষ্টাণ্ট, বনহংসী, বসু পরিবার, সাবিত্রীর তপস্যা, পুষ্পধনু, গৃহ প্রবেশ, বলয়গ্রাস' আদর্শ হিন্দু হোটেল, ভাঙ্গাগড়া প্রভৃতি ছবিতে অবতীর্ণ হয়ে হাস্য সম্রাট বলে আখ্যা পেয়েছেন। নির্বাসিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে' তিনি যে সুনিপুণ অভিনয় করেছেন তার তুলনা হয় না।

এ ছাড়া নাট্য জীবনেও তাঁকে রঙ্গালয়ে বহুবার বহু নাটকে অভিনয় করতে দেখা গেছে। জনগণের প্রাণে তিনি আনন্দের বন্যা বইয়ে দিয়েছেন। তাঁর অভিনীত কয়েকখানি নাটকের কথা উল্লেখ করলাম। ঈশ্বর কুমারী কঙ্কাবতীর ঘাট, দুই পুরুষ, শ্যামলী, ডাকঘর, শেষরাত্রি প্রভৃতি বহু নাটকে সাবলীল অভিনয়ে প্রশংসা অর্জন করেছেন। বর্ত্তমানে ষ্টার রঙ্গালয়ে সঙ্গে যুক্ত আছেন।

রেকর্ড নাট্যে, কৌতুকে ও নক্সা অভিনয়ে তিনি বাংলা মাতিয়েছেন।

রেডিওতে তিনি হচ্ছেন একজন বিশিষ্ট অভিনেতা।

বেতারের নামকরা গায়িকা শ্রীমতী নীলিমা বন্দ্যোপাধ্যায় এঁর সহধর্মিনী।

হাসির খোরাক জুগিয়ে জনগণকে আনন্দিত করে, আর গোমড়া মুখে হাসি ফুটিয়ে তিনি আজ ধন্য।

॥ ভারত ভূষণ ॥

অভিনেতা—বম্বে

বৈজু বাওরার বৈজু আজও ভারতীয় চিত্রামোদীদের কাছে তেমনি খ্যাতির আসনেই সমাসীন। ১৯২৩ সালে মেরুটে জন্ম হয় ভারতভূষণের। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর অভিনয় প্রতিভা ছিল। বি এ পাশ করেছেন তিনি। ভক্ত কবীর ছবিতে প্রথম অভিনয় করার পরে তিনি ক্রমশঃ জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ভারত ভূষণ অভিনীত ছবির মধ্যে বৈজু বাওরা, আমানত, চম্পাকলি, আনন্দ মঠ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ ভগবান ॥

হাস্যাভিনেতা—বম্বে

বাংলার শক্ত হাস্যাভিনেতাদের মধ্যে ভগবান অন্যতম। ১৯৩৬ সালে রূপ সজ্জাকর বাবুরাও পাইয়ের সাহায্যে এবং চন্দুলাল পরিচালিত বেওয়াফা আশিক চিত্রে অভিনয়ই ভগবানকে দর্শক মহলে শিল্পী বলে প্রচার করে। ছেলেবেলার আগ্রহ ও পরিণত বয়সের অনুশীলনই ভগবানের শিল্পী জীবনের মূল কথা। ১৯৩৭ সালে প্রথম বাহাদুর কিশন ছবির পরিচালনা ও ১৯৭২ সালে প্রথম [illegible] ছবির প্রযোজনা করেন। ১৯৭৭ সালে জাগৃতি স্টুডিওর যুগ্ম মালিক হন। বর্তমানে তিনি ভগবান আর্টপ্রোডাকসন্সের মালিক। এ ছাড়া তিনি একজন চিত্রনাট্যকার। ভগবান অভিনীত ছবির মধ্যে আলবেলা, ঝামেলা, ঝনক ঝনক পায়েল বাজে, জিম্পো কামস্ টু টাউন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ ভাগু ॥

অভিনেতা—বম্বে

এই অভিনেতাটি পুরুষ হলে ইনি মেয়েদের ভূমিকায় অভিনয় করে থাকেন। এঁর চেহারা, অঙ্গভঙ্গী, এমন কি হাবভাব পর্যন্ত মেয়েদের মত। তাই পুরুষ হয়েও নারী চরিত্রে অভিনয়ে তার জুড়ি নেই। শুধু কি তাই। বম্বের বিখ্যাত অভিনেত্রী 'নার্গিস'এর ডবল বোল বা তার পরিবর্তে কোন অভিনয় করতে হলেই চাই ভাগুকে। কারণ এই শিল্পীর চেহারার হুবহু মিল আছে নার্গিসের সঙ্গে। এমন কি অনেকে ভুল করে বসে নার্গিস ভেবে এমন ঘটনাও ঘটেছে কয়েকবার।

দীপক আশা মহাশয় প্রথম তাঁকে ছায়াচিত্রে নিয়ে আসেন। 'জলতে দীপ' ছবিতে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ ঘটে এই শিল্পীর। তারপর নার্গিসের বড় ভাই আখতার হুসেনের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে। বেবফা কথাচিত্রে এই শিল্পী প্রথম নার্গিসের জায়গায় অভিনয় করেন।

॥ ভানুমতী ॥

অভিনেত্রী—বঙ্গে

দক্ষিণ ভারতের নৃত্যগীত পটিয়সী প্রথম শ্রেণীর অভিনেত্রীদের মধ্যে ভানুমতী অন্যতমা। ১৯২৪ সালে অংগোল প্রদেশের গানটার নামক স্থানে এক তেলেগু পরিবারে এঁর জন্ম হয়। নৃত্য, গীত ও অভিনয় প্রতিভা কৈশোর কাল থেকে এঁর মধ্যে সুপ্ত ছিল। সর্বপ্রথম এই সুপ্ত প্রতিভাকে স্বীকৃতি দানের উদ্দেশ্যে ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্মসের কর্তৃপক্ষ একে ভারা বিক্রম নামক তেলেগু চিত্রে অভিনয়ের সুযোগ দেন। ১৯৪৩ সালে কৃষ্ণপ্রেম নামক চিত্রের সহকারী পরিচালক রামকৃষ্ণ রাওয়ের সঙ্গে বিবাহ হয়। বিয়ের তিন বৎসর পর স্বামী স্ত্রী মিলে স্থাপন করলেন ভরণী প্রোডাকসন্স। এরপর তিনখানি চিত্র প্রযোজনা করলেন স্বামীর পরিচালনায়। প্রথম ছবির নাম ছিল রতন মালা। ভরণী প্রোডাকসন্সের প্রত্যেকটি ছবির চিত্রনাট্য ভানুমতীই করেছেন।

ভানুমতী অভিনীত ছবির মধ্যে—ভারা বিক্রম, [illegible], মঙ্গলা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

দেবী, শকুন্তলা ও রাজনর্তকী প্রভৃতি বিভিন্ন নাটকে অভিনয় করে যশস্বী অভিনেতা রূপে পরিগণিত হন। চিত্রজগতে ও ইনি বহু চিত্রে অভিনয় করেছেন। কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে বেতার নাটকে দলে নিয়মিত ভাবে অভিনয় করে দর্শক অভিনন্দন লাভ করেছেন।

বর্তমানে নিজে একটি ভ্রাম্যমান সম্প্রদায় গড়ে বিভিন্ন স্থানে অভিনয় করে এই শক্তিমান নট জনসাধারনের আকণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছেন।

॥ মনি শ্রীমানী ॥

অভিনেতা

এই বিশিষ্ট মঞ্চ ও চিত্র শিল্পী আজ বহুদিন যাবৎ চিত্র ও মঞ্চ জগতের দর্শকমণ্ডলীকে তৃপ্তি দিয়ে আসছেন। নাট্যাচার্য্য ৺শিশির কুমারের শিক্ষা দীপ্ত এই অভিনেতা তাঁর ছোট চরিত্রের অভিনয়গুলিকে প্রাণবন্ত করে তুলেন। কি চিত্রে, কি মঞ্চে কয়েকটি চরিত্রে এর সমকক্ষ মেলা দুষ্কর। আজ পর্য্যন্ত বাংলার চিত্রজগতের শ্রেষ্ঠতম পরিচালকবৃন্দের মধ্যে সত্যজিৎ রায়, তপনসিংহ, দেবকী বসু, সুশীল মজুমদার, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, সত্যেন বসু, গৌরাঙ্গ বসু, হেমচন্দ্র চন্দ্র, ফণী মজুমদার, বিশু দাশগুপ্ত, প্রভাত মুখার্জি প্রভৃতির

পরিচালনায় ইনি বহু চিত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে অভিনয় করে যশস্বী অভিনেতা রূপে খ্যাতিলাভ করেছেন।

এ ছাড়াও মঞ্চে নাট্যাচার্যের সময় থেকে আজও তিনি বিশ্বরূপায় "সেতু" নাটকে নিয়মিত ভাবে অভিনয় করছেন।

এই দক্ষ অভিনেতাটি ইংরাজী ১৯১১ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহন করেন।

॥ মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

অভিনেতা

এই সদালাপী জনপ্রিয় অভিনেতা মৃত্যুঞ্জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯০১ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই গান বাজনায় রত থাকায় বেশী লেখাপড়ায় ঝোঁক দিতে পারেননি। প্রথমে ১৯৩৮ সালে বেতারে তবলা সঙ্গতে যোগ দেন। ১৯৭৫ সালে সঙ্গীতজ্ঞ হিসেবে বেতারে গান গাইতেন ও পরে বেতার নাটকে দলের প্রযোজক হন এবং বিভিন্ন নাটকের বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন। তিনি গ্রামোফোনে বহু রেকর্ড নাটো অভিনয় করে গুণী শিল্পী রূপে পরিচিত হয়েছেন।

১৯৩৭ সালে অন্নপূর্ণার মন্দির, নারদমুনি, পূর্ণিমা, ডাক হরকরা প্রভৃতি কথা চিত্রে সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেন

ইনি বিবাহিত। বর্তমানের উদীয়মান অভিনেত্রী [illegible] বন্দ্যোপাধ্যায় এঁর কন্যা।

॥ মতিলাল ॥

অভিনেতা—বম্বে

বম্বের চিত্র জগতে প্রবীণ ও নিপুণ অভিনেতাদের মধ্যে মতিলাল হলেন অন্যতম। ১৯০১ সালে মতিলালের জন্ম হয়। কঠোর অনুশীলন

ও অদম্য বাসনাই মতিলালের সাফল্যের কারণ। প্রথম ১৯৩৪ সালে 'দি লিওর অফ সিটি' ছবিতে তিনি অভিনেতা হিসাবে আত্মপ্রকাশ করার সুযোগ পান।

মতিলাল অভিনীত ছবির মধ্যে দেবদাস, পরদেশী, ওকদর, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ মহীপাল ॥

অভিনেতা— বম্বে

১৯২৪ সালে যোধপুরে মহীপালের জন্ম হয়। তাঁর আসল নাম-মহীপাল চাঁদ ভাণ্ডারী। শিক্ষা বি, এ, পর্য্যন্ত। প্রথমে গীতিকার হিসাবে তিনি চিত্র-জগতে যোগ দেন। প্রায় দশ বছর পরে তিনি অভিনেতা রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। প্রথম ছবি 'অন্ধোকী দুনিয়া'।

মহীপাল অভিনীত ছবির মধ্যে—গণেশ বিবাহ, বীর অর্জ্জুন, আলীবাবা চল্লিশ চোর, আলাদীন ও আশ্চর্য্য প্রদীপ, তুলসীদাস, সিমসিম প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ মনমোহনকৃষ্ণ ॥

অভিনেতা—বম্বে

১৯২২ সালে সংগীত শিল্পী ও অভিনেতা মনোমোহন কৃষ্ণের পশ্চিম পাঞ্জাবের গুজরাট জেলায় জন্ম হয়। চলচ্চিত্র জগতে আসার পূর্ব্বে অনার্স সহ এম, এস, সি, পাশ করে লাহোরের এস, ডি, কলেজে লেকচারারের কাজ করতেন। ১৯৪৫ সালে রাজকমল কলামন্দিরের অন্ধোকী দুনিয়া চিত্রে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন।

মনোমোহন কৃষ্ণের অভিনীত ছবির মধ্যে—হামলোগ, আনারকলী, বৈজু বাওরা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি ভি, শান্তারামের সঙ্গে সহকারী পরিচালক হিসাবেও কিছু দিন কাজ করেছেন।

॥ মারুতি ॥

অভিনেতা—বম্বে

১৯২৭ সালে বোম্বায়ে মারুতীর জন্ম হয়। আসল নাম—মারুতীরাও গণপতরাও মাগাব। ছেলেবেলা থেকে অভিনয় প্রতিভা ছিল। প্রথম পাগলী দুনিয়া ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পান।

মারুতী অভিনীত ছবির মধ্যে—বাওরে নয়ন, মনক মীত, ছোটী ভাবী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ মনোহর দেশাই ॥

অভিনেতা—বম্বে

১৯২৩ সালে আমেদাবাদে মনোহর দেশাইএর জন্ম হয়। আসল নাম ম্যালকম এ. দেশাই। বি এ পাশ করেছেন তিনি। ছেলেবেলা থেকেই অভিনয় প্রতিভা ছিল তাঁর। ১৯৪৭ সালে প্রথম তুফানী কা সোয়ার চিত্রে অভিনয়ের সুযোগ পান।

মনোহর দেশাই অভিনীত ছবির মধ্যে সতী অনসূয়া, মস্তানী, বীর রাজপুতানী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ মহেশ কাউল ॥

অভিনেতা—বম্বে

১৯১১ সালে লাহোরে মহেশ কাউলের জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকেই অভিনয় প্রতিভা ছিল। ১৯৪২ সালে তাঁর প্রথম ছবি অঙ্গুরী নির্ম্মিত হয়। উক্ত ছবি তিনিই প্রযোজনা এবং পরিচালনা করেন।

মহেশ কাউল অভিনীত ছবির মধ্যে পরীস্থান, অঙ্গুরী, জীবন-জ্যোতি, নওজোয়ান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ মলিনা দেবী ॥

অভিনেত্রী

রঙ্গালয় ও চলচ্চিত্রের প্রখ্যাতনাম্নী অভিনেত্রীর স্থান যে কত ঊর্দ্ধে, সে কথা বাংলার দর্শকের অজানা নেই। মলিনা দেবীর অভিনয় সাবলীল। বিভিন্ন চরিত্রকে সম্যকভাবে, অতি সহজে তিনি চোখের সামনে ফুটিয়ে তোলেন। তাতে একটুও মনে হয় না যে তিনি অভিনয় করছেন। সংসারের ঘাত প্রতিঘাতপূর্ণ প্রতিচ্ছবি [illegible] করাই এই অভিনেত্রীর জীবনের সব চেয়ে স্মরণীয় কীর্তি। [illegible] কর্তব্য, সন্তানের প্রতি মা'র ভালবাসা, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর দায় ও ভালবাসা, এমন কত চরিত্র দৈনন্দিন তিনি রূপায়িত করেছেন। আবার সরলা, অবলা, হাসির চরিত্রে, অনবদ্য অভিনয় সৃষ্টি করে শ্রীমতী নাট্য সমাজেও আজ "নাট্যাধিরাজ্ঞী" উপাধিতে খ্যাত। এঁর মত দরদী অভিনেত্রী চিত্র ও মঞ্চজগতে মেলা কঠিন। অভিনয় ছাড়াও তিনি নৃত্য শিল্পীরূপে পরিচিত ছিলেন।

রঙ্গমঞ্চে তিনি বহুদিন ব্যালের মধ্যে নেচেছেন। পরে তাঁর অভিনেত্রী জীবনে বহু নাটকের বহু চরিত্রে অভিনয় করে যশস্বিনী হয়েছেন। কতকগুলি অভিনীত নাটকের মধ্যে কর্ণার্জ্জুন, মেজদিদি, তাইতো, চন্দ্রশেখর, কিশোর কুমারী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভূতপূর্ব কালিকা থিয়েটার্সে অভিনীত তারক মুখার্জি রচিত যুগাবতার রামকৃষ্ণ নাটকে রাণী রাসমণির চরিত্রে তাঁর অভিনয় শুধু সুন্দরই নয় অপূর্ব। তাঁর "রাণী রাসমণি" চরিত্রের ভাব, ভাবের আতিশয্য মিলে যে স্মরণীয় চরিত্রের সৃষ্টি করেছিলেন, তা আজও দর্শক ভোলেনি। তিনি এম জি এণ্টারপ্রাইজের হয়ে কলকাতা, বোম্বাই, কটক, ভুবনেশ্বর, প্রভৃতি স্থানে "যুগাবতার রামকৃষ্ণ" ছবিতে অভিনয়ের মাধ্যমে খ্যাতি ও অর্থ দুইই পেয়েছেন। আজও অভিনয় প্রতিভা তাঁর ম্লান হয় নি।

এ ছাড়া কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে বেতার নাট্যদলের মাধ্যমে বহু নাটকে তিনি অভিনয় করে জনপ্রিয় হয়েছেন।

চিত্রজগতেও তিনি বহু চিত্রে বহু রকমের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। সহর থেকে দূরে, রাণী রাসমণি, স্বয়ংসিদ্ধা, মহুয়া, মাসতুতোভাই, পাশের বাড়ী, মরুতীর্থ হিংলাজ, বিন্দুর ছেলে, চণ্ডীদাস, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ নীলাচলে মহাপ্রভু, নিষ্কৃতি, বড়দি, প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য চরিত্র সৃষ্টি।

বিভিন্ন চরিত্রে নূতন রূপদান সৃষ্টি করে এই অভিনেত্রী তাঁর শিল্পী জীবনকে সার্থক করেছেন

কলকাতায় আনুমানিক ইংরাজী ১৯১৫ সালে [illegible] র জন্ম।

স্মৃতিরেখা বিশ্বাস

সবিতা বসু

॥ মঞ্জু দে ॥

অভিনেত্রী

মঞ্জু দে একজন খ্যাতনামা শিক্ষিতা অভিনেত্রী। ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে বহরমপুরে মাতুলালয়ে মঞ্জু দের জন্ম হয়। পিতার নাম অমরেন্দ্র নাথ মিত্র। পিতা মাতার কনিষ্ঠ সন্তান মঞ্জু দে। ১৯৪২ সালে বহরমপুর গার্লস হাইস্কুল থেকে প্রবেশিকা, ১৯৪৪ সালে পাবনা রাজেন্দ্র কলেজ থেকে আই এ এবং কলিকাতা আশুতোষ কলেজ থেকে ১৯৪৬ সালে বি এ পাশ করেন। মঞ্জু দের মাতার নাম ৺কমলা মিত্র। ছোটবেলা থেকেই তার অভিনয় প্রতিভা ছিল। চলচ্চিত্রে প্রথম সুযোগ দেন হেমেন গুপ্ত তাঁর "৪২" ছায়া চিত্রে। ১৯৪৮ সালে দেবব্রত দের সহিত বিবাহ হয়। মঞ্জু দের অভিনীত চিত্রের মধ্যে "৪২", সিরাজদ্দৌল্লা, কারপার্পে, নীল আকাশের নীচে, জিঘাংসা, শুভদা, নিয়তি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কিছুদিন ইনি বিলেতে ছিলেন। বিলেত থেকে ফিরে এসে বর্ত্তমানে তিনি বিকাশ রায়ের প্রযোজনায় ফেরী সাহেবের মুন্সিতে অভিনয় করছেন।
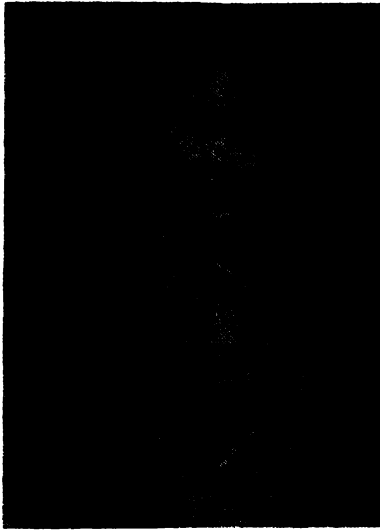
॥ মালা সিন্‌হা ॥

অভিনেত্রী

১৯৩৬ সালে কলিকাতা সহরে মালা সিন্‌হার জন্ম হয়। ছেলে বেলা কাটে সঙ্গীত শিক্ষার মাধ্যমে। গান তাঁর খুব প্রিয় ছিল। পড়াশুনা ও সঙ্গীত সাধনা দুই-ই চলতে থাকে পাশাপাশি। প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করার পর থেকেই হঠাৎ চিত্র অভিনয়ের নেশা যেন তাঁকে পেয়ে বসে। পিতার সহায়তায় কিছুদিনের মধ্যে তিনি কয়েকটি বাংলা ছবিতে প্লে-ব্যাকে গান করেন। বেতারেও তিনি তখন নিয়মিত সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে যোগ দিতেন। মালা সিনহা অভিনীত প্রথম বাংলা ছবির নাম "রোশন আরা"। তার পরেই হল "যোগ বিয়োগ" ছবিখানি। হিন্দীচিত্র "বাদশাহ" ছবিখানিই মালা সিনহার প্রথম অভিনীত হিন্দী চিত্র।

আজ বাংলা ও বম্বের নাম করা শিল্পী মালা সিনহা। দিনের পর দিন তাঁর অভিনয় প্রতিভা নূতন নূতন পথের সন্ধান দিতেছে। দর্শক সমাজ মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে আরও অগণিত ছবিতে তাঁকে দেখবে বলে।

বাংলায় অভিনীত ছবির মধ্যে দুর্গা, কৃষ্ণলীলা, বিল্বমঙ্গল, চিত্রাঙ্গদা, নবজন্ম, পৃথিবী আমারে চায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

হিন্দী অভিনীত ছবির মধ্যে রিয়াসত, হ্যামলেট, একাদশী, পয়সা হি পয়সা, রঙ্গীন রাতে, সেলাম এ মুহব্বত, দুয়া, প্যায়লা, অপরাধী কৌন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ মেনকা দেবী ॥

অভিনেত্রী

আনুমানিক ইংরাজী ১৯১৮ সালে মেনকা দেবীর জন্ম হয়। একদিন এমন ছিল যেদিন শ্রীমতী ছিলেন বহু চিত্রের নায়িকা। অল্পবিস্তর সঙ্গীতেও তাঁর দখল আছে, গীতও পরিবেশন করেছেন। শৈশব থেকেই অভিনয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। বাংলার স্বনামধন্য পরিচালক শ্রীযুক্ত দেবকী বসুর সাফল্যমণ্ডিত চিত্র "সোনার সংসারে" মেনকা দেবী নায়িকারূপে (৺জীবন গঙ্গোপাধ্যায় নায়ক) প্রথম অবতীর্ণা হন। তাঁর দীপ্ত অভিনয়ে বাংলার চিত্র জগৎ ধন্য হল। সুধী দর্শক বৃন্দের স্নেহ লাভ করে শ্রীমতী বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত ছবির মধ্যে নন্দিনী, সাপুড়ে, অভিসার, শেষ উত্তর, মায়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রখ্যাত ব্যবস্থাপক ও প্রযোজক বিমল ঘোষের "মায়ামৃগ"তে তিনি বেশ ভাল অভিনয় করেছেন। তিনি একজন খ্যাতনামা অভিনেত্রী।
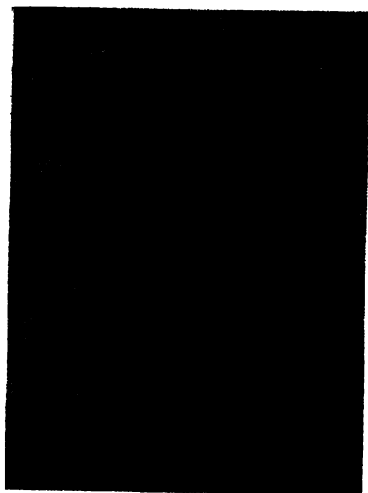
॥ মিতা চ্যাটার্জি ॥

অভিনেত্রী

নিপুণা চিত্র ও মঞ্চ অভিনেত্রী মিতা চট্টোপাধ্যায় ইংরাজী ১৯৩৩ সালে ভবানীপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ফণীভূষণ চট্টোপাধ্যায়। তিনি ভাল গান গাহিতে পারেন। চিত্রে ও মঞ্চে অবতরণের পূর্ব্বে প্রথমে নৃত্যশিল্পী রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। মণিশঙ্কর তাঁর নৃত্যগুরু। রাজেন বসুর কাছে গীত শিক্ষা করেন। সৌখিন সম্প্রদায়ে বহু অভিনয় করেছেন। বর্ত্তমানে বেতারেও যোগ দিয়েছেন।

তাঁর প্রথম ছবি অভিযাত্রী। এছাড়া তাঁর অভিনীত ছবির মধ্যে রামপ্রসাদ, রাঙামাটি, সমাপিকা, অভিজ্ঞান, কুয়াশা, ইন্দ্রনাথ, সেতু ও শ্বশুরবাড়ী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

মঞ্জুলার দিদি মলি ব্যানার্জী—সুমিতা ব্যানার্জী নামে বৌভুবির খাল, ওগো শুনছো, নীলাচলে মহাপ্রভু, প্রবেশ নিষেধ প্রভৃতি বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন।

হয়ত পারিবারিক প্রেরণাই মঞ্জুলা ব্যানার্জীকে সার্থকতা এনে দিয়েছে। সুঅভিনয়ের দীপ শিখা জ্বালিয়ে জল জঙ্গল, রাজধানী থেকে, অগ্নিসম্ভবা প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করে চলেছে আগামী দিনের সাক্ষর বহন করে।

॥ মমতা ব্যানার্জি ॥

অভিনেত্রী

সৌখিন সম্প্রদায়ের অভিনেত্রী মমতা ব্যানার্জী। সৌখিন সম্প্রদায়ের 'নাট্য সাম্রাজ্ঞী' আখ্যায় ভূষিতা। সমস্ত রকম চরিত্রে তিনি সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করে সকলের প্রীতি ও শুভেচ্ছা পেয়েছেন। বর্ত্তমান-কালে সৌখিন সম্প্রদায়ের ইতিহাসে আলোড়নকারী এই মমতাময়ী অভিনেত্রী অভিনয় মাধুর্য্যে প্রতিভাময়ী অভিনেত্রীরূপে প্রখ্যাতা হয়েছেন।

ইংরাজী ১৯৩৪ সালে কলকাতায় জন্ম হয় তাঁর। পিতা পঞ্চানন ব্যানার্জী। সৌখিন সম্প্রদায়ের সাজাহানে — জাহানারা, কালিন্দীতে — সুনীতি, দেবলাদেবী, বঙ্গে বর্গী, বলিদান, পোষ্যপুত্র, মহানিশা, পথের শেষে প্রভৃতি নাটকে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

১৫ বৎসর বয়সে মিনার্ভায় যোগদান করেন। পরে জহর গাঙ্গুলী তাঁকে নাট্যভারতীতে নিয়ে আসেন। নরেশ মিত্রের শিক্ষকতায়, বাংলার মেয়ে, দেবদাস, দুই পুরুষ প্রভৃতি নাটকে পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করেছেন। বর্ত্তমানে বহুরূপীর সাহেব বিবি গোলামে সুঅভিনয় করছেন। তিনি বেতার নাট্যকে দলের শিল্পী রূপেও প্রখ্যাত।

॥ মায়া মুখোপাধ্যায় ॥

অভিনেত্রী

এই সুদর্শনা অভিনেত্রী মায়া মুখোপাধ্যায়ের ১৯৩৩ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে জন্ম হয়। পিতার নাম ৺ডাক্তার জিতেন্দ্র কুমার মুখোপাধ্যায়। পিতা মাতার চতুর্থ সন্তান মায়া মুখোপাধ্যায়। এলাহাবাদের সেন্ট মেরীস কনভেন্ট থেকে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণা হন। খুব ছোটবেলা থেকে নৃত্য, গীত ও অভিনয়ের প্রতিভা সুপ্ত ছিল মায়া মুখোপাধ্যায়ের। কার্ত্তিক চট্টোপাধ্যায় তাঁর পরিচালিত মহাপ্রস্থানের পথে কথাচিত্রে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ দেন মায়া মুখোপাধ্যায়কে। নিম্নলিখিত ছবিগুলি মায়া মুখোপাধ্যায়ের অভিনয়ের বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিদর্শন যথা : মহাপ্রস্থানের পথে, শুভযাত্রা, নবীন যাত্রা, বনহংসী প্রভৃতি। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি মায়া বন্দ্যোপাধ্যায় হয়েছেন।

॥ মীরা সরকার ॥

অভিনেত্রী

১৯২১ খৃষ্টাব্দে বর্মার রাজধানী রেঙ্গুন শহরে মীরা সরকারের জন্ম হয়। পিতার নাম ৺আশুতোষ সরকার। ১৯৩৭ সালে কলিকাতার বেলতলা গার্লস স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাশ করেন। ১৯৩৯ সালে লরেটো কলেজ থেকে আই এ ও ১৯৪১ সালে বি এ পাশ করেন। অভিনেত্রী হবার দুর্দম্য বাসনা ছোটবেলা থেকেই তাঁর মনে সুপ্ত ছিল। চলচ্চিত্রে তাঁকে প্রথম ১৯৪৬ সালে নীতীন বসু সুযোগ দেন। মীরা সরকারের অভিনীত চিত্রগুলির মধ্যে নৌকাডুবি, সন্দিপন পাঠশালা, যার যেথা ঘর, দিগভ্রান্ত, কৃষ্ণা কাবেরী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে তিনি অভিনয় জগৎ থেকে দূরে আছেন।

॥ মাধবী মুখার্জী ॥

অভিনেত্রী

শিল্পীর সৌন্দর্য্য তার ভাবে ও ভাষায়। শিল্পীর সাধনা না থাকলে সে কখনই প্রকৃত শিল্পী রূপে ঠাঁই পায় না।

কিন্তু মাধবী মুখার্জি শৈশব থেকেই জাত শিল্পী। অভিনয়ের আশা মনের কোণে তখন থেকেই উঁকি মারছিল তাঁর।

১৯৪৩ সালে কলকাতায় মাধবী মুখার্জির জন্ম হয়। পিতা শৈলেন্দ্র নাথ মুখার্জি। মাধবী দেবী ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত পড়েছেন।

সুরু হল অভিনেত্রী জীবন। ১৯৪৮ সালে বাংলার কৃতি অভিনেতা ছবি বাবুর পরিচালনায় দুই পুরুষে মাধবী শ্যামার অভিনয় করে মাত্র সাড়ে চার বছর বয়সে। তারপর 'ধাত্রী পান্না' 'তুষার কন্যা' প্রভৃতি ছবিতে বালকের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

আত্মদর্শনে—বৈরাগী, নরমেধ যজ্ঞে—কৌশিক প্রভৃতি অভিনয় করে' খ্যাতি ও যশ পেয়েছেন।

চিত্র তালিকা রূপে, কাঁকন তলা লাইট রেলওয়ে, দুই বেয়াই, এম পির মেঘমুক্তি, সেতু, মেজদিদি, টনসিল, বনগ্রাম, হরিশ্চন্দ্র, ২২শে শ্রাবণ প্রভৃতি চিত্রে বেশ সুনামের সঙ্গে অভিনয় করেছেন।

বর্তমানে অনেকগুলি চিত্রে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। যথা উত্তর ফাল্গুনী, [illegible] শিলালিপি। বাকিগুলো [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] পেয়েছেন।

॥ মালা বাগ ॥

শিশু শিল্পী
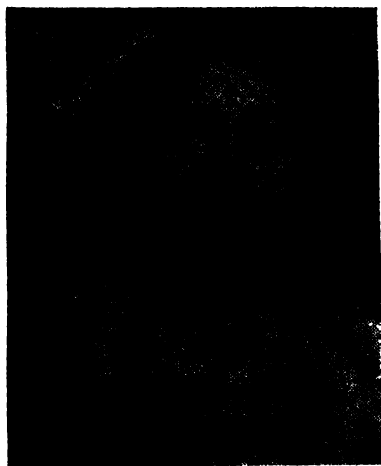
এই শিল্পীর বয়স মাত্র ছয় বছর। ১৯৫৬ সালে এঁর জন্ম। অথচ ভরত নাট্যম ও রবীন্দ্র সঙ্গীতের উপর এই শিশু শিল্পী বেশ চমৎকার নাচিতে পারে। পড়াশুনায় খুবই ভাল মেয়ে। শুধু কি তাই। আবৃত্তি এত সুন্দর বলিতে পারে যা অনেকে কল্পনাই করতে পারে না। পরিচালক প্রভাত মুখার্জি প্রথম তার 'আকাশ পাতাল' ছবিতে অভিনয়ের জন্য এঁকেই মনোনীত করেন। বর্তমানে এই শিশু শিল্পী সাহিত্যিক সরোজ রায় চৌধুরীর 'নতুন ফসল' ছবিতে অভিনয় করেছেন।

॥ মধুবালা ॥

অভিনেত্রী
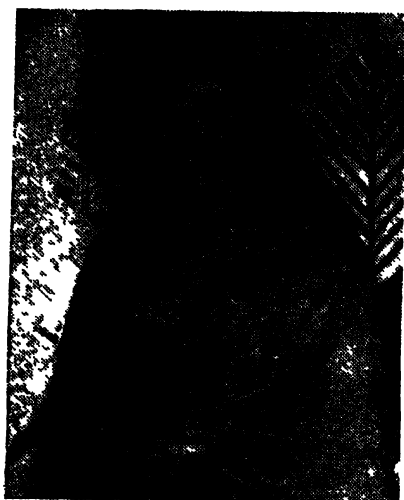
মধুবালা একটি সুন্দর নাম। তার থেকেও সুন্দর তাঁর অভিনয়। আট বছর বয়সের সেই ছোট্ট বালিকার প্রথম অভিনয় যাঁরা দেখেছেন আর আজকের প্রাপ্ত বয়সের অভিনয়ও যাঁরা দেখছেন উভয়েই সমান তৃপ্তি পেয়েছেন। অভিনয় যেন তাঁর রক্তের সঙ্গে মিশে গেছে। কত ছবিতে কত রূপে, কত ভাবেই না মধুবালাকে দেখা গেছে কত দর্শকের মন যে মধুর আবেশে চঞ্চল হয়ে উঠেছে, কে তার খবর রাখে।

চিত্র জগতের এই সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী ১৯৩৩ সালে দিল্লী সহরের এক মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম ছিল মমতাজ বেগম।

১৩ বছর বয়সে "নীলকমল" কথাচিত্রে অভিনয় করলে সে নাম হারিয়ে যায় মধুবালার মাঝখানে। বম্বে টকিজের "বসন্ত" কথাচিত্রে প্রথম তার আবির্ভাব ঘটে। তার পর থেকেই, মুমতাজ মহল, ধন্না ভগৎ, পূজারী, ফুলওয়ারী প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করেছেন।

পিতার সহায়তায় তাঁর অভিনয় প্রতিভার বিকাশ ঘটেছে প্রচুর। চিত্রজগতের প্রসিদ্ধ খাঁ সাহেবই হলেন মধুবালার পিতা আতাউল্লা খাঁ। নাচ, গান ও অভিনয় এই তিনটিতেই তার সমান দখল। এছাড়া রূপের কথা ত ছেড়েই দিলাম। এযাবৎ তিনি বহু ছায়াচিত্রে অভিনয় করেছেন। তার মধ্যে—'মহল' কথাচিত্রে অভিনয়ই তার জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয় বলে মনে হয়। এছাড়াও বহু ছবিতে মধুবালার অভিনয় প্রতিভা দর্শকদের মনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

লাল দুপাট্টা, দুলারী, নেকী অউর বদী, পরদেশ, হাসতে আঁসু, বেকসুর, নিশানা, নিরালা, মহল, বাদল, নীলকমল, খাজনা, নাজনীন, সৈয়া তরানা, সাকি, সংদিল, বহুত দিন হুয়ে, মিঃ মিসেস ৫৫, অমর, বাগী সিপাহি, তীরন্দাজ, মুঘলে আজম, ঢাকে কী মলমল, নাজমা, রূপ লেখা ইহুদী কি লড়কী, শীরী ফরহাদ, দিল কী রানী, আরমান, রেল কা ডিব্বা, খুবসুরত দুনিয়া হাবড়া ব্রিজ, কালাপানি, ফাগুন, আরাম, গেট ওয়ে অব ইণ্ডিয়া প্রভৃতি বহু ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন। এছাড়া তিনি 'নাতা' ও 'মধুবালা' নামক দুটি ছবি প্রযোজনা করেছেন।

।। মীনা কুমারী ।।

১৯৩২ সালে বোম্বেতে জন্মগ্রহণ করেন মীনা কুমারী। ছবি যখন কথা বলতে শেখেনি মীনা কুমারীর মা ইকবাল তখন চিত্রজগতের একজন প্রসিদ্ধা অভিনেত্রী ছিলেন এবং পিতা আলি বক্স ছিলেন একজন প্রসিদ্ধ সঙ্গীত পরিচালক। মীনা কুমারীর মা বাবার দেওয়া নাম ছিল "মাহাজবী বেগম"। বোম্বের রঞ্জিত ষ্টুডিওর সামনেই ছিল তাঁদের বাস। ছোটবেলাতেই মা মারা যান। মা মারা যাবার পর থেকে সংসারে দারুণ দুঃখ কষ্ট। মাত্র চার বছর বয়সে মীনা কুমারী "লেদার কেস" নামক কথা চিত্রে জয়রাজের মেয়ের ভূমিকায় অভিনয় করেন। 'লেদার কেস' ছবির সেই বেবী মীনাই পরবর্ত্তীকালে মীনা কুমারীতে পরিবর্ত্তিত হন। বহু ধর্ম্ম বিষয়ক চিত্রে অভিনয় করেছেন তিনি। হিন্দী, ইংরেজী ও উর্দ্দু এই প্রধান তিনটি ভাষায়ই তাঁর দখলে রয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি প্রসিদ্ধ কাহিনীকার, প্রযোজক, পরিচালক কামাল আমরোহীর স্ত্রী।

বাচ্চোঁ কা খেল, বৈজু বাওরা, ফুটপাত, দানা পানি, নৌলাবাহার, পরিণীতা, নূরজাহান, আলাউদ্দিন, তামাসা, বাদবান, দায়রা, ইলজাম, মগরুর, বিছড়ে বালম, পিয়া ঘর আয়া, গনেশ মহিমা, হনুমান পাতাল বিজয়, শবনম, চাঁদনী চৌক, আজাদ, বীর ঘটোৎকচ, আদলে জাহাঙ্গীর, বন্দিশ, বন্ধন, এক হি রাস্তা, মেম সাহেব, শতরঞ্জ, অমরবাণী, পাকীজা, শারদা প্রভৃতি প্রচুর ছবিতে কাজ করেছেন।

॥ মীনা শোরে ॥

অভিনেত্রী—বম্বে

১৯২৭ সালে ফিরোজপুরে জন্ম হয় মীনা শোরের। ছেলেবেলা থেকেই অভিনয় প্রতিভা ছিল তার। প্রথম সিকান্দার ছবিতে অভিনয়ের সুযোগ পান। মীনা শোরে অভিনীত ছবির মধ্যে এক থী লড়কী, শ্রীমতী ৭২০, ভাই ভাই, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইনি একজন ভালো গায়িকাও বটে। সিকন্দর ছবিতে তিনি নিজ-কণ্ঠে গান গেয়েছেন।

॥ মনোরমা ॥

অভিনেত্রী—বম্বে

১৯২৬ সালে লাহোরে জন্ম হয় মনোরমা দেবীর। বাল্যকাল থেকেই অভিনয় প্রতিভা ছিল তাঁর। জুনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করেছেন। খাজাঞ্চী ছবিতে প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান। অভিনেতা রাজেন হাকসারকে বিবাহ করেছেন। মনোরমা অভিনীত বইয়ের মধ্যে পেয়ার কী জিত, হিম্মত, খানদান, পরিণীতা, ঝনক ঝনক পায়েল বাজে, অমরজ্যোতি, শিরাজ বৌ

॥ যমুনা ॥

অভিনেত্রী—সাউথ

১৯৩৮ সালে দক্ষিণ ভারতের হাম্পী সহরে এন যমুনার জন্ম হয়। প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান পুটিল্লু নামক তামিল ছবিতে। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর অভিনয় প্রতিভা ছিল। তামিল ও তেলেগু ভাষায় রচিত প্রায় ১৮ খানি ছবিতে অভিনয় করেছেন। ১৯৫৬ সালে প্রথম হিন্দী ছবি নয়া আদমীতে অভিনয়ের সুযোগ পান। এঁর অভিনীত ছবির মধ্যে মিস মেরী, নয়া আদমী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ যশোধারা কাটজু ॥

অভিনেত্রী—বম্বে

বম্বে চিত্রজগতে যে কয়জন প্রবীণা শক্তিময়ী অভিনেত্রী আছেন, যশোধারা কাটজু তাদের অন্যতমা। অভিনয় প্রতিভা ঈশ্বর দত্ত। খুব ছোটবেলা থেকেই চিত্র-শিল্পের সঙ্গে জড়িত আছেন। ইনি জুনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করেছেন। প্রথম অভিনেত্রী জীবনের সুত্রপাত হয় লালাজী চিত্রের মাধ্যমে। যশোধারা কাটজু অভিনীত ছবির মধ্যে দুলহন, ভাই বহীন, হামারা ঘর, অধিকার একই রাস্তা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সিংহের "ক্ষুধিত পাষান" অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছে। এই ছবিতে তিনি একটি অবাঙ্গলীর অংশে অভিনয় করে, এবং "উর্দু" ভাষণে যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, স্থির, ধী.ব অভিনয় করে যে বসোজ্ঞানেব পবিচয় দিয়েছেন তা শুধু তাব মত উপযুক্ত শিল্পী.ব পক্ষেই সম্ভব।

এ ছাডা বিশ্বরূপায় "ডাউন ট্রেন" নাটকে তাঁব অভিনয় সুন্দব। যাব জন্য দর্শক মণ্ডলী, পবিপূর্ণ প্রেক্ষগৃহে বসে দিনেব পব দিন এই শিল্পীব ষ্টেসন মাষ্টাবেব অভিনয় দেখে এসেছেন।

বর্তমানে তিনি ২টী ছবিব সঙ্গে অভিনযেব জন্য চুক্তি বদ্ধ হযেছেন।

॥ রবীন মজুমদার ॥

• • লব্ধ প্রতিষ্ঠ গুণী ও জ্ঞানী, চিত্র ও মঞ্চের স্বনামধন্য • ঽ ' গায়ক শিল্পী ববীন মজুমদার ইংরাজী ১৯১৩ সালে পূর্ববঙ্গে জন্মগ্রহণ কবেন

ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতি ছাত্র ছিলেন।

বাল্যকাল থেকেই অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্ট হন ও পেশাদাব শিল্পীরূপে

চলার 'পথে' চিত্রে অবতরণ করেন। বহু চিত্রে অভিনয় করে একদিন রবীন মজুমদার চিত্রের শ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে পরিগণিত হন। কবি চিত্রে তাঁর অভিনয় ও গান আজও স্মরণীয়। প্রমথেশ বড়ুয়ার কাছেই তিনি অভিনয় শিক্ষা করেছেন।

এ পর্য্যন্ত বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন তার মধ্যে পরমিল, কৃষ্ণ সুদামা, দানের মর্যাদা, অরক্ষণীয়া, নারীর রূপ, প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ অভিনীত চিত্র।

মঞ্চেও তিনি বহু অভিনয় করেছেন। কবি, শেষ লগ্ন, উল্কা, একমুঠো আকাশ, এক পেয়ালা কফিতে এই প্রতিভমান অভিনেতাটি বহু রাত্রি অভিনয় করেছেন।

কলম্বিয়া, টুইন, এইচ এম ভি, হিন্দুস্থান প্রভৃতি গ্রামোফোন রেকর্ড কোম্পানীতে এই শিল্পী বহু গান রেকর্ড করে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত শিল্পী রূপে খ্যাতি পেয়েছেন। বহু জলসায় যোগদান করে তাঁর মধুর কণ্ঠ দ্বারা জনগণকে পরিতৃপ্ত করেছেন।

উপর থেকে গম্ভীর দেখলেও ব্যক্তিগত জীবনে তার সংস্পর্শে যিনিই এসেছেন শিল্পীর সহৃদয়তায় তিনিই মুগ্ধ হয়েছেন।

॥ রাজ কাপুর ॥

অভিনেতা—বম্বে

বোম্বাই চিত্রজগতের খ্যাতনামা নায়কদের অন্যতম হলেন রাজ কাপুর। পিতৃদত্ত প্রতিভা আজ এঁকে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছে দিয়েছে। এদের পরিবারের সকলেই গুণগ্রাহী ও গুণী। ১৯২৪ সালে পেশোয়ারে জন্ম হয় রাজ কাপুরের।

অভিনয়ের শিক্ষা পান পিতা পৃথ্বিরাজ কাপুরের কাছে। কনিষ্ঠ দুই ভাই শাম্মী কাপুর ও শশী কাপুরও আজ নিজ গুণে বোম্বায়ের চিত্রজগতে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন। শুধু মাত্র একজন ভালো অভিনেতাই নন তিনি, উপরন্তু একজন ভালো প্রযোজক ও পরিচালক। পরিচালক কেদার শর্মা সর্বপ্রথম তাঁর নীল কমল চিত্রের মাধ্যমে রাজ কাপুরকে চিত্রামোদী সকাশে পরিচিত করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি খ্যাতিমান অভিনেতা প্রেমনাথের ভগ্নী কৃষ্ণা প্রেমনাথের স্বামী। রাজ কাপুর অভিনীত ছবির মধ্যে বরসাত, আগ, আওয়ারা, আন্দাজ, শ্রী৪২০, বুট পালিশ, জাগতে রহো, একদিন রাত্রে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ রঞ্জন ॥

অভিনেতা—বম্বে

বোম্বের প্রথম শ্রেণীর অভিনেতাদের মধ্যে রঞ্জন অন্যতম। ১৯১৮ সালে বোম্বায়ে রঞ্জনের জন্ম হয়। বাল্যকাল থেকেই অভিনয় করার বাসনা ছিল তাঁর। ইনি মনোবিজ্ঞানে ও সঙ্গীত শাস্ত্রে এম এ পাশ করেছেন। একসময় তিনি মাদ্রাজ গবেষণা বিভাগের ছাত্র ছিলেন। প্রথম চিত্রাবতরণ করেন ১৯৩৪ সালে ঋষ্য শৃঙ্গার ছবির মাধ্যমে। রঞ্জন অভিনীত ছবির মধ্যে নিশান, বাপ-বেটী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়াও ইনি মুনীমজি ছবির কাহিনীকার।

॥ রেহমান ॥

অভিনেতা—বম্বে

ছোটী বহীনের মেজ ভাইয়ের চরিত্রাভিনেতা রেহমানকে সহজে দর্শকরা ভুলে যেতে পারবেন না। ১৯২৪ সালে কোয়েটায় রেহমানের জন্ম হয়। বি এ পর্য্যন্ত ইনি পড়াশুনা করেছেন। ছেলেবেলা থেকে অভিনয় প্রতিভা ছিল তাঁর। চলচ্চিত্রে যোগ দেবার পূর্বে ইনি কিছুদিন এয়ার ফোর্সে চাকরী করেছিলেন। হাম এক হৈ চিত্রেই রেহমানের অভিনেতা হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটে। রেহমান অভিনীত চিত্রের মধ্যে ছোটী বহীন, বড়ী বহীন, পরদেশ, ছেলিয়া প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ আর, গণেশ ॥

অভিনেতা- সাউথ

১৯২৫ সালে পাদু কুটীতে আর গনেশের জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকেই অভিনয় প্রতিভা তাঁর ছিল। বি এ পাশ করেছেন ইনি। প্রথম অভিনীত ছবি মিস মালিনী (তামিল)। আর গনেশ অভিনীত ছবির মধ্যে মাংমপেল, মংলম, মিসিযামা, নিধিপতি, মহেশ্বরী, ··ীরেখা প্রিয়নাম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ রাজলক্ষ্মী দেবী ॥

(বঙ্গ) অভিনেত্রী

বাংলা চিত্র ও মঞ্চ জগতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী আজও তার পূর্ব সুনাম অক্ষুন্ন রেখে দিনের পর দিন তাঁর অভিনেত্রী জীবনকে মঞ্চ ও চিত্রামোদীদের কাছে স্মরণীয় করে রেখেছেন। বয়সে আজ এই প্রবীন অভিনেত্রী ষাট এর কোঠায় পৌঁচেছেন। ইংরাজী ১৯০০ সালে মিবাটে তাঁর জন্ম হয়। পিতা ৺জয় নারায়ণ গাঙ্গুলী।

আনুমানিক ৩২ বছর আগে তখন ৺অপরেশ চন্দ্রের যুগ। ষ্টারে রবীন্দ্রনাথের "গৃহ প্রবেশ"এ এক ভিখারিণীর ভূমিকায় (গান ও অভিনয়) তিনি আত্ম-

প্রকাশ করে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তারপর শ্রীকৃষ্ণ,স্বর্ষির প্রেম,সাজাহান, রাজসিংহ ও চিরকুমার সভায় অভিনয় করেন। তারপর রঙমহলে মহানিশা, স্বামী স্ত্রী, মেঘমুক্তি, প্রতাপাদিত্য ও বঙ্গেশ্বরী, মিনার্ভায় শর্মিষ্ঠা, বাঙ্গালী, প্রফুল্ল, বলিদান, কারাগার, প্রভৃতিতে অভিনয় করেন। নাট্য ভারতীতে দুই পুরুষ, সংগ্রাম শান্তি ও বিহার্সাল প্রভৃতি নাটকে আত্মপ্রকাশ করে এই প্রবীণা দরদী অভিনেত্রী একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। অভিনয় যেমন করেন তেমনি দরাজ ও মিষ্টি তাঁর কণ্ঠস্বর। প্রফুল্লে "মাতালনী" তাঁর জীবনের এক অপূর্ব অভিনয়। আজও পর্য্যন্ত এই অভিনেত্রী নিজেকে প্রতিষ্ঠা করে খ্যাতির মালাই পরে চলেছেন। তিনি নাট্যালয়ের একজন সম্মানীয়া অভিনেত্রী। চিত্রজগতেও বহু চিত্রে অভিনয় করেছেন। তাঁর প্রথম অভিনীত নিউ থিয়েটার্সের পূরাণ ভকত' (হিন্দী)। তারপর থেকে চন্দ্রগুপ্ত, স্বয়ম্বরা, মিলিওনিয়ার (হিন্দী),মাস্তুতো ভাই, মাস্তুতো, প্রতিশোধ, সাথীহারা, স্বরলিপি, নতুন ফসল, কাঞ্চন মূল্য, নিষ্কলঙ্ক, হাসি শুধু হাসি নয়- এ ছাড়া রয়েছে দো বিঘা জমিন, বাড়ি, মুসাফির ও লুকোচুরি (বাংলা) প্রভৃতি চিত্রাবলীতে অভিনয় তাঁর অভিনেত্রী জীবনে উল্লেখযোগ্য।
পরম সম্পদ।

অল ইণ্ডিয়া রেডিওর প্রখ্যাত নাট্য পরিচালক ও নাট্যকার শ্রীবীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় বহু নাটকে তিনি অভিনয় করেছেন। এইচ, এম, ভি ও রেকর্ড নাট্যে এবং অনুপ কুমারের পিতা প্রখ্যাত সংগীতবিদ শ্রীধীরেন্দ্র নাথ দাসের পরিচালনায় কয়েকখানি রেকর্ড-সঙ্গীতে যোগদান করেছেন। মেগাফোনে ও হিন্দুস্থান কোম্পানীতেও তাঁর রেকর্ড করা হয়েছে। বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করে তার শিল্পী জীবন সার্থক হয়েছে।

॥ রাজলক্ষ্মী দেবী ॥

(ছোট) অভিনেত্রী

প্রতিভাকে স্বীকার করতেই হবে। যার ভিতর প্রতিভা আছে "ছাই চাপা আগুনের" মত একদিন না একদিন তাঁর প্রকাশ হবেই। জীবনের প্রারম্ভে ছোট্ট সাত বছরের মেয়ে ৺সাতকড়ি গঙ্গোপাধ্যায়ের (নৃত্য শিক্ষক)

শিক্ষকতায় মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে জয়দেব নাটকে বসন্তর (ছোট ছেলের) ভূমিকায় প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেন। নৃত্য ও অভিনয়ে দক্ষতা ফুটে উঠল। নাচ গান অভিনয় স্পৃহা শৈশব থেকেই প্রকাশ পেল।

তারপর আঁধারে আলো, শক্তির মন্ত্র, কামনাকতার প্রভৃতি নাটকে ছোট ছোট ভূমিকায় অবতীর্ণা হন।

অভিনয় শিক্ষা করেন প্রথিতযশা পরিচালক কালীপ্রসাদ ঘোষের নিকট। তারপর পরশুরামে– ফুলটুসি, দস্যুতে—কণিকা (অভিনয় ও তাণ্ডব নৃত্য) অভিনয় করে বিরাট প্রশংসার অধিকারিণী হন। মিনার্ভার বাড়ী আগুনে ধ্বংস হয়ে যায় রাজলক্ষ্মী ষ্টারে যোগ দিলেন। পর পর কয়েকখানি অভিনীত নাটকের মধ্যে চক্রধারী উর্ধা হরণ, বাংলার বোমা, কমলে কামিনী, মদন মোহন প্রভৃতি অন্যতম।

প্রবোধ গুহ মহাশয়ের নেতৃত্বে বহু স্থান প্রদক্ষিণ করে সাজাহানে—জহরৎ, চন্দ্রশেখরে শৈবলিনী, চরিত্রহীনে– কিরন্ময়ী, চন্দ্রগুপ্তে—ছায়া ও হেলেন, পার্থসারথিতে– ইরা, কর্ণার্জ্জুনে পদ্মা ও নিয়তি, দ্রৌপদী প্রভৃতি অভিনয় করেন। আলিবাবায় মর্জিনার নৃত্য-গীত পূর্ণ ভূমিকার অভিনয় শুধু অনবদ্যই হয়নি, শ্রীমতীকে সাফল্যের পথে অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছে।

বাংলার পূজনীয় নট ও নাট্যকার ৺যোগেশ চৌধুরী তাঁকে নাট্যাচার্য্য শিশিরকুমারের নিকট নিয়ে গেলেন। শিশিরকুমার তাঁকে আশীর্ব্বাদ করলেন। তাঁর প্রযোজনায় প্রথম 'উড়ো চিঠি'তে—নন্দা, রীতিমত নাটকে—শান্তা, আলমগীরে—বীবাবাঈ, ষোড়শীতে নাম ভূমিকায়, রমায়—রমা, সীতায়—কাঞ্চন ও তুঙ্গভদ্রায় অভিনয় করেন। তাঁর অভিনয়গুলি এক কথায় অনবদ্য।

ষ্টারে খ্যাতনামা নাট্যকার, নট ও পরিচালক শ্রীমহেন্দ্র গুপ্তের শিক্ষকতায় রণজিৎ সিংহে রাঈজীর অভিনয় করে এই দরদী অভিনেত্রী প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেন।

শিশিরকুমারের সঙ্গে রীতিমত নাটকে ও আলমগীরে শেষ অভিনয় করেন। সেই দুই দিনই রাজলক্ষ্মী নাট্যগুরুর সহিত অভিনয় করেন। তাঁর মৃত্যুতে এই প্রিয় ছাত্রীটির করুণ ক্রন্দনে সকলেই অভিভূত হয়েছিলেন।

তারপর রঙমহলে কণা, গৈরিক পতাকা, বঙ্কেবর্গী, মেবার পতন, চরিত্র হীন, সন্তান, মাটির ঘর, চিরকুমার সভা, ফুল্লরা, অনুপমার প্রেম, দুই পুরুষ, দীপান্তর প্রভৃতি নাটকগুলিতে বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করে খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রীর আসন অলঙ্কত কবেন।

চিত্রজগতেও তাঁর অভিনীত ছবির মধ্যে গাঁয়ের মেয়ে, দশের দাবী, বিচারক, দাসীপুত্র, শ্যামলের স্বপ্ন, ডাইনী, কবি, চন্দ্রাবতী, সিষ্টার নিবেদিতা প্রভৃতি চিত্রে তিনি অভিনয় করেছেন ও করছেন।

ইংরাজী ১৯৪১ সালে রবিন মাষ্টার চিত্রে নিস্তারিনী চরিত্রে তিনি যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছেন। ইংরাজী ১৯২২ সালে তাঁর জন্ম হয়! পিতার নাম ৺ননী গোপাল ব্যানার্জি।

॥ রেনুকা রায় ॥

অভিনেত্রী

বাংলার চিত্র জগতে যে ক'জন অভিনেত্রী একদিন অভিনয় নৈপুণ্যে, আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল শ্রীমতী রেণুকা রায় তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

সামান্য ঘরের মেয়ে। লেখা পড়ায় এমন কিছু একটা ছিলেন না। ঈশ্বর কোন মানুষকেই শুধু শুধু বেঁচে থাকতে বলেন না। এমন একটা কিছু

করতে বলেন যেটা করার ফলে জীবনে একটা কীর্ত্তি থেকে যায়। শ্রীমতী রেণুকা রায়ও শৈশবের প্রথম থেকেই অভিনয়ে উৎসাহিত হয়ে কয়েকখানা ছবিতে অভিনয় করে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। তাঁর অভিনীত ছবির মধ্যে বন্ধুর পথ, বিন্দুর ছেলে, প্রতিশোধ, নারীর রূপ, গরবিনী, মেজদিদি, দর্পণ ও প্রত্যাবর্ত্তন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কলকাতায় তাঁর জন্ম হয়। ইনি বেতারেও অভিনয় করে থাকেন।

॥ রমলা চৌধুরী ॥

অভিনেত্রী

রমলা চৌধুরীর জন্ম হয় কলকাতায়। পিতার নাম বীরভদ্র চৌধুরী ও মাতার নাম সরোজ বাসিনী চৌধুরী। রমলার পূর্ব নাম রিনি চৌধুরী। তিনি মাতা-পিতার দ্বিতীয় সন্তান। ছোটবেলা থেকেই তাঁর গান, অভিনয় ও অঙ্কন প্রতিভা ছিল। ১৯৪৫ সালে দিল্লীর কনভেন্ট থেকে জুনিয়ার কেমব্রীজ ও ১৯৪৭ সালে দার্জিলিং সেণ্ট হেলেন থেকে সিনিয়ার কেমব্রীজ পাশ করেন। এর পর কিছুদিন অন্নদা মুন্সীর কাছে কমার্শিয়াল লেআউট ও বেনেগল সাহেবের কাছে অয়েল পেন্টিং ও ওয়াটার কালার শেখেন।

১৯৪৯ সালে প্রেস সিণ্ডিকেটের অধীনে বিজ্ঞাপন বিভাগে চাকরী নেন। ১৯৫০ সালে সে কাজ ছেড়ে ভারতীয় এয়ারওয়েজে এয়ার হোষ্টেজের কাজ নিয়ে বিভিন্ন দেশ ভ্রমণ করেন।

১৯৫০ সালে দেশে ফিরে সিনেমা এক্সচেঞ্জের মিঃ আয়ার ও বিকাশ রায়ের সহযোগিতায় জিঘাংসা চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন। কিছুদিন সৌখীন অভিনেত্রী হিসাবেও অভিনয় করেছেন। রমলা চৌধুরী অভিনীত ছবির মধ্যে "সম্পদ" বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ রুমা দেবী ॥

অভিনেত্রী

খ্যাতনামা নায়িকা অভিনেত্রী যে কজন আছেন তার মধ্যে রুমা দেবীর পরিচিতিও কম নহে। বাংলা ও বম্বের তিনি একজন নামকরা অভিনেত্রী।

ইংরাজী ১৯৩৪ সালের কলকাতায় তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ।

এই অভিনেত্রী ১৯৪৪ সালে বম্বে টকিজের প্রথম চিত্র 'জোয়ার ভাটা'য় অভিনয় করেন। পরে সমর (হিন্দী ও বাংলা) আফসার ও রাগরং প্রভৃতিতে নায়িকা চরিত্রে অভিনয় করেন। এছাড়া তিনি বম্বের বহু চিত্রে অভিনয় করেছেন। বাংলার চিত্রগুলির মধ্যে গঙ্গা, ক্ষণিকের অতিথি, পারসোন্যাল এ্যাসিসটেণ্ট প্রভৃতি ছবিতে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

নফর সংকীর্ত্তন ও নেকলেস এই দুটি ছবিতে অভিনয় করার জন্য চুক্তিবদ্ধা হয়েছেন।

বর্ত্তমানে তিনি নিজে ফিল্ম ক্রাফট নামে একটি ইউনিট গঠন করে 'বেনারসী' নামক ছবিখানি তুলছেন।

॥ রঞ্জনা ব্যানার্জি ॥

অভিনেত্রী

যে সমস্ত শিল্পী তাঁর নিজস্ব [illegible] কাকেও অনুকরণ না করে আপন কলা কৌশল [illegible] নার্জি তাঁদের মধ্যে অন্যতমা।

ইংরাজী ১৯৪০ সালে কলিকাতায় [illegible] তার জন্ম হয়। পিতা শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ব্যানার্জী বর্ত্তমানে একজন বেতার [illegible] আপিসের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

প্রথম জীবনে রঞ্জনা পিতার [illegible] কলিকাতা বেতার নাটকে দলে অভিনয় সুরু করেন। বর্ত্তমানে বেতারের তিনিও একজন প্রিয় শিল্পী।

তাঁর পূর্ব নাম যূথিকা। হেডমাষ্টার নামক কথা চিত্রে রঞ্জনার ব্যানার্জী প্রথম অভিনয় করেন। এই অভিনয়ে তিনি বাংলার চিত্রজগতে পরিচিত হয়ে উঠেন।

তারপর আর [illegible] ২১টি চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

বর্ত্তমানে আরও [illegible]খানি চিত্রের [illegible] চুক্তিবদ্ধা হয়েছেন। তার মধ্যে [illegible] গণের ব্যবস্থাপনায় "মিঃ এণ্ড মিসেস চৌধুরী" মুক্তির প্রতীক্ষায়।

তিনি চঞ্চলা অভিনেত্রী তাঁর ভদ্র ব্যবহারের জন্য সকলের কাছে প্রিয়।

এই সুদর্শনা শিল্পী প্রথম বিভাগে স্কুল ফাইনালে উত্তীর্ণা হয়েছেন।

রাগিনী

অভিনেত্রী—বম্বে

বোম্বাই চিত্রজগতের নর্ত্তকী অভিনেত্রীর কথা বলতে গেলে স্বভাবতই ত্রিবাঙ্কুরের ভগিনীদ্বয়ের কথা এসে পড়ে। নৃত্যের সাবলীল গতি, মূর্চ্ছনা ও মুদ্রার সুষ্ঠু রূপায়ন নৃত্যশিল্পের আসল কথা এবং নৃত্য শিল্পীর গর্ব্বের বস্তু। এই গর্ব্বেই গর্বিতা আজকের নৃত্য ও অভিনয় শিল্পী রাগিনী। ছেলেবেলার অদম্য ইচ্ছা ও কঠোর অনুশীলনই আজকে রাগিনীর গলায় জয়মাল্য পরিয়ে দিয়েছে। পিতামাতার প্রথম সন্তান রাগিনী নর্ত্তকী হিসাবে চলচিত্রে যোগদান করেন। বিশ্ব বিশ্রুত নর্ত্তক ভারত গৌরব উদয় শঙ্করই জনসাধারণের কাছে রাগিনীর গুণের পরিচয় করিয়ে দেন, তাঁরই প্রযোজিত কল্পনা চিত্রের মাধ্যমে।

রাগিনীর অভিনীত ছবির মধ্যে নয়া আদমী কল্পনা পায়েল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৪ সালে ত্রিবাঙ্কুরে তাঁর জন্ম হয়।

রিহানা

অভিনেত্রী বম্বে

১৯৩৪ সালে বোম্বায়ের এক নর্ত্তকীর ঘরে রেহানার জন্ম হয়। নাচ গান, অভিনয় জন্ম সূত্র থেকেই পেয়েছেন। প্রথম জীবনে তিনি ড্যান্সিং পার্টি করে যুদ্ধশ্রান্ত সৈনিকদের নৃত্যগীতে মনোরঞ্জন করতেন পরে চিত্রজগতে এক্সট্রা নর্ত্তকী হিসাবে যোগ দেন।

প্রথম অভিনয়ের সুযোগ দেন পরিচালক পি এল সন্তোষী তাঁর পরিচালিত 'হাম সব এক হ্যায়' চিত্রে।

রিহানা অভিনীত ছবির মধ্যে 'হাম সব এক হ্যায়', সাজন, খিড়কী, শাহানাই, সাগাই, চিন চিনাকী বুবলাবু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রূপমালা

অভিনেত্রী—বম্বে

১৯৩৬ সালে মুলতান নামক শহরে রূপমালার জন্ম হয়। আসল নাম মুমতাজ বানু। এককালের অভিনেত্রী রমলার ছোট বোন তিনি। নৃত্য ও অভিনয় প্রতিভা ছোট বেলা থেকেই তাঁর ছিল। প্রথম অভিনীত ছবি চৌধুরী (পাঞ্জাবী)।

রূপমালা অভিনীত ছবির মধ্যে নিশান, শারদপুনম আলবেলী, উড়ন খাটোলা, নাস্তিক, আস্তিক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

রাজা পি সুলোচনা

অভিনেত্রী—সাউথ

১৯৩৬ সালে বেজওয়াদায় সুলোচনার জন্ম হয়। আসল নাম শ্রীমতী পি, আর, সুলোচনা পরামাসিভম। ছোটবেলা থেকেই অভিনয় প্রতিভা ছিল। প্রথম গুণাসাগরী (তামিল) ছবিতে অভিনয় করেন।

রাজা পি, সুলোচনা অভিনীত ছবির মধ্যে লালাবাত্তি, কবিরত্ন কালিদাস, বেদারা কালাপ্পা আসিয়ানা, নয়া আদমী, মিস্কিপাতি, চোরি চোরি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

লীলা মুখোপাধ্যায়

অভিনেত্রী

শিল্পী মন যদি ফুলের মত পবিত্র না হয় তবে তার শিল্পী জীবনের সার্থকতা কোথায়? সর্বংসহা দেবীর মত, সমুদ্রের মত অতলস্পর্শী যে দুঃখ বেদনা, তাকে জয় করে সকলকে আনন্দ বিতরণ করাই শিল্পীর কাজ। যে প্রকৃত শিল্পী সে তা করবেই। কেহ কি ভেবে দেখেছে শিল্পী জীবনের চরম ব্যর্থতার মূলে, পরাজয়ের মূলে, কত বেদনাই না লুকিয়ে আছে?

লীলা মুখার্জীও একজন শিল্পী। তিনি ব্যথা ও ব্যর্থতার ভিতর দিয়ে

মানুষ হয়েছেন। সত্যিকারের সাধনা ছিল বলেই তিনি আজ শিল্পীর আসনে প্রতিষ্ঠিতা।

ইংরাজী ১৯২৫ সালে কলকাতায় জন্ম হয় লীলা মুখার্জির। পিতা শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়। বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করবার পূর্ব্বে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন।

তিনি নাট্যাচার্য্য ৺শিশির কুমারের ছাত্রী ছিলেন। যিনি একবার নাট্যাচার্য্যের কাছে শিক্ষা পেয়েছেন সে শিক্ষা কোন দিনই তাঁর ব্যর্থ হয় নি। তিনি শিল্পী জীবনে প্রথম পাদপ্রদীপের সামনে দাঁড়িয়ে সীতায়—তুঙ্গভদ্রা আলমগীরে—মীরাবাঈ, মাইকেলে—দেবকীর ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ভাষার মধুরতায়, ভাবের অভিব্যক্তিতে সে অভিনয় অপূর্ব, অতুলনীয়।

চিত্রজগতেও তিনি কয়েকখানি ছবিতে আত্মপ্রকাশ করেছেন।

লিলি চক্রবর্ত্তী

অভিনেত্রী

১৯৪১ সালে ঢাকায় লিলি চক্রবর্ত্তীর জন্ম হয়। পিতার নাম কেশব চন্দ্র চক্রবর্ত্তী। এই নবাগতা সুন্দরী ছেলেবেলায় নাগপুর থেকে হিন্দী ও ইংরাজী পড়াশুনা করেছেন। নাগপুরে থাকাকালীন ছোটবেলা থেকেই ওখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অভিনয়, নাচ ও গান করতেন। এই সব বিষয়ে তিনি তাঁর মায়ের কাছ থেকেই উৎসাহ পেয়েছেন বেশী।

এ্যামেচারে অভিনয় করার প্রথম প্রেরণা পি. দেবব্রত সুর। অতিথি মহাশয়ের কাছ থেকে। নিউ এম্পায়ারে প্রথম 'মেঘনাদ বধ'এ সৌখীন সম্প্রদায়ে অভিনয় করেন। তারপর ষ্টারে 'ডাক বাংলাতে' ইরার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। বর্ত্তমানে 'শ্রেয়সী'তে কাজরীর ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

ছায়াচিত্রে প্রথম ভাগ্য পেল নটীতে একটি ছোট পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেন। তারপর বর্ত্তমানে তিনি মধ্য রাতের তারা ও ইঙ্গিত ছবিতে বিশিষ্ট ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

ললিতা পাওয়ার

অভিনেত্রী—বম্বে

বম্বে চিত্রজগতের যে কয়জন প্রধানা অভিনেত্রী আছেন, ললিতা পাওয়ার তাদের মধ্যে অন্যতমা। ১৯০৮ সালে ইন্দোরে ললিতা পাওয়ারের জন্ম হয়। শিশুকাল থেকেই তাঁর অভিনয় প্রতিভা ছিল। প্রথম অভিনয় করার সুযোগ পান নির্ব্বাক যুগে 'পতিত পাবন' চিত্রে। তারপর প্রথম সবাক চিত্র 'দুনিয়া কেয়া হ্যায়' তে অভিনয় করেন।

ললিতা পাওয়ার অভিনীত ছবির মধ্যে—দাগ, নাহজ, গৃহস্থী, বহুত দিন হুয়ে, অমর ভূপালী, শ্রী৭২০ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দুনিয়া কেয়া হ্যায় চিত্রটি তাঁরই প্রযোজনায় গৃহীত হয়েছিল।

॥ লীলা চিটনীশ ॥

অভিনেত্রী—বম্বে

বোম্বাই চিত্রজগতের যে কয়জন প্রতিষ্ঠাবতী অভিনেত্রী নিজ নিজ অভিনয় গুণে সমৃদ্ধশালী করে তুলেছেন, লীলা চিটনীশ তাঁদের অন্যতমা। ১৯১৭ সালে ধারবারে জন্ম হয় লীলা চিটনীশের। জন্মগত প্রতিভা ও কঠোর অনুশীলনই আজ লীলা চিটনীশকে এত খ্যাতি এনে দিয়েছে। জু-আন্দার চিত্রখানিই প্রথম লীলা চিটনীশকে অভিনেত্রী হিসাবে দর্শকদের সামনে প্রকাশ করে। উনি শুধু অভিনেত্রীই নন একজন ভালো গায়িকা, প্রযোজিকা ও পরিচালিকা। কাঞ্চন নামক চিত্রটি প্রযোজনা ও আজ কী বাত চিত্রটি পরিচালনা করেছেন। লীলা চিটনীশ অভিনীত ছবির মধ্যে বন্ধন, ঝুলা, কঙ্গন, মা, ঘর ঘর কী কাহানী, আওয়ারা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এযাবত তিনি বহু চিত্রে অভিনয় করেছেন ও বর্ত্তমানে করছেন।
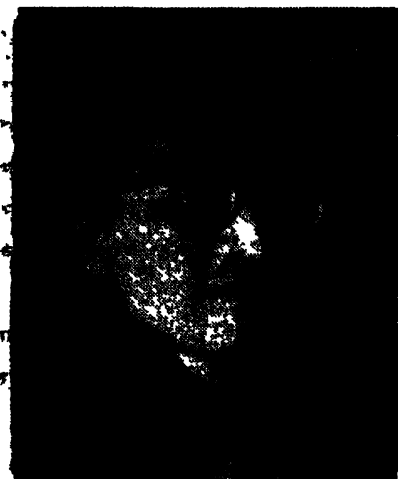
শম্ভু মিত্র

অভিনেতা

বর্তমানের খ্যাতিমান অভিনেতা শম্ভু মিত্র। আনুমানিক ইংরাজী ১৯২৫ সালে হাওড়ায় জন্মগ্রহণ করেন।

ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের নেশা ছিল তাঁর। প্রথম জীবনে বাড়ীর আত্মীয় স্বজনের কাছে প্রেরণা পেয়েছিলেন এবং পরে স্কুল ও কলেজ জীবনে বহু নাটকে ও সৌখীন সম্প্রদায়ে অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেন।

আজ পর্য্যন্ত পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় না করলেও I P.T A. তে বহু অভিনয় করেছেন এবং "বহুরূপী" নাট্য প্রতিষ্ঠান গঠন করে আজ তিনি খ্যাতির শীর্ষে উঠেছেন।

ইংরাজী ১৯৪৮ সালে বহুরূপীর পত্তন করেন। আজ পর্য্যন্ত তাঁর উল্লেখযোগ্য নাটকগুলির মধ্যে নবান্ন, পথিক, ছেঁড়া তার, উলুখাগড়া, চার অধ্যায়, রক্তকরবী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সব গুলি নাটকই নিউ এম্পায়ার মঞ্চে সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে।

বর্তমানে তাঁর পরিচালনায় "মানিক" নামক কথা চিত্রটি এন্ টি ষ্টুডিওতে যথাযথ চিত্রগ্রহণ চলছে।

ব্যাক্তিগত জীবনে বর্তমান খ্যাতিমানা মঞ্চাভিনেত্রী শ্রীমতী তৃপ্তি মিত্র তাঁর সহধর্ম্মিনী। চিত্রে ও শম্ভু মিত্রের দক্ষতায় জনসাধারণ মুগ্ধ হয়েছে। তাঁর অভিনীত পথিক চিত্রখানি প্রচুর প্রশংসা লাভে সক্ষম হয়েছিল। এ ছাড়াও তিনি আরও ২।১ খানা ছবিতে অভিনয় করেছেন।

বর্ত্তমানে বিশ্বরূপায় বহুরূপী অভিনয়ে নিয়মিত যোগদান করছেন।

॥ শ্যাম লাহা ॥

হাস্যাভিনেতা

হাসির বন্যা ছড়িয়ে যারা দর্শককে মাতিয়ে তোলে, নিজে না হেসে পরকে হাসির সাগরে ডুবিয়ে রাখে শ্যাম লাহা তাঁদেরই অন্যতম। কলিকাতার প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রিটে তাঁর জন্ম হয়। পূর্ব নাম নিতাই চাঁদ শীল। শ্যামপুকুরের ৺যদুনাথ লাহা (দাদামশাই) তাঁকে পালিত পুত্র হিসাবে গ্রহণ করেন এবং তখন থেকেই তাঁর নাম রাখা হয় শ্যাম চাঁদ লাহা। এই সময়ে ইনি তবলা, সেতার, ফ্লুট, ক্লারিওনেট শেখেন এবং ফিজিক্যাল কালচারও সুরু করেন। ১৯৩০ সালে তিমিরবরনের কাছে সেতার শেখেন। ১৯৩৪ সালে নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেন। নিউ থিয়েটারে কয়েক-

-খানা ছবিতে প্রথম ছোট ছোট ভূমিকায় অভিনয় শুরু করেন এবং ব্যবস্থাপনার কাজে লিপ্ত হন। এন টির বাইরে, গবমিল তাঁর ব্যবস্থাপনায় প্রথম ছবি। তিনি বহু ছবিতে অভিনয় ও ব্যবস্থাপনা করেছেন।

এ যাবৎ শ্যাম লাহা বহু চিত্রে হাসির অভিনয়ে দর্শকবৃন্দকে খুশি করেছেন। ইনি শ্যামলী, রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত, ডাক বাংলো ও প্রেয়সীতে অভিনয় করেছেন ও করছেন। সিনেমায় 'সাধারণ মেয়ে' কথাচিত্রে প্রথম অভিনয় করেন। বর্তমানে নতুন ফসল, কোন এক দিন, শেষ পর্য্যন্ত প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করেছেন।

॥ শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

হাস্যাভিনেতা

এই শক্তিমান যুবক অতি অল্প দিনের ভিতরই জনসমাজে বেশ খানিকটা সুনাম করে ফেলেছেন। বেশী চিত্রে আত্মপ্রকাশ না করলেও যে কখানি চিত্রে আত্মপ্রকাশ করেছেন তাঁর সব কটিতেই বেশ সরস অভিনয় করেছেন।

১৯২৭ সালে কলিকাতায় এই হাস্যাভিনেতার জন্ম হয়।

প্রথম অভিনয় করবার সুযোগ পান 'তুলসী দাস' চিত্রে। তারপর ক্রম পর্য্যায়ে, শ্যামলী, আজ সন্ধ্যায়, পাশের বাড়ী, বরযাত্রী, হ্রদ, বাঁশের কেল্লা, ধূলার ধরণী, শাপ মোচন প্রভৃতিতে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

বহু জলসায় এবং প্রতিষ্ঠানে ক্যারিকেচার দেখিয়ে ইনি প্রভূত যশের অধিকারী হয়েছেন।

॥ শ্রীপতি চৌধুরী ॥

• অভিনেতা

শ্রীপতি চৌধুরী একজন চিত্র ও মঞ্চ অভিনেতা। ইনি ১৯২০ সালে ময়মনসিংহে শেরপুরের জমিদার বংশে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে স্থানীয় ক্লাবের মাধ্যমে অভিনয় করে উচ্চ প্রশংসা পান। প্রথম ছবি ১০৯ ধারাতে ছোট একটি ভূমিকায় অভিনয় করেন। মধু বোস পরিচালিত মাইকেল ও পরে ধ্রুব, কল্যাণী, কড়ি ও কোমল, মহাকবি গিরিশ চন্দ্র, কংস, মায়ামৃগ ইত্যাদিতে অভিনয় করেছেন।

প্রথমে সত্তু সেনের সহায়তায় কুন্তি ও কৃষ্ণ নামক নাটকে মহেন্দ্র গুপ্তের পরিচালনায় যুধিষ্ঠিরের ভূমিকায় অভিনয় করেন।

১৯৫৫ সালে প্রথম রেডিও নাটকে দলের সহিত অভিনয় করেন এবং সেই থেকে তিনি প্রায়ই বেতার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে থাকেন।

***

॥ শাম্মী কাপুর ॥

অভিনেতা—বম্বে

বম্বের ক্ষমতাবান নাযকদেব অন্যতম হলেন প্রথিত যশা চিত্র-মঞ্চ, নট-নাট্যকার ও নাট্য পবিচালক পৃথ্বিবাজ কাপুবেব মধ্যম পুত্র শাম্মী কাপুর। জন্মগত প্রতিভা ও সুনিপুণ অভিনয শিক্ষা আজ শাম্মী কাপুরকে এতটা বড করে তুলেছে। চলচ্চিত্রে প্রথম অভিনযেব সুযোগ আসে পরিচালক আস্পীব সহায়তায় এ আব কাবদাব পরিচালিত ও প্রযোজিত জীবন জ্যোতি চিত্রে। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বাজ কাপুব ও শশী কাপুরও ক্ষমতাবান প্রযোজক ও অভিনেতা। কিছুদিন আগে ইনি খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রী গীতাবালিকে বিবাহ করেছেন। শাম্মী কাপুব অভিনীত ছবিব মধ্যে জীবন জ্যোতি, রেলক। ওবা, ঠোকব, বসন্ত, কফি হাউস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ ছাডাও তিনি বহু ছবিতে অভিনয কবেছেন ও কবছেন।

শেখর

অভিনেতা—বম্বে

বম্বেব ক্ষমতাবান অভিনেতাদেব অন্যতম হলেন শেখর। ১৯২৩ সালে দেরাদুনে শেখবেব জন্ম হয়। আগ্রা কলেজ থেকে ইনি বি এ পাশ কবেন। চিত্রজগতে আসার আগে এয়াব সার্ভিসে কাজ কবতেন। প্রথম আঁখে চিত্রটিই অভিনেতা বলে শেখবকে দর্শক সমাজে পবিচিত করে। একখানা চিত্র ইনি প্রযোজনাও কবেছেন। শেখর অভিনীত ছবিব মধ্যে বড়ী বহু, হামারী বেটী, ছোটে বাবু, আঁশু, কভি আঁন্ধেরা কভি উজালা, শিকার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শোভা সেন

অভিনেত্রী

সুশিক্ষিতা আদর্শময়ী অভিনেত্রী কুলরাণী শোভা সেন চিত্র ও মঞ্চ জগতে আজ সুপরিচিতা। আবেগমর্মী অভিনয়ে, এমন দরদী অভিনেত্রী বাংলার চিত্র ও নাট্য জগতে খুবই কম দেখা যায়।

১৯২৩ সালে ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত কার্তিকপুর গ্রামে তাঁর জন্ম হয়। পিতা ডাক্তার নৃপেন্দ্র নাথ সেনগুপ্ত।

কলিকাতায় এসে ১৯৩৯ সালে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রবেশিকা এবং ১৯৪৩ সালে বেথুন কলেজ থেকে বি এ পরিক্ষায় সম্মানে উত্তীর্ণ হন। শৈশবের অভিনয় প্রতিভাকে কাজে লাগাবার জন্য কিছুদিন সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে জড়িত থাকেন ১৯৪৫ সালে বেতার শিল্পীরূপে যোগ দেন। এর পরই তিনি প্রথম চিত্রে অবতরণ করেন "ছিন্ন মূলে"। তারপর থেকে আজ পর্যান্ত এই শিল্পী বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে পরিবর্ত্তন, বামুনের মেয়ে, তথাপি, বিদ্যাসাগর, সহযাত্রী, মেজদিদি, স্পর্শমণি, বনহংসী ও বাবলা প্রভৃতি চিত্র তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ অভিনয়ে সমৃদ্ধ।

তিনি বেতার নাটকের একজন প্রিয় শিল্পী।

বর্ত্তমানে তিনি পরিচালক ও অভিনেতা উৎপল দত্তের লিটল থিয়েটারের সঙ্গে যুক্ত থেকে মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে অঙ্গার নাটকে নিয়মিত অভিনয় করছেন।

শান্তি গুপ্তা
অভিনেত্রী

প্রখ্যাতনামা মঞ্চ ও চিত্রাভিনেত্রী শ্রীমতী শান্তি গুপ্তা আনুমানিক ১৯১০ সালে কলিকাতায় এক বৈদ্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন।

ইনি যদিও স্বল্প শিক্ষিতা তবুও বাল্যকাল থেকেই বহুশক্তি সম্পন্ন ছিলেন। তখন থেকেই অভিনয়ের প্রতি তার একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ জন্মে। চিত্রে খুব বেশী অভিনয় না করলেও মহাসাধক গিরিশচন্দ্রের শাস্তি কি শান্তি, জনা প্রভৃতি কয়েকটি নাটকে অভিনয় করেন এবং খ্যাতি অর্জন করেন। চিত্র অপেক্ষা মঞ্চে ইনি বেশী খ্যাতিমানা।

তিনি রঙমহলে, ষ্টারে, মিনার্ভায় ও ভূতপূর্ব্ব নাট্য নিকেতনে এবং বর্ত্তমানে বিশ্বরূপা রঙ্গমঞ্চে বহু নাটকে অবতীর্ণা হয়ে সুধী দর্শকগণের মনোরঞ্জন করেছেন। তিনি দরদী অভিনেত্রী। তাঁর নামকরা কতকগুলি অভিনয়ের তালিকা লিপিবদ্ধ করলাম।

পথের দাবীতে—নবতারা, মিশর কুমারীতে কাকাতুয়া প্রভৃতি চরিত্র সৃষ্টি এক কথায় অপূর্ব্ব।

ইহা ছাড়া সরলা বাংলার মেয়ে, ব্ল্যাক আউট, স্বামী স্ত্রী, আরোগ্য নিকেতন প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করে তিনি প্রচুর প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন।

শিপ্রা মিত্র

সুকণ্ঠী শিপ্রা মিত্র বাংলার চিত্র ও মঞ্চ জগতে একজন সত্যিকারের গুণী শিল্পী। ভাব-ভাষার সরলতা, চমৎকার অঙ্গভঙ্গী এই সুশিক্ষিতা অভিনেত্রীর জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

অভিজাত জমিদার বংশে কলিকাতার অদূরে হালিসহরে তাঁর জন্ম হয়। শিপ্রা মিত্র তাঁর অভিনয় জগতে প্রবেশ করবার পরের নাম। পূর্ব্ব নাম ছিল কাননিকা চ্যাটার্জি। পিতা ও জ্যাঠামশাই কর্ম্মসূত্রে বহুদিন পাঞ্জাবে ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনিও বহুদিন পাঞ্জাবে কাটিয়েছেন।

প্রথম জীবনে তিনি অভিনেত্রী ছিলেন না। বাল্য জীবনে সঙ্গীত শাস্ত্রে এঁর অসাধারণ বুৎপত্তি জন্মে। সমস্ত রকম গানে তিনি সকলকে মুগ্ধ করে দিতেন।

আনুমানিক ইংরাজী ১৯৪৪ সালে তিনি কলকাতায় আসেন এবং এখানে এসে গায়িকা হিসেবে বেশ সুনাম অর্জন করেন। মধুর কণ্ঠের অধিকারিণী শিপ্রা মিত্র শৈলজানন্দ প্রযোজিত শহর থেকে দূরে, মানে না মানা ও মীরাবাঈ কথাচিত্রের গানগুলি রেকর্ডে এবং রেকর্ড নাট্যে অংশ গ্রহণ করেন ও অচিরে একজন বিশিষ্টা গায়িকারূপে পরিগণিতা হন। সেই সময় মেসার্স এন, বি, সেন প্রতিষ্ঠিত "সেনোলা রেকর্ড" কোম্পানীতে ফিল্ম ছাড়াও বহু গান রেকর্ড করেন। স্বনামধন্য পরিচালক ৺প্রমথেশ বড়ুয়া অভিনীত দেবদাস রেকর্ড নাট্যের সমস্ত গানগুলি তিনি প্লেব্যাক করেছেন।

এই তো গেল সঙ্গীত জীবনের কথা এইবার তাঁকে তাঁর অভিনয় জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে আসি।

সঙ্গীত শিল্পীকে এবার আমরা পাব অভিনয়ের মাধ্যমে। এই ভিন্নমুখী প্রতিভা থেকে বেশ বোঝা যায়, যে কাজ তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে করেছেন সে কাজেই জয়ের মালা নিয়েছেন।

আনুমানিক ১৪ বৎসর সময়ে তাঁর এক ভাই অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের (ফটোগ্রাফার) সহযোগিতায় তিনি চিত্র জগতে আসেন। এবং প্রখ্যাত পরিচালক ৺প্রমথেশ বড়ুয়ার-শিক্ষাধীনে থাকেন। এই সময়ে নবীন পরিচালক ও অভিনেতা শিশির মিত্রের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়।

ভাবীকাল চিত্রে তিনি প্রথম অভিনয় করেন। তার পর থেকে তিনি বহু চিত্রে অভিনয় করে বিপুল যশের অধিকারিণী হন।

রঙ্গমঞ্চেরও তিনি একজন যশস্বী অভিনেত্রী। ১৯৫৩ সাল থেকে মঞ্চে অভিনয় সুরু করেন। একাধারে নায়িকা এবং গায়িকা রূপে নাট্য জগতে তিনি দর্শক প্রিয় হয়ে উঠেন।

তাঁর অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে তদানীন্তন নাট্য নিকেতনে (অধুনা বিশ্বরূপা) চিরকুমার সভা, মন্ত্র শক্তি, বঙমহলে—উল্কা এবং আধুনিক শীতাতপনিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা ষ্টারে শ্রীকান্ত ও রাজলক্ষ্মীতে অভিনয় করে নাট্য জগতেও শ্রদ্ধার পাত্রী হয়ে আছেন। ব্যক্তিগত জীবনে শিশির মিত্রের সহধর্মিনী তিনি।

শুক্লা দাস
অভিনেত্রী

অভিনেত্রীরূপে খ্যাতি লাভ করলেও তিনি একজন ভাল নৃত্য শিল্পী। তিনি নাচ শিখেছেন অতীন লাল ও মণিশঙ্করের কাছে।

ইংরাজী ১৯৩৯ সালে বরিশালে তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম শ্রীরঞ্জন দাস।

তিনি মঞ্চ ও চিত্রে অভিনয় করে থাকেন। ইংরাজী ১৯৫৭ সালে প্রথম রঙমহলে উল্কা নাটকে অভিনয় করেন এবং নাচের কৌশল দেখিয়ে দর্শকমন জয় করতে সমর্থা হন। তারপর কবি, শেষলগ্ন, মায়ামৃগ, একমুঠো আকাশ, এক পেয়ালা কফি এবং সাহেব বিবি গোলামে অভিনয় করছেন।

চিত্রে পৃথিবী আমারে চায়, নতুন প্রভাত, বসন্ত বাহার, কংস, নিক্কি (পাঞ্জাবী ছবি) ধূমুহা (আসামী ছবি) ভক্ত প্রহ্লাদ প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করেছেন।

বর্তমানে মিঃ এণ্ড মিসেস চৌধুরী, লক্ষ্মী নারায়ণ, এতটুকু আশা, মিথুন লগ্ন, জীবন স্বপ্ন, চেনা অচেনা ও সুরের পিয়াসী প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করে আগামী দিনের দর্শকগণকে স্বাগতঃ জানিয়েছেন।

তিনি বেতার নাট্যের নিয়মিত শিল্পী।

১৯৬০ সালে তরুণ চিত্র অভিনেতা প্রবীর কুমারের সঙ্গে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধা হয়েছেন।

শীলা পাল

অভিনেত্রী

উদীয়মানা তরুণী অভিনেত্রী শীলা পাল আজ নিজ গুণে নায়িকা অভিনেত্রীর স্থান করে নিয়েছেন। ইংরাজী ১৯৪৪ সালে বানপুর নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই গাছে ওঠা, সাঁতার কাটা নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন তিনি। গ্রামের স্কুলে যখনই কোন উৎসব উপলক্ষে অভিনয় হত তখনি তিনি প্রধানা চরিত্রে অভিনয় করতেন এবং মাঝে মাঝে পরিচালনার ভারও নিতেন।

ইংরাজী ১৯৬৫ সালে কলকাতায় আসেন। প্রথম [illegible] নিকট 'সুধী জনমণ্ডলীর পরিবেশনায়, মঞ্চ ও চিত্র [illegible] তাঁকে মহেন্দ্র গুপ্তের 'উল্কা নাটক' একটি বিশিষ্ট চরিত্রে [illegible]। তখন থেকেই শীলা পাল রঙ্গালয় ও শৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ে অভিনয় [illegible]। তাঁর অভিনীত নাটকগুলির মধ্যে [illegible] দতাকা, সিরাজদ্দৌল্লা, কালিন্দী' [illegible] শেষে ও রাণী ভবানী [illegible] অভিনয় খুবই প্রশংসনীয়। বর্তমানে ইনি কয়েকখানি ছবিতে অভিনয় করছেন।

শ্যামলী চক্রবর্ত্তী

অভিনেত্রী

শ্যামলী চক্রবর্ত্তীর প্রথম জীবন অত্যন্ত দুঃখের। সংসারে অনটন বেড়েই চলেছে। চোখের সামনে অন্য কোন পথ না দেখে বেছে নিলেন অভিনেত্রীর জীবন।

খুলনার বিষ্টুপুর গ্রামে ইংরাজী ১৯৩১ সালে তাঁর জন্ম হয়। পিতা মনিমোহন চক্রবর্ত্তী। অভাব অনটনে পিষ্ট হয়ে চাকুরীর সন্ধানে কলিকাতায় আসেন।

তিনি প্রথমে মালা নামক ছবিতে একটি ছোট অভিনয় করেন। তার পর মিশি হল ভোর ছবিতে সুযোগ পান। দুর্গেশ নন্দিনীতে নায়িকার ভূমিকায়

অভিনয় করেন। ইত্যবসরে পিতা অসুস্থ হয়ে পড়ায় সৌখিন নাট্য-সম্প্রদায়ে অভিনয় করতে সুরু করেন অর্থাভাবের জন্য। তবু পিতা বাঁচলেন না।

কয়েকখানি ছবিতে অভিনয় করার পর এলেন মঞ্চে। মিনার্ভায় "এরাও মানুষ" নাটকে তিনি নিয়মিত অভিনয় করে দর্শকদের প্রচুর আনন্দ দিয়েছেন।

শর্মিলা ঠাকুর

প্রখ্যাত [illegible] পরিবার। এই শিক্ষিতা রুচি-সম্পন্না [illegible] লুকিয়ে ছিল, প্রথিতযশা চিত্র [illegible]। এর তার শিক্ষায় প্রায় ৩ বছর আগে [illegible] আত্মপ্রকাশ করেন। চিত্রজগতে অপূর্ব [illegible] উন্নত বর্ণের অভিনয় প্রতিভা দেখে জনসাধারণ মুগ্ধ হয়েছে। [illegible] রায়ের "দেবী"তেও তিনি নায়িকার অংশে অভিনয় করে খ্যাতি লাভ করেছেন।

বর্ত্তমানে তিনি লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত আছেন। আগামীতে দর্শকসমাজ তাঁকে আরও চিত্রে অভিনেত্রীরূপে দেখবার আশা রাখে।

শিখারাণী বাগ

অভিনেত্রী

শিশু অভিনেত্রীর মধ্যে শিখারাণী বাগের স্থান প্রথম শ্রেণীতে। এরকম সাবলীল অভিনয় খুব কমই দেখা গেছে। মাত্র পাঁচ বছর বয়সে এই শিল্পী অভিনয় সুরু করে। এম, পির বিমল ঘোষ তাকে প্রথম অভিনয়ে উৎসাহ ও সহযোগিতা করেন।

১৯৪২ সালে নবদ্বীপে শিখারাণী বাগের জন্ম হয়। পিতা বিমলেন্দু বাগ বেশ সদালাপী মানুষ।

শিখারাণী প্রথম 'সঙ্কল্প' ও পরে "জাগ্রত ভারত" এ অভিনয় করে। ছোটবেলা থেকেই নাচে ও তবলা বাজাতে পটু ছিল সে। তবলা বাজিয়ে এই শিল্পী অল ইণ্ডিয়া চাম্পিয়ানও লাভ করেছিল।

সোরাবমোদি পরিচালিত রঙিন ছবি ঝান্সির রাণী ছবিতে ছোট ঝান্সির ভূমিকায় অভিনয় করে শিখারাণী সকলকে চমৎকৃত করেছে। ছবিখানি হিন্দী ও ইংরাজিতে প্রদর্শিত হয়েছে। এ ছাড়াও শিখারাণী সোনার কাটি, মা শিতলা, মেজদিদি, শিল্পী, অগ্নি পরীক্ষা প্রভৃতি প্রায় ৩২ খানা ছবিতে সুঅভিনয় করেছে। শুধু বাংলায় নয় হিন্দীতে বলয়গ্রাস ও শোভা প্রভৃতি ছবিতেও অভিনয় করেছে। এ ছাড়া এই শিল্পী বিশ্বরূপায় ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে নৃত্য নাট্যে অংশ গ্রহণ করেছে।

বেতার নাট্যে শিখারাণী একজন নামকরা শিল্পী। বেতারে অভিনয় বহুবার করেছে।

তার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে পণ্ডিত নেহেরু, রাজা গোপাল আচারী, শ্যামা-প্রসাদ, উদয়শঙ্কর, শেখ আবদুল্লা প্রভৃতি বিশিষ্ট জ্ঞানী ও গুণী প্রশংসাপ দিয়ে তাকে উৎসাহিত করেছে।

বহু দর্শক ধন্য এই শিশু শিল্পী আজ পরিণত বয়সে তার রূপ মাধুর্য্যে ও অভিনয় মাধুর্য্যে নায়িকার অভিনয়ে দর্শককে স্বাগত জানাক, চিত্রমোদিরা নিশ্চয় তা আশা করে।

শিপ্রা সাহা

অভিনেত্রী

শিপ্রা সাহা আজ বাংলা চিত্র ও মঞ্চ জগতের নবাগতা অভিনেত্রী। সুদর্শনা অভিনেত্রীর মধ্যে তিনি অন্যতমা। সুমধুর কণ্ঠস্বরের অধিকারিণী তিনি। হাওড়ায় সালকিয়া অঞ্চলে ১৯৩৩ সালে এঁর জন্ম হয়। বাল্যকাল থেকেই তিনি অভিনয়ের প্রতি আকৃষ্টা হন। ছোটবেলা থেকেই সৌখীন সম্প্রদায়ে অভিনয় প্রতিভা দেখিয়ে এসেছেন। তার মধ্যে নাযিকারূপে ইনি বহু প্রতিষ্ঠানের বহু নাটকে অভিনয় করে সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ে যশের অধিকারিণী হয়েছেন। বর্তমানে বাংলার শ্রেষ্ঠ নাট্য মঞ্চ "ষ্টার" রঙ্গালয়ে "শ্রেয়সী" নাটকে একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় রাতের পর রাত অভিনয় করে চলেছেন।

চিত্র জগতেও তিনি ২।৩ খানা ছবিতে পার্শ্ব চরিত্রে ভাল অভিনয় করেছেন।

শশীকলা

অভিনেত্রী—বম্বে

সুজাতার রমাকে আজও চিত্রামোদীর মনে গাঁথা আছে। ১৯৩৩ সালে শোলাপুরে শশীকলার জন্ম হয়। ছেলেবেলার সুপ্ত অভিনয় ও নৃত্য প্রতিভা পরিণত বয়সে আরও বিস্তার লাভ করে। সাংসারিক অস্বচ্ছলতা হেতু মাত্র বারো বছর বয়সেই শশীকলাকে বম্বে টকিজের জোয়ার ভাটা চিত্রে প্রথম অভিনয় করতে হয়। শশীকলা অভিনীত ছবির মধ্যে সুজাতা, চাচা চৌধুরী, জগনু, জিন্নত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ইনি ওমপ্রকাশ সাই-গলের স্ত্রী।

শান্তা আপ্তে

অভিনেত্রী—বম্বে

১৯২৩ সালে ত্রধনিতে জন্ম হয় শান্তা আপ্তের। ছে[illegible]লেবেলা থেকেই তাঁর অভিনয় প্রতিভা ছিল। ১[illegible]৩১ সালে প্রথম ভ[illegible]জী পাণ্ডাবকর ও বাবুরাম পাই প্রযোজিত অমৃত মন্থনে অভিনয় করেন। ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৮ সাল অবধি গা[illegible] [illegible]। শান্তা আপ্তের অভিনীত ছবি [illegible] জ্যোতি, [illegible] মান, [illegible] প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শম্মী

[illegible]

১৯২৯ সালে বোম্বের এক পার্শী পরিবারে শম্মীর জন্ম হ[illegible] [illegible] এর আসল নাম নারগীস্ জেহাঙ্গীর রাবাডী। চলচ্চিত্র জগতে আসার পূর্বে ইনি একটি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। কিছুদিন একটা অফিসে টাইপিষ্টের কাজ করেছেন। ১৯৫০ সালে প্রথম অমর খেয়াম ফিল্মসের কর্ত কর্তাদের ডাকে ওস্তাদ পেড্রোতে অভিনয় করেন। পরে গায়ক মুকেশ প্রযোজিত মালহার চিত্রেও অভিনয় করেন। শম্মীর অভিনীত ছবির মধ্যে মালহার, শাহী মেহমান, পহেলী ঝলক, আজাদ, সংদিল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শ্যামা

অভিনেত্রী —বম্বে

বোম্বায়ের ক্ষমতাশালীনী নায়িকাদের মধ্যে শ্যামা অন্যতমা। শ্যামা অভিনীত ছোটী বহীনের মধ্যমা বধুর চরিত্রটিকে আজও সাধারণ দর্শকরা ভুলতে পারেনি। ১৯৩৫ সালে লাহোরের এক মুসলমান পরিবারে শ্যামার জন্ম হয়। আসল নাম খুরশীদ আফতার। প্রথমে অতিরিক্ত নর্ত্তকী হিসাবে চিত্রজগতে আসেন। কিন্তু শৈশবের সুপ্ত প্রতিভা কঠোর অনুশীলনের গুণে দিনের পর দিন খ্যাতিমান অভিনেত্রী হিসাবে তিনি পরিচিত হয়ে ওঠেন। প্রথম অভিনেত্রী হিসাবে 'জিনত' ছবিতে অভিনয় করে জন সমাদর লাভ করেন। শ্যামা অভিনীত ছবির মধ্যে ভাবী, ছোটী বহীন, ছোটী ভাবী, ভাই ভাই, হামলোগ, ছুমন্তর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সন্তোষ সিংহ

অভিনেতা

তরুণের বয়স ছাড়িয়ে প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এলেও সেই উদাত্ত কণ্ঠের

অধিকারী সন্তোষ সিংহ আজও শিল্পী সাধনায় মগ্ন। তাঁর সুমিষ্ট আলাপন, সরল হাস্যমুখর মুখ, এই নিষ্ঠাবান শিল্পীর সান্নিধ্যে যেই এসেছে তখন তাঁকে শ্রদ্ধা না করে থাকতে পারেনি।

ইংরাজী ১৮৯৯ সালে কলিকাতায় তাঁর জন্ম হয়। পিতা৺কালি কৃষ্ণ সিংহ কলিকাতা সিটি কলেজে আই এ পর্য্যন্ত পড়েছেন। শৈশব থেকেই অভিনয়ের প্রতি তাঁর আসক্তি জন্মে। প্রথম জীবনে সৌখীন নাট্য সম্প্রদায়ের কিছু নাটকে তিনি অভিনয় এবং শিক্ষকতা করেছেন। নট শেখর নরেশ মিত্রের পরেই এঁর শিক্ষকতার স্থান।

ইংরাজী ১৯২৫ সালের আগষ্ট মাসে অধুনালুপ্ত আর্ট থিয়েটারে ৺অপরেশ চন্দ্রের শিক্ষকতায় ধৃষ্টদ্যুম্ন চরিত্রে সুখ্যাতির সঙ্গে অভিনয় করেন। তারপর নাট্য নিকেতনে (বর্তমানের বিশ্বরূপা) "মা" নাটকে অভিনয় করে যশের অধিকারী হন। নাট্য নিকেতনের সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদ করে ১৯৩৫ সালে "রূপমহল নামে" একটি প্রেক্ষাগৃহের প্রতিষ্ঠায় তিনি ব্রতী হন। কো অপারেটিভ বেসিসে মাত্র ১১ জনকে নিয়ে তিনি এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে চেষ্টা করেন। সন্তোষ দাস, ভূপেন চন্দ্র, গণেশ গোঁসাই, ৺[illegible] বক্সী, ৺ললিত মিত্র, ৺মুকুন্দ সেন, ৺পশুপতি সামন্ত ও তুলসী চক্রবর্ত্তী প্রভৃতির নাম তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য। তারপর "চাৎপুর রঙ্গমহল" প্রতিষ্ঠা তাঁর জীবনের আর এক কীর্তি। সেই সময় তিনি শচীন্দ্র নাথের "আবু হাসান" চরিত্রে অভিনয় করেন। এই সময় যশস্বী চিত্র ও মঞ্চ নট ৺দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে মাসিক ২০০্ টাকা বেতনে নিউ থিয়েটার্সের প্রতিষ্ঠাতা শ্রদ্ধেয় বি এন সরকারের কাছ থেকে এনে উক্ত নাটকে ঔরঙ্গজেবের ভূমিকায় অভিনয় করান। তারপর ১৯৩৭ সালে রঙমহলে এসে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় অভিষেকে, বৈশিষ্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রচুর খ্যাতি লাভ করেন। আনুমানিক ১৯৪০ সাল পর্যন্ত প্রণয়, ডিটেকটিভ, সংগ্রাম ও শান্তি, নার্সিং হোম, পি, ডব্লু, ডি, কঙ্কাবতীর ঘাট, মহেন্দ্র গুপ্ত প্রণীত মাইকেল মধুসূদন প্রভৃতি নাটকে গৌরবের সঙ্গে অভিনয় করেন।

মিনার্ভার রঙ্গমঞ্চে—সীতারাম, দুই পুরুষ, গৈরিক পতাকা প্রভৃতি অভিনয় করেন। দুই পুরুষ নাটকে তাঁর অভিনীত গুপী মিত্র চরিত্রটি অপূর্ব্ব।

ষ্টার রঙ্গালয়ে মহেন্দ্র গুপ্তের পরিচালনায় বাজীরাও, সাজাহান, নৌকাডুবি প্রভৃতি অভিনয় করেন। ষ্টারে (মহেন্দ্র গুপ্তের পর) শ্যামলী ও "পরিণীতায়" বহু রাত্রি ব্যাপী অভিনয় করেন। বিশ্বরূপায় আরোগ্য নিকেতনে, ক্ষুধায় এবং সেতু নাটকে রাতের পর রাত উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন ও করছেন।

এইবার তাঁর চিত্র জগতের পরিচয় দিচ্ছি। নির্বাক যুগে ১৯২৬ সালে সুদামা চিত্রে সুদামা, ও বিষবৃক্ষে সুরেন অভিনয় করেন। ১৯৩৩ সালে সবাক ছবি ৺তুলসী লাহিড়ীর পরিচালনায় যমুনা পুলিনে ছবিতে আয়ান (বাংলা ও হিন্দী) চরিত্রে অভিনয় করেন। ৺ধীরাজ ভট্টাঃ, এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান লেডি, সবিতা, সুগায়িকা আঙ্গুর বালা ও ইন্দুবালা ও কমলা ঝরিয়া ঐ ছবিতে অভিনয় করেন। তারপর নরেশ বাবুর "সাবিত্রী" তে অশ্বপতি, পথের শেষে—গোবিন্দ, পরপারে-পরেশ (পরপারে চিত্রে সহকারী পরিচালকের কাজও করেন।) মানে না মানা, পরশমণি, ঠিকাদার বিদ্যাসাগর, দিনের পর দিন, পোষ্য পুত্র প্রভৃতি চিত্রে অসামান্য সাফল্যের সঙ্গে অভিনয় করেন।

কলিকাতা বেতারের [illegible]
অভিনেতা। বহু বেতার নাট্য ও রেকর্ড নাট্যে অভিনয় করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে এই আত্মভোলা গুণী [illegible] যিনি এসেছেন তিনিই বুঝেছেন কত মহৎ [illegible] শিল্পী বঙ্গমঞ্চের একনিষ্ঠ সেবকের এই [illegible]। কর্মনিষ্ঠ যুবকের মত এগিয়ে চলেছেন তিনি।

সত্য ব্যানার্জী

অভিনেতা

ইনি একজন সত্যিকারের চিত্র ও মঞ্চের সুঅভিনেতা। ইংরাজী ১৯২৫ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺বনমালী ব্যানার্জি।

নাট্যকার সন্তোষ সেনের সহায়তায় ১৯৪৭ সালে প্রথম "ভুলি নাই" চিত্রে

ভাক্তার অংশে আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর তাঁর অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে বরযাত্রী, পাশের বাড়ী, শ্বশুর বাড়ী, লেডিস্ সিট্, এই সত্যি, উল্কা, বৌ ঠাকুরাণীর হাট, কোন একদিন, লীলা কঙ্কন, নাগিনী কন্যার কাহিনী, আমি বড় হব, স্বর্গের পরশ, এতটুকু আশা, চেনামুখ ও স্বরলিপি প্রভৃতি অভিনয়ের দিক থেকে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মঞ্চজগতে প্রথম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ তারপর মিনার্ভায় [illegible], বড়মহলে শেষ লগ্ন, কবি, একমুঠো আকাশ, এক [illegible] ও বর্তমানে সাহেব বিবি গোলাম নাটকে অভিনয় করছেন। তিনি সর্বপ্রকার অভিনয়ে বিশেষ দক্ষ। মিনার্ভায় অভিনীত "এরাও মানুষ" নাটকে [illegible] চরিত্রে অভিনয় করে ১৯৫৫ সালে শ্রেষ্ঠ অভিনেতারূপে [illegible]।

"আই পি টি এ"-র [illegible] প্র[illegible] অভিনয় শুরু করেন।

॥ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ॥

[illegible]

এই শিক্ষিত শিল্পী তার ছাত্রজীবন থেকেই অভিনয়ের একনিষ্ঠ পূজারী। আনুমানিক ১৯৩২ সালে কলিকাতায় তাঁর জন্ম হয়। এঁদের আদি বাড়ী কৃষ্ণনগর। চেহারা সুপুরুষ না হলেও সুন্দর গড়নের অধিকারী। দীর্ঘাঙ্গী,

মিষ্টভাষী, কেমন যেন একটু খেয়ালীপনা ভাব। প্রকৃত শিল্পীর যেটুকু ভাব থাকা উচিৎ তা তাঁর আছে। তিনি এম এ পর্য্যন্ত পড়াশোনা করেছেন।

১৯৫৬ সালে দিল্লীতে যে যুব উৎসব হয় সেই দলের অভিনেতা হয়ে তিনি দিল্লী যান এবং মুখোস নাটকে নৈপুণ্যের সঙ্গে অভিনয় করেন। রেডিওতে তিনি কিছুদিন চাকুরী করেছেন।

১৯৫৭ সালে বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের যে অধিবেশন মহম্মদ আলি পার্কে বসে তখন তিনি নাট্যাচার্য্য ৺শিশির কুমারের সঙ্গে 'প্রফুল্ল' নাটকে সুরেশের অভিনয় করেন।

তারপর এলেন চিত্র জগতে। শ্রেষ্ঠ পরিচালক সত্যজিৎ রায়ের "অপুর সংসার" চিত্রে নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করে দর্শক প্রশংসা লাভ করেন।" তারপর দেবী, ক্ষুধিত পাষাণ, প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করে তিনি দর্শক সমাজে আরও পরিচিত হয়েছেন। এছাড়াও নষ্ট নীড় ও ভুবন ডাক্তার ছবিতে অভিনয় করছেন। চিত্র দুইখানি মুক্তির পথে।

॥ সুশীল দে ॥

অভিনেতা

ছোট ছোট ভূমিকার মাধ্যমে যাঁরা দর্শক মনে দাগ কেটে যান সুশীল-দে তাঁদের মধ্যে একজন। খ্যাতির জন্য যাঁরা পাগল হয় না তাঁরা ছোট্ট ভূমিকার মধ্যেও মহত্বের সন্ধান খুঁজে পায়।

অভিনেতা সুশীল দে ১৯১৫ সালে যশোরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম৺নেপাল চন্দ্র দে। ১৯৩৬ সালে এমেচার ক্লাবে যোগ দেন। ছোট মাঝারী অভিনয়ের মাধ্যমে কালের চাকা গড়িয়ে যায়। ১৯৫৫ সালে ৺ধীরাজ ভট্টাচার্যের দলে যোগদান করেন। 'তকম ড্রামা'তে ইন্‌সপেক্টর ও আদর্শ হিন্দু হোটেলে' জমিদারের ভূমিকায় অভিনয় করেন। ৺ধীরাজ ভট্টাচার্যের কাছে তিনি বহু বিষয়ে উৎসাহ ও শিক্ষা পেয়েছেন। মহেন্দ্র গুপ্তের দলে পৃথ্বিরাজ জয়চাঁদ, মিশর কুমারী দেবলাদেবী প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেছেন। 'পাপ ও পাপী' ছায়া চিত্রে ও, সির ভূমিকায় অভিনয় করার সুযোগ পান। বিশ্বরূপা থিয়েটার শুরু হলে সেই সময় ধীরাজ ভট্টাচার্যের উৎসাহে তিনি সেখানে যোগ দেন। আজও তিনি সেখানে যুক্ত আছেন। এছাড়াও বর্ত্তমানে তিনি অভিনেত্রী সঙ্ঘের সহ সম্পাদকরূপে কাজ করে যাচ্ছেন।

॥ সৌরেন ব্যানার্জি ॥

অভিনেতা

১৯৩৫ সালে সৌরেন ব্যানার্জি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ডাঃ দেবেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি। ১৯৫৪ সালে প্রথম এ্যামেচার অভিনয়ে যোগ দেন। পাড়ার ক্লাবে ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সুন্দর আবৃত্তি করতেন। এ্যামেচার অভিনয়ের মধ্যে [illegible], [illegible], বিসর্জন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও সাজাহানে—[illegible], [illegible]—দিবাকর ও সিরাজদ্দৌলায় ওয়াটস সুন্দর অভিনয় করেছেন।

১৯৫৬ সালে বিশ্বরূপায় আরোগ্য নিকেতনে অভিনয় করেন। তারপর ক্ষুধা ও সেতুতে ভাল অভিনয় করেছেন।

ছায়াচিত্রে প্রথম অভিনয় করেন কালরাত্রি ছবি[illegible] আজও প্রকাশ লাভ কর[illegible]। এরপর মহিলা মহল, শাপমোচন, রায়কমল, [illegible]র্শন, ভগবান শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, পুষ্পধনু, [illegible], হসপিটাল প্রভৃতি রোলে অভিনয় করেছেন।

রাসবিহারী সরকার দক্ষিনেশ্বর সরকার মহাশয়ের নিকট তিনি বিশেষ কৃতজ্ঞ।

॥ মাঃ সুখেন ॥

শিশু অভিনেতা

বাংলা রঙ্গালয়ে ও চিত্রজগতে যে কজন শিশু অভিনেতা তাঁদের অভিনয় নৈপুণ্য দেখিয়েছেন, মাঃ সুখেন তাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। ছোটবেলা থেকে সৌখীন দলে, বালকের অভিনয় করেই প্রমাণ করে দিয়েছিল যে অদূর ভবিষ্যতে এই বালক সুঅভিনয় করতে পারবে। এইভাবেই নিজেকে গড়ে তুলেছে মাঃ সুখেন। বহু নাটকে ও চিত্রে অভিনয়ে সমান দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। শিল্পী সুলভ, সুন্দর ফুলের মত পবিত্র তাঁর মন। শৈশবের সেই দুষ্টামির ভাব তাঁর সারা দেহ মনে। কিন্তু তবু মাঃ সুখেন গুণের পূজারী। সম্মানীয় নটনটীকে, পরিচালককে এবং বয়সে বড় যাঁরা তাদের সম্মান দিতে সুখেনের এতটুকু কার্পণ্য নেই।

মাষ্টার সুখেন প্রথম অভিনয় করে দান পুত্র ছবিতে। তার অদ্ভুত অভিনয় দেখে সকলে একবাক্যে প্রশংসা করেছিল। তারপরের চিত্রগুলির মধ্যে কুয়াশা, লালুভুলু, দত্তা, ইন্দ্রজাল, বাস্তুর ছোবল, কৃষ্ণ সুদামা, গরীবের মেয়ে প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ সুনীল দত্ত ॥

অভিনেতা—বম্বে

বোম্বাই চিত্রজগতে আজ সুনীল দত্ত খুবই জনপ্রিয় ও প্রথম শ্রেণীর শিল্পী হিসাবে পরিচিত। মাদার ইণ্ডিয়ার সেই দুরন্ত ছেলেটি আজও দর্শক মনে আঁকা হয়ে আছে। তার প্রতিভার প্রথম স্ফুরণ হয় মাদার ইণ্ডিয়া চিত্রে। 'ইনসান জাগ উঠা' ছবি এনে দেয় চিত্রজগতে সুনীল দত্তকে স্থায়ী আসন। তারপর থেকে সুনীল দত্তের কাছে চিত্রজগতের দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে যায়। কিছুদিন আগে ভারতের অন্যতমা শ্রেষ্ঠা সুন্দরী ও পদ্মশ্রী উপাধি প্রাপ্তা অভিনেত্রী নার্গিসের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছেন। সুনীল দত্ত অভিনীত ছবির মধ্যে মাদার ইণ্ডিয়া, ইনসান জাগ উঠা, সুজাতা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ সেখ মুক্তার ॥

অভিনেতা—বম্বে

বম্বে চিত্র জগতে নবীন অভিনেতাদের মধ্যে, অন্যতম হলেন সেখ মুক্তার। ১৯১৬ সালে দিল্লীতে সেখ মুক্তারের জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকে তার অভিনয় করার ঝোঁক ছিল। [illegible] ছবিতে। সেখ মুক্তার অভিনীত ছবির মধ্যে [illegible] উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে ইনি সেখ মুক্তার [illegible]।

॥ সুরেশ ॥

অভিনেতা—বম্বে

১৯২৮ সালে সুরেশের গুজরানওয়ালায় জন্ম হয়। আসল নাম নাজিম আহম্মদ। প্রথম ১৯৩৫ সালে শিশুশিল্পী হিসাবে [illegible] অভিনয় করেন। সুরেশ অভিনীত ছবির মধ্যে [illegible], বন্ধন, দুলারী, যাত্রি, দস্তান, দেওয়ানা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ সপ্রু ॥

অভিনেতা—বম্বে

১৯১৭ সালে জম্মুতে জন্ম হয় সপ্রুর। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর অভিনয় প্রতিভা ছিল। ১৯৪১ সালে প্রথম 'মহাত্মা বিদুর' ছবিতে অভিনয় করেন। সপ্রু অভিনীত ছবির মধ্যে মীনা বাজার, পরিস্তান, আরতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইনি অভিনেত্রী হেমবতীকে বিবাহ করেছেন। আসল নাম দয়া কিশন সপ্রু।

॥ সাহু মোদক ॥

অভিনেতা—বম্বে

ধর্মমূলক ছায়াছবিব একচেটে অভিনেতা সাহু মোদকের সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ হয় শ্যামসুন্দব ছবিতে। ছোটবেলা থেকেই তাঁব অভিনয় প্রতিভা ছিল। সাহু মোদক অভিনীত ছবিব মধ্যে শ্যামসুন্দব, বাম অবতার, শিবভক্ত, দুর্গাপূজা ভক্তপূবণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ সুন্দর ॥

অভিনেতা—বম্বে

১৯১৬ সালে শিয়ালকোটে সুন্দবেব জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকে অভিনয় প্রতিভা ছিল তাঁব। প্রথম অভিনয় কবেন ১৯৩৮ সালে ইমপিবিয়াল চিত্রে। সুন্দর অভিনীত ছবিব মধ্যে আলবেলা, নৌলখা, দুনিয়া গোল হ্যায়, পকেটমার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ সন্ধ্যারাণী দেবী ॥

অভিনেত্রী

মিষ্ট মমতা মাখান চেহারা। এমন দরদী কণ্ঠ, এত মমতা মাখান অভিনয় এত সাবলীল ভঙ্গিমা যে তাঁকে ছায়াশিল্পের রাণী বললেও অত্যুক্তি হয় না।

॥ সরযূবালা ॥

অভিনেত্রী

বাংলার মঞ্চ জগতে অভিনেত্রী কুলরাণী সরযূবালা দেবীর অভিনয় প্রতিভা চিরস্মরণীয়। সামান্য মধ্যবিত্তের সংসারে ইংরাজী ১৯০১ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করে এই নাট্যাধিরাজ্ঞী আজ সর্বজনধন্যা। শিক্ষার আভিজাত্য নেই, রূপের বহ্নিশিখা নেই। অনেক ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করেছেন তাঁর প্রথম জীবনে, তবুও অভিনয়ের সাধনা জীবনে কখনও ত্যাগ করেননি। বাল্যকাল থেকেই ৺অপরেশ চন্দ্রের সহিত ছোট ছোট ভূমিকায় অবতীর্ণা হন। নটনাথের আশীর্বাদ মাথায় ঝরে পড়ল তাঁর। তারপর প্রথিতযশা নট ৺রাণী বিনোদ নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সংস্পর্শে আসেন। খ্যাতি পেলেন প্রচুর। নাট্যাচার্য্যের (৺শিশির কুমারের) শিক্ষকতায় বহু নাটকে অভিনয় করলেন শ্রীমতী সরযূবালা।

তাঁর কয়েকখানি অসামান্য সাফল্য মণ্ডিত অভিনীত নাটকের মধ্যে সাজাহানে—জাহানারা, চন্দ্রগুপ্তে—হেলেন, গৈরিক পতাকায়—শ্যামলী, কারাগারে কঙ্কা, সিরাজদ্দৌল্লায়—লুৎফা, প্রফুল্লে—প্রফুল্ল, চাঁদসদাগরে—বেহুলা, মিশর কুমারীতে—নাহরিন, চিরকুমার সভায়—শৈলবালা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

রেকর্ড-নাট্যে তিনি বহু পালা নাটকে অভিনয় করেছেন। ছায়া চিত্রে মায়ের প্রাণ প্রভৃতি কথা চিত্রে অভিনয় করেছেন।

বেতারে প্রতিভাবান শিক্ষক-নট-ও নাট্যকার বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের পরিচালনায় বেতার-নাটুকে দলের বহু নাটকে যশের সহিত অভিনয় করেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে স্বল্পভাষী, সদালাপী, নিরহঙ্কারী। গুণীদের উপর শ্রদ্ধা রেখে চলবার মত সুশিক্ষা তিনি পেয়েছেন।

॥ সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

অভিনেত্রী

চিত্রাভিনেত্রী সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায় একজন কৃতী অভিনেত্রী। ইংরাজী ১১৩১ সালে কলিকাতায় এই অভিনেত্রীর জন্ম হয়। পিতার নাম জগদীশ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি প্রবেশিকা পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন। অভিনেত্রী হবার ইচ্ছে বাল্যকাল থেকেই তাঁর ছিল। এঁর সর্বপ্রথম সাফল্য মণ্ডিত চিত্র এন টি তে নীতিন বসু পরিচালিত কাশীনাথ। তারপর তিনি দম্পতি, দুই পুরুষ বিরাজ বৌ, এই ত জীবন, সমাপিকা, জঙ্গনগড়, আনন্দমঠ, নষ্ট নীড়, পণ্ডিত মশাই, অর্ধাঙ্গিনী ও মায়ামৃগ প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করেছেন। প্রযোজিকা হিসাবে এঁর দৃষ্টিদান একটি অনবদ্য চিত্র।

বেতারেও তিনি অভিনয় করে থাকেন।

সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়

অভিনেত্রী

ব্যক্তিগত বিচারের তুলাদণ্ডে অভিনয় শিল্পীদের যাচাই করলে—শ্রীমতী সাবিত্রী দেবী যে একজন সর্বাঙ্গ ধন্যা দক্ষ অভিনেত্রী সে বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত সর্বচরিত্রে নিপুণ, মমতাময়ী অভিনেত্রী সাবিত্রী চ্যাটার্জি আজ চিত্র ও মঞ্চ জগতে অনন্যা। রঙ্গজগতে "শ্যামলী" নাটকে তাঁর মূক বধির অভিনয় চিত্রজগতে স্মরণীয়। শ্যামলী নাটকে অভিনয় তাঁর শ্রেষ্ঠ চরিত্র সৃষ্টি বলা চলে। তাই তিনি তার নিজের বাড়ীর নামকরণ করেছেন 'শ্যামলী'। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি "শ্যামলী" নাটকের অভিনয়ে তৃপ্ত হয়ে বিদেশী কলারসিকবৃন্দ যথা বৃটিশ দম্পতি স্যার লুই মাসন, ডেম শিবিল থনডাইক্. সোভিয়েট স্বাস্থ্য মন্ত্রী এম, ভি কাভ্রিগিনার, মেকসিকোর যশস্বী অভিনেতা আলফ্রেডো গোমেজ ত্যালাভাগা এবং ভারতের রাষ্ট্রনায়ক রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রধানমন্ত্রী জহর লাল নেহেরু, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য মন্ত্রী ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় এবং সর্বজনশ্রদ্ধেয় নাট্যাচার্য ৺শিশির কুমার প্রভৃতি অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন।

পূর্ব বাংলার কুমিল্লা সহরে সাবিত্রী চ্যাটার্জির হয়। পিতা ৺শশধর চট্টোপাধ্যায়। দশ বোনের মধ্যে সাবিত্রীই সর্ব কনিষ্ঠা। কিছুদিন ঢাকার কমলাপুরে বাস করার পর দেশ বিভাগের পরে কলকাতায় চলে আসেন। জীবনে প্রথম মঞ্চে অভিনয় করেন "নতুন ইহুদী" নাটকে। তাঁর প্রাণোচ্ছল অভিনয় দেখে বঙ্গমঞ্চের যুগপ্রবর্ত্তক ৺শিশির কুমার বলেছিলেন: মেয়েটির অভিনয় আর সমস্ত অভিনয়কে ম্লান করে দিয়েছে। নাট্যগুরুর আশীর্ব্বাদ আজ তাঁর জীবনে সব চেয়ে বড় সম্পদ। বর্ত্তমানে তিনি ষ্টারে "শ্রেয়সী" নাটকে নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করে সমস্ত নাট্যবৃন্দের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়ে রাতের পর রাত অভিনয় করে চলেছেন [illegible] আদর্শ হিন্দু হোটেলে ৺ধীরাজ ভট্টাচার্য্য অভিনীত হাজারি [illegible] সাবিত্রী দেবী"র ঝি শুধু সুন্দরই নয় অনবদ্য।

সহকারী [illegible] নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। [illegible] নতুন চরিত্র সৃষ্টি করে চলেছেন অপ্রতিহত গতিতে। [illegible] আজ বাংলার চিত্র-জগতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী [illegible]। [illegible] অভিনীত ছবির মধ্যে, নবজন্ম, [illegible], কুহক, হাত বাড়ালেই বন্ধু, [illegible] পরিচয়, [illegible] ডাঙ্গার বৌ, দানের মর্য্যাদা, অন্নপূর্ণার মন্দির, [illegible], [illegible] বাবুর সংসার, বিভ্রান্ত, গরীবের মেয়ে, শুভদা, মরুতীর্থ হিংলাজ, [illegible] ডাকহরকরা ও উল্কা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ইনি বেতার নাটকে প্রায়ই অভিনয় করে থাকেন। চিত্রে কোনদিন গান না গাইলেও তিনি গাইতে জানেন। রবীন্দ্র সঙ্গীত তাঁর খুবই প্রিয়। নৃত্যশিল্পী মনি বর্ধনের কাছে তিনি নৃত্য শিক্ষা করেন।

॥ সুচিত্রা সেন ॥

অভিনেত্রী

সুচিত্রা সেন পূর্ববঙ্গের এক সম্ভ্রান্ত ঘরে জন্মগ্রহণ করেন। শান্তি নিকেতনে থেকে তিনি পড়াশুনা করেছেন। বাংলার চিত্রজগতে সুচিত্রা সেন আজ সবচেয়ে প্রিয় শিল্পী। উত্তম সুচিত্রা অভিনীত ছবি এলে দর্শক সমাজে যেন একটা আলোড়ন পড়ে যায়। বক্স হিট্ আর্টিষ্ট সুচিত্রা সেন। ভাগ্যবতী শিল্পী সুচিত্রা সেন। বিবাহিত জীবনের পাঁচ বছর পরে প্রথম চিত্র জগতে এসে ৭৪॥ ছবিতে উত্তমের সঙ্গে অভিনয় করেন। তারপর কাজরী, ৭নং কয়েদী, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করেন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি দর্শক প্রিয় হয়ে ওঠেন। দিনের পর দিন তাঁর চাহিদা চিত্র জগতে বেড়েই চলতে থাকে। আজও তিনি সমানভাবে প্রশংসা কুড়িয়ে চলেছেন।

তাঁর সুঅভিনীত ছবির মধ্যে অগ্নি পরীক্ষা, সাগরিকা, শাপমোচন, একটি রাত, ত্রিযামা, হারানো সুর, জীবন তৃষ্ণা, পথে হলো দেরী, চন্দ্রনাথ, ঢুলি, তাসের ঘর, সবার উপরে, আমার বৌ, বলয়গ্রাস, ওরা থাকে ওধারে, সূর্যতোরণ সদানন্দের মেলা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া হিন্দীতে তাঁর প্রথম ছবি 'দেবদাস'। এরপরে মুসাফির, চম্পাকলি, বোম্বাই কা বাবু, সরহাদ প্রভৃতি হিন্দী ছবিতে সুঅভিনয় করে বম্বে ও বাংলার দর্শক প্রশংসা লাভ করেছেন।

বর্ত্তমানে তিনি উত্তম কুমারের সঙ্গে তারাশঙ্করের 'সপ্তপদী' ছবিতে অভিনয় করছেন।

॥ সাধনা বসু ॥

নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী

দিগ্‌বিজয়ী খ্যাতনাম্না নৃত্যশিল্পী ও অভিনেত্রী শ্রীমতী সাধনা বসু সারা ভারতে অপরূপ নৃত্য কুশলতা দেখিয়ে শুধু দর্শক প্রশংসা লাভই করেন নি—

জনসমাজে শ্রেষ্ঠা নৃত্যশিল্পীরূপেও পরিচিত হয়েছেন। যেমন সাব অঙ্গ লীলা ভঙ্গীমা, তেমনি অপরূপ নৃত্য সৃষ্টি। সেই নৃত্য-কলাকে রূপরস কথা ও সুরের ঝঙ্কারে অলঙ্কৃত করে দর্শক সমাজে তিনি স্মরণীয় হয়ে আছেন।

ইংরাজী ১৯১৪ সালে কল্‌কাতায় এঁর জন্ম হয়। পিতার নাম৵সরল চন্দ্র সেন। সবচেয়ে গর্বের কথা যে ইনি ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা, মহাত্মা কেশব চন্দ্র সেনের পৌত্রী।

স্কুল কলেজের অধ্যায়ন কালেই শ্রীমতীর অভিনয় ও নৃত্যের প্রতি আসক্তি দেখা দেয়। স্কুল কলেজের অভিনয়ে সাধনা বসু রবীন্দ্র নাথের বহু নাটকে অভিনয় করেন এবং নৃত্যকৌশলে সকলকেই মুগ্ধ করেছেন। প্রথমে মধু বসু প্রতিষ্ঠিত সি এ-পির মাধ্যমে রবীন্দ্র নাথের জলিখায নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেন। ১৯৩০ সাল পর্যন্ত সি এ পির মাধ্যমে সারা ভারতে নৃত্যকৌশল প্রদর্শন করে প্রচুর খ্যাতি ও অর্থ পেয়েছেন।

ইংরাজী ১৯৩৬ সালে মধু বসু পরিচালিত ও অভিনীত "আলিবাবা" চিত্রে তিনি প্রথমমর্জিনার অভিনয়, দক্ষিতে ও নৃত্যকৌশলে প্রশংসা লাভ করেন। ১৯৩৭ সালে 'অভিনয়' নামক চিত্রে অভিনয় করেন। ১৯৩৯ সালে কুমকুম্ চিত্রে নৃত্য ও অভিনয় দেখিয়ে খ্যাতি লাভ করেন। তারপর ইংরাজী ১৯৪১ সালে মধু বসু পরিচালিত বাংলা, হিন্দী ও ইংরাজীতে রূপায়িত রাজনর্ত্তকী বা কোর্ট অফ ডান্সার চিত্রে অভিনয় করেন।

১৯৪২ সালে এন টি র মীনাক্ষী (বাংলা ও হিন্দী), ১৯৪৪ রনজিৎ মুভি-টোনের—বিষকন্যা ও শঙ্কর পার্বতী, অমর পিকচার্সের পয়গম, ১৯৫১ সালে সন্তোষী প্রোডাকসানের হংস্মি লিলাকি বুলবুল, ১৯৫৩ সালে বিক্রম উর্বশী প্রভৃতি ছবিতে অভিনয় করে তিনি বাংলার চিত্র জগতে একজন ক্ষণজন্মা নৃত্যশিল্পী রূপে সুপরিচিতা হন। বহু নৃত্য অনুষ্ঠানে এবং সুদূর দাক্ষিণাত্যে নৃত্যশিল্প রূপে যশ লাভ করেন। ১৯৫০ সালে বম্বের ফেমাস্ পিক্‌চার্সের ভোলা শঙ্কর, এবং এম-এন্-টি'র 'নন্দকিশোর' ও ১৯৫২ সালে জেমিনীর প্রখ্যাতনামা ছবি তিংলি প্রভৃতিতে নৃত্য ও অভিনয় করে জনগণধন্যা হন। তাঁর জীবনের স্মরণীয় ঘটনা বিশ্ব কবির "অভিসার" কবিতাটি নৃত্যে রূপায়িত করেন এবং'অজন্তা'নৃত্য-নাট্য নাম দেন। সুর সংযোজনা করে তিমির বরণ।

১৯৫৩ সালে ভারতলক্ষ্মীর বাবুলাল চোখানির প্রযোজনায় "মা ও ছেলে"

নাটকে অবতীর্ণা হন। ১৯৫৪ সালে চিত্তরঞ্জনে আবার "অজন্তায়" পুনর্বার প্রদর্শনী হয়। কলিকাতা নিউএম্পায়ারেও 'অজন্তা' রূপায়িত হয়েছে।

১৯৫৮ সালে বার্ণপুর, হীরাকুল, কুলটি প্রভৃতি স্থানে তাঁর নব রূপায়িত "দ্রৌপদী নৃত্য" এক কথায় অপূর্ব।

১৯৫৮ সালে "নিউ এম্পায়ারে" সি-এ-পি'র অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র নাথের "ঘরে বাইরে" নাটক বাংলার প্রখ্যাতনামা পরিচালক ও শ্রীমতী সাধনার বসুর স্বামী মধু বসুর প্রযোজনায় অভিনীত হয়। অভিনয়ের পূর্বে দ্রৌপদী নৃত্য তাঁর শেষ নিবেদন।

দীর্ঘ অসুস্থতার পর আবার নৃত্য ও অভিনযের জন্য তিনি নিজেকে তৈরী করছেন।

আবার তিনি নিজেকে দর্শক সমাজে প্রকাশ করুন। জীবনের জয়গানে ভরে উঠুক শিল্পীমন।

॥ সুপ্রিয়া চৌধুরী ॥

অভিনেত্রী

প্রীতি ও শুভেচ্ছা নিয়ে সম্প্রতি সুপ্রিয়া চৌধুরী ছায়াচিত্র জগতে অদ্বিতীয়া অভিনেত্রী। মমতাময়ী স্নেহশীলা অভিনেত্রী সুপ্রিয়া চৌধুরী। ১৯৩৮ সালে এই অভিনেত্রীর জন্ম হয়। পিতা গোপাল বন্দোপাধ্যায়ের শেষ সন্তান। বাল্যকালের অভিনয় প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠে যৌবনের উচ্ছলতায়।

অভিনয় নৈপুণ্যের যে পরিচয় তিনি দিয়েছেন সেই ফলাফলের উপর নির্ভর করে বলা যায় ভবিষ্যতে ইনি আরও সুনামের অধিকারিণী হবেন। সুপ্রিয়া চৌধুরী অভিনীত চিত্রগুলির মধ্যে বসু পরিবার (প্রথম ছবি) মধুরাতী, মর্মবাণী, আম্রপালী, সোনার হরিণ, মেঘে ঢাকা তারা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

॥ সবিতা বসু ॥

অভিনেত্রী

হাস্যময়ী, রূপলাবণ্যের অধিকারিণী স্বভাব কোমলা, অতুলনীয়া মমতাময়ী চিত্রাভিনেত্রী সবিতা বসু (চ্যাটার্জি) কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন ইংরাজী ১৯৩৫ সালে। পিতা ক্ষিতিশ চট্টোপাধ্যায়।

এই অভিনেত্রী তাঁর জীবনে যে কটি চিত্রে অভিনয় করেছেন তারমধ্যে সবগুলি চিত্রেই নৈপুণ্যের সঙ্গে অভিনয় করে চিত্রজগতে এক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে এই স্নিগ্ধ ধরা ব্যক্তিত্ব সম্পন্না অভিনেত্রী দর্শক প্রিয় হতে পেরেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি নবীণ পরিচালক গৌরাঙ্গ বসুর সহধর্ম্মিনী। তাঁর অভিনীত চিত্রগুলির মধ্যে আজ সন্ধ্যায়, দুজনায়, অর্ধাঙ্গিনী, ডাকিনীর চর, মদনমোহন, শ্রীরাধা, চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে, দেবত্র, তমসা, সাঁজের প্রদীপ, জ্যোতিষী, কৃষ্ণ সুদামা, তাসের ঘর, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বম্বে থেকে এই চিত্রশিল্পীর ডাক এসেছে। ইনি পূর্বে বেতার জগতে ও বহু অভিনয় করেছেন।

বর্তমানে ডাঃ সুরেশ রায় পরিচালিত মরুতৃষায় নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করছেন।

॥ সন্ধ্যা রায় ॥

অভিনেত্রী

এই বিশিষ্টা উদীয়মানা চিত্র ও মঞ্চ অভিনেত্রী দিনের পর দিন দর্শক প্রিয় হয়ে উঠছেন। তাঁর সুন্দর সাবলীল ভঙ্গিমা, অপূর্ব অভিনয়, তাকে আগামী দিনের সার্থক অভিনেত্রীর আসনে বরণ করতে চলেছে। ইংরাজী ১৯৪১ সালে নবদ্বীপে এঁর জন্ম হয়। পিতা/নতীশ চন্দ্র গুহ রায়।

১৯৫২ সালে অন্তরীক্ষ ছবিতে একটি ক্ষুদ্র ভূমিকায় অভিনয় করেন। তারপর বৃন্দাবন লীলা, নাগিনী কন্যার কাহিনী, দুই বেচারা, গঙ্গা, মায়ামৃগ, প্রভৃতিতে উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন। এছাড়া কঠিন মায়া, রতন লাল বাঙ্গালী, স্মরি ম্যাডাম, প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় করছেন।

ইনি রঙ্গমঞ্চে আশীষ কুমারের সঙ্গে 'ডাক বাংলো' নাটকে ইরাবতীর অংশে অভিনয় করে দর্শক ধন্যা হয়ে উঠেছেন।

॥ স্মৃতিরেখা বিশ্বাস ॥

অভিনেত্রী
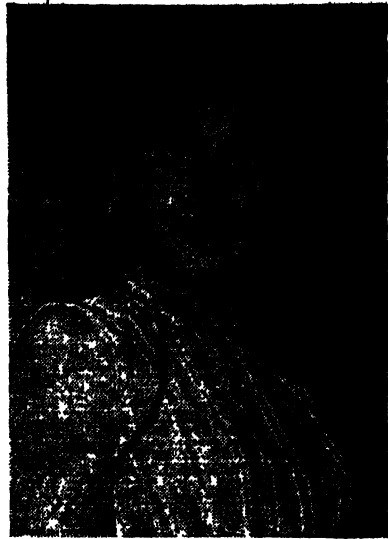
১৯৩১ সালে খুলনা জেলাব ভবসাপুব গ্রামে স্মৃতিরেখা বিশ্বাসেব জন্ম হয়। পিতাব নাম হবেন্দ্র কুমাব বিশ্বাস ও মাতা জ্যোতির্ময়ী বিশ্বাস। বহু পুরুষ ধবেই এবা খৃষ্ট ধর্মাবলম্বী। স্মৃতিবেখা বিশ্বাস বাপ মায়ের প্রথম সন্তান। ছোটবেলা থেকেই নৃত্য ও অভিনয় ক্ষমতা ছিল স্মৃতি বেখার। সর্ব প্রথম হেমেন গুপ্ত তাব পবিচালিত দ্বন্দ্ব চিত্রে স্মৃতিবেখাকে অভিনয়ের সুযোগ দেন। স্মৃতিবেখাব অভিনীত নিম্নলিখিত ছবিগুলিব মধ্যে দ্বন্দ্ব, উদয়েব পথে, অপবাজিতা, অভিমান, জিপসী মেয়ে, মর্য্যাদা, নিবক্ষর, চাঁদের পুতুল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া বহু হিন্দী ছবিতেও অভিনয় কবেছেন।
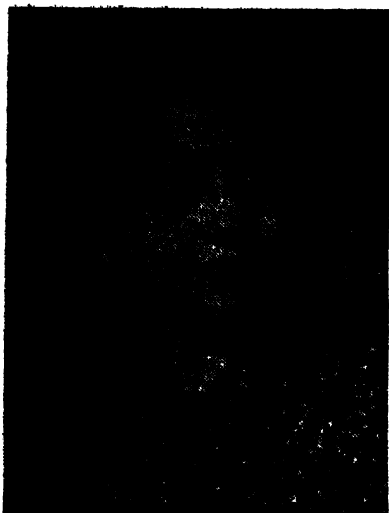
॥ সুমিত্রা ॥

অভিনেত্রী

১৯২৭ সালে বিহারের মজঃফরপুরে সুমিত্রা দেবীর জন্ম হয়। পূর্ব্ব নাম নীলা মুখোপাধ্যায়। ১৮৪৪ সালে সর্বপ্রথম বাংলা 'সন্ধি' চিত্রে সুমিত্রা দেবী অভিনয়ের সুযোগ পান। অভিনয় প্রতিভা তাঁর জন্মগত। সুমিত্রা অভিনীত ছবির মধ্যে যৌতুক, সাহেব বিবি গোলাম, অসবর্ণা, গড়ের মাঠ, অভিযোগ, পথের দাবী, সান্ধ, দস্যু মোহন, সমর, স্বামী, জাগতে রহো, একদিন রাত্রে, মহাসতী অনুসূয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ সুদীপ্তা রায় ॥

অভিনেত্রী

মঞ্চ ও চিত্রজগতের একজন নামকরা অভিনেত্রী সুদীপ্তা রায়। ১৯৩১ সালে কলিকাতায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক ছিল তাঁর। নেতায় নাটুকে দলের অধিকর্ত্তা অতুল মুখোপাধ্যায়

কর্তৃক সর্বপ্রথম বেতারে অভিনয় করবার সুযোগ পান। তারপর চিত্র-জগতে প্রথম অভিনয় করেন 'ভুলি নাই' চিত্রে এবং বেশ খ্যাতি অর্জন করেন। তারপর দেবী চৌধুরাণী, বড়বৌ, তথাপি, পথহারা, সহসা, ভক্ত রঘুনাথ প্রভৃতিতে অভিনয় করেন।

॥ সাধনা রায় চৌধুরী ॥

অভিনেত্রী

সাধনা রায়চৌধুরী চিত্র ও মঞ্চ জগতের সুদক্ষা অভিনেত্রী। পাটনায় এঁর জন্ম হয়। পিতা ৺সত্য সুন্দর রায় চৌধুরী ছিলেন এ্যাডভোকেট। তিনি ভিক্টোরিয়া থেকে বি, এ পাশ করেন। প্রথম জীবনে নাচ গানে বহু পুরস্কার পেয়েছেন। তারপর তিনি নবান্ন চিত্রে প্লে ব্যাক করেন। ভারতের গণনাট্য সংঘের সাথে বহুদেশে ঘুরে ঘুরে বহু নাটকে অভিনয় করেছেন। জ্যোতির্ময় রায়ের 'দিনের পর দিন' কথা চিত্রে প্রথম অভিনয় করেন। তারপর মমতা, জীবন তৃষ্ণা প্রভৃতিতে অভিনয় করেন। মঞ্চে এরাও মানুষ, শেষ লগ্ন, উল্কা, ডাকবাংলো প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেন।

—:: —

॥ সুজাতা মুখার্জি ॥

অভিনেত্রী

১৯৪২ সালে কলকাতায় সুজাতা মুখার্জির জন্ম হয়। পিতার নাম বলরাম মুখার্জি। 'রূপান্তর' নামে একটি মহিলা ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা তিনি। ছোটবেলা থেকেই অভিনয়ের প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকায় ঐ ক্লাবের মাধ্যমেই বিসর্জন, মাল্যদান, ঠাকুরদা, ঘরে বাইরে প্রভৃতি সৌখিন নাটকে অভিনয় করেন।' গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় প্রথম বিশ্বরূপায় অভিনয় করার সুযোগ পান। কথাসাহিত্যিক শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় সুজাতার অভিনয়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁর 'নারী জন্ম' বইএ প্রথম নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ দেন। 'মনে মনে' ছবির পরিচালক উমাপ্রসাদ মৈত্র মহাশয় প্রথম তাঁকে ছায়া চিত্রে নিয়ে যান।

বেতারে 'কত অজানারে' নাটকে প্রথম অভিনয় করেন। মাঝে মাঝে তিনি বেতারে অভিনয় করে থাকেন। এছাড়া বর্ত্তমানে তিনি নিয়মিত সঙ্গীত শিক্ষা করছেন।

॥ সুলতা চৌধুরী ॥

অভিনেত্রী

সুলতা চৌধুরীর পূর্ব নাম ছিল মায়া চক্রবর্তী। এই নবাগতা অভিনেত্রী তাঁর শিল্পী জীবন শুরু করেন মাত্র ১১ বৎসর বয়সে। অবশ্য নৃত্য শিল্পী হিসেবেই তখন তাঁর যাত্রা সুরু হয়েছিল। তিনি ১৪ বৎসর বয়সে প্রথম একটি সৌখিন নাট্য-দলের হয়ে অভিনয় করেন। তারপর গিরিশ নাট্য প্রতিযোগিতায় সৌখিন দলে অভিনয়কালীন শোভা সেন তাঁকে লিটল থিয়েটার গ্রুপে যুক্ত করেন। মিনার্ভায় ছায়াপট, নীচের মহল, ও অঙ্গার নাটকে নিয়মিত অভিনয় করেছেন।

'দেবর্ষি নারদের সংসার' কথাচিত্রে তিনি প্রথম পার্শ্ব চরিত্রে অভিনয় করেন। তারপর পরিচালক সুধীর বাবু তাকে 'শেষ পর্য্যন্ত' ছবিতে নায়িকার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য মনোনীত করেন। এই শিল্পী পার্শ্বচরিত্র থেকে প্রথম নায়িকার ভূমিকায় অভিনয়ের সুযোগ লাভ করলেন।

[illegible]লেখা ভট্টাচার্য্য ॥

অভিনেত্রী

তরুণী অভিনেত্রীটি [illegible] অভিনেত্রীরূপে এগিয়ে চলেছেন। ১৯৪০ সালে কলিকাতায় সুলেখার জন্ম হয়। পিতা বিশ্বনাথ ভট্টাচার্য্য ইষ্টার্ণ রেলওয়ের ষ্টেশন মাষ্টার। সুলেখা দেবী আই, এ, পর্য্যন্ত পড়েছেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর অভিনয়ের প্রতি ঝোঁক ছিল। বর্তমানে প্রায়ই বেতারে অভিনয় করে থাকেন। বিদ্যালয় থেকেই অভিনয় শুরু করেন। পরিচালক ডি, কে চ্যাটার্জি তাঁর [illegible] 'সবই সত্যি' নামক চিত্রে অভিনয়ের সুযোগ দিয়েছেন। তিনি একজন ভাল নৃত্য শিল্পীও।

॥ সুরাইয়া ॥

অভিনেত্রী—বম্বে

বম্বে চিত্রজগতে সুরাইয়ার স্থান প্রথম শ্রেণীতেই। অভিনয়ে ও গানে এই অভিনেত্রী সারাভারতের চিত্রামোদিদের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। সুরাইয়ার সুন্দর চেহারা ও সাবলীল অভিনয় দর্শকগণকে তৃপ্তির আবেশে ভরিয়ে দেয়। দর্শক তাঁর অভিনয়ে মুগ্ধ। ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীতের উপর প্রবল আকর্ষণ ছিল তাঁর। বম্বে রেডিও থেকে তিনি বহুবার গান করেছেন।

১৯২৯ সালে সুরাইয়ার জন্ম হয় লাহোরের একটি মুসলমান পরিবারে। তাঁর কাকা ছিলেন একজন সাধারণ অভিনেতা। তাঁর সহায়তায় তিনি চিত্রজগতে আসেন। ৮ বৎসর বয়সে তিনি প্রথম 'উজালা' ছবিতে একটি ছোট অভিনয় করেন। তারপর তাজমহল চিত্রে ছোট মমতাজের ভূমিকায় অভিনয় করেন। এরপর থেকে ষ্টেশন মাষ্টার, তমন্না, ইশারা প্রভৃতি ছবিতে সুঅভিনয় করেন। বম্বে টকীজের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে তিনি হামারী বাত ছবিতে কাজ করেন। প্রতিটি ছবিতেই নিজের কণ্ঠে গান গেয়েছেন। নিজকণ্ঠে গান গাওয়া অভিনেত্রীদের মধ্যে সুরাইয়াই অন্যতমা।

এপর্য্যন্ত বহু ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন। তাঁর অভিনীত ছবির মধ্যে উর্ব্বসী, ওমর খৈয়াম, পরবানা, নাচ, ডাকবাংলো, প্যার কী জীত, বড়ী বহিন, দুনিয়া, বিদ্যা, কাজল, খিলাড়ী, সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত, রেশম, দাস্তান, নাটক, কমলকে ফুল, ওয়ারিশ, বিষমঙ্গল, প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও মালিক, পাগলাখানা, জখমী, প্রভৃতি বহু ছবিতে অভিনয় করেছেন। বম্বে চিত্রজগতে অভিনেত্রীদের মধ্যে তিনিই বোধ হয় সবচেয়ে বেশী রোজগার করেছেন।

॥ সন্ধ্যা ॥

অভিনেত্রী—বম্বে

বোম্বায়ের চলচ্চিত্র জগতে যে কয়জন অভিনেত্রী আছেন সন্ধ্যা নিঃসন্দেহে তাদের মধ্যে অন্যতমা। এই নর্ত্তকী শ্রেষ্ঠা সন্ধ্যাকে প্রথম আবিষ্কার করেন ও চিত্র জগতে নিয়ে আসেন প্রথিতযশা চিত্র প্রযোজক এবং পরিচালক ভি, শান্তারাম। ছেলেবেলা থেকেই সন্ধ্যার নৃত্য ও অভিনয় প্রতিভা ছিল। ভি, শান্তারাম প্রযোজিত ও পরিচালিত অমর ভূপালী চিত্রই প্রথম সন্ধ্যাকে দর্শক সাধারণের কাছে নৃত্য পটিয়সী অভিনেত্রী হিসাবে পরিচিত করে তোলে। সন্ধ্যা অভিনীত চিত্রের মধ্যে অমর ভূপালী, ঝনক ঝনক পায়েল বাজে, পরছাঁই, নবরঙ, তিন বাত্তি চার রাস্তা, দো আঁখে বারো হাত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। চলচ্চিত্র জগতে প্রবেশের পূর্বে ইনি বিজয়া এস দেশমুখ নামে পরিচিতা ছিলেন।

॥ এস, ভারালক্ষ্মী ॥

অভিনেত্রী-সাউথ

১৯২৭ সালে জাগামপেথে এস ভারালক্ষ্মীর জন্ম হয়। প্রথম অভিনয় করেন আয়োগিনী (তেলেগু) ছবিতে। এস ভাবালক্ষ্মী অভিনীত চিত্রের মধ্যে মায়া লোকাম,বালারাজু, নবজীবনম, মাচা বোধি, মোহানা সুন্দরম, আপ্রোভা চিন্তামনি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ভাবালক্ষ্মী প্রোডাকসন্স নামে একটি বিশিষ্ট চিত্র প্রযোজক প্রতিষ্ঠানের মালিক এস, ভাবালক্ষ্মী। সাউথের অভিনেত্রীদের মধ্যে তিনি অন্যতমা। দর্শক সমাজে তিনি যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছেন।

॥ এস, ডি, শুভলক্ষ্মী ॥

অভিনেত্রী—সাউথ

১৯১৮ সালে বৈকুণ্ঠমে জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকেই অভিনয়, সঙ্গীত ও নৃত্য প্রতিভা ছিল। ১৯৪৭ সালে পরিচালক সুব্রামের সহিত যুক্তভাবে মাদ্রাজ ইউনাইটেড আর্টিষ্ট কর্পোরেশন গঠন করেন। তিনি ভাল নাচতে ও গাইতে জানেন। তাঁর অভিনীত ছবি মধ্যে নবীনা সারঙ্গ ধরা কুচেলা, ত্যাগভূমি, আন্দামান কিথি, আমাজানি উষাপ্রিয়নম প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ হরিধন মুখোপাধ্যায় ॥

(এ্যাঃ) হাস্যাভিনেতা

হরিধন মুখার্জিকে দেখলে না হেসে থাকতে পারা যায় না।

২৪ পরগণা জেলার এক মধ্যবিত্ত পরিবারে হরিধন মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবকালেই পিতৃ মাতৃ হীন হন। প্রথম জীবনে সৌখিন সম্প্রদায়ে থেকে বহু চরিত্রে অভিনয় করে সকলের শ্রদ্ধার পাত্র হন। হাসির অভিনয়ে তিনি প্রশস্ত। নাট্যাচার্য্য ৺শিশির কুমারের এক ভ্রাতা ঋষি ভাদুড়ীর আনুগত্যে এসে তিনি পেশাদার রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যুক্ত হন। কালিকা থিয়েটার্সে শ্রীশ্রীঠাকুর রামকৃষ্ণ প্রভৃতি বহু নাটকে অভিনয় করে একজন ভালো কমিক অভিনেতা বলে পরিগণিত হয়েছেন। রঙমহলে এক পেয়ালা কফি নাটকে দর্শকবৃন্দকে যথেষ্ট হাসির খোরাক জুগিয়েছেন। এছাড়া এক মুঠো আকাশেও তিনি অভিনয় করেছেন।

তাঁর কয়েকখানি উল্লেখযোগ্য চিত্রের মধ্যে খাস দখল, সন্ধি, শহর থেকে

দূরে, সাত নম্বর বাড়ী, এই ত জীবন, ভাবীকাল, স্যার শঙ্কর নাথ, অনন্যা, হেরফের, শাঁখা সিঁদুর, নন্দরাণীর সংসার, মাটি ও মানুষ, কুহকিনী প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

ইনি রেডিও ও গ্রামোফোনে প্রায়ই অভিনয় করে থাকেন।

॥ হেলেন ॥

অভিনেত্রী—বম্বে

বম্বের নৃত্য পটিয়সী অভিনেত্রীদের অন্যতমা হেলেন। ১৯৪৪ সালে ব্রহ্মদেশে হেলেনের জন্ম হয়। তাঁর মা স্পেনীয় আর বাবা বর্মী। ছোটবেলা থেকেই তাঁর নৃত্য প্রতিভা ছিল। ১৯৫১ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে হেলেন শবিস্তান চিত্রে প্রথম নৃত্যাংশে অংশ গ্রহণ করেন। হেলেন অভিনীত ছবির মধ্যে শবিস্তান, বদনাম, তীরন্দাজ, হাতিমতাই, হাওড়া ব্রীজ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

।। সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ।।

অভিনেতা

১৯৩২ সালে সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। নারিকেল ডাঙ্গা হাই স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে সুরেন্দ্র নাথ কলেজে অধ্যয়ন কালেই অভিনয়ের প্রতি তাঁর আকর্ষণ দেখা দেয়। তখন থেকে ই তিনি বহু সৌখিন নাটকে অভিনয় করতে থাকেন। পরিচালক প্রফুল্ল চক্রবর্তীর সহায়তায় যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, ভ্রান্তি প্রভৃতি চিত্রে অভিনয় শুরু করেন। পরিচালক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এতটুকু আশা ও রতন লাল বাঙ্গালীতে সহ-নায়কের ভূমিকায় অভিনয় করছেন। এছাড়াও অজিত বাবুর দ্বিধা ও উঁচু পাহাড় নিচু জমি ছবিতে এবং পরিচালক অরবিন্দ মুখোপাধ্যায়ের নব বোধন চিত্রে অভিনয়ের জন্য চুক্তিবদ্ধ হযেছেন।

।। সুশীল সরকার ।।

কৌতুক শিল্পী

বর্তমানে পেশাদার জলসায় মানুষকে অনাবিল হাসাবার জন্য যেভাবে তিনি এগিয়ে চলেছেন কিছুদিনের মধ্যেই বোধ হয় সুশীল সরকার আরও সুপরিচিত হয়ে উঠবেন। দলভুক্ত যে সব গুণী ব্যক্তি ক্যারিকেচার দেখিয়ে যেভাবে সংগীত সমাজে বা কোন বিশেষ অনুষ্ঠানে হাস্যরসে দর্শককে ডুবিয়ে রাখেন শ্রীসরকারও সেইভাবে আজ বহু আসরে তাঁর মন মাতানো অঙ্গভঙ্গী ও রচনা চাতুর্য্যে দর্শকবৃন্দকে আনন্দ দিয়ে থাকেন। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে তিনি যে কোন প্রথম শ্রেণীর "হাস্য কৌতুক" শিল্পীর পার্শ্বে গিয়ে দাঁড়াবেন। বহু দেশে, বাংলার বিভিন্ন স্থানে নিজ সৃষ্টির নৈপুণ্যে তিনি রাতের পর রাত লোক হাসিয়ে চলেছেন। ইনি বাংলার অন্যতম হাস্যকৌতুক শিল্পী নবদ্বীপ হালদারের প্রিয় শিষ্য।

ইংরাজী ১৯২৮ সালে বার্ণপুরে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীননী গোপাল সরকার।

কলাকুশলী

প্রযোজক, পরিচালক, সহ-পরিচালক, পরিবেশক,
আলোক-চিত্র-শিল্পী, চিত্র সম্পাদক, শব্দ-যন্ত্রী,
রূপসজ্জাকর, ব্যবস্থাপক, শিল্প-নির্দেশক
কাহিনীকার, চিত্র-নাট্য কার
প্রদর্শক

॥ অসিত সেন ॥

পরিচালক (বাংলা)

এই প্রখ্যাত পরিচালক ১৯২৩ সালে ঢাকা শহরে (পূর্ব পাকিস্তান) জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রবীন্দ্র নাথ সেন। ইনি একজন শিক্ষিত পরিচালক।

বাল্যকাল থেকেই পরিচালক হবার এই আশা হৃদয়ে পোষণ করতেন। তিনি কখনও কারও সহকারী রূপে কাজ করেননি।

এই মেধাবী ব্যক্তি প্রথমে অসিত বরণ ও অরুন্ধতি অভিনীত "চলাচল" চিত্রটি পরিচালনা করে অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেন।

তারপর 'এভারেষ্ট ফিল্মের' 'পঞ্চতপার' পরিচালকরূপে কাজ করেন এবং চিত্র খানির সাফল্যে তিনি ও প্রশংসা অর্জন করেন।

তারপর উত্তম, সুচিত্রা অভিনীত বাদল পিকচার্সের "জীবন তৃষ্ণা" চয়নিকা চিত্র প্রতিষ্ঠানের, "জোনাকির আলো" এবং তারপর সুচিত্রা অভিনীত বাদল পিকচার্সের 'দীপ জ্বেলে যাই' চিত্রের পরিচালনা করে একজন শ্রেষ্ঠ পরিচালক রূপে গণ্য হন।

বর্তমানে জনতা পিকচার্সের "স্বরলিপি" চিত্রখানির পরিচালকরূপে ক্যালকাটা মুভিটনে নিয়মিত সুটিং করেছেন

অজয় কর

পরিচালক ও
ক্যামেরা ম্যান
(বাংলা)

বাংলা চিত্রজগতের সুপ্রসিদ্ধ পরিচালক ও আলোক-চিত্র-শিল্পীরূপে পরিচিত অজয় কর কলিকাতায় ইংরাজি ১৯১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইংরাজী ১৯৩৩ সালে তিনি চিত্রজগতে প্রবেশ করেন। ১৯৩৮ সালে ক্যামেরাম্যানের কাজ শুরু করেন। আজ পর্য্যন্ত বহু ছবিতে ক্যামেরাম্যানের কাজ তিনি করেছেন।

১৯৪৮ সালে তিনি প্রথম চিত্র পরিচালকরূপে কাজ করেন। ১৯৫০ সালে প্রযোজক রূপে কাজ শুরু করেন। ঐ সালে জিঘাংসা চিত্রে পরিচালনা প্রযোজনা ও ক্যামেরার কাজ করেন। 'পথিক' ছবিখানিতে প্রথম চিত্র গ্রহণ করেন এবং অনন্যা ছবি প্রথম পরিচালনা করেন।

ক্যামেরাম্যান হিসাবে তাঁর ছবির মধ্যে রাঙামাটি, ভুলি নাই, অনুরাধা, পরিবর্ত্তন প্রভৃতি বাংলা ছবি এবং ২।৩ খানা তেলেগু ছবিতে কাজ করেছেন। চিত্র-শিল্পী ও পরিচালকরূপে কাজ করেন মেজদিদি, বামুনের মেয়ে, গৃহ প্রবেশ, সাজঘর, শ্যামলী, হারানোসুর, বড়দিদি প্রভৃতি ছবিগুলিতে।

॥ অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় ॥

পরিচালক—বাংলা

১৯০৮ সালে ভাগলপুরে অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় এর জন্ম হয়। প্রথম জীবনে অভিনেতা ও সহকারী পরিচালক হিসাবে চিত্র জগতে যোগ দেন। প্রথম পরিচালনার সুযোগ পান সংগ্রাম ছবিতে। অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ছবির মধ্যে পদ্মা প্রমত্তা নদী, সন্দীপন পাঠশালা, সীমান্তিক, ইন্দিরা, সংকেত প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি একজন ভালো মঞ্চ পরিচালক।

॥ অরবিন্দ সেন ॥

পরিচালক—বাংলা

অরবিন্দ সেনের জন্ম হয় কাশীতে। পিতা ছিলেন ষ্টেটের দেওয়ান। ছোটবেলা থেকেই গানের এবং থিয়েটারের সখ ছিল। চিত্রজগতের কথা তখন না ভাবলেও ১৯৩৬ সালে ৺প্রমথেশ বড়ুয়া অরবিন্দ সেনের গান শুনে তাঁকে কলকাতায় আসতে বলেন। ১৯৩৭ সালে ফণী মজুমদারের সহায়তায় সামান্য বেতনে ষ্টুডিওতে কাজ নিলেন। তারপর থেকে পরিচালক প্রমথেশ বড়ুয়া, প্রফুল্ল রায়, নীতিন বসু, হেম চন্দ্র ও ফণী মজুমদারের সহকারী হিসেবে ডাক্তার, জীবন মরণ, জিন্দগী, ষ্ট্রীট্ বেগার প্রভৃতি ছবিতে কাজ করেন।

ফণী মজুমদারের সঙ্গে বম্বে গিয়ে বহুদিন কাজ কববার পর ১৯৪৬ সালে প্রযোজক, কাহিনীকার ও অভিনেতা বাধাকৃষ্ণেনেব আহ্বানে নিরুপা বায়ের প্রথম হিন্দী ছবি চৌবেজীতে কাজ করেন। ১৯৪৯ সালে শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্প নিয়ে 'মকুর্দ্দর' ছবি করেন। তারপর 'কাফিলা' বিমল রায় প্রোডাকসন্সের 'আমানত' ফিল্মিস্থানের 'জমানা' প্রভৃতি ছবি করেন। এরপর নিজের প্রোডাকসন্সে কিশোর কুমারের উৎসাহে 'জালসাজ' ছবির কাজে হাত দেন।

॥ অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

পরিচালক—বাংলা

অধুনা কলিকাতা নিবাসী পূর্ব্ববঙ্গের এক অভিজাত পরিবারে অজিত ব্যানার্জী ১৯৩২ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বিগত যুদ্ধে উত্তর বঙ্গে স্থানান্তরিত হন। বালুরঘাট থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বঙ্গবাসী কলেজে পাঠ্যকালেই প্রখ্যাত গীতিকার প্রণব রায়ের সংস্পর্শে আসেন ও তার কাছে চিত্রনাট্য রচনার কাজ শেখেন। পড়া শেষ করে বম্বের পথে পারি জমান।

তার মাতুল জ্ঞান মুখার্জির তত্ত্বাবধানে কাজ শেখবার চেষ্টায় সেখানে পিতৃবন্ধু শচীন দেববর্মনের সহযোগিতায় প্রসিদ্ধ ক্যামেরামান জান মিস্ত্রী ও ফণি মিস্ত্রীর সঙ্গে কাজে থাকাকালীন কারদার ও মহেশ কৌলের সংস্পর্শে এসে সহপরিচালক হিসেবেকাজ করতে থাকেন। ক্রমে ৺অমিয় চক্রবর্ত্তী ও হীরেন বসুর সঙ্গে বহু ছবিতে কাজ করেন। আত্মবিশ্বাস জন্মানোর সঙ্গে সঙ্গে কলকাতায় এসে নিজের চেষ্টায় বর্ত্তমানে মুক্তি প্রতীক্ষিত ছবি "এতটুকু আশা"র কাজ শুরু করেন। তাঁরই রচিত কাহিনী "রতনলাল বাঙ্গালী" পরিচালনার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়ে এটিও সমাপ্ত প্রায়। বর্ত্তমানে "দ্বিধা" "রেল লাইনের ধারে" ও "উঁচু পাহাড় নীচু জমি" পরিচালনা করবার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। নিজের চেষ্টায় প্রসিদ্ধ কনট্রাকটার বন্ধুবর তপন চট্টোপাধ্যায় ও সুশীল দেবরায়ের সহযোগিতায় পরিবেশন প্রতিষ্ঠান মুভিটাস্কের পত্তন করেন। শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিক মহলে সুপরিচিত। তিনি চিত্র সাংবাদিকের কাজও বেশ কিছুদিন করেছেন। তিনি নিজে একজন ভালো সঙ্গীত শিল্পী। কলেজে থাকাকালীন তিনি মেগাফোন রেকর্ডের একজন স্থায়ী শিল্পী হিসাবে যুক্ত ছিলেন।

বঙ্গের উদীয়মানা অভিনেত্রী নাজকুমারী

নৃত্য-শিক্ষারতা মালা সিন্‌হা

দুই সঙ্গীতশিল্পী ঃ ভি, বালসারা ও রাইচাঁদ বড়াল

হেমন্ত মুখার্জি ও গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়

…শিল্পী সন্ধ্যা মখার্জি

সঙ্গীতশিল্পী সতীনাথমখার্জি
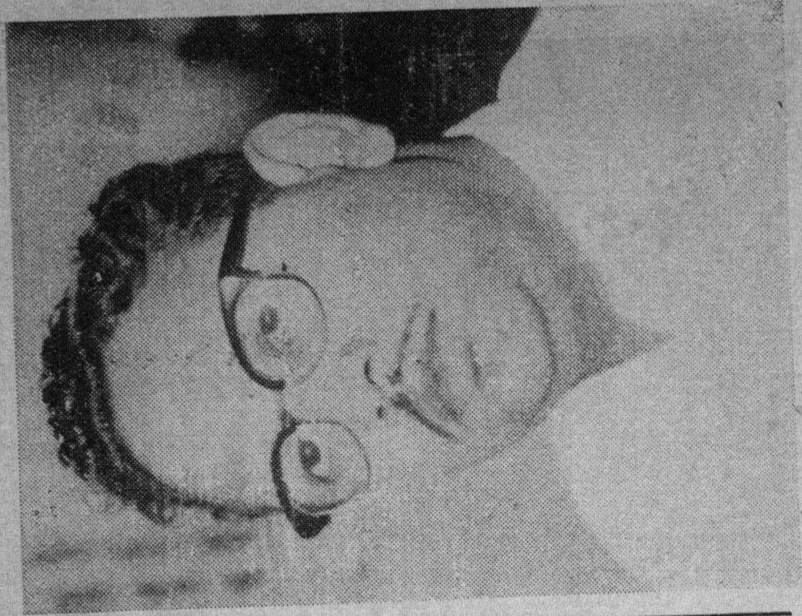
মীনাকুমারী (বম্বে)

রূপসজ্জারতা অভিনেত্রী শ্যামা (বম্বে)

॥ আব্বাস ॥

প্রযোজক ও পরিচালক (বম্বে)

পুরো নাম খাজা আহম্মদ আব্বাস। তিনি একাধারে প্রযোজক, পরিচালক, পরিবেশক,লেখক ও স্ক্রীন রাইটার। জন্ম ১৯১৪ সালে পানিপথে। তাঁর ডিগ্রি বি,এ,এল এল বি। তাঁর কয়েকখানা বই বিদেশী ভাষায় অনুবাদও হয়েছে। প্রোগ্রেসিভ রাইটার এসোসিয়েশনের তিনি প্রতিষ্ঠাতা সদস্য। ১৯৩৪ সালে তিনি সারা পৃথিবী ঘুরে এসেছেন। ১৯৫১ সালে তিনি ইণ্ডিয়ার ডেলিগেট হয়ে বিদেশে গিয়েছিলেন। এছাড়াও ১৯৫৪-৫৫ সালে রাশিয়া, চেকোশ্লোভিয়া, পোলাণ্ড, ইউ কে, প্রভৃতি ঘুরেছেন। তাঁর রচিত ছবির মধ্যে নয়া কাহানী, নয়া দুনিয়া, পান্না, ডাঃ কোটনীজ কী অমর কাহানী রাত আখি, আওয়ারা, শ্রী৪২০ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজের রচিত যেসব ছবির পরিচালনা ও প্রযোজনা করেছেন তার মধ্যে ধরতী কা লাল, আজ আউর কাল, আনহোনী রাহী,মুন্না (ইংরাজি ও হিন্দী) এগার হাজার লাখ, প্রোপ্রাইটার, নয়া সংসার, বোম্বাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ আর, কৌশিক ॥

শব্দযন্ত্রী—বম্বে

১৯১২ সালে রেঙ্গুনে আর, কৌশিকের জন্ম হয়। ১৯৩৭ সালে সাগর-মুভিটোনে শব্দযন্ত্র বিভাগে যোগ দেন। প্রথম শব্দ-যন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন 'সংস্কার' চিত্রে। আর, কৌশিক শব্দযোজিত চিত্রের মধ্যে রাধিকা, স্কুল মাষ্টার, আন্দাজ, হালচাল, আশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ ঈশান ঘোষ ॥

শব্দযন্ত্রী—বাংলা

১৯১৫ সালে কলকাতায় ইশান ঘোষের জন্ম হয়। প্রথম শব্দযন্ত্রী হিসাবে কাজ করার সুযোগ পান খাজাঞ্চী চিত্রে। ঈশান ঘোষের দ্বারা শব্দযোজিত চিত্রের মধ্যে খানদান, দস্তান, দুলারী, বাবুল, বৈজু বাওরা, পরিণীতা, দো-বিঘা জমিন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ এ, আর, কারদার ॥

প্রযোজক ও পরিচালক—বম্বে

১৯০৪ সালে লাহোরে এ আর কারদারের জন্ম হয়। নির্বাক যুগ থেকেই তিনি চলচ্চিত্র শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছেন। বর্ত্তমানে ইনি কারদার ষ্টুডিও, কারদার প্রোডাকসন্স ও মিউজিক্যাল পিকচার্সের মালিক। প্রথম প্রযোজনা করেন নওজোয়ান ছবিখানি। উল্লেখযোগ্য প্রযোজিত ছবি জীবন জ্যোতিঃ ও চাচা চৌধুরী। প্রথম 'দর্দ্দ' চিত্রখানি পরিচালনা করেন। তাঁর পরিচালিত ছবির মধ্যে সাবদা, যাদু, বাপরে বাপ, দিল্লাগী, নয়া দুনিয়া, মিলাপ, বাগী সিপাহী, ঠোকর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

।। এ, ভি, মায়াপ্পান ।।

প্রযোজক পরিচালক (সাউথ)

১৯০৭ সালে কারাই কুদিতে জন্ম হয় এ ভি, মায়াপ্পানের। প্রথম প্রযোজনা করেন আপ্পি অজুনা (তামিল) চিত্রটি। প্রথম পরিচালনা করেন সভাপতি (তামিল) চিত্রটি। মায়াপ্পান প্রযোজিত ও পরিচালিত চিত্রের মধ্যে ভাই ভাই, চোরি চোরি, ডক্টর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে ইনি এ. ভি, এম ষ্টুডিও ও সরস্বতী টকীজের মালিক। এছাড়া রাম বিলাস থিয়েটার লীজ নিয়ে উহার সুষ্ঠ পরিচালনা ভার গ্রহণ করেছেন।

।। ঋত্বিক ঘটক ।।

পরিচালক (বাংলা)

১৯২৬ সালে ঢাকা শহরের ঘটক পরিবারে ঋত্বিক ঘটকের জন্ম হয়। পিতা ৺সুরেশ চন্দ্র ঘটক ছিলেন জেলা শাসক। আর পাঁচ জনের মত না হলেও গতানুগতিক জীবনযাত্রা শুরু করে এম এ তে এসে তাঁর ছাত্র জীবন শেষ করতে হয়। এরপর বাঁধা পড়লেন একটি সুখী নীড়ের মাঝে। এই সময়েই চিত্রজগতের সাথে তার পরিচয় হয়।

প্রযোজক ও পরিচালক বিমল রায়ের সাথে কিছুদিন যাতায়াত করেন থিয়েটার্সে তার একটি লেখা নিয়ে। সেই সময় থেকেই চিত্র জগতের সাথে তার পরিচয় ঘটে। বেশ কিছুদিন পরে তাঁর সেই কাহিনী নিয়ে "মধুমতী". পর্দায় আত্মপ্রকাশ করে। চিত্র জগতের সাথে তার ঘনিষ্ট যোগাযোগ হয় ১৯৫২ সালে "নাগরিক" ছবির পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে। এরপর 'অযান্ত্রিক' পরিচালনার ভিতর দিয়ে প্রচুর সুনাম পেলেন তিনি। "বাড়ী থেকে পালিয়ে" ছবিটি করে চিত্রজগতে তিনি নিজের স্থান করে নিলেন। নিজস্ব প্রতিষ্ঠান "চিত্র কল্প" থেকে তিনি চিত্রমোদীদের "মেঘে ঢাকা তারা" ছবিটি উপহার দিলেন। বর্ত্তমানে তিনি নিজস্ব রচনা "কমল গান্ধার" ছবিটির নির্মান কাজে ব্যস্ত।

॥ কেদার শর্মা ॥

প্রযোজক পরিচালক—বাংলা

১৯১০ সালে শিয়াল কোটের নরওয়ালে কেদার শর্মার জন্ম হয়। তিনি গ্রাজুয়েট। প্রথমে নিউ থিয়েটার্সে গীতিকার, সংলাপ রচয়িতা, লেটার ও পোষ্টার প্রিন্টার হিসাবে যোগ দেন। প্রথম পরিচালনা করেন চিত্রলেখা ছবি। প্রথম প্রযোজিত ছবি 'বাওরে নয়ন'। কেদার শর্মা পরিচালিত ছবির মধ্যে আউলাদ, গোরী, নীল কমল, জোগান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ কার্তিক চ্যাটার্জি ॥

পরিচালক ও প্রযোজক- বাংলা

ইনি একজন পরিচালক ও প্রযোজক রূপে খ্যাত। ১৯১২ সালে এঁর জন্ম হয়।

তাঁর পরিচালনায় ও প্রযোজনায় প্রথম একখানি ডকুমেণ্টারী ছবি "রুরাল লাইফ অফ বেঙ্গল" মুক্তিলাভ করে। তাঁর পরিচালিত ছবির মধ্যে রামের সুমতি, মহাপ্রস্থানের পথে, বনহংসী, ছোট ভাই (হিন্দী) যাত্রী, (হিন্দী) গোধুলী, চোর, সাহেব বিবি গোলাম, নবীন যাত্রী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ কালীপ্রসাদ ঘোষ ॥

পরিচালক (বাংলা)

পরিচালক হিসেবে কালীপ্রসাদ ঘোষের সুনাম প্রচুর। ১৮৯৯ সালে কালী প্রসাদ ঘোষের জন্ম হয়। তিনি বি এস সি পাশ। ১৯২৬ সালে প্রথম নির্বাক ছবি শঙ্করাচার্য্য পরিচালনার সুযোগ পান। প্রথম সবাক ছবি "বিদ্যাসাগর" পরিচালনা করেন। কালীপ্রসাদ ঘোষ পরিচালিত চিত্রের মধ্যে কারপাপে, রাণী রাসমণি, শ্রামা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ কার্তিক বসু ॥

শিল্প নির্দেশক—বাংলা

১৯২৫ সালে কার্ত্তিক বসুর জন্ম হয়। প্রথমে সহ-শিল্প-নির্দেশক হিসাবে ইনি চিত্রজগতে যোগ দেন। পরে নিজগুণে শিল্প-নির্দেশক হন। কার্ত্তিক বসুর শিল্প নির্দেশিত ছবির মধ্যে শেষের কবিতা, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, মনের ময়ূর, বাঁশের কেল্লা, রাণী রাসমণি, ব্রতচারিণী, পরেশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ কমল আমরোহী

পরিচালক প্রযোজক (বম্বে)

কমল আমরোহী একাধারে প্রযোজক, পরিচালক, চিত্র নাট্যকার ও লেখক। ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে আমরোহীর জন্ম হয়। বহু বইএর লেখক আমরোহী প্রথম মিনার্ভা মুভিটোনের সঙ্গে জেলার ও পুকার ছবির মাধ্যমে যুক্ত হন। এ ছাড়াও মুঘলই-ই-আজম, সাজাহান, বিরাম খাঁ, ভরসা, রমিও জুলিয়েট, মজাক, ফুল, মহল প্রভৃতি তাঁর রচিত এই চিত্রজগতে খুব প্রশংসা লাভ করেছে। আমরোহীর পরিচালিত ও প্রযোজিত ছবিব মধ্যে দায়েরা ও পবিচালিত ছবির মধ্যে মহল, উল্লেখযোগ্য। তাঁর নিজের প্রতিষ্ঠান কমল পিকচার্স। ইনি বম্বের বিখ্যাত চিত্র শিল্পী মিনা কুমারীকে বিবাহ করেছেন।

॥ গৌরাঙ্গ বসু ॥

পরিচালক ও প্রযোজক—বাংলা

একটি ঘটনাকে চিত্রে রূপায়িত করে দর্শকদের কাছ থেকে প্রশংসা পাওয়া খুবই শক্ত কাজ। ছবির সফলতার মূলে থাকে সুষ্ঠু পরিচালনা। যে পরিচালক তাঁব সুবিবেচনা ও প্রখর দৃষ্টিতে, ক্যামেরা, গল্প প্রভৃতিকে

দর্শকের দৃষ্টিতে দেখে পরিচালনা করতে পারেন তিনিই হলেন সত্যিকারের পরিচালক। যে সমস্ত চিত্র পরিচালক বাংলা চিত্র পরিচালনায় খ্যাতিলাভ করেছেন গৌরাঙ্গ বসু তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

ইংরাজী ১৯২৪ সালে ঢাকা সহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম যাদবেন্দ্র নাথ বসু। কলকাতা মিত্র ইনষ্টিটিউশন (ভবানীপুর) থেকে প্রবেশিকা পরীক্ষায় এবং স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করেন। বাল্যকাল থেকেই সাহিত্যে তাঁর অনুরাগ জন্মে। তিনি যখন স্কুলের দ্বাদশ বর্ষীয় বালক তখনই "জীবনের সাফল্য" নামক একটি ছোটদের গল্প ও "সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলী" নামক একটি রহস্য কাহিনী লেখেন। "সম্প্রতি" নামক একখানি পত্রিকার সম্পাদক হিসাবে কাটিয়েছেন বহুদিন।

ছোটদের জন্য তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে যত রাজ্যের ভাল গল্প, অদ্ভুত যত ভূতের গল্প প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও ভূতের গল্পের সংকলন, হাসির গল্পের সংকলন, ডিটেকটীভ গল্পের সংকলন এবং রোমাঞ্চকর গল্পের সংকলন গ্রন্থের সম্পাদনা করেছেন। "আঠার বসন্ত" নামক একখানি গ্রন্থও সম্পাদনা করেছেন।

১৯৪২ সালে কংগ্রেস মুভমেণ্টের সময় মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে পত্র বিনিময়ের জন্য তিনি ধরা পড়েন এবং কিছু দিনের জন্য তাকে কারা যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়।

১৯৪৮ সালে চিত্র জগতের সঙ্গে যোগ দিয়ে তিনি প্রযোজক হিসাবে বসুমিত্র প্রোডাকসন্সের কালোছায়া, প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার হিসাবে উল্টোরথ, সরলা, চাটুয্যে বাঁড়ুয্যে ও তমসা, চিত্রনাট্য ও কাহিনীকার হিসাবে ভৈরব মন্ত্র, সাদা কালো, সাধক রামপ্রসাদ প্রভৃতি ছবিগুলি সাধারণে প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও ধূমকেতু ও ভয় নামক দুটী ছবির তিনি লেখক ও পরিচালক।

ইংরাজী ১৯৫৭ সালে বাংলা চিত্র জগতের সুন্দরী নায়িকা শ্রীমতী সাবিত্রী চ্যাটার্জীকে সহধর্মিনীরূপে গ্রহণ করেছেন।

॥ গোবর্দ্ধন অধিকারী ॥

চিত্র সম্পাদক—বাংলা

বাংলা চলচ্চিত্রে গোবর্দ্ধন অধিকারী অনেকগুলি ভাল ছবির সম্পাদনা করে প্রশংসা অর্জ্জন করেছেন।

কলিকাতায় ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে ইনি জন্মগ্রহণ করেন। ছিন্নমূল কথাচিত্রে তিনি প্রথম চিত্র-সম্পাদনার কাজ করেন। এছাড়া রত্নদীপ (হিন্দী ও তামিল) পথিক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য, কৃষ্ণ সুদামা, পাপ ও পাপী, ভালবাসা চিরকুমার সভা প্রভৃতি ছবিতে সুনামের সঙ্গে কাজ করেছেন।

॥ চিত্ত বসু ॥

পরিচালক—বাংলা

১৯০৭ সালে খুলনা জেলায় মাগুরা গ্রামে মাতুলালয়ে চিত্ত বসুর জন্ম হয়। পিতার নাম চারুচন্দ্র বসু। ভবানীপুর মিত্র ইন্‌ষ্টিটিউশন থেকে প্রবেশিকা ও বঙ্গবাসী কলেজ থেকে আই, এ,এবং আশুতোষ কলেজ থেকে বি, এ, পাশ করেন। কিছু দিন এম, এ, ও ল' পড়েছেন।

১৯৩৬ সালে বন্ধু সুকুমার দাস গুপ্তের সহকারী হয়ে প্রথম রাজগী ছবিতে কাজ করেন।

১৯৪২ সালে সর্বপ্রথম কতদূর 'ছবিখানি' পরিচালনা করেন। শুভযাত্রা ছবির তিনি অন্যতম প্রযোজক ছিলেন। 'বন্ধু' ছবিটী সম্পূর্ণরূপে তাঁর প্রযোজনায় উঠেছে।

চিত্ত বসু প্রযোজিত ছবির মধ্যে মেঘ মুক্তি, প্রফুল্ল, বিন্দুর ছেলে, ছেলে কার, নদ ও নদী, বন্ধু, জ্যোতিষী, একটী রাত, পুত্রবধু, সুরের পরশ, দৃষ্টি, কঙ্কাবতীর ঘাট, রাস্তার ছেলে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ চেতন আনন্দ ॥

পরিচালক—বম্বে

১৯১৫ সালে লাহোরে চেতন আনন্দের জন্ম হয়। অনার্স সহ বি এ পাশ তিনি। অভিনেতা দেব আনন্দ এঁর ছোট ভাই। ছেলেবেলা থেকেই অভিনয়ের প্রতি ঝোক ছিল তাঁর। ইনি একজন প্রযোজক, পরিচালক ও ভালো চিত্র-নাট্যকার। প্রথম পরিচালনা ও চিত্র-নাট্য রচনার সুযোগ পান নীচা-নগর চিত্রে। কিছু দিন হোল ইনি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান নব-কেতন, গঠন করেছেন। চেতন আনন্দ প্রযোজিত ও পরিচালিত ছবির মধ্যে ফান্টুশ, আফসার, বাজী, ট্যাকসী ড্রাইভার, নীচা নগর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় ॥

শব্দযন্ত্রী—বাংলা

১৯২৬ সালে ২৪ পরগণা জেলায় জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তিনি বি, এস সি পাশ। ১৯৪৬ সালে সহকারী শব্দযন্ত্রী হিসাবে প্রথম চিত্রজগতে আসেন। ১৯৫০ সালে প্রথম শব্দযন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন 'বাঁকন তলা লাইট রেলওয়ে' চিত্রে। উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে যদুভট্ট, দেবী মালিনী, সাগরিকা, শঙ্কর নারায়ণ ব্যাঙ্ক প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ জগবন্ধু বসু ॥

প্রযোজক—বাংলা

দেশমাতৃকার আকুল আহ্বানে যাঁরা সাড়া দিয়েছিলেন সেই সব সাহসী কর্মীদের ভিতর ইনি অন্যতম।

দেশে তখন চলছিল অসহযোগ আন্দোলন, ধরপাকড়ের হিড়িক। বাপুজি জেলে, নেতাজী জেলে, অন্যান্য নেতারা জেলে। বাইরে থেকে কাজ করতে সুরু করলেন জগবন্ধু বসু তাঁর সহকারীদের নিয়ে। পিকেটিং করে বিলাতি দ্রব্য ত্যাগ করা, মাদক দ্রব্য ও অন্যান্য বিলাতী দ্রব্য থেকে বিরত হবার জন্য তিনি সুরু করলেন আন্দোলন।

দেশপূজ্য ৺শ্যামাপ্রসাদ যখন বিভিন্ন স্থানে কংগ্রেসের কাজে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, তখন এই যুবক ছায়ার মত তাঁকে রক্ষা করতে দেহরক্ষীরূপে কাজ করেছেন। দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করে তিনি বহুদিন কারাগারে আবদ্ধ ছিলেন। মাননীয় মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেনের সহিত কংগ্রেসের কাজে যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও বহু মন্ত্রীদের সহিত তিনি জেলে কাটিয়েছেন।

অসীম সাহসী যুবক মহাত্মা গান্ধীর কাছে ষ্টেনগান আত্মসমর্পণ করে ১৯৪৭ সালে তাঁকে অনশন ব্রত থেকে রক্ষা করেছিলেন। ৺শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী, ডাঃ কৃষ্ণ ও এস, এন, চ্যাটার্জি প্রমুখের সঙ্গে ইনি নোয়াখালিতে রিলিফের কাজ করেছেন।

এরপর তিনি চিত্র নির্মাণে ঝোঁক দেন। অজিত দে'র কাহিনী অবলম্বনে নবোদয় ফিল্মসের "বিভ্রান্ত" ছবির প্রযোজনা করেন ইংরাজী ১৯৫৯ সালে।

"মা আনন্দময়ী ডিষ্ট্রিবিউটার্স" তাঁহার প্রতিষ্ঠিত পরিবেশক প্রতিষ্ঠান। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের "শেষ রক্ষা" বর্তমানে তিনি চিত্রে রূপায়িত করতে চলেছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে এই উদার নির্ভিক ব্যক্তি পায়ে স্যাণ্ডেল, খদ্দরের পোষাক পরিধানে জন সাধারণের কাছে "জগাদা" নামে বিশেষ পরিচিত। তিনি হুগলী জেলার আবাণ্ডি গ্রামে ১৯১৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺রাসবিহারী বসু।

॥ জি, কে, মেহতা ॥

আলোক চিত্র শিল্পী (বাংলা)

এই শিক্ষিত আলোক চিত্রশিল্পী চিত্র জগতে আসার পূর্বে বি, এস সি পাশ করে চিকিৎসা শাস্ত্র পড়েছেন। রসায়ন বিদ্যাও তিনি কিছু কিছু শিক্ষা করেছেন। আলোক চিত্র-শিল্পী হিসেবে এ পর্যন্ত তিনি বহু ছবিতে কাজ করেছেন। তাঁর মধ্যে মাইকেল মধুসূদন, নিয়তি, স্বয়ংসিদ্ধা (হিন্দী) কবীর, বর্মার পথে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

।। জে, ডি, ইরানী ।।

শব্দ যন্ত্রী (বোং)

১৯০৯ সালে জে,ডি,ইরানীর জন্ম হয়। সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পর্য্যন্ত পড়েছেন। এক সময় বক্সিং খেলায় ইনি খুব পারদর্শী ছিলেন। সঙ্গীত খুব ভালবাসেন এবং সঙ্গীতের উপর তাঁর অনুরাগও প্রচুর। তাই হয়ত পরবর্ত্তী জীবনে সঙ্গীতের কথা ও শব্দকে ধরে রাখবার জন্য শব্দ যন্ত্রী হয়ে পড়লেন। আজকের নামকরা যে কজন শব্দ যন্ত্রী আছেন জে ডি ইরানী তাঁর মধ্যে অন্যতম। এ পর্য্যন্ত তিনি বহু ছবির চিত্রগ্রহণ করেছেন।

তাঁর শব্দ গৃহীত চিত্রগুলির মধ্যে বাংলায় শহর থেকে দূরে, মানে না মানা, শেষ উত্তর, বন্দী, যোগাযোগ, নিয়তি, অভিমান ও হিন্দীতে পতি ভক্তি ইনসাফ কি তোপ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

।। জে, পি, আদভানী ।।

পরিচালক প্রযোজক (বম্বে)

প্রায় ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞ পরিচালক আদভানীর জন্ম হয় ১৯০৩ সালে হায়দ্রাবাদে। শিক্ষিত ও অভিজ্ঞ এই পরিচালক জার্মানী ও অন্যান্য দেশে চিত্র-নির্মাণ সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণ করেন। মিষ্টার ভাবনানীর সহকারী হিসেবে তিনি প্রথম চিত্রশিল্পে যোগদান করেন। তাঁর পরিচালিত ছবির মধ্যে হের রনঝা, শশী পুন্নু, (পাঞ্জাবী) স্নেহ বন্ধন, শাহজাদী, সাহারা, ভেনা লাডলী, ওয়াফা, জঞ্জিরী সমসিরি, প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া হাসে না চাঁদের লোক, চল্‌তা পুর্জা, লক্ষ্মৌ কা বকী, প্রভৃতি ছবি প্রযোজনা করেছেন। তিনি বম্বে সেণ্ট্রাল ষ্টুডিও ও একটি প্রোডাকশনের মালিক।

॥ জামসেদজী ॥

প্রযোজক ও পরিচালক (বম্বে)

বোম্বাই চিত্র জগতে যে কয়জন প্রথম শ্রেণীর প্রযোজক ও পরিচালক আছেন, জামশেদজী তাহাদের মধ্যে অন্যতম। বোম্বায়ের বিখ্যাত ওয়াদিয়া পরিবারে জামশেদজীর জন্ম হয়। পদবী সহ তার পুরো নাম জামশেদজী ভূমানজী ওয়াদিয়া এম, বি, ই, এম, এ, এল এল, বি, জে, পি। শিক্ষা সমাপ্ত হবার পর ইনি বোম্বায়ের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ইংরাজী অধ্যাপকের কাজ করে। কিছু দিন সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কে চাকরী করেন। তারপর কিছুদিন এ্যাডভোকেটের কাজও করেছেন।

১৯৩০ সালে প্রথম বসন্তলীলা নির্বাক ছবি প্রযোজনা করেন। ১৯৩২ সালে অনুজ হোমিওয়াদিয়ার সাথে যুক্তভাবে ওয়াদিয়া মুভিটোন গঠন করেন।

প্রথম সবাক চিত্র লা-ই-ইয়ামান প্রযোজনা করেন। প্রযোজিত ছবির মধ্যে মেলা, বাজম, হাতিম তাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ জে, চণ্ডুলাল শা ॥

প্রযোজক ও পরিচালক (বম্বে)

১৮৯৮ সালে জে, চণ্ডুলাল শার জন্ম হয়। ১৯২৫ সালে তিনি লক্ষ্মী ফিল্মে যোগ দেন। পরে জগদীশ ফিল্ম কো গঠন করেন। ১৯২৯ সালে কুমারী গোহরের সহযোগিতায় রণজিৎ মুভিটোন গঠন করেন। প্রথম প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন দেবী দেবযানী চিত্রটি।

তাঁহার প্রযোজিত ও পরিচালিত চিত্রের মধ্যে অচ্ছুত, সন্ত তুলসীদাস, তানসেন, তুফান মেল, হামলোগ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

।। জে, বাবুভাই মিস্ত্রী ।।

চিত্রশিল্পী (বম্বে)

জে, বাবুভাই মিস্ত্রী ১৯১৯ সালে সুরতে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩৩ সালে প্রকাশ পিকচার্সে যোগ দেন। ১৯৪৬ সালে ওয়াদিয়া মুভিটোনে ঢুকে শিল্প-নির্দ্দেশক ও পরিচালকরূপে কাজ করেন। প্রথম পরিচালনা ও আলোকচিত্র গ্রহণের সুযোগ পান "জঙ্গল প্রিন্সেস" চিত্রে

উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে আওরাত, মোকাবেলা, নবদুর্গা, মৌজ, হাতিম তাই প্রভৃতি অন্যতম।

।। ডি, কে, চ্যাটার্জি ।।

পরিচালক (বাংলা)

প্রসিদ্ধ পরিচালক ডি, কে, চ্যাটার্জি একজন সদালাপী, সদ্বংশজাত, ও মধুর ব্যবহারের জন্য চিত্র জগতে পরিচিত।

১৯১৯ সালে তিনি হোসেঙ্গাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি গ্রাজুয়েট। প্রখ্যাত পরিচালক ও অভিনেতা প্রমথেশ বড়ুয়ার সঙ্গে সহকারী পবিচালক রূপে কাজ করেন।

তাঁর পরিচালনায় প্রথম ছবি আজাদী কী বাত। অন্যান্য ছবির মধ্যে মা অন্নপূর্ণা, বিধান প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

।। তিনকড়ি অধিকারী ।।

মেক্‌আপ ম্যান (বাংলা)

কলিকাতায় ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনকড়ি অধিকারীর জন্ম হয়। ইনি একজন নামকরা রূপ-সজ্জাকর। প্রথম৴অভয় চন্দ্র দের সহকারী হিসেবে জরাসন্ধ ছবিতে কাজ করেন। এছাড়া সহধর্ম্মিনী, আলেয়া, বন্দিতা, সমাধান, যোগাযোগ, নন্দিনী, নীলাঙ্গুরীয়, নার্স সিসি, প্রতিবাদ, ছোট ভাই, হে মহামানব প্রভৃতি বহু ছবিতে রূপ-সজ্জাকর হিসেবে কাজ করেছেন।

।। তপন সিংহ ।।

পরিচালক
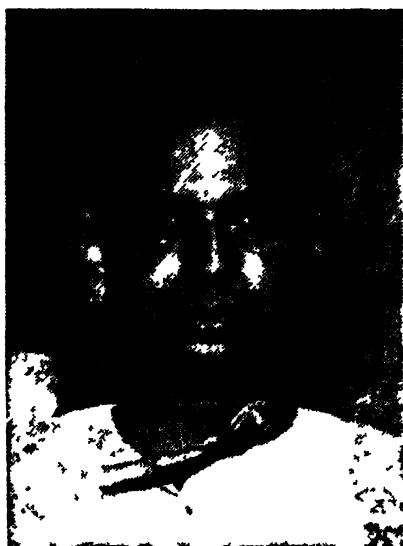
বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক তপন সিংহ বাংলা চিত্র জগতে আজ বিশেষ পরিচিত। খ্যাতি ও প্রশংসা দুই ই তিনি লাভ করেছেন।

তপন সিংহ ইংরাজী ১৯২৪ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। আদি বাড়ী মুর্শিদাবাদ। পিতা ৺ত্রিদিবেশ চন্দ্র সিংহ। ইনটারমিডিয়েড পর্য্যন্ত ভাগলপুরে পড়েছেন। ইংরাজী ১৯৪৫ সালে বিজ্ঞান শাস্ত্রে বি, এস সি পাশ করেন।

ইংরাজী ১৯৪৬ সালে নিউ থিয়েটার্সে সাউণ্ডের সহকারীরূপে কাজ সুরু করেন, ১৯৪৮ সালে ক্যালকাটা মুভিটোনের সাউণ্ড ইঞ্জিনীয়াররূপে পরিবর্ত্তন, বরযাত্রী, দত্তা প্রভৃতি ছবিতে কাজ করেন। কর্মে আরও নিপুনতা লাভের আশায় ১৯৫০ সালে বিলাত যান।

১৯৫২ সালে বিলাত থেকে ফিরে এসে "অঙ্কুশ" ছবিখানি পরিচালনা করেন। ছবিখানি ভাল হলেও বেশি দিন চলেনি। নূতনত্বে ও নিখুঁত পরিচালনায় অঙ্কুশই নাকি তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ ছবি।

তারপর তাঁর জীবনের মোড় ফিরল। উত্তম কুমার, মঞ্জু দে, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় অভিনীত 'উপহার' চিত্রটির পরিচালনা করে প্রশংসা পেলেন। তারপর বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের টনসিল ছবির পরিচালনা করেন। তাঁর পরিচালনায় কাবুলীওয়ালা সারা বিশ্বের প্রশংসা অর্জ্জন করে। পরিচালক হিসাবে বিশ্বের দরবার থেকে বিজয় মুকুট পেলেন। প্রেসিডেন্ট প্রদত্ত সোনার মেডেল তাঁর গলায় পরিয়ে দিলেন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ স্বয়ং। পণ্ডিত জহরলালের ধান-দুর্বা ও চন্দনের দেওয়া জয়টীকা আজীবন তাঁর সাফল্যের স্মারক হয়ে থাকবে। সুদূর বার্লিন থেকে বাংলার মঞ্চ ও চিত্র জগতের প্রখ্যাত শিল্পী ছবি" বিশ্বাস কাবুলিওয়ালায় অভিনয়ের জন্য "সিলভার বিয়ার" পুরস্কার লাভ করেন।

তারপর লৌহকপাট, কালামাটী, ক্ষণিকের অতিথি, পরিচালনা করেন। লৌহকপাট ছবিতেও পুনরায় রাষ্ট্রপতির পুরস্কার লাভ করেন।

· রবীন্দ্রনাথের "ক্ষুধিত পাষাণ" গল্পকে চিত্রে রূপায়িত করে তিনি শ্রেষ্ঠ পরিচালকের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। বর্ত্তমানে তিনি "ঝিন্দের বন্দী" কথা-চিত্রে রূপায়িত করছেন।

।। তারা বর্মন ।।

চিত্র প্রযোজক—বাংলা

চিত্র প্রযোজকদের দায়িত্ব অনেক। ভাল ছবি পরিবেশন করার একমাত্র দায়িত্ব তাদেরই। আদর্শকে সামনে রেখে সমাজের প্রতি দৃষ্টি রেখে যে সব প্রযোজক ছবি তৈরী করেন তারা বর্মন তাদের মধ্যে অন্যতম। নোংরা ছবি পরিবেশন করে পয়সা রোজগার করা যায় সত্য কিন্তু সমাজের উপর তাঁরও যে কর্তব্য আছে তার পরিচয় পাওয়া যায় না। অথচ সমাজের বিকৃত রুচি ও অধোগতি রোধে তাঁদের কার্যক্রম মোটেই অবহেলার নয়। 'দেড়শ খোকার কাণ্ডে'র মত একখানি সর্বাঙ্গ সুন্দর ছবি যিনি বাংলা দেশকে দিতে পেরেছেন ধন্যবাদ তাঁর অবশ্যই প্রাপ্য।

প্রযোজক তারা বর্মণ ১৯০০ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ৺গোপাল লাল বর্মণের একমাত্র সন্তান তিনি। ছোটবেলা থেকেই মনের আনাচে কানাচে সাহিত্য প্রীতি, অভিনয়ে ঝোঁক, দল গঠনের আগ্রহ

প্রভৃতি উকি ঝুঁকি মারত। সুযোগ পেলেই তিনি তাঁর বিকশিত প্রতিভাকে কাজে লাগাতেন। জনহিতকর কাজে আত্মনিয়োগ করে শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গেও কিছুদিন কাজ করেছেন। পরে নাট্যানুরাগী শ্রীবর্মণ একটি সৌখিন নাট্য সংস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েন এবং নিজেকে নাট্যাভিনেতা হিসেবে তুলে ধরেছেন দর্শকদের সামনে। রামমোহন, মশাল, সানি-ভিলা, পি, ডব্লু-ডি, সিরাজদ্দৌল্লা, সাজাহান, চন্দ্রগুপ্ত, আবুল হাসান, মহারাজা নন্দকুমার, পতিব্রতা, সীতা প্রভৃতি বহু নাটকে তিনি সুঅভিনয় করেছেন। জীবনের চাকা ঘুরে গেল। চিত্র প্রযোজক হিসেবে এগিয়ে এলেন "জয় মা কালী বোর্ডিং'এ। অর্থ ও যশ দুইই একসঙ্গে এসে ধরা দিল তাঁর হাতের মুঠোয়। এই ছবিতেই প্রথম পরিচালক হিসেবে সাধন সরকার, চিত্র কাহিনীকার হিসেবে শৈলেশ দে, সঙ্গীত পরিচালক হিসেবে শ্যামল মিত্র, নায়িকা হিসেবে তপতী ঘোষ, প্রধান চরিত্রাভিনেতা হিসেবে ভানু ব্যানার্জিকে দেখা যায়। এই ছবিতে শ্রীবর্মণ নিজেও অভিনয় করেছেন। এর পরেই তপন সিংহ পরিচালিত "কালামাটি"র প্রযোজক হিসাবে তারা বর্মণ দেশ জোড়া খ্যাতি পেলেন। কয়লা খনির উপর ছবি বাংলা ভাষায় এই প্রথম। ১৯৫৮ সালে অরুন্ধতী মুখার্জি এই ছবিতে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী হিসেবে পুরস্কার লাভ করেন। হেমেন্দ্র কুমার রায়ের 'দেড়শ খোকার কাণ্ড' শ্রীবর্মনের আর একটি অবদান। পূর্ণাঙ্গ শিশু চিত্র এপর্যন্ত যা অবহেলিত ছিল শ্রীবর্মনের হাতে তাই প্রথম ভাষা পেল। কিন্তু সরকারের উপযুক্ত সহযোগিতার অভাবে আবার তিনি হাসির রাজ্যে ফিরে গেলেন। দর্শকদের নির্মল আনন্দ দিতে "কানামাছি"র কাজে হাত দিয়েছেন। এমনিভাবে শ্রীবর্মনের আদর্শ রূপ-পরিগ্রহ করে চলেছে আগামী দিনের ইতিহাস রচনা করে।

॥ দেবকীকুমার বসু ॥

পরিচালক [illegible] ।

১৮৯৮ সালে বর্দ্ধমান জেলার চৈতন্যপুর গ্রামে মাতুলালয়ে দেবকী বসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা মধুসূদন বসু। বর্দ্ধমান জেলার কলাই গ্রামের বিখ্যাত বসুমুন্সী পরিবারই দেবকী বসুর পিতৃকুল। পিতৃ ও মাতৃকুল উভয়েই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন। পিতামাতার ষষ্ঠ সন্তান দেবকী কুমার বসু। স্কুল কলেজে পড়াশুনা খেলাধুলায় সম পরিমাণে পারদর্শী ছিলেন তিনি। কলেজ জীবন থেকেই ভাল বক্তা, অভিনেতা ও আবৃত্তিকার হিসাবে তার সুনাম ছিল বিদ্যাসাগর কলেজে অধ্যয়ন কালে তিনি গুরু হিসাবে পেয়েছিলেন নাট্যাচার্য্য শিশির কুমার ভাদুড়ী মহাশয়কে। যতদিন তিনি উক্ত কলেজে ছিলেন ততদিন শিশির ভাদুড়ীর সঙ্গে কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে অভিনয় করেছেন। সেই সময় তিনি "শক্তি" নামে একটা পত্রিকারও সম্পাদক ছিলেন। এই সময় থেকেই তার সাহিত্য প্রতিভার বিকাশ হয়। চলচ্চিত্রে দেবকী বসু প্রথমে কাহিনীকার

হিসাবে বিখ্যাত প্রযোজক ও পরিচালক ধীরেন্দ্র নাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সহায়তায় প্রবেশ করেন। এই সময়ে তাঁর লেখা কয়েকটি গল্প পর পর চিত্রায়িত হয় এবং তিনি স্থায়ী ভাবে চিত্র-শিল্পে যোগদান করেন। তাঁর প্রথম পরিচালিত চিত্রের নাম "পঞ্চশর"। এই পঞ্চশরেই একটি ছোট ভূমিকায় অপরাজেয় পরিচালক ও অভিনেতা ৺প্রমথেশচন্দ্র বড়ুয়া প্রথম অভিনয় করেন। ঐ চিত্র পরিচালনার পরে আরও উন্নততর চলচ্চিত্র শিল্প শিক্ষার জন্য তিনি বিলাত যান। কিছুদিন পরে বিলাত প্রত্যাগত দেবকীবাবু অপরাধী ছবিটির পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন। এই 'অপরাধী' চিত্রটি চিত্রজগতের শেষ নির্বাক চিত্র। অপরাধীর বিরাট সাফল্য দেখে নিউ থিয়েটার্সের মালিক বীরেন্দ্র নাথ সরকার তাঁর প্রতিষ্ঠানে তাঁকে যোগ দিতে আমন্ত্রন জানান। তাঁর আমন্ত্রনে দেবকীবাবু ১৯৩১ সালে উক্ত প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন ও ঐ প্রতিষ্ঠানের হয়ে "চণ্ডীদাস" পরিচালনা করেন। আর এই চণ্ডীদাস চিত্রেই প্রথম অবতরণ করেন প্রথিত যশা অন্ধ-গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে। এরপর উক্ত প্রতিষ্ঠানের হয়েই "পুরান-ভকত", (হিন্দী) মীরাবাঈ (হিন্দী ও বাংলা) পরিচালনা করেন। তারপর নিউ থিয়েটার্স ত্যাগ করে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হয়ে 'সীতা' পরিচালনা করেন। এরপর তিনি পুনরায় নিউ থিয়েটার্সে ফিরে আসেন ও তাদের হয়ে "আফটার দি' আর্থ কোয়েক" পরিচালনা করেন! তারপর তিনি বোম্বাই গিয়ে 'এ লাইফ ইজ এ ষ্টেজ' পরিচালনা করেন। বোম্বাই থেকে ফিরে এসে আবার ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হয়ে সোনার সংসার (হিন্দী ও বাংলা) পরিচালনা করেন। পরে নিউ থিয়েটার্সের হয়ে বিদ্যাপতি, নর্ত্তকী, সাপুড়ে পরিচালনা করেন। এই সেদিনও তিনি রত্নদীপ, কবি, পথিক, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য পরিচালনা করে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছেন।

॥ দিলীপ মুখার্জি ॥

পরিচালক (বাংলা)

কলিকাতায় ১৯১৭ সালে দিলীপ মুখার্জির জন্ম হয়। পিতার নাম শশাঙ্ক মুখার্জি। তাঁর পিতা একজন কবি ও নাট্যকার ছিলেন। ১৯৪০ সালে প্রথম

তিনি শৈলজানন্দ মুখার্জির সহায়তায় চিত্রজগতে যোগদান করেন। 'সাবিত্রী সত্যবান' ছায়াচিত্রখানি তিনি প্রথম পরিচালনা করেন। তারপর কেরাণীর জীবন, সীতার পাতাল প্রবেশ, এ্যারিষ্টোক্রেসী, বুনিয়াদ (হিন্দী), বানওয়াট (হিন্দী) জন্মতিথি প্রভৃতি চিত্রগুলি পরিচালনা করে তিনি প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেন। তাঁর পরিচালিত জন্মতিথি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ১৯৫৭ সালে পুরস্কৃত হয়। বর্তমানে তিনি রামধনু ছবির তত্ত্বধায়ক হিসেবে কাজ করছেন।

॥ দেওজীভাই ॥

আলোক চিত্র শিল্পী (বাংলা)

আলোক চিত্র শিল্পী হিসেবে আজ দেওজীভাই সর্বজন পরিচিত। বহু ভাল ভাল ছবি তার হাত দিয়ে বেরিয়েছে এবং জন সমাদর লাভ করেছে। ১৯১৪ সালে দেওজীভাই পোরবন্দরে জন্ম হয় কাথিয়াওয়াড়ে। ১৯৩৭ সালে প্রথম তিনি পরিচালক মোহন সিনহার কাছে ক্যামেরার কাজ শেখেন। স্বরাজ কি সিপাহি ছবিতে সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন। তারপর ফকারে ইসলাম, বাকে সিপাহি, ভবিজল সংগম, কিরাত অর্জুন প্রভৃতি হিন্দি তামিল ও তেলেগু ছবিতে কাজ করেন। ১৯৫০ সালে কলকাতায় এসে 'অবল' ছবিতে আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। তিনি যে সব ছবিতে কাজ করেছেন তার মধ্যে চন্দ্রশেখর, পথের দাবী, সব্যসাচী, স্বামী, বজ্রদীপ, অভিশপ্ত, বাকাসুর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ দীনেন গুপ্ত ॥

আলোক-চিত্র-শিল্পী (বাংলা)

৺হেম গুপ্ত যিনি দীর্ঘদিন ফিল্ম লাইনের সেবা করে গেছেন তারই সুযোগ্য পুত্র দীনেন গুপ্ত কলিকাতায় ১৯৩১ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

প্রখ্যাত ক্যামেরাম্যান রামানন্দ সেনগুপ্তের কাছে সহকারীরূপে কাজ করেছিলেন। ইংরাজী ১৯৪৭ সালে পঙ্কু চৌধুরীর সহায়তায় চিত্রজগতে প্রবেশ করেন।

তারপর তিনি প্রখ্যাতনামা ক্যামেরাম্যান হয়ে সম্পূর্ণ নিজে কাজ করেন। তাঁর আলোক চিত্র গৃহীত ছবির মধ্যে একতারা, ভাই ভাই, (উড়িয়া), অন্তরীক্ষ, অযান্ত্রিক, ডাক্তার বাবু, যৌতুক, গলি থেকে রাজ পথ, বাড়ী থেকে পালিয়ে ও মেঘে ঢাকা তারা প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ দুলাল দত্ত ॥

চিত্র সম্পাদক (বাংলা)

১৯২৩ সালে কলকাতায় দুলাল দত্তের জন্ম হয়। তিনি আই এ পাশ। প্রথম সম্পাদনা করার সুযোগ পান ভোর হয়ে এলো নং চিত্রে। দুলাল দত্ত সম্পাদিত চিত্রের মধ্যে গৃহ প্রবেশ দেবত্র চলাচল, পথের পাঁচালী, শুভবাত্রি ও দেবী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ দিব্যেন্দু ঘোষ ॥

আলোক-চিত্র-শিল্পী (বাংলা)

বাংলা ছবির ইতিহাসে আলোক চিত্র শিল্পী দিব্যেন্দু ঘোষ বিশেষ পরিচিত। ইংরাজী ১৯২১ সালে কলিকাতায় তার জন্ম হয়। পিতা ৺সতীশচন্দ্র ঘোষ।

প্রধান পরিচালক ধীরেন গাঙ্গুলী (ডি জি খ্যাত) তাঁকে চিত্রজগতে পরিচিত করেন। ১৯৪০ সালে ভারত লক্ষ্মী ষ্টুডিওতে 'ঠিকাদার' চিত্রে সহকারী হিসেবে কাজ করেন।

তারপর নিজ চেষ্টায় ইষ্টার্ণ টকিজের প্রধান ক্যামেরাম্যান হন। তাঁর আলোক-চিত্র গৃহীত ছবিগুলির মধ্যে ভৈরব মন্ত্র, কুয়াসা, সাধক রামপ্রসাদ, তমসা, শ্রীরাধা, আত্মদর্শন, শ্রীশ্রীতারকেশ্বর, দুই বেয়াই, সাঁঝের প্রদীপ, আমার বৌ, বৌদির বোন, ধূমকেতু ও মাণিক জোড় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। দ্বিচক্র, পাথেয়, দেবকন্যা প্রভৃতি নিয়ে বর্ত্তমানে তিনি ব্যস্ত আছেন।

॥ দিনাকর দাতাজী রাও পাতিল ॥

প্রযোজক পরিচালক (বম্বে)।

১৯১৫ সালে [illegible] দিনাকরের জন্ম হয়। তিনি বি.এ পাশ। ১৯৫৩ সালে দিনাকর চিত্র [illegible] প্রথম [illegible] নামক চিত্রটি প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন। তার পরিচালিত ও প্রযোজিত ছবির মধ্যে [illegible] আদালত, ঘরবার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ ধর্মাধিকারী দত্ত ॥

প্রযোজক পরিচালক (বম্বে)

১৯১৭ সালে ধর্মাধিকারী দত্তের কোলাপুরে জন্ম হয়। আসল নাম দত্তাত্রেয় জগন্নাথ। তিনি আই এ পাশ। ইনি আনন্দ চিত্র প্রতিষ্ঠান গঠন করেছেন। ধর্মাধিকারী দত্ত প্রযোজিত ও পরিচালিত ছবির মধ্যে পায়ে মুয়ে, মায়াবাজার, সবসে বাড় রূপেয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য

॥ নীতিন বসু ॥

পবিচালক (বাংলা)

১৯০১ সালে কলকাতা‌ে নীতিন বসুব জন্ম হয়। বি এ পর্যন্ত পড়েছেন। প্রথম আমেবিকা নিউজ বিলসএব মাধ্যমে কাজ শুরু কবেন। ১৯২৫ সালে সর্বপ্রথম চিত্রগ্রহণকাবী হিসাবে চিত্রজগতে যোগ দেন। ১৯৩০ সালে নিউ থিয়েটার্সের প্রযোজনায তিনি চণ্ডীদাস মুজরীম, নগন, কাশীনাথ, দীদাব, মশাল, সমব নৌকাডুবি প্রভৃতি ছবির চিত্রগ্রহণ করেন। কিছুদিন আগে নিজস্ব চিত্র প্রতিষ্ঠানেব হযে অমর সায়গল ও দবদে দিল নামক চিত্রদুটি প্রযোজনা কবেছেন।

॥ নীরেন লাহিড়ী ॥

পরিচালক (বাংলা)

১৯০৮ সালে কলকাতায় নীরেন লাহিড়ীব জন্ম হয়। অভিনয় ও সঙ্গীত প্রতিভা খুব/ছোটবেলা থেকেই ছিল। প্রথম জীবনে অভিনেতা

হিসাবে চিত্রজগতে যোগ দেন। পরে নিজগুণে সঙ্গীত পরিচালক, চিত্রপরিচালক ও চিত্রপ্রযোজক হন। নীরেন লাহিড়ী প্রযোজিত প্রথম চিত্র সাধারণ মেয়ে। এঁর পরিচালিত চিত্রের মধ্যে গরমিল, ভাবিকাল, সহধর্মিনী, দম্পতি, শুভদা, যদুভট্ট, দেবী মালিনী, শঙ্কর নারায়ণ ব্যাঙ্ক, মধুমালতী ছবি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ নিশিথ ব্যানার্জি ॥

পরিচালক, প্রযোজক (বাংলা)

নিশিথ ব্যানার্জি ২৭ পরগণা জেলায় ১৯২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি একাধারে প্রযোজক, পরিচালক, চিত্রনাট্যকার ও লেখক। নাগরিক ছবিখানিতে প্রথম তিনি পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। 'শ্রীজগন্নাথ' কথাচিত্রের চিত্রনাট্য করেন। তারপর অগ্রদূত গোষ্ঠীতে যোগ দিয়ে বিদ্যাসাগর (বাংলা ও হিন্দী), কার পাপে, আঁধি, অগ্নিপরীক্ষা, অনুপমা, সবার উপরে প্রভৃতি ছবিতে কাজ করেন। পরে 'অগ্রগামী' নামে একটি পৃথক গোষ্ঠী গঠন করে 'শিল্পী' প্রভৃতি ছবি প্রযোজনা করেন।

॥ নীতিশচন্দ্র ঘোষ ॥

পরিচালক (বাংলা)

চলচ্চিত্রের পরিচালক দায় মুক্ত হন ছবি তৈয়ারী এবং সম্পাদনার পর। অবশেষে পরিবেশক মারফৎ সাধারণে সেই ছবি প্রদর্শিত হয়। ছবির পরিবেশনা বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ কারণ, এর উপরই নির্ভর করে ছবির অর্থাগম।

নীতিশবাবুর জন্ম ফরিদপুর জিলায় (অধুনা পাকিস্তানে) তিনি দীর্ঘ দিন এই পরিবেশনা কার্য্যে নিযুক্ত আছেন। বহু বিপদের সম্মুখীন হয়েও সাহস করে ইনি অনেক নূতন ধরণের ছবির পরিবেশন ভার গ্রহণ করে প্রযোজকের মুখে হাসি ফুটিয়েছেন।

তাঁর পরিবেশিত—হ্রদ, সাঁঝের প্রদীপ এবং অন্যান্য বহু ছবি আছে। "অগ্নি-সম্ভবা ছবিটি বিদেশে পুরস্কার পাওয়ার মূলেও আছে নীতিশ বাবুর কৃতিত্ব।

আর্ট এণ্ড মুভি কালচার নামক প্রতিষ্ঠানের ইনিই সর্কময় কর্তা এবং এঁর পরিবেশিত প্রথম ছবি "মন নিল না বঁধু" আসন্ন মুক্তি প্রতীক্ষায়।

এই নিঃসন্তান নিরভিমানী নীতিশবাবুর স্নেহ লাভে অনেকেই ধন্য হয়েছেন।

॥ নিমাই ঘোষ ॥

আলোক চিত্র শিল্পী (বাংলা)

কলকাতায় ১৯১৪ সালে নিমাই ঘোষের জন্ম হয়। চিত্রজগতে প্রবেশের সুযোগ পান শম্ভু সিংএর সহায়তায়। [illegible] কাজে তাঁর অভিজ্ঞতা প্রচুর। এছাড়াও তিনি ছবি আঁকা, [illegible] পেন্টিং এর কাজ জানেন। তেলেগু ও উর্দু ও [illegible] ছবির চিত্রগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও জাগরণ, মহানিশা, [illegible], যার যেথা ঘর প্রভৃতি ছবির চিত্রগ্রহণ করেছেন। তিনি চিত্র পরিচালনাও করেছেন। তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি 'ছিন্নমূল' যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করে।

॥ নৃপেন পাল ॥

শব্দযন্ত্রী (বাংলা)

বাংলার চিত্রজগতে যে কয়জন খ্যাতিমান শব্দযন্ত্রী আছেন নৃপেন পাল তাঁদের মধ্যে অন্যতম।

মধুর স্বভাব, চমৎকার ব্যবহার, এত সাদাসিধা মানুষ চিত্রজগতে খুবই বিরল। ফার্স্ট ক্লাশ এম, এসসি গোল্ড মেডালিষ্ট হয়ে ইংরাজী ১৯৩০ সালে তিনি পাশ করেন। ১৯৩২ সালে শ্রীগৌরাঙ্গ ছবিতে

শব্দযন্ত্রীরূপে কাজ করেন। আজ পর্যন্ত রাধা ষ্টুডিওতে বাংলা, হিন্দী, তেলেগু, উড়িয়া যতগুলি চিত্রের কাজ হয়েছে নৃপেন পাল মহাশয় তার প্রায় সবগুলিতেই শব্দযন্ত্রীর কাজ করেছেন। তারপর কণ্ঠহার, প্রভাস মিলন, কৃষ্ণসুদামা, বামনাবতার, রাণী রাসমণি, মায়ামৃগ, অভয়ের বিয়ে, কবি, বজ্রদীপ, চার বরবেশ, ডাক্তার ও শ্যামলী প্রভৃতি বহু ছবিতে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন।

বর্তমানে তিনি মরুতৃষা, মিঃ ও [illegible] চৌধুরী প্রভৃতি ছবিতে শব্দ-যন্ত্রী হিসেবে কাজ করছেন।

॥ নৃপেন চট্টোপাধ্যায় ॥

রূপসজ্জাকর (বাংলা)

১৯২৯ সালে নৃপেন চট্টোপাধ্যায় [illegible] জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম রূপসজ্জাকর হিসাবে [illegible] শুরু [illegible]। রূপসজ্জাকর হিসেবে তিনি [illegible] চলাচল প্রভৃতি ছবিতে কাজ করেছেন।

॥ পিনাকী মুখোপাধ্যায় ॥

পরিচালক (বাংলা)

১৯২৮ সালে কলকাতায় পিনাকী মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তিনি বি, এ পাশ। ১৯৫৮ সালে প্রথম অর্দ্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়ের সহকারী হয়ে চিত্রজগতে যোগ দেন। প্রথম পরিচালনা করেন যোগ-বিয়োগ চিত্রখানি। পিনাকী মুখোপাধ্যায় পরিচালিত ছবির মধ্যে ঢুলী, বলয়গ্রাস, অসবর্ণা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ পি, কে, আত্রে ॥

পরিচালক প্রযোজক (বম্বে)

প্রহ্লাদ কেশব আত্রে মহাশয় একজন বিশিষ্ট নাট্যকার ও লেখক। শুধু তাই নয়, তিনি পরিচালক, প্রযোজক ও চিত্রনাট্যকার।

বম্বেতে ১৮৯৮ সালে আত্রের জন্ম হয়। তিনি শিক্ষিত, বি, এ, বি, টি, টি, ডি (লণ্ডন) তিনি দীর্ঘ ২৫ বৎসর একটি কলেজে প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন। ১৯৩৫ সালে লেখক হিসাবে প্রথম চিত্র জগতে প্রবেশ করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি প্রযোজক হন এবং চিত্র মন্দির ষ্টুডিও (বম্বে) প্রতিষ্ঠা করেন। ধরমবীর, চরণোকী দাসী (হিন্দী ও মারাঠী), মারুচি মউসী, হে মাঝি, লক্ষ্মী, ব্রহ্মচারী, মহাত্মা ফুলি প্রভৃতি মারাঠী চিত্র ও দিলকী বাত হিন্দী চিত্র প্রভৃতি পরিচালনা ও প্রযোজনা করেন।

১৯৫৪ সালে 'শ্যামচি আওয়াই' ছবির জন্য রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ১৯৫৫ সালে 'মহাত্মা কুলি' কথাচিত্রের জন্য তিনি রাষ্ট্রপতির রৌপ্যপদক লাভ করেন। তিনি বহু হিন্দী ও মারাঠী চিত্র পরিচালনা ও প্রযোজনা করেছেন। চেকোশ্লোভিয়া ও ইউ, এস, এস, আর, পরিদর্শন করেছেন।

॥ প্রেমনারায়ণ অরোরা ॥

প্রযোজক—বম্বে

প্রেম নারায়ণ অরোরার ১৯১৪ সালে কাটোয়ায় জন্ম হয়। আই, এ, পাশ করার পর কৃষ্ণা মুভিটোনের সাউণ্ড বিভাগে শিক্ষানবিশী করেন। প্রথম শব্দযন্ত্রী হিসাবে জাগীরদার চিত্রে কাজ করেন তারপর ইউরোপ, ইটালী ফ্রান্স, জার্মাণীতে শব্দ যন্ত্র সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষা নিতে যান।

১৯৪৬ সালে দেশে ফিরে এসে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান স্মল ইণ্ডিয়া পিকচার্স গঠন করেন। এরপর প্রথম ডোলি চিত্রটির প্রযোজনা করেন। পরে

রেল কা ডিব্বা ছবিটি পরিচালনা করেন। প্রেম নারায়ণ অরোরা প্রযোজিত ও পরিচালিত ছবির মধ্যে চোর বাজার, লয়লা মজনু, সিতারা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ বীরেন্দ্রনাথ সরকার ॥

প্রযোজক—বাংলা

ভাগলপুরে ১৯০১ সালে বীরেন্দ্র নাথ সরকারের জন্ম হয়। পিতা ৺নৃপেন্দ্রনাথ সরকার ছিলেন তদানিন্তন ভাইসরয়ের কার্য্য নির্ব্বাহক কমিটির আইন সভার সদস্য।

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা করে বাংলা সবাক চিত্রের এই শিরমণি তাঁর জীবন যাত্রা সুরু করেন ইন্টার নাশনাল ফিল্ম ক্রাফট্ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এর পর উত্তর কলিকাতার বিশিষ্ট চিত্রগৃহ 'চিত্রা' স্থাপন করেন।

১৯৩১ সালে 'নিউ থিয়েটার্স' প্রতিষ্ঠিত হয়। নিউ থিয়েটার্স প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়েই তিনি ভারতের চিত্র জগতে স্মরণীয় হয়ে আছেন। নিউ থিয়েটার্সের ছবি ভারতের দর্শককে দিনের পর দিন চমক লাগিয়েছে। বাংলা ও হিন্দীতে স্মরণীয় ছবির জনক নিউ থিয়েটার্স। তার অন্তরালে কাজ করেছেন কর্ম্মবীর বি, এন, সরকার। তার স্বচ্ছ শিল্পীসুলভ শিক্ষিত মন বহু শিল্পী ও কলাকুশলকে প্রেরণা জুগিয়েছে।

বিগত দিনের এবং আজকের যাঁরা প্রবীন শিল্পী তারা সবাই নিউ থিয়েটার্সের হাতে গড়া। চণ্ডীদাস থেকে সুরু করে অগণিত প্রথম শ্রেণীর চিত্র নির্ম্মাণ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিউ থিয়েটার্সের নাম চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবেই। আর সেই সঙ্গে থাকবে বি, এন, সরকারের নামও। তিনি বেঙ্গল মোশন পিকচার এ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, প্রদর্শক শাখার সভাপতি, ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটির সভ্য, কেন্দ্রীয় সেন্সর বোর্ডের সদস্য প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদাধিকারী ছিলেন
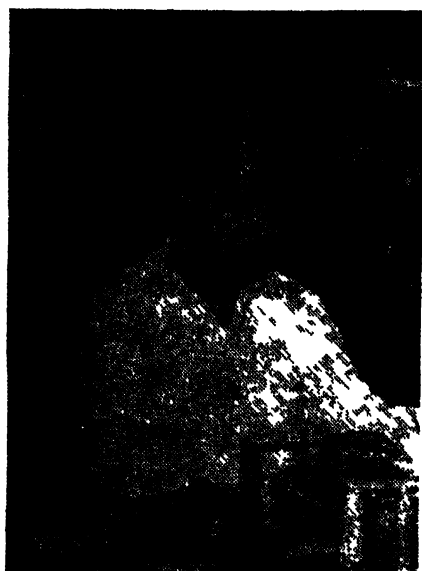
॥ বিমল রায় ॥

পরিচালক — বম্বে

১৯০৯ সালে ঢাকায় বিমল রায়ের জন্ম হয়। প্রখ্যাত নীতিন বসুর অধীনে সহকারী চিত্রগ্রহণকারী হিসেবে নিউ থিয়েটার্সে যোগ দেন। প্রথম চিত্রগ্রহণের সুযোগ পান প্রমথেশ বড়ুয়া পরিচালিত দেবদাস কথাচিত্রে। প্রথম পরিচালনার ভার পান 'উদয়ের পথে' নামক কথাচিত্রটির।

বিমল রায় পরিচালিত ছবির মধ্যে হামরাহী, অঞ্জনগড়, পরিণীতা, পহেলা আদমী, বিরাজ বৌ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯৫২ সালে বোম্বাইয়ে নিজের নামে প্রতিষ্ঠান করেন এবং প্রথম 'দো বিঘা জমিন' চিত্রটির প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন। বিমল রায় প্রযোজিত ছবির মধ্যে দেবদাস, মধুমতী, নৌকরী, দো বিঘা জমিন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

পরিচালক হিসাবে 'মাতৃহারা' ছবিতে কাজ করেন। শেষ কোথায়, মন যারে চায় তাঁর পরিচালিত ছবি। সুচিত্রা সেন, অরুনাংশু প্রভৃতি অভিনেত্রীবর্গকে চিত্রজগতে তিনিই প্রথম সুযোগ দেন। বীরেশ্বর বসু নিজেও একজন সুঅভিনেতা। সাজাহান, প্রফুল্ল, কেদার রায়, টীপু সুলতান প্রভৃতি নাটকে পেশাদার রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করেছেন। 'অজানা' নামে তাঁব বচিত ও পরিচালিত ছবি বর্ত্তমানে প্রস্ততিব পথে।

॥ বাবুলাল ॥

সহকারী পবিচালক—বাংলা

১৯৩০ সালে বাবুলালেব জন্ম হয। মহীশূবেব বিখ্যাত টীপুসুলতান বংশে তিনি জন্মগ্রহণ কবেন। পিতাব নাম জি, এম, এম, উলি উল্লাহ। তিনি ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন।

বাবুলালেব প্রথম ছবি 'বাস্মাব পথে'। এছাড়া বিপ্লবী ক্ষুদিবাম, সাবধান, শহীদ (হিন্দী) প্রভৃতি ছবিতে কাজ কবেছেন। বর্ত্তমানে মরুতৃষা, বাগ ও অনুরাগ, আত্মাহুতি প্রভৃতি বাংলা ও বামভাক্ত, পিযাসে পংছী প্রভৃতি হিন্দী ও বাংলা ছবিতে কাজ করছেন।

॥ বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ॥

ব্যবস্থাপক—বাংলা

বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৮ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শক্তিপদ মুখোপাধ্যায়। পিতা মাতাব তৃতীয় সন্তান তিনি। তরুণ নবাগত ব্যবস্থাপক হিসাবে তিনি আজ একাধিক ছবিব দায়িত্ব নিযে কাজ করে চলেছেন।

প্রথমে ঝণ্টু মালাকারের সহকারী হিসাবে কযেকটা ছবিতে কাজ করেন। বর্ত্তমানে পরিচালক অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়ের এতটুকু আশা, রতনলাল

বাঙ্গালী, পরিচালক রামপদ চক্রবর্ত্তীর 'একটী সঙ্গীতের জন্ম' ও কুমার সরকার পরিচালিত 'মানসী' ছবিতে ব্যবস্থাপনার কাজ করছেন।

বর্ত্তমানে তিনি মধুমিতা প্রোডাকসান্সের নামে একটী প্রতিষ্ঠান খুলে 'উঁচু পাহাড় নিচু জমি' নামক একখানি ছবি প্রযোজনার কাজে ব্যস্ত আছেন।

॥ বাণী দত্ত ॥

শব্দযন্ত্রী—বাংলা

১৯০৭ সালে কলকাতায় বাণী দত্তের জন্ম হয়। বি, এ, পাশ করার পর ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেন। প্রথম শব্দযন্ত্রী হবার সুযোগ পান শকুন্তলা কথাচিত্রে।

বাণী দত্ত কর্তৃক শব্দ সংযোজিত চিত্রের মধ্যে শুভলগ্ন, জ্যোতিষী, ভালোবাসা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ বিশু চক্রবর্ত্তী ॥

আলোকচিত্র-শিল্পী—বাংলা

বিশু চক্রবর্ত্তী ১৯২২ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। কলেজ ডি, সিনেতে তিনি ফটোগ্রাফি ও চিত্রনাট্য রচনা শিক্ষা করেন। তারপর ভারত লক্ষ্মী ষ্টুডিওতে বিভূতি দাসের সহকারীরূপে তিনি কাজ শুরু করেন।

১৯৪৫ সালে ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিওতে অজয় করের সহকারী ক্যামেরাম্যান রূপে কাজ আরম্ভ করেন। প্রধান ক্যামেরাম্যান হিসাবে প্রথম কাজ করেন 'শ্যামলের স্বপ্ন' ছবিতে। তারপর থেকে বৈকুণ্ঠের উইল, অনন্যা, মানদণ্ড, বামুনের মেয়ে, অভিমান, বাস্তব, দ্বৈরথ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছবিতে কাজ করেছেন।

॥ বটু সেন ॥

শিল্পনির্দ্দেশক—বাংলা

১৯০১ সালে কলকাতায় বটু সেনের জন্ম হয়। ১৯২৭ সালে প্রথম সহকারী শিল্পনির্দ্দেশক হিসাবে চিত্রজগতে যোগ দেন। ১৯৩১ সালে প্রথম 'আওয়াত কী পেয়ার' চিত্রে শিল্প নির্দ্দেশকের কাজ করেন।

বটু সেন কর্ত্তৃক শিল্প নির্দ্দেশিত ছবির মধ্যে পথের শেষে, ধাত্রী দেবতা, বিল্বমঙ্গল, ভাবীকাল, স্বয়ং সিদ্ধা দেবী চৌধুরাণী নারীর রূপ, ঢুলী যোগ-বিয়োগ, ভাদুড়ী মশাই অসবর্ণ দস্যুমোহন প্রভৃতি বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য।

॥ বিদ্যাপতি ঘোষ ॥

আলোকচিত্র শিল্পী

দিনাজপুরে ১৯১১ সালে বিদ্যাপতি ঘোষের জন্ম হয়। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি রসায়ন বিদ্যা ও সিনেমাটোগ্রাফী বিষয় শিক্ষালাভ করেন এবং সেখানে [illegible] ও কল্পনামন্দিরের সহকারী হিসেবে কাজ করেছেন।

১৯৩৬ সালে প্রথম দেবদত্ত কোম্পানীতে যোগ দেন। তার প্রথম ছবি হল 'শুকতারা'। বম্বে থেকে [illegible] দেবদাস ও জাস্টিস প্রভৃতি এবং কলকাতা থেকে সমাপ্তি (হিন্দী) [illegible] সেতু দত্ত ও নাগপাশ প্রভৃতি ছবিতে কাজ করেছেন। বর্ত্তমানেও বহু ছবিতে তিনি কাজ করছেন।

॥ বিজয় ঘোষ ॥

আলোক চিত্রশিল্পী—বাংলা

চলচ্চিত্র জগতে আলোকচিত্র শিল্পী রূপে বিজয় ঘোষ সুপরিচিত।

ইংরাজী ১৯২১ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺গোপাল কৃষ্ণ ঘোষ।* ১৯৪৬ সালে প্রথমে বিভূতি লাহার সহকারী রূপে 'স্বপ্ন ও সাধনা' চিত্রে আলোক শিল্পীর কাজ করেন।

তারপর ১৯৫০ সাল থেকে প্রধান আলোক-চিত্রশিল্পীরূপে সহোদর ভাই, প্রত্যাবর্ত্তন, সঞ্জীবনী, আঁধি, সাগরিকা, অগ্নি পরীক্ষা ও সবার উপরে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য চিত্রে কাজ করেছেন।

॥ বীরেন দে ॥

আলোক-চিত্রশিল্পী—বাংলা

বীরেন দে একজন সর্বজনপ্রিয় আলোক চিত্রশিল্পী। ১৯০৮ সালে কলকাতায় তার জন্ম হয়।

কয়েকখানি নির্বাক চিত্রে প্রথমে কাজ করেন। এরপর তিনি বাংলা ছবি কৃষ্ণসুদামা, বিষবৃক্ষ, দেবযানী, বিশ্বামিত্র, [illegible] প্রভৃতি ছবিতে প্রধান আলোক চিত্রশিল্পীরূপে সাফল্যের সঙ্গে কাজ করেছেন।

॥ বিজয় দে ॥

আলোক চিত্রশিল্পী—বাংলা

কলিকাতায় ১৯২১ সালে আলোক চিত্রশিল্পী বিজয় দের জন্ম হয়। পিতা [illegible] ছিলেন। বিজয়বাবু [illegible] ১২ বৎসর আলোক চিত্রশিল্পীরূপে কাজ করছেন।

প্রথম জীবনে সুহৃদ ঘোষ ও মন্টু বসুর সহকারীরূপে জয়যাত্রা, মহাদান, অরক্ষণীয়া, [illegible] প্রভৃতি ছবিতে কাজ করেছেন। ১২ বছর ধরে তিনি প্রধান আলোক চিত্রশিল্পীরূপে কাজ করছেন। এযাবৎ বহু ছবির চিত্রগ্রহণ করে তিনি প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছেন। তার মধ্যে শেষ কোথায়, এরাও মানুষ, [illegible] বাড়ি, [illegible], মেজ জামাই, ছোট বৌ, মান রক্ষা, নূতন পৃথিবী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এ ছাড়াও তিনি বহু অসমীয় ও উড়িয় ছবিতে প্রধান আলোক-চিত্রশিল্পীরূপে কাজ করেছেন।

॥ বিভূতি চক্রবর্তী ॥

ক্যামেবাম্যান—বাংলা

মৈমনসিংহে ১৯২৮ সালে বিভূতি চক্রবর্ত্তীব জন্ম হয়। এই সুদক্ষ ক্যামেরাম্যান ১৯৪৫ সালে চিত্রজগতে যোগ দেন। প্রথম ছবি বৈকুণ্ঠের উইলে তিনি সার্থকতাব সঙ্গে চিত্রগ্রহণ কবেন। তারপর থেকে তিনি কুলহাবা, প্রার্থনা, ধ্রুব, মহিষাশুব বধ, বিক্সাওযালা, সতীব দেহত্যাগ, না, শিবশক্তি, বিধিলিপি, ভগবান শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ প্রভৃতি বহু ছবিতে চিত্রগ্রহণ কবেছেন।

॥ ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ॥

শিল্পনির্দ্দেশক—বাংলা

কলকাতায ১৯০৫ সালে ব্রতীন্দ্রনাথ ঠাকুবেব জন্ম হয। ছোটবেলা থেকে ছবি আঁকতে ভালবাসতেন। আচায্য নন্দলাল বসুব কাছে শিল্পকলা শিক্ষা কবেন। এযাবত তিনি বহু স্মবণীয ছবিতে শিল্পনির্দ্দেশকরূপে কাজ কবেছেন।

তাঁব শিল্পনির্দ্দেশনায যে সব ছবি মুক্তিলাভ কবেছে তাব মধ্যে নর্ত্তকী, বিচাব, দেবদাস, মহাকবি কালীদাস, নৌকাডুবি, সমব আনন্দমঠ, দস্যু প্রভৃতি বিশেষ-উল্লেখযোগ্য।

তিনি পাঞ্জাবী ভাষায 'চম্বে দি-কলি' হিন্দীতে মুজরীন, আনবান, খিলাডী, মজবুব, মশাল, হিন্দুস্থান হামাবা ইংরাজীতে আওযাব ইণ্ডিযা জাষ্টিস প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছবিগুলি তাঁব অসাধাবণ কর্মকুশলতাব জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত

॥ বি, ভি, আচার্য ॥

প্রযোজক, পরিচালক—সাউথ

বিটলভাই আচার্য্যের জন্ম হয সাউথ কানাবায় উদিপি নামক স্থানে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে। মাদ্রাজের বিটলভাই প্রোডাকসন্সের মালিক ও প্রতিষ্ঠাতা তিনি। নিজের প্রতিষ্ঠান থেকে রাজলক্ষ্মী, মুথাইদা ভাগ্য ও কন্যাদান প্রভৃতি কয়েকখানা ছবি প্রযোজনা ও পবিচালনা করেন।

॥ ভি, শান্তারাম ॥

প্রযোজক, পরিচালক—বম্বে

১৯০১ সালে কোলাপুরে ভি, শান্তারামের জন্ম হয়। নির্বাক যুগ থেকে তিনি এ লাইনে আছেন। ১৯২৬ সালে প্রথম নির্বাকচিত্র নেতাজী পলাকরের প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন। তাঁর প্রথম সবাক চিত্র অমরজ্যোতি। ভি, শান্তারাম প্রযোজিত পরিচালিত ছবির মধ্যে দুনিয়া না মানে, দহেজ, ডাক্তার কোটনীশ, শকুন্তলা, অমর ভূপালি, সুবহা কা তারা, নবরঙ, তিন বাত্তি চার রাস্তা, ঝনক ঝনক পায়েল বাজে প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমানে ইনি রাজকমল কলামন্দির ষ্টুডিও ও পিকচার্সের মালিক।

॥ ভি, সি, আইজ্যাক ॥

শব্দযন্ত্রী—বম্বে

ভি সি আইজ্যাকের ১৯১১ সালে আলেপিতে জন্ম হয়। ১৯৩৬ সালে তিনি কলকাতার ম্যাডান থিয়েটারে যোগ দেন। শিক্ষা পেয়েছেন ডিপ্লোমা অফ এ্যাসোসিয়েট মেম্বার শিপ অফ টেকনোলজিক্যাল ইনষ্টিটিউট অফ গ্রেটবৃটেন লণ্ডন থেকে। প্রথম শব্দযন্ত্রী হিসাবে কাজ করার সুযোগ পান ভক্ত সিপাহী ছবিতে। ভি সি আইজ্যাক কর্তৃক শব্দ গৃহীত চিত্রের মধ্যে পঙ্কতীর, হরিশচন্দ্র, রাজকাশী, তান্ত্রিক ক্ষী, বোলাসাক্ষ প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ মুরলীধর চট্টোপাধ্যায় ॥

প্রযোজক—বাংলা

বালীতে ১৮৯৩ সালে মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। ম্যাডান কোম্পানীর চিত্র পরিবেশন বিভাগে ১৯১৯ সালে তিনি প্রথম চাকরী শুরু করেন। দীর্ঘ ১৫।১৬ বছর ঐ চাকুরীতে থাকাকালীন তিনি চলচ্চিত্রের বিভিন্ন বিভাগে কাজকর্ম্ম সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করেন।

১৯৩২ সালে রীতেন কোম্পানী নামে একটি পরিবেশক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে থ্রি মাস্কেটিয়ার্স ও সাবিত্রী ছবি পরিবেশন করেন।

১৯৩৬ সালে প্রযোজক প্রিয়নাথ গাঙ্গুলীর সাহচর্যে 'এক্সিবিটর্স সিণ্ডিকেট লিমিটেড' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করে তদানীন্তন ক্রাউন (উত্তরা) ও কর্ণওয়ালিশ (শ্রী) প্রেক্ষাগৃহ নিয়ে ছবি প্রদর্শনের ব্যবসা আরম্ভ করেন। তারপর ১৯৩৭ সালে 'তরুবালা' নামে একটি ছবি প্রযোজনা করেন পাইয়োনিয়ার ফিল্মস লিমিটেড প্রতিষ্ঠা করে। এরপর রাজগীর, স্বামী-স্ত্রী, রাজকুমারের নির্বাসন প্রভৃতি ছবি কমল টকীজের মাধ্যমে প্রযোজনা করেন।

১৯৪০ সালে তাঁরই চেষ্টায় এম, পি. প্রোডাকসন্স ও ডিলুক্স ডিষ্ট্রিবিউটার্স প্রতিষ্ঠান গঠিত হয়। এম পির প্রথম ছবি মানুষের প্রাণ। এছাড়া, শেষ উত্তর, যোগাযোগ, বানপ্রস্থ বাঁকনাতলা লাইট-রেলওয়ে, বিদ্যাসাগর, সহযাত্রী, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তিনি বেঙ্গল মোশন পিকচার্সের সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছেন। বাংলার চিত্রশিল্প মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় উন্নগামী হয়েছে সন্দেহ নেই।

॥ মৃণাল সেন ॥

পরিচালক—বাংলা

বর্ত্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত ফরিদপুরে মৃণাল সেনের জন্ম হয়। চিত্রশিল্পে বর্ত্তমানে যে কয়জন পরিচালক দর্শকমনে নূতনত্বের স্বাদ এনে

দিতে পেরেছে, মৃণাল সেন তার মধ্যে অন্যতম এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। বাংলার চিত্রজগতে তাঁর প্রথম অবদান 'নীল আকাশের নীচে' কথাচিত্র। তারপর 'বাইশে শ্রাবণ' তাঁর দ্বিতীয় অবদান। বাংলাদেশের অগণিত দর্শকের কাছে আজও তিনি অভিনন্দিত।

কিন্তু এর পিছনে তাঁর যে নিষ্ঠা ও সাধনা ছিল তাঁর প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল বহু আগে থেকেই। স্বপ্ন ছিল মনে পরিচালক হবার। আদর্শ পরিচালক হবার। ঔষধ কোম্পানীর প্রতিনিধিত্ব থেকে সুরু করে সাংবাদিকতা, ছোট ছোট লেখা, বিভিন্ন ছবিতে ছোট খাট কাজের ভিতর দিয়ে জীবনের সিঁড়ি বেয়ে এই তরুণ পরিচালক মৃণাল সেন এগিয়ে এলেন তাঁর বৃহত্তর জীবনে।

বর্তমানে 'পুনশ্চ' ছবির পরিচালনা নিয়ে ব্যস্ত আছেন তিনি। আবার নূতন পদক্ষেপে পথচলা করেছেন শুরু। মৃণাল সেনের বন্ধুবর্গের মধ্যে সলিল চৌধুরী, ঋত্বিক ঘটক, হৃষিকেশ মুখার্জি বিজন ভট্টাচার্য, তাপস সেন প্রভৃতি সকলেই স্ব স্ব বিভাগে আজ সুপরিচিত।

॥ মধু বসু ॥

পরিচালক—বাংলা

শিল্পী যদি প্রকৃতই "শিল্পী" হতে চান, তবে তাঁকে আহরণ করতে হয় জ্ঞান, জ্ঞান পেতে হলে করতে হয় সাধনা। এই সাধনায় সিদ্ধিলাভ করলে তবে তিনি হন প্রকৃত শিল্পী। সাধনা ছাড়া কেউ কোথাও কোনদিন তার সৃষ্টিকে সার্থক করতে পারেনি।

মধু বসু একজন সুশিক্ষিত, গুণী ও জ্ঞানী শিল্পী। বাল্যকাল থেকেই অভিনয় প্রতিভা তার মনে ছিল তার জন্য তিনি প্রচুর সাধনা করেছেন।

১৯০০ সালে কলকাতায় তার জন্ম হয়। পিতার নাম ৺প্রমথনাথ বসু।

৭ বছরের ছাত্র "শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে" প্রথম রবীন্দ্রনাথের নাটকে ছোট্ট শিশুর অভিনয় করেন। পিতার সঙ্গে যখন রাঁচিতে ছিলেন তখনও বহু প্রতিষ্ঠানে বিভিন্ন নাটকে বিভিন্নাংশে অভিনয় করেছেন। ১৯১৮

সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এস সি, পাশ করেন। ইউনিভারসিটি ইন্‌ষ্টিটিউটে নাট্যাচার্য্য ৺শিশিরকুমার ভাদুড়ীর সঙ্গে বহু নাটকে অভিনয় করেছেন। ৺শিশিরকুমারের তিনি একজন প্রিয় ছাত্র ছিলেন।

ইংরাজী ১৯২৩ সালে ম্যাডান থিয়েটারে চলচ্চিত্র অভিনেতারূপে প্রথম যোগ দেন। ১৯২৪ সালে হিমাংশু রায়ের "লাইট অফ এশিয়া" ছবিতে ব্যবস্থাপনার কাজ করেন এবং ছোট্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ছবিটি জয়পুর ও দিল্লীতে তোলা হয়, সবই বহির্দৃশ্য, কেননা তখন কোন ষ্টুডিও ছিল না, ঐ ছবির পরিচালক Mr Franz Oston ছিলেন একজন জার্মান। ১৯২৫ সালে মিঃ নিরঞ্জন পালের সঙ্গে মধু বসু জার্মানি যান। munich এ Emelka Studio তে সহকারী ক্যামেরাম্যানের কাজ করেন। এইখানেই বিখ্যাত চিত্র পরিচালক Alfred Hitchcock এঁকে খুব স্নেহের চক্ষে দেখলেন। তাঁর ছবিতে এ্যাসিষ্টাণ্ট ক্যামেরা ম্যানের কাজ করেন। ১৯২৬ সালে লণ্ডনে যান এবং Gainsborough studio-তে Asst cameramen এর কাজ করতে শুরু করেন। পরে শরীর অসুস্থতার জন্য তিনি দেশে ফিরে আসেন। ১৯২৭ সালের প্রথম দিকে কুচবিহারে ব্যাঘ্র শীকারের ছবি তোলার জন্য মহারাণী তাঁকে আমন্ত্রণ করায় তিনি একখানি ছবি তোলেন। ১৯২৭ সালে মার্চ মাসে রেঙ্গুনে ক্যামেরাম্যান হিসাবে একটি বার্মিজ ছবি তোলেন। হিমাংশুবাবুর ডাকে দেশে ফিরে এসে তারই সঙ্গে সহকারী পরিচালক হিসাবে কাজ করেন এবং একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। ১৯২৮ সালে আবার ম্যাডান থিয়েটারে চুক্তিবদ্ধ হয়ে কবিগুরুর "গিরিবালা" পরিচালনা করেন। ১৯২৯ সালে পাঞ্জাব ফিল্ম কোম্পানীর khyber Falcon "ছবির পরিচালনা করেন। ১৯৩৩ সালে "সেলিমা" নামক উর্দু ছবিতে পরিচালকরূপে কাজ করেন। ১৯৩৫ সালে ৺মৌলনা আবুল কালাম আজাদ লিখিত "ওয়ান ফেটাল নাইট" (হিন্দী) ছবিটি পরিচালনা করেন। ১৯৩৬ সালে ভারতলক্ষ্মী পিকচার্সের হয়ে, ক্ষীরোদ প্রসাদের 'আলিবাবা' চিত্রটির পরিচালনা ও আবদুল্লার ভূমিকায় অভিনয় করে তিনি চিত্রমোদীদের চিরপ্রিয় হয়ে উঠেন। ১৯৩৭ সালে 'অভিনয়' ছবির

পরিচালনা করেন। ১৯৩৯ সালে বম্বেতে "কুম্‌কুম্ দি ডানসার" বাংলা ও হিন্দী ভাষায় পরিচালনা করেন। ১৯৪০ সালে রাজনর্তকী (হিন্দী ও বাংলা) এবং ইংরাজীতে কোর্ট অব ডান্সারের পরিচালনা করেন। ১৯৪২ সালে এন্-টি-র 'মীনাক্ষী' বাংলা ও হিন্দীতে পরিচালনা করেন। ১৯৪৩ সালে গভর্ণমেণ্ট্ অফ্ ইণ্ডিয়ার ইনফরমেশন ফিল্মস অফ ইণ্ডিয়ার (বর্ত্তমানে ফিল্ম ডিভিসন্) ক্যালচারাল ফিল্ম ডিপার্টমেণ্টের সর্ব্বাধ্যক্ষ পদ গ্রহণ করে 'ডানসেস অফ ইণ্ডিয়া' "মিউজিক্যাল্ ইনসট্রুমেণ্টের ছবি তোলেন। শারীরিক অসুস্থতার দরুণ ১৯৪৬ সালে চাকরি ছেড়ে দেন। ১৯৪৯ সালে 'মাইকেল মধুসূদন" ছবিটির পরিচালনা করেন। ১৯৫২ সালে 'বাপী' রবীন্দ্রনাথের 'শেষের কবিতা,' ১৯৫৫ সালে 'পরাধীন' 'মহাকবি গিরিশচন্দ্র' ছবির পরিচালনা করে তিনি জনগণবন্দ্য হয়ে উঠেন। বর্ত্তমানে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী অবলম্বনে একখানি চিত্র এবং রবীন্দ্রনাথের একটি গল্পের চিত্রনাট্য প্রস্তুত করেছেন।

তাঁর প্রতিষ্ঠিত পি. এ, পি-র পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য তপ্রাণ চেষ্টা করছেন। আগামী 'রবীন্দ্রজয়ন্তী'তে বিশ্বকবির 'ঘরে বাইরে' ও 'চণ্ডালিকা' দুইখানি নাটক মঞ্চস্থ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। ব্যক্তিগত জীবনে ভারত বিখ্যাত নৃত্যশিল্পী সাধনা বোস তাঁর সহধর্ম্মিনী।

॥ মদন পাঠক ॥

রূপসজ্জাকর—বাংলা

১৯১৩ সালে মদন পাঠকের ২৪পরগণায় জন্ম হয়। পুরো নাম মদনমোহন পাঠক। প্রথম নিউ থিয়েটার্সে যোগ দিয়ে কেরানী নামক ছবিতে রূপ সজ্জাকর হিসাবে কাজ করেন। তাঁর রূপ সজ্জিত ছবির মধ্যে অর্দ্ধাঙ্গিনী, কঙ্কাবতীর ঘাট, গোধূলি, শ্রীমা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি বিশেষ জনসমাদর লাভ করে।

।। মঙ্গল চক্রবর্ত্তী ।।

অভিনেতা, পরিচালক—বাংলা

মঙ্গল চত্রবর্তী চিত্রজগতে আজ একজন নামকরা পরিচালক। ছাত্রাবস্থা থেকে তিনি একজন কৃতি অভিনেতা ছিলেন। তিনি [illegible] কলিকাতা ইউনিভার্সিটিতে কয়েকখানি প্রখ্যাত নাটকে অভিনয় করেন। তিনি ৺শবৎচন্দ্রেব 'বিজয়া' নাটকেও অভিনয় কবেছেন।

তাবপব চিত্রজগতে এসে [illegible] ছবিতে ছোট ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

ইংবাজি ১৯২৭ সালে মিনাভায় দেবী দুর্গা নাটকে প্রথম [illegible] অভিনয় করেন। তাবপব ষ্টাব থিয়েটারে যোগ দিয়ে তিনি সাবিত্রী সত্যবানে—সত্যবান উত্তবায—অভিমন্যু, বাণীভবানীতে—মস্তারাম, [illegible]—চন্দ্রহাস এবং গঙ্গারতবণে—ভগীবথ প্রভৃতি নাটকে অভিনয় করেন।

পুনবায় চিত্রজগতে এসে মাতৃহাবা চিত্রটির প্রযোজনা করেন। পরিচালক ছিলেন গুনময় বন্দোপাধ্যায়। তাবপব তিনি "তাসের ঘর" ও শিকার পরিচালনা করলেন। তাঁর পবিচালনায সোনার হরিণ, পঙ্কতিলক ও তাসের ঘরের" হিন্দী সংস্করণ বর্ত্তমানে প্রস্তুতিব পথে।

মঙ্গল চক্রবর্ত্তী ১৯১৭ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন— পিতা ৺ক্ষিতীন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী।

কাজ শিক্ষা করেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি সমস্ত কাজ নিজের আয়ত্বে আনেন। এরপর কিছুদিনের মধ্যেই তিনি প্রধান শব্দযন্ত্রী হিসেবে কাজ সুরু করেন। তিনি বহু ছবিব শব্দ গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে দেবদাস, দিদি, জীবন মরণ, দেশের মাটি, কাশীনাথ, পরিচয়, মীরাবাঈ চণ্ডীদাস প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বম্বেতে মজদুর, নৌকাডুবী, বিচার, মহল, মশাল, দীদার, মিলন, সমর প্রভৃতি চিত্রগুলিতে কাজ করেছেন।

॥ মহেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়া ॥

পরিচালক, প্রযোজক—বম্বে

১৯১২ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়রে মহেন্দ্র সিং-এর জন্ম হয়। ১৯৫১ সালে চিত্র জগতের সঙ্গে তিনি যুক্ত হন। পূর্বে তিনি আজমীরের অনারারী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তিনি আই, এম, পি, পি, এর সক্রিয় সদস্য ছিলেন। বম্বের স্বাধীন চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, নিউ প্রিমিয়ার ফিল্মস ও বম্বের ইন্দ্রজিৎ পিকচার্সের কর্মাধ্যক্ষ ও পরিচালক হিসেবে তিনি যুক্ত আছেন। এছাড়াও তিনি ফেরদৌসী, মহাত্মা কবির প্রভৃতি ছবির প্রযোজনা করেছেন।

॥ মেহবুব খান ॥

প্রযোজক, পরিচালক—বম্বে

১৯০৯ সালে বিলমোরায় জন্ম হয় মেহবুব খানের। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর অভিনয় প্রতিভা ছিল। ১৯২১ সালে প্রথম অতিরিক্ত অভিনেতা হিসাবে তিনি সাগর ফিল্মে যোগদান করেন। তাঁর প্রথম প্রযোজিত ছবি নাজমা এবং প্রথম পরিচালনা করেন 'ওয়াতন' ছবিখানি। প্রযোজিত ও পরিচালিত ছবির মধ্যে নাজমা, ওয়াতন, আনমল গাধি, আন্দাজ, আন, অমর, রতি, জাগারদার, মনমোহন, আওরত, তগদীর, মাদার ইণ্ডিয়া প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে তিনি মেহবুব প্রোডাকসন্স ও মেহবুব ষ্টুডিওর মালিক।

॥ মান্নালাল লাডিয়া ॥

শব্দযন্ত্রী—বাংলা

১৯১৮ সালে কলকাতায় মান্নালাল লাডিয়ার জন্ম হয়। প্রথম শব্দযন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন জোয়ার ভাটা চিত্রে। তাঁর শব্দযোজিত ছবির মধ্যে ভুলি নাই, প্রিয়তমা, রাজমোহনের বউ, ইন্দ্রজাল, যুগদেবতা, বৈকুণ্ঠের উইল প্রভৃতি চিত্রজগতে খুব প্রশংসা অর্জন করে।

॥ মিনু কাতরাক ॥

শব্দযন্ত্রী—বম্বে

১৯০৬ সালে বোম্বাইএ মিনু কাতরাকের জন্ম হয়। প্রথম শব্দযন্ত্রী হিসাবে কাজ করেন সন্ত তুকারাম চিত্রে। এ পর্যন্ত বহু ছবিতে তিনি কাজ করেছেন। বর্তমানে তিনি ফেমাস ল্যাবরেটরীর সঙ্গে যুক্ত আছেন।

॥ এম, নভনীত অধিকারী ॥

ক্যামেরাম্যান—বম্বে

মিষ্টার অধিকারী একজন সুদক্ষ আলোক-চিত্রশিল্পী। প্রায় ২২ বৎসর চিত্রশিল্পের সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে তিনি রাজস্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তামিল ভাষায় তাঁর প্রথম চিত্র 'দেশভক্ত'। এছাড়াও তিনি গৌরব, সতী সুলোচনা, জীবন জ্যোতি, শঙ্কর, দানাপানি, নাগ দেবতা, জগৎগুরু শঙ্করাচার্য, রাজা গোপীচাঁদ, অনলদে গুজরাটি প্রভৃতি বহু চিত্রের রূপদান করেছেন।

॥ এম, আর, আচারেকার ॥

শিল্পনির্দ্দেশক—বম্বে

মিষ্টার অচারেকারের জন্ম হয় ১৯০৭ সালে বম্বেতে। বম্বে চিত্র জগতে প্রথম শ্রেণীর শিল্প নির্দ্দেশক হিসেবে তিনি প্রসিদ্ধ। তিনি বম্বের জে, জে, স্কুল ও লণ্ডনের রয়েল কলেজ অব আর্টস্ থেকে আর্টএ ডিপ্লোমা পান। পরে তিনি জে, জে, স্কুল অব আর্টএর ডেপুটি ডাইরেক্টর হন। তিনি কয়েকখানি গ্রন্থও রচনা করেছেন। তার মধ্যে রূপ দর্শিনী, ফ্লাইং গন্ধর্ব্যজ্ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া ১৯৪৪ সালে তিনি 'আচারেকারস্ একাডেমী অব আর্টস' নামে একটি প্রতিষ্ঠান গঠন করেন। ১৯৫২ সালে ইউ, এস, এ'র ইণ্ডিয়া ফিল্ম ডেলিগেশনের তিনি সদস্য ছিলেন। ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্প-নির্দ্দেশক সমিতির (বম্বে) তিনি সভাপতি হন। তাঁর শিল্প নির্দ্দেশনায় প্রথম ছবি সাজাহান। এছাড়া মীনাবাজার, নৌ জোয়ান, দিল-ই নাদান, আন, পরশ, আওয়ারা, বুট পালিশ, আজাদ, শ্রী ৪২০, জাগতে রহো প্রভৃতি বহু উল্লেখযোগ্য ছবিতে কাজ করেছেন।

॥ যতীন দত্ত ॥

শব্দযন্ত্রী—বাংলা

কলিকাতায় ১৯১১ সালে যতীন দত্তের জন্ম হয়। প্রসিদ্ধ শব্দযন্ত্রী মধু শীলের সহকারী হিসেবে প্রথম কালী ফিল্মসে তিনি কাজ করেন। দেবী ফুল্লরা তাঁর প্রথম ছবি। ১৯৪১ সালে ফিল্ম প্রোডুইসার্সে যোগ দিয়ে এপার ওপার, রাজকুমারের নির্বাসন, স্বামী-স্ত্রী প্রভৃতি ছবিতে কাজ করেন।

১৯৮২ সালে কালী ফিল্মসে প্রধান শব্দযন্ত্রী হিসেবে ফিরে এসে দীর্ঘ ছয় বছরে বহু ছবিতে কাজ করেন। তার মধ্যে পথ বেঁধে দিল, সাত নম্বর বাড়ী, স্বপ্ন সাধনা, বিদুষী ভার্য্যা, সমাপিকা, জননী, রাজলক্ষ্মী, বিদেশিনী প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এরপর অগ্রদূত গোষ্ঠীর হয়ে বিদ্যাসাগর, সঙ্কল্প, অভিজাত্য, সহযাত্রী প্রভৃতি ছবিতে কাজ করেছেন।

।। রাধু কর্মকার ।।

আলোক-চিত্রশিল্পী—বাংলা

১৯১৯ সালে ঢাকার উয়াড়ীতে রাধু কর্মকারের জন্ম হয়। পুরো নাম রাধিকাজীবন কর্মকার। প্রথম শব্দযন্ত্রী হিসেবে কাজ করেন 'কিসমৎ কা খেল' চিত্রে। তাঁর চিত্র গৃহীত ছবির মধ্যে মিলন, আওয়ারা, একদিন রাত্রে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি বহু ছবিতে সুনামের সঙ্গে কাজ করে বাংলা ও বম্বের একজন নামকরা বিশিষ্ট ক্যামেরাম্যান হিসেবে জনসমাদর লাভ করেছেন।

।। রতিকান্ত চিত্রকর ।।

রূপসজ্জাকর—বাংলা

রতিকান্ত চিত্রকর ইংরাজী ১৯০০ জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺রাখাল দাস চিত্রকর। অল্প বয়সে রূপসজ্জাকর হিসেবে কাজ শুরু করেন। ৺কমল দাসের কাছ থেকে তিনি শিক্ষালাভ করেন। বালক অভিনেতারূপেও তিনি বহু অভিনয় করেছেন। (সুরেন্দ্রনাথ [illegible] শিশির [illegible]) সঙ্গেও অভিনয় করেছেন। তারপর [illegible] হলে অনুষ্ঠিত একটি নাটকে প্রথম রূপসজ্জাকর হিসেবে কাজ করেন। এরপর থেকে মোগল পাঠান, সংসার, গৃহলক্ষ্মী প্রভৃতি বহু নাটকে রূপসজ্জাকারের কাজ করেন। বর্তমানে তিনি বি. ব্রাদার্স নামক একটি প্রতিষ্ঠানের অধীনে। বর্তমানে [illegible] সম্প্রদায়ের রূপসজ্জাকররূপে তিনি খ্যাত।

।। রবীন বসু ।।

সহঃ-পরিচালক—বাংলা

১৯৩০ সালে কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে শ্রীবসু জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺বিভূতিভূষণ বসু খ্যাতিনাম বস্ত্র প্রতিষ্ঠান বান্ধব বস্ত্রালয় ও ফ্রেণ্ডস ইউনিয়নএর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও অংশীদার।

শ্রীবসু ব্যবসায়ী পরিবারের প্রথম সন্তান হলেও মায়ের শিল্প প্রেরণা তাকে সহজেই শিল্পের প্রতি প্রেরণা জোগায়। প্রথম জীবনে তিনি গাইতে পারতেন। তারপর এ্যামেচারে অভিনয়ের মাধ্যমেই চিত্রজগতের সঙ্গে পরিচয় ঘটে। বিশেষ করে সঙ্গীত পরিচালক শ্রীদেবী ভট্টাচার্য্যের সহযোগিতায় ১৯৫৬ সালে তিনি পরিচালক শ্রীকালীপদ দাসের সঙ্গে সহ পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। তারপর থেকে তিনি শ্রীকালিপ্রসাদ ঘোষ, গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অরবিন্দ মুখার্জী, কনক মুখার্জী, শৈলজানন্দ মুখার্জী, প্রফুল্ল চক্রবর্তী, বিদ্যাপতি ঘোষ প্রভৃতির সঙ্গে কাজ করেন। রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিশুচিত্র "জন্মতিথি" চিত্রের পরিচালকের সঙ্গে তার প্রধান ও প্রথম সহকারী পরিচালক হিসেবে কাজ করেন।

বাংলা দেশের বর্তমানে খ্যাতনামা সহকারী পরিচালক বলতে যাদের কথা মনে হয় শ্রীবসু তাদের মধ্যে অন্যতম।

॥ লোকেন বসু ॥

শব্দযন্ত্রী—বাংলা

১৯০৬ সালে লোকেন বসুর জন্ম হয়। এই প্রখ্যাত শব্দযন্ত্রী চিত্রজগতে আসবার পূর্বে কালিম্পংএ ব্যবসা করতেন।

প্রথমে তিনি নিউ থিয়েটার্সে সাউণ্ড রেকর্ডিং এর কাজে যোগদান করেন। এ যাবত তিনি বহু ছবিতে কাজ করেছেন। তিনি প্রথম কাজ করেন একখানি তামিল ছবিতে।

তিনি যে সব ছবিতে কাজ করেছেন তার মধ্যে সীতা, দেবদাস (বাংলা ও হিন্দী) সাথী (বাংলা ও হিন্দী) বিদ্যাপতি, নর্তকী, ডাক্তার, দুই পুরুষ, বিজয়া, মন্ত্রমুগ্ধ, পহেলা আদমী, রামানুজ, মাসতুতো ভাই প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ শশধর মুখার্জি ॥

প্রযোজক, পরিচালক

(বাংলা)

এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদার্থবিদ্যায় মাষ্টারস ডিগ্রী নিয়ে শশধর মুখার্জী বম্বে যান। তখন বম্বে টকিজের অন্যতম কর্ণধার হিমাংশু রায় সারা ভারত থেকে যোগ্য লোকের সন্ধান করায় ফ্রাঞ্জ অস্টেন, সারাক ভারা, চুনীলাল, জ্ঞান মুখার্জী, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, অশোককুমারসহ শশধর মুখার্জীও যোগ দেন। পরে শশধর মুখার্জীর ব্যবস্থাপনায় বম্বে টকীজের খুব সুনাম হয়।

হিমাংশু রায় মারা যাবার পর শশধর মুখার্জি, চুনীলাল ও অশোককুমার মিলে গোরে গাওতে 'ফিল্মিস্তান' নামে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন। 'চলবে চল নও জোয়ান' ছবিখানি দিয়েই ঐ কোম্পানীর কাজ শুরু হয়। ক্রমে ঐ কোম্পানী থেকে, সমাধি, আনারকলি, নাগিন, সবনাম, জাগৃতি, মুনিমজী, তুমসা নেহি দেখা, পেয়িং গেষ্ট প্রভৃতি হিট পিকচার দর্শকসমাজে উপহার দেয়।

শচীন দেববর্মন, হেমন্তকুমার, প্রদীপকুমার, আই, এস জোহর, শীলা রমানী ও দিলীপকুমার প্রভৃতি আজকের খ্যাতিমান শিল্পীদের তিনিই দর্শক

সাধারণের সামনে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তাঁব চেষ্টায বহু বাঙ্গালী শিল্পী ও কর্মীর বম্বের সিনেমা জগতে স্থান হযেছে।

১৯৫৮ সালে তিনি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'ফিল্মালয' গঠন করেন। আমেবিকার একজন শিক্ষিত নাট্যবীদেব উপব তিনি ভাব দিলেন নতুন শিল্পীদের ট্রেনিং দেবাব। এইভাবে তিনি নতুন শিল্পী ও টেকনিসিযান তৈবী কবেছেন। দিলীপ গুপ্ত, ঈশান ঘোষ, সৌবেন সেন, শান্তি দাস প্রভৃতি তাঁদেব মধ্যে অন্যতম। তার পুত্র জয় মুখার্জী 'লাভ ইন সিমল' ছবিতে নায়কেব ভূমিকায অভিনয় কবেছেন।

ফিল্মালযেব প্রথম ছবি "দিল দেখে দেখে" একখানি সুপাব হিট্ পিকচাব। এই ছবিতে সুব দিয়েছেন ১৮ বছবেব নবাগত তরুণী উষা খান্না।

তাঁব ছোট ভাই সুবোধ মুখার্জীও একজন পবিচালক। অপব ভাই প্রবোধ মুখার্জি ফিল্মালযেব ডিরেক্টব।

বম্বেব প্রখ্যাত শিল্পী অশোককুমাব কিশোবকুমাব ও অনুপকুমাব শশধব মুখার্জিব সম্পর্কে শ্যালক হন

॥ শ্যাম চক্রবর্তী ॥

পবিচালক—বাংলা

পরিচালক শ্যাম চক্রবর্তী ... ১৯২০ সালে জন্মগ্রহণ কবেন। পিতা ডাক্তাব কেশবচন্দ্র চক্রবর্তী।

শ্যাম চক্রবর্তী একজন ফাষ্ট ক্লাশ এম এ। এই শিক্ষিত সদালাপী কর্মক্ষম ব্যক্তি প্রথমে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েব অধ্যক্ষ ও সি গাঙ্গুলীব সহায়তায় মোহন পিকচার্সে যোগদান কবেন।

হীরেন বসু প্রযোজিত বাগদাদ হিন্দি ছবিব পবিচালন ও চিত্রনাট্য রচনা করেন।

প্রথম জীবনে কাজরী (হিন্দী) ছবির সহকারী পবিচালকরূপে কাজ করেন। বর্তমানে ইনি মুভিমায়া ও দে প্রডাকসনের সঙ্গে জড়িত।

অভিনেত্রী বাণী গাঙ্গুলী ও অভিনেতা তুলসী চক্রবর্তী

সঙ্গীতশিল্পী হীরাবাঈ বরদেকর

চিত্র পরিবেশক :
নীতিশ চন্দ্র ঘোষ

চিত্র প্রযোজক :
জামসেদজী ওয়াদিয়া
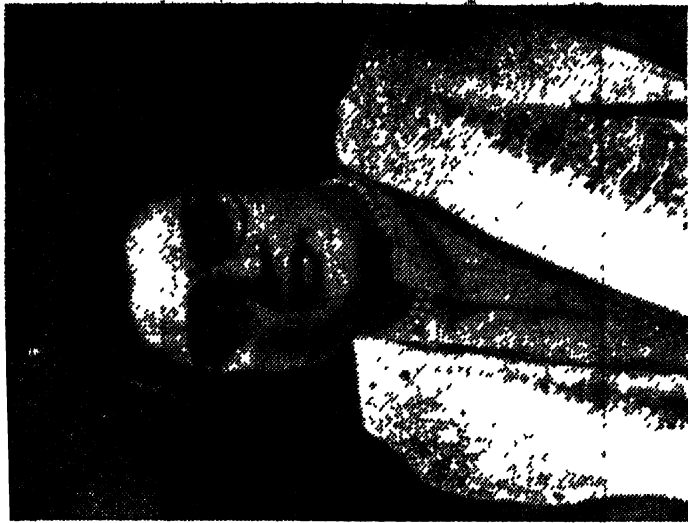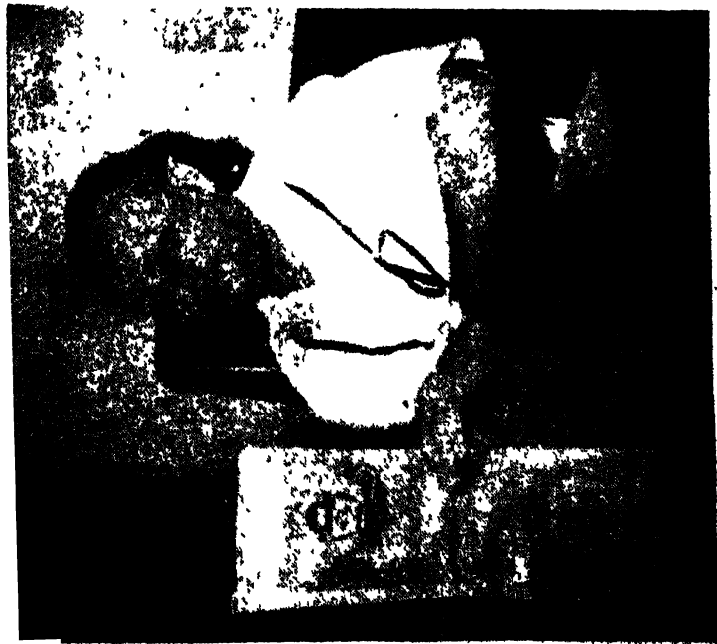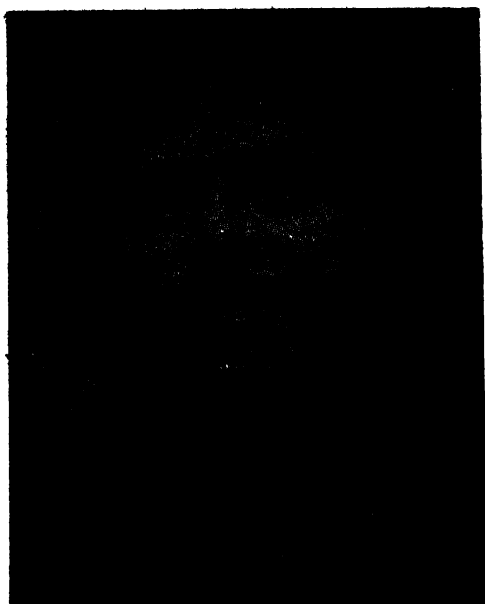
পরিচালক সুশীল মজুমদার

কীর্তন কলানিধি রথীন ঘোষ

একটি বাস্তব ঘটনা ও মর্ম্মস্পর্শী কাহিনীর
প্রাণোজ্জ্বল চিত্রার্ঘ্য ঃ

মন দিল না বঁধু

পরিচালনা ঃ
সন্তোষ মুখোপাধ্যায়

চরিত্র চিত্রণে ঃ
বীরেন চট্টো:, সবিতা বসু,
তুলসী চক্র:, জহর রায়,
রাজলক্ষ্মী, নৃপতি চট্টো:,
নবদ্বীপ ও আরও অনেকে

নেপথ্য কণ্ঠ সঙ্গীতে ঃ
সাধনা বন্দ্যো:, ধনঞ্জয় ভট্টা:,
সন্ধ্যা মুখো:, নির্মলা মিশ্র
ও ইলা বসু

একমাত্র পরিবেশক ঃ
আর্ট এণ্ড মুভি কালচার
কলিকাতা

চি সম্মত ছাপার জন্য -

গ্রন্থবাণী প্রেস
কলিকাতা ৯

ট্রপিক পেন্ট
ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ
ফোন ২৩-১১০৮ ফ্যাক্টরী ৪৬-৩১২৭
৭ নং চিত্তরঞ্জন এভেনু : কলিকাতা-১৩
লাহা পেন্ট হাউস

প্রোগ্রেসিভ ফিল্মস্ ইউনিটের নিবেদন
যে সমাজ
মায়ের কোল
থেকে সন্তানকে
ছিনিয়ে নেয়
সেখানে কোথায়
প্রগতি, কোথায়
বিবর্তন ?
রতনলাল বাঙ্গালী
শ্রেষ্ঠাংশে
আশীষকুমার · সন্ধ্যা রায়
ছবি · চন্দ্রাবতী · ভানু বন্দ্যো:
তুলসী চক্রবর্তী · কমলা মুখার্জী
ধীরাজ দাস · মানিক দত্ত · নৃপতি
লোচন দে · অনু দত্ত ও গীতা সিং
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়
সংগীত · অভিজিৎ
GORA

॥ শিব ভট্টাচার্য ॥

পরিচালক—বাংলা

১৯১৯ সালে শিব ভট্টাচার্য বিহারের বরাকরে জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁদের আদিবাড়ী ছিল নদীয়ার কৃষ্ণনগরে। ১৯৪৬ সালে প্রথম রক্তরাখী ছবিতে সহ-পরিচালক হিসেবে কাজ করেন। যদিও সে ছবি নানা কারণে আজও মুক্তিলাভ করেনি। এছাড়াও সহ পরিচালক হিসেবে পথের দাবী, নারীর রূপ, দেবীচৌধুরাণী, ছদ্মবেশ, নীলদর্পন, যন্ত্র, মর্যাদা, ছোট বউ, মরুতৃষা, মানরক্ষা, ইনকুইলাবি (হিন্দী) বনজারি (হিন্দী) প্রভৃতি ছবিতে কাজ করেছেন। তাঁর পরিচালিত প্রথম ছবি জননী (উড়িয়া)। বর্তমানে তিনি মিথুনলগ্ন ও অন্তরাল নামক ছবি দু'টি পরিচালনা করছেন।

॥ শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায় ॥

রূপসজ্জাকর—বাংলা

১৯২১ সালে নাগপুরে শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। প্রথম রূপসজ্জাকর হিসেবে সুযোগ পান 'বামন অবতার' কথাচিত্রে। শৈলেন গঙ্গোপাধ্যায় কর্তৃক রূপসজ্জিত চিত্রের মধ্যে কালিন্দী শ্যামলী, দুজনায়, চলাচল, হ্রদ, অসবর্ণ, ধূলার ধরণী, বিধিলিপি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ শ্যামসুন্দর ঘোষ ॥

শব্দযন্ত্রী—বাংলা।

কপালকুণ্ডলা, পরিচয়, বিষ্ণুপ্রিয়া রামের সুমতি প্রভৃতি বিশিষ্ট ও জনগণ প্রশংসিত চিত্রের শব্দযন্ত্রী হিসেবে শ্যামসুন্দর ঘোষের পরিচয় চিত্রশিল্পে সকলেরই পরিচিত।

১৯০৭ সালে কলকাতায় শ্যামসুন্দর ঘোষের জন্ম হয়। তিনি কলকাতা কর্পোরেশনে চাকুরী করতেন। চিত্রজগতের ডাকে সহকারী শব্দযন্ত্রী

হিসেবে তিনি প্রথম যোগ দেন। সহকারী হিসেবে বাংলা ও হিন্দীতে দেবদাস, ভাগ্যচক্র, গৃহদাহ, বিদ্যাপতি, সাথী প্রভৃতি ছবিতে কাজ করার পর তিনি প্রধান শব্দযন্ত্রী হিসেবে হিন্দীতে ডাক্তার, ওয়াপস, মাই সিষ্টার, উচনীচ, ছোটভাই, রূপকাহানী ও বাংলায় অভিনেত্রী, দিকশূল, প্রতিবাদ, বিষ্ণুপ্রিয়া, রামের সুমতি প্রভৃতি বহু ছবিতে কাজ করে প্রশংসা অর্জন করেছেন।
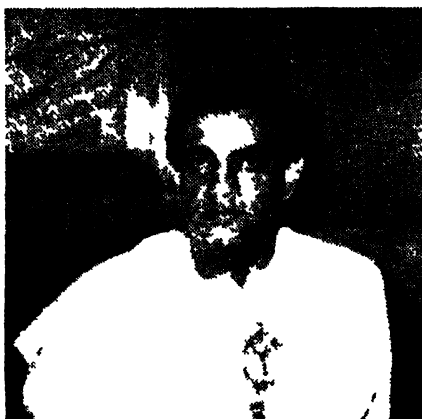
॥ সত্যজিৎ রায় ॥

পরিচালক—বাংলা

সত্যজিৎ রায় যেদিন ৺বিভূতিভূষণ বন্দোপাধ্যায়ের রচিত "পথের পাঁচালী" চিত্ররূপের পরিকল্পনা নিয়ে বহু দ্বারে হতাশ হয়ে ফিরে এসেছিলেন সেদিন কেউ বুঝতে পারিনি তাঁর বিরাট সাধনার কথা। তিনি দমেননি। সব কিছু দুঃখ কষ্টকে সহ্য করেও তিনি ঐ পথের পাঁচালীর চিত্ররূপ দিয়েছেন। বাংলা চিত্রজগতেই নয় আজ তিনি সুদূর ইংলণ্ড, আমেরিকা ও ভেনিস থেকেও যোগ্যতার পুরস্কার পেয়েছেন। চিত্রজগতে তিনি আজ প্রথম শ্রেণীর পরিচালক রূপে খ্যাত।

সত্যজিৎ রায় কলিকাতায় ১৯২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺সুকুমার রায় ছিলেন বাংলা-সাহিত্যের একজন খ্যাতিমান ব্যক্তি।

চিত্রজগতে আসবার পূর্বে তিনি ডি, জে, কেমারে কমার্সিয়াল আর্টিষ্ট হিসেবে যুক্ত ছিলেন। ৺বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালীর চিত্ররূপ দেবার বাসনা তাঁর বহুদিনের।

প্রতিভা যার ভিতর আছে, তাকে কেউ কখন চাপা দিতে পারে না। একদিন তার বিকাশ হবেই।

তারপর তিনি যথাক্রমে 'অপরাজিত', অপুর সংসার, জলসা ঘর, দেবী প্রভৃতি চিত্র পরিচালনায় অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেন। বর্তমানে রবীন্দ্রনাথের তিনটি গল্প নিয়ে 'তিন কন্যা' নামে একখানি ছবির রূপ দিতে ব্যস্ত আছেন। এ ছাড়াও তিনি [illegible] বঙ্কিমচন্দ্রের "দেবী চৌধুরাণী"র ও "রবীন্দ্রনাথের" জীবন চরিত সংগ্রহ করে ছায়াচিত্রে রূপ দেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন।

নিজের ধৈর্য, স্বাধীন মনোভাব ও অপরিসীম কর্মশক্তির ফলে তিনি "চিত্র" সম্বন্ধে বহু জ্ঞান আহরণ করেছেন।

১৯৫৮ সালে ভারত গভর্ণমেন্ট তাকে "পদ্মশ্রী" উপাধিতে ভূষিত করেছে। [illegible] 'অপরাজিত' চিত্রে যে সম্মান তিনি পেয়েছেন [illegible]।

॥ সুধীরবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

পরিচালক—বাংলা

কলকাতায় ১৯০৩ সালে সুধীরবন্ধু জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺ভুজেন্দ্রমোহন ব্যানার্জি। পিতার সহিত [illegible] পরিচালক ডি, জি'র পরিচয় ছিল, সেই সূত্রে তিনি দীপান্তর চিত্রে সহকারীর কাজ করেন।

তিনি শৈলজানন্দের নন্দিনী ও বন্দী চিত্রে সহকারী পরিচালক ছিলেন।

তার পরিচালনায় প্রথম চিত্র 'গোঁজামিল'। তারপর তিনি মাটী ও মানুষ, মাথুর, বৃন্দাবনলীলা, নৃত্যেরই তালে তালে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছবির পরিচালকরূপে খ্যাতিলাভ করেন।

॥ সুশীল মজুমদার ॥

পরিচালক—বাংলা

১৯০৬ সালে সুশীল মজুমদার [illegible] কুমিল্লা সহরে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শান্তিনিকেতন, বেনারস ও যাদবপুরে শিক্ষালাভ করেন। প্রথম জীবনে অর্থাৎ ১৯২৭ সালে নির্বাক চিত্রে সহঃ-অভিনেতা হিসাবে যোগদান করেন। ১৯২৯ সালে প্রথম বেঙ্গল মুভিজ এ্যাণ্ড টকীজে সহকারী পরিচালকরূপে কাজ করেন। প্রথম প্রযোজনা করেন 'দিগ্‌ভ্রান্ত' নামক ছবি এবং প্রথম পরিচালনা ও অভিনয় করেন 'তরুবালা' চিত্রে। সুশীল মজুমদার পরিচালিত ছবির মধ্যে রিক্তা, সর্বহারা, প্রতিশোধ, মুক্তির স্নান, রাত্রির তপস্যা, মনের ময়ূর, অভয়ের বিয়ে, যোগাযোগ, অভিযোগ, তটিনীর বিচার, শুভরাত্রি, দানের মর্য্যাদা, পুষ্পধনু, ভাঙ্গাগড়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে নিহাররঞ্জন গুপ্তের হস্‌পিটাল ছবিতে তিনি পরিচালনা ও অভিনয় করে এই প্রবীণ পরিচালক পুনরায় তাঁর দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

॥ সরোজ মুখার্জি ॥

প্রযোজক, পরিচালক—বাংলা

প্রযোজক ও পরিচালকরূপে খ্যাত সরোজ মুখার্জী ১৯২৪ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রায়বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জি।

তাঁর প্রথম চিত্র অলকানন্দা (এই ছবিটি তিনিই প্রযোজনা করেন)। এ ছাড়াও তাঁর উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে, মনে ছিল আশা, শ্যামলীর স্বপ্ন, অভিমান, জিপসী মেয়ে, অপবাদ, মর্যাদা, অনুরাগ, মহিষাসুর বধ, না, জোগানী দি রাত (হিন্দি), প্রশ্ন, রাতের অন্ধকারে প্রভৃতি ছায়াচিত্র জনসাধারণের প্রশংসা অর্জন করে।

॥ সুধীর মুখার্জি ॥

পরিচালক—বাংলা

সুধীর মুখার্জী একজন সুদক্ষ পরিচালক ও প্রযোজক। ২৭ পরগণা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বি কঃ। প্রোডাকসন্স সিন্ডিকেটের পক্ষ থেকে তিনি এ পর্যন্ত যেসব কাহিনী চিত্রে রূপায়িত করেছেন তার মধ্যে পরিবর্তন, মহিলা মহল, পাশের বাড়ি, ভাঙ্গা সন্ধ্যার, শাপমোচন প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সন্দেহ নেই।

॥ সুশান্ত মৈত্র ॥

আলোক-চিত্রশিল্পী—বাংলা

সুশান্ত মৈত্রের ১৯১৯ সালে কলকাতায় জন্ম হয়। ১৯৩৬ সালে ব্রায়লের কাছে ক্যামেরার কাজ শিক্ষা করেন। তারপর ১৯৩৮ সালে বিভূতি লাহার সহকারী হয়ে ফিল্ম প্রোডিউসার্সের স্টুডিও ও কালী ফিল্মসে কাজ করার পর ১৯৪৫ সালে তিনি প্রধান ক্যামেরাম্যানরূপে কাজ সুরু করেন। তাঁর প্রথম ছবি 'বদন বরফুকন' (আসামী), বাংলা ছবি শাখা সিঁদুর ও জীবন সৈকত। এ ছাড়াও এম, পি, প্রোডাকসন্সের ছবি ইন্দ্রনাথ, কাঁকনতলা লাইট রেলওয়ে, বাণপ্রস্থ, নষ্টনীড় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ছবিতে কাজ করেছেন।

॥ সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ॥

শব্দযন্ত্রী—বাংলা

১৯২০ সালে যশোহরে সত্যেন চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। প্রথম শব্দযন্ত্রী হিসাবে কাজ করার স্বযোগ পান বিশ বছর আগে নামক কথাচিত্রে। সত্যেন চট্টোপাধ্যায় দ্বারা শব্দসংযোজিত ছবির মধ্যে বিশ বছর আগে, রামী, বিন্দুর ছেলে, দেবত্র, শাপমোচন, সন্দীপন পাঠশালা, দৃষ্টি, অর্দ্ধাঙ্গিনী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ সৌরেন সেন ॥

শিল্পনির্দ্দেশক—বাংলা

ছোটবেলাতে সৌরেন সেনের ছবি আঁকার ঝোঁক ছিল খুব। কলকাতা থেকে বি, এস-সি পাশ করার পর ১৯৩৩ সালে লাহোরে বি, টি, পরীক্ষায় তিনি প্রথম হন। তারপর দিল্লীতে একটি স্কুল ও একটি কলেজে আর্ট ইন্সপেক্টরের কাজ করেন।

প্রখ্যাত সঙ্গীতশিল্পী পঙ্কজ মল্লিকের সহায়তায় কালী ফিল্মসে মেক-আপ-ম্যানের কাজ পান। তারপর নিউ থিয়েটার্সে পেন্টারের চাকুরীর মাধ্যমে যোগদান করেন। পরে শিল্পনির্দ্দেশকরূপে প্রথম বিদ্যাপতি ছবিতে কাজ করেন। তারপর থেকে তিনি যেসব ছবিতে কাজ করেছেন তার মধ্যে স্বামিজী, মর্য্যাদা (হিন্দী), বিষ্ণুপ্রিয়া, নার্স সিসি, উদয়ের পথে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ স্বপন সেন ॥

স্থির-চিত্রশিল্পী—বাংলা

স্বপন সেন ১৯২৫ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা নরেন্দ্রকুমার সেন। তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইণ্টার মিডিয়েট পাশ করার পর গভর্ণমেণ্ট আর্ট কলেজ থেকে ডিপ্লোমা নিয়ে প্রখ্যাত স্থির-চিত্রশিল্পী

বটু সেনের সহকারীরূপে কাজ করেন। স্বাধীন ভাবে ছোট বৌ, রাত একটা, মণি-মাণিক, বিভ্রান্ত প্রভৃতি ছবিতে কাজ করেছেন।

ইনি নিজেও অভিনয় করে থাকেন এবং সঙ্গীতশাস্ত্রেও তাঁর বেশ জ্ঞান আছে।

॥ সুধীন মজুমদার ॥

আলোক-চিত্রশিল্পী—বাংলা

আলোক-চিত্রশিল্পী সুধীন মজুমদার প্রথমে প্রেমাঙ্কুর আতর্থীর সহায়তায় নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওর ল্যাবরেটরীতে কাজ শুরু করেন। তারপর তিনি নীতিন বসুর সহায়তায় মাত্র বাইশ বছর বয়সে দক্ষ আলোক-চিত্রশিল্পী হয়ে ওঠেন। তাঁর গৃহীত চিত্রের মধ্যে প্রতিশ্রুতি, মঞ্জুর, নার্স সিসি, রজত জয়ন্তী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়া তিনি স্বর্ণমণি ছবিখানি প্রথম পরিচালনা করেন।

॥ সুহৃদ ঘোষ ॥

আলোক-চিত্রশিল্পী—বাংলা

১৯১৯ সালে দার্জিলিং-এ সুহৃদ ঘোষের জন্ম হয়। তিনি আই, এসসি, পাশ। ১৯৩৬ সালে প্রথম নিউ থিয়েটার্সে নীতিন বসুর অধীনে কাজ সুরু করেন। ১৯৪২ সালে প্রথম অরক্ষণীয়ার চিত্রগ্রহণ করেন। সুহৃদ ঘোষ চিত্র গৃহীত কয়েকটি ছবির মধ্যে মহাকাল, প্রিয়তমা, জয়যাত্রা, দিনের পর দিন, রবীন মাষ্টার, তৈলঙ্গ স্বামী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ সালে প্রথম 'বড় বউ' ছবিটি পরিচালনা করেন।

॥ সুব্রত মিত্র ॥

আলোক-চিত্রশিল্পী—বাংলা

১৯৩০ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ কবেন সুব্রত মিত্র। বি, এসসি, পডতে পডতেই তিনি ফিল্ম জগতে আসেন। তিনি একজন ভালো আলোক-চিত্রশিল্পী। প্রথম সুযোগ দেন সত্যজিৎ বায তাঁব পবিচালিত 'পথেব পাঁচালী" চিত্রে। তিনি ভালো সেতাব বাজাতে জানেন। "দি বিভার" নামক ইংরাজী ছবিতে ও পথেব পাঁচালীতে আবহ-সঙ্গীত বিভাগে তিনি সেতার বাজিযেছেন। সুব্রত মিত্রেব আলোক-চিত্র গ্রহীত ছবির মধ্যে পথেব পাঁচালী, অপবাজিতা, অপুব সংসাব, পবশ পাথব, দেবী, জলসা-ঘব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ সন্তোষ গুহরায় ॥

আলোক-চিত্রশিল্পী ও পবিচালক—বাংলা

সন্তোষ গুহবায ইংবাজী ১৯২১ সালে কুচবিহারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা শ্রীমনোমোহন গুহবায।

ইংবাজী ১৯৪০ সালে আলোক চিত্রশিল্পী রূপে তাঁর প্রথম ছবি 'কর্মফল'। তারপর থেকে তিনি চুলি, আদর্শ হিন্দু হোটেল, এই সতী, বিল্বমঙ্গল, পাত্রী চাই, ব্যামাক্ষ্যাপা, সিঁথির সিঁদুব, ধূলাব ধবণী, জন্ম জন্মান্তর, অপবাধ, সুরের পিয়াসী, যোগ বিয়োগ, চেনা অচেনা, শুভযোগ প্রভৃতি সব উল্লেখযোগ্য ছবিতে কাজ কবেছেন।

॥ সুনীতি মিত্র ॥

শিল্পনির্দেশক—বাংলা

শিল্পনির্দেশকের কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই কাজের দায়িত্বও অনেক। [illegible] ন্যায় ও গুণের আড়ালে থেকে কাজ করে যান প্রতিদিন।

সুনীতি মিত্র একজন শিক্ষিত শিল্পনির্দেশক। ১৯১৯ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। কলেজে পড়ার পর শান্তিনিকেতন থেকে ইনি শিল্পে ডিপ্লোমা নিয়ে ১৯৪৫ সালে নিউ থিয়েটার্সে যোগদান করেন। তাঁর প্রথম ছবি 'পবিত্রাণ'। এ ছাড়া অমর বাণী (হিন্দী), অমর সায়গল (হিন্দী), মা, অর্ধাঙ্গিনী প্রভৃতি ছবিতে তাঁর শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়।

॥ সোহরাব মোদী ॥

পরিচালক—বাংলা

খ্যাতিনামা প্রযোজক পরিচালক ও অভিনেতা সোহরাব মোদীর জন্ম হয় ১৮৯৭ সালে। মা বাবার তিনি দ্বিতীয় সন্তান। বড় ভাই কে, এম, মোদী বোম্বায়ের ওয়েষ্টার্ণ ইণ্ডিয়া থিয়েটার্সের একজন খ্যাতনামা একজিবিটর। ১৯১৪ সালে প্রথম একজন একজিবিটর হিসাবে চিত্রজগতে তিনি যোগ দেন। ১৯২১ সাল থেকে ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত ইনি নাট্যমঞ্চে অভিনয় করেন। ১৯৩৬ সালে মিনার্ভা মুভিটোন নামে নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গঠন করেন ও খুন কা খুন' নামক ছবিখানি প্রথম প্রযোজনা করেন। এই ছবিখানি পরিচালনাও করেছিলেন তিনিই। তারপর কয়েকটি ছবির পর তিনি ভারতে প্রথম টেকনিকালার ছবি ঝাঁসী কী রাণী প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন। শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার জন্য তিনি ১৯৫৫ সালে পুরস্কার পেয়েছেন। সোহরাব মোদী প্রযোজিত ও পরিচালিত ছবির মধ্যে সিকন্দর, পুকার, ঝাঁসি কী রাণী, জেলার, যহুদী কী লড়কী, মির্জা গালিব প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ এস, ডি, নারাঙ ॥

প্রযোজক, পরিচালক—বম্বে

এস, ডি, নারাঙের ১৯১৮ সালে লায়ালপুরে জন্ম হয়। পুরো নাম

নারাঙ। তিনি বি, এস, সি, পাশ ... অভিনয় ... ও সাহায্য ... ও পারদর্শী ...

এস, ডি, নাবাঙ প্রযোজিত ও পরিচালিত ছবির মধ্যে নয়ি ভাবী, এক আওবত, অপবাজিতা, চীনেব পুতুল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইনি নিউ ওবিয়েণ্টাল পিকচার্সের মালিক।

॥ হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় ॥

চিত্র-সম্পাদক—বম্বে

১৯২৩ সালে কলকাতায় হৃষিকেশ মুখোপাধ্যাযেব জন্ম হয়। মাতা-পিতাব ইনি প্রথম সন্তান। আশুতোষ কলেজ থেকে বি, এসসি, পাশ করেন। প্রথমে ইনি মনোহারী দোকান করে ব্যবসা শুরু করেন। পরে বেলতলা গার্লস স্কুলে কিছুদিন মাষ্টারী করেন। তারপর হরিদাস মহলানবীশ ও সুবোধ রায়েব সাহায্যে নিউ থিয়েটার্সে রসায়নাগারে চাকুরী নেন। এখান থেকেই কবি তুলসীদাস ও অঞ্জনগড়ে সহকারী সম্পাদকরূপে কাজ করেন। তারপর 'তথাপি' চিত্রের সম্পাদনা দেখে খুশী হয়ে বোম্বায়ের পরিচালক বিমল রায় এঁকে নিজের সহকারী পরিচালকরূপে গ্রহণ করেন। বোম্বাযে ১৯৫১ সালে মা ও বাপ-বেটী ছবির সহকারী পরিচালক এবং দো-বিঘা জমিনের চিত্রনাট্য করেন। নৌকরী ও মধুমতী ছবির সম্পাদনার জন্য ফেয়ার পুরস্কার, দেবদাসের জন্য চিত্র-সাংবাদিকের পুরস্কার, মুসাফির ছবির জন্য সার্টিফিকেট অফ মেরিট লাভ করেন। বর্তমানে ইনি বোম্বাই প্রবাসী। এঁর ছোট ভাই কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় একজন নামজাদা সেতার-শিল্পী। হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ছবির মধ্যে মা, বাপ বেটী, পলাতকা, তথাপি, অঞ্জনগড়, পরিণীতা, দেবদাস, বিরাজ বৌ মুসাফির, পরিবার, অপরাধী কৌন, নৌকরী, মধুমতী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এঁর পুত্র

যুক্তভাবে ওয়াদিয়া মুভিটোন স্থাপন করেন। প্রথম পরিচালনা করেন 'বীর ভরত' চিত্রটি। ১৯৪২ সালে নিজস্ব প্রতিষ্ঠানের হয়ে (বসন্ত পিকচার্স) 'মৌজা' চিত্রটি প্রথম প্রযোজনা করেন। হোমিওয়াদিয়া প্রযোজিত ও পরিচালিত ছবির মধ্যে হাণ্টারওয়ালী, লুটারু ললনা, তুফানি টারজান, হাতেমতাই, জিম্বো, জিম্বো কামস্ টু টাউন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৭ সালে বোম্বায়ে ইনি বসন্ত পিকচার্স স্থাপন করেছেন। আসল নাম হোমি ভূমানজী ওয়াদিয়া।

॥ হনুমাপ্পা বিশ্বনাথবাবু ॥

পরিচালক—সাউথ

১৯০৩ সালে হনুমাপ্পা জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৭ সালে তিনি প্রথম চিত্র-জগতে অভিনেতা হিসেবে প্রবেশ করেন। ১৯৩৫ সাল পর্যন্ত তিনি এইচ, এম, রেড্ডির সহকারী হিসেবে কাজ করেন। তাঁর প্রথম পরিচালিত ছবি দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ (তামিল), এ ছাড়াও তিনি কনক-তারা, কৃষ্ণপ্রেম ও গৃহলক্ষ্মী প্রভৃতি অনেকগুলি ছবি পরিচালনা করেছেন।

সঙ্গীত

গায়ক, গায়িকা, সঙ্গীতজ্ঞ, যন্ত্র-
সঙ্গীত-শিল্পী, সঙ্গীত-পরিচালক
ও গীতিকার

॥ অনিল বাগচী ॥

সঙ্গীত পরিচালক—বাংলা

ইংরাজী ১৯০৭ সালে মেদিনীপুরের উপকণ্ঠে এই শিল্পীর জন্ম হয়। পিতা ৺হরিপ্রসন্ন বাগচী একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

জীবনের প্রারম্ভে বালক অনিল সুরে সুরে গান গাইতেন এবং সুরের মধুরতা ঢেলে দিয়ে শ্রোতাগুলাকে চমৎকৃত করতেন।

পরবর্তীকালে তিনি সঙ্গীত রত্নাকর ও ভাটপাড়া পণ্ডিত সমাজ কর্তৃক সঙ্গীত বিশারদ উপাধি পেয়েছেন। বেনারসের পণ্ডিত ৺গণেশপ্রসাদ মিশ্র, ওয়াহেদ হোসেন, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী, অনাদি দস্তিদার, কাজি নজরুল প্রভৃতির কাছ থেকে গান শিক্ষা করেছেন।

ইংরাজী ১৯২৭ সালে প্রথম বেতারে গান দেন। ১৯৩০ সাল থেকে রেকর্ড প্রকাশিত হতে থাকে। পদাঙ্ক, বিশ বছর আগে, মাটীর ঘর, কাটা ও কমল, বন্দের বন্দী, মাইকেল, বিংশ শতাব্দী, এক মুঠো আকাশ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ এবং ছায়াচিত্রে কবি, দুর্গেশনন্দিনী, মানদণ্ড, রাণী রাসমণি, মহাকবি গিরিশচন্দ্র, কংস, বামাক্ষ্যাপা, ঠাকুর হরিদাস, শ্রীশ্রীমা, শশীবাবুর সংসার, ওগো শুনছ, তৈলঙ্গস্বামী প্রভৃতি চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা করে তিনি প্রচুর প্রশংসা লাভ করেছেন।

বহু সঙ্গীত সম্মেলনে তিনি যোগ দিয়েছেন এবং বহুবার পুরস্কৃত হয়েছেন।

বর্তমানে ইনি সঙ্গীত শিল্পী সঙ্ঘের প্রেসিডেণ্ট। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের পরীক্ষকরূপেও তিনি নিযুক্ত আছেন।

বাংলার চিত্রজগতে স্মরণীয় চিত্র রাণী রাসমণি ও মহাকবি গিরিশচন্দ্রের উপর ইনি রাষ্ট্রীয় পুরস্কার পেয়েছেন।

এখনও তিনি নিয়মিত সঙ্গীতচর্চা করে থাকেন।

॥ অপরেশ লাহিড়ী ॥

সঙ্গীতজ্ঞ—বাংলা

এই বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ শুধু কণ্ঠসঙ্গীতেই নয়, বিভিন্ন যন্ত্রসঙ্গীতেও পারদর্শী। ইংরাজী ১৯২২ সালে পূর্ব পাকিস্তানে এঁর জন্ম। বাল্যকাল থেকেই আধুনিক, ভজন প্রভৃতি গানে শ্রোতৃগণকে মাতোয়ারা করতেন। বাউল, পল্লীগীতি ও ভাটিয়ালী প্রভৃতি সঙ্গীতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। বহু জলসায় কণ্ঠদান করে প্রশংসা লাভ করেছেন। রেকর্ডে তাঁর বহু গান আছে। তা ছাড়াও ইনি কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানেরও একজন নিয়মিত শিল্পী। বহু ছবিতে ইনি নেপথ্য সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করে প্রশংসা অর্জন করেছেন। এ ছাড়াও কয়েকখানি চিত্রে তিনি সঙ্গীত পরিচালনা করে জনসমাজে খ্যাতি লাভ করেছেন। গায়িকা শ্রীমতী বাঁশরী লাহিড়ী তাঁর সহধর্মিনী এবং শিশু পুত্র একজন তবলা বাদক।

॥ অমল মুখোপাধ্যায় ॥

সঙ্গীতজ্ঞ—বাংলা

আজকের যাঁরা সঙ্গীত ও সঙ্গীত পরিচালক এবং যাঁরা যশের সঙ্গে বহু অনুষ্ঠানে নিজে গেয়ে প্রশংসা পেয়ে থাকেন তাঁদের মধ্যে হেমন্তকুমারের ভাই অমল মুখোপাধ্যায় অন্যতম। বয়সে তরুণ হলেও কণ্ঠ মাধুর্য্যে তিনি জনসাধারণ কর্তৃক প্রশংসিত হয়েছেন।

ইংরাজীর ১৯৩১ সালে কলকাতায় এঁর জন্ম হয়। পিতা শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায়।

আধুনিক ও রবীন্দ্রসঙ্গীতই এঁর জীবনের সাধনা ছিল। সেই সাধনায় তিনি সিদ্ধ হয়ে দিনের পর দিন বহু সঙ্গীত অনুষ্ঠানে গান করেছেন।

প্রথম জীবনে তিনি তার দাদা বাংলার স্বনামধন্য গায়ক হেমন্ত মুখার্জীর কাছে গান শেখেন।

কলম্বিয়া রেকর্ডে তার বহু গান রেকর্ড হয়েছে। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রের তিনি একজন নিয়মিত প্রিয় শিল্পী। সুশীল মজুমদার পরিচালিত "হাসপাতাল ও ডাক পৃথিবী" চিত্র দুখানির সঙ্গীত পরিচালনা করে বেশ কৃতিত্বের পরিচয়ই দিয়েছেন। আরও কয়েকখানি চিত্রের সঙ্গীত পরিচালকের দায়িত্ব নিতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন। অন্যান্য সাফল্যমণ্ডিত ছবি "শেষ পর্যন্ত" চিত্রে নেপথ্য সঙ্গীত পরিবেশন করে তিনি অনেককেই তৃপ্তি দিয়েছেন।

॥ অখিলবন্ধু ঘোষ ॥

কণ্ঠ সঙ্গীত—গায়ক

বিশিষ্ট বেতার ও রেকর্ড শিল্পী সঙ্গীতজ্ঞ অখিলবন্ধু ঘোষ ইংরাজী ১৯২২ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। স্বর্গীয় বামনদাস ঘোষের পুত্র ইনি। সাত বছরের শিশু অখিলবন্ধু তখন সঙ্গীত সাধনা শুরু করেন। প্রথম শিক্ষা করেন তাঁর মামা কালিপদ গুরু মহাশয়ের নিকট। তারপর নিরাপদ মুখোপাধ্যায়, তারাপদ চক্রবর্তী ও চিন্ময় লাহিড়ী প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। খেয়াল, রাগপ্রধান, আধুনিক ও পল্লীগীতি প্রভৃতি তিনি গেয়ে থাকেন। ক্লাসিক্যাল ও রাগপ্রধানই এঁর বিশেষত্ব। পল্লী-গীতিতেও তিনি বেশ নাম করেছেন। বর্তমানে রেডিওর ইনি একজন নাম করা শিল্পী। প্রথম ইনি হিজ মাষ্টার ভয়েসে ইংরাজী ১৯৭৬ সালে রেকর্ড করেন। পরে মেগাফোন, হিন্দুস্থান প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে বহু রেকর্ড করে

নিজের প্রতিষ্ঠানকে সুদৃঢ় করেছেন। বহু জলসায় এবং সঙ্গীত অনুষ্ঠানে যোগদান করে সুধী শ্রোতাগণকে আনন্দ দান করেছেন। বর্ত্তমানে ওয়েষ্ট বেঙ্গল মিউজিক ট্রেনিং কলেজে অধ্যাপনা করছেন।

॥ অনিরুদ্ধ ইসলাম ॥

সঙ্গীতজ্ঞ—বাংলা

ইংরাজি ১৯৩৩ সালে কলকাতায় এঁর জন্ম হয়। তাঁর পিতা প্রসিদ্ধ কবি ও সঙ্গীতজ্ঞ কাজি নজরুল ইসলাম। ইনি পিতার দ্বিতীয় সন্তান। বড ভাই সব্যসাচী ইসলাম বর্তমানে কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত।

অনিরুদ্ধ ইসলামের ছেলেবেলা থেকেই গান-বাজনা এবং বাদ্যযন্ত্রের উপর প্রবল ঝোঁক দেখা যায়।

বর্তমানে কাজি অনিরুদ্ধ সমস্ত রকম বাজনায় সিদ্ধহস্ত। তিনি নিজে একটি সংঘটনও তৈরী করেছেন।

বাঁশী, ম্যাণ্ডোলিন, সেতার প্রভৃতি যন্ত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শী। কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের তিনি নিয়মিত বাদ্যশিল্পী।

"বিভ্রান্ত" কথাচিত্রে তিনি সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন।

॥ অজিত মিত্র ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

শৈশবে সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে অজিত মিত্র সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করেন। কলিকাতায় ইংরাজী ১৯২২ সালে এঁর জন্ম হয়। পিতা ৺যতীন্দ্রমোহন মিত্র। ১৬ বছর বয়সেই ইনি কলিকাতার বেতারকেন্দ্রের নবাগত আসর থেকে যন্ত্রসঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খাঁর প্রিয় শিষ্য শৈলেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষালাভ করেন। কালোবরণের সুরে প্রথম রেকর্ড করেন। স্বপ্ন ও স্মৃতি ছায়াচিত্রে প্রথম সহকারীরূপে কাজ করেন।

অগ্নিসম্ভবা ছবিতে সহকারী সঙ্গীত-পরিচালক ছিলেন। তারপর 'মৃতের মর্তে আগমন' ছবির সঙ্গীত পরিচালনা করে তিনি যথেষ্ট সুনামের অধিকারী হন। এঁর সুরে কণ্ঠ দিয়েছেন, সতীনাথ, শ্যামল, কালোবরণ, রমলা বন্দ্যোঃ, জপমালা, কমলা গুপ্তা, বেলা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যামলী মুখার্জি প্রভৃতি।

অনিল বিশ্বাস

সঙ্গীত-পরিচালক

(বাংলা)

১৯১৪ সালে অনিল বিশ্বাসের জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকেই সঙ্গীত-প্রতিভা ছিল। ইনি বি-এ পাশ করেছেন। প্রথম সুরারোপের দায়িত্ব পান ধরমকী বেটী নামক চিত্রে। অনিল বিশ্বাসের সুরারোপিত চিত্রের মধ্যে নয়া-রোসনি, উলটি-সিধি, বড়ী-বহু, আনোখা-পেয়ার, হামারী-বাত, পহেলী-নজর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ অভিজিৎ ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

কলিকাতায় ১৯৩১ সালে অভিজিতের জন্ম হয়। নতুন যারা সঙ্গীত জগতে নাম করেছে তাদের মধ্যে অভিজিৎ অন্যতম। পিতার নাম নিরাময়

বন্দ্যোপাধ্যায়। বাড়ীতে নিয়মিত গান বাজনার চর্চা আছে। অন্যান্য ভাইরাও গান বাজনা জানেন। সুরেন্দ্রনাথ কলেজ থেকে আই, এসসি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছেন।

ঊষারঞ্জন মুখার্জীর কাছ থেকে ক্ল্যাসিক্যাল সঙ্গীত ও অনিল রায়ের কাছ থেকে রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন।

চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনার কাজ তিনি সলিল চৌধুরীর কাছ থেকে শিক্ষা করেছেন। এ ছাড়াও বর্তমানে তিনি পিয়ানোর সাহায্যে পাশ্চাত্ত্য সঙ্গীত শিক্ষা করছেন। এতটুকু আশা, রতনলাল বাঙ্গালী, কেন এমন হয়, উঁচু পাহাড় নিচু জমি প্রভৃতি ছবিতে তিনি সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন।

১৯৫৩ সালে প্রথম অভিজিতের গান রেকর্ড করা হয়। তাঁর দেওয়া সুরে যারা রেকর্ডে অংশ গ্রহণ করেছেন তাঁদের মধ্যে হেমন্ত মুখার্জী, মানবেন্দ্র মুখার্জী, সতীনাথ মুখার্জী, শ্যামল মিত্র, উৎপলা সেন, আলপনা ব্যানার্জী, তরুণ ব্যানার্জী, বাণী ঘোষাল, সুপ্রীতি ঘোষ সনৎ সিংহ, পান্নালাল, নির্মলা, ইলা, মাধবী ব্রহ্ম, প্রতিমা ও বাসবী নন্দী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

এছাড়া তাঁর যেসব চিত্র সঙ্গীত রেকর্ড হয়েছে তার মধ্যে বাসবী নন্দী, মানবেন্দ্র মুখার্জী, উৎপলা সেন ইলা বসু, শ্যামল মিত্র প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দ অংশ গ্রহণ করেছেন।

রেকর্ড-জগতে অভিজিৎ, সলিল চৌধুরী ক্ষিতীশ বসু ও পবিত্র মিত্রের সহায়তা লাভ করেছেন।

॥ অভয় দেব ॥

গীতিকার—সাউথ

ত্রিবাঙ্কুরে ১৯১৩ সালে এই খ্যাতিমান কাহিনীকারের জন্ম হয়। ইনি শুধু কাহিনীকারই নন, তিনি গীতিকার ও নাট্যকার। ১৯৪৭ সালে তিনি চিত্রজগতের সঙ্গে যুক্ত হন। প্রথম মালায়ালম্ ভাষায় 'ভিল্লিনাকসট্রম্' ছবিতে তিনি গান দেন। তারপর ঐ ভাষাতেই প্রসন্ন, জীবিত নৌকা,

ভিসাপিন ভিলি, অচল, ভিলাথাবম, পুত্রীধর্মম, অলকন্সা, মারুমাকাল, অভন বরুণ প্রভৃতি বহু ছবিতে ও তামিল ভাষায় নল্লথঙ্কা, তেলেগু ভাষায় নাত্যা তারা, হিন্দীতে বাদল প্রভৃতি ছবিতে গান রচনা করেছেন।

আলপনা ব্যানার্জী

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

এই জনপ্রিয় সুগায়িকা আলপনা ব্যানার্জী ১৯৩৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শান্তি বন্দ্যোপাধ্যায়।

ছোট্ট মেয়ে আলপনা স্কুলে যায়, গুণ গুণ করে গান করে। উত্তরকালে ইনিই হলেন একজন জনপ্রিয় গায়িকা। যাঁর মিষ্টি মধুর কণ্ঠ শ্রোতৃগণকে করে থাকে মুগ্ধ।

ইনি বহু চিত্রে নেপথ্য সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। পবিত্র মিত্র, গৌরপ্রসন্ন মজুমদার প্রভৃতি নামী গীতিকারদের গান, হিজ মাষ্টার ভয়েস ও কলম্বিয়া প্রভৃতি রেকর্ডে হয়েছে।

বেতার শিল্পীদের মধ্যে যারা আধুনিক গান গেয়ে থাকেন আলপনা ব্যানার্জি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। বর্তমানে ইনি বিবাহসূত্রে আবদ্ধা হয়ে মুখার্জি পদবী গ্রহণ করেছেন।

॥ আলি আকবর খাঁন ॥

সঙ্গীতজ্ঞ—বাংলা

ভারতের প্রখ্যাত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিল্পী আলি আকবর খান। ইংরাজী ১৯২১ সালে বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ওস্তাদ আচার্য
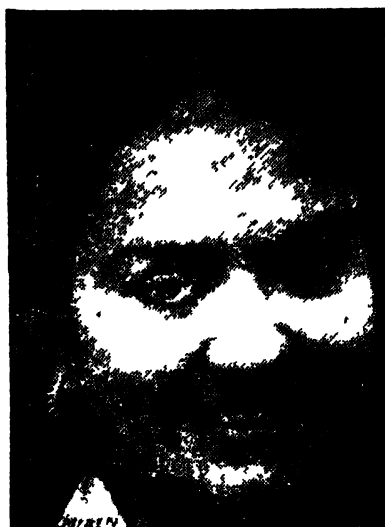
আলাউদ্দিন খাঁ একজন বিশিষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ। বিরাট ব্যক্তিত্ব, বিধাতার দান আর জনগণের ভালবাসায আলি আকবব খাঁন আজ ধন্য। গুরু বলতে তাঁর পিতা। তাঁবই দীক্ষায় দীক্ষিত হয়েছেন তিনি। সমস্ত রকম বাদ্যযন্ত্রে এঁর দক্ষতা আছে। কিন্তু "সবোদ" বাজনায় ইনি অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তবলা বাজাতে ইনি বেশ পাবদর্শী।

কলিকাতা বেতাব প্রতিষ্ঠানের ইনি একজন প্রিয় ও নিয়মিত শিল্পী। সুদূর ইউরোপ, আমেবিকা, ফ্রান্স, জার্মান, ইতালি, নাইবেবিযা ও আফ্রিকা এবং বাংলাব প্রতিটি স্থানে ইনি 'সবোদ' বাজনাব ভেতব দিয়ে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে জনগণেব কাছ থেকে প্রশংসা পেয়ে এই গুণী শিল্পী আজ ধন্য। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সবোদ বাজিয়ে জনগণকে মুগ্ধ কবাই এই দবদী শিল্পীব সাধনা।

বোম্বাইএ গিয়ে বহু হিন্দী চলচ্চিত্রে ইনি প্রধান সঙ্গীত পবিচালকের কাজ করেছেন। বাংলা চিত্রের মধ্যে ক্ষুধিত পাষাণ, দেবী, সুপুব, আদর্শ হিন্দু হোটেল, সুরেব পিয়াসী, শাস্তি ও ঝিন্দেব বন্দী প্রভৃতি ছবিতে সঙ্গীত পবিচালক ছিলেন। এইচ, এম, ভি, বেকর্ডে এব বহু সবোদ বাজনাব রেকর্ড আছে।

সেতাবে তাঁব ছাত্র নিখিল ব্যানার্জী এবং সবোদে স্মবণবাণী মাথুব ও দামোদর দাস খান্না প্রভৃতি ছাত্র-ছাত্রীবা আজ তাঁবই শিক্ষকতায় বাংলাব লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী।

ইংরাজী ১৯৫৬ সালে বাসবিহাবী এভিনিউতে একটি সঙ্গীত কলেজের ভিত্তি স্থাপন কবেছেন এবং সেখানে তিনি অধ্যাপক হিসেবে যুক্ত আছেন।

॥ আলি হোসেন ॥

শানাই বাদক—বাংলা

ইংরাজী ১৯০৯ সালে আলি হোসেনেব "কাশীতে" জন্ম হয়। পিতার নাম ছোটে মিয়া। বাল্যকালের প্রারম্ভেই পিতা ও দাদার সঙ্গে থেকে শানাই সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করেন। আজ তিনি একজন বিশ্ববিখ্যাত শানাই

বাদক। ঘরোয়ানা, খানদানি ও সানাই পরিবেশন করে আলি হোসেন আজ জনগণ ধন্য। পিতার ইনি তৃতীয় পুত্র।

ইংরাজী ১৯৪০ সাল থেকে আজ অবধি কলকাতা বেতারে তাঁর অভিনব সুরে বিভিন্ন চিত্রে সঙ্গীতের মাধ্যমে বাজনা পরিবেশন করে শ্রোতৃ-হৃদয় জয় করেছেন। কলকাতা ছাড়া দিল্লী, মাদ্রাজ, কাশ্মীর, লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, কটক, শিলং এবং বম্বে প্রভৃতি প্রদেশেও ইনি শানাই বাজনা পরিবেশন করেছেন।

এইচ্, এম, ভি, রেকর্ডে তিনি শানাই বাজনা পরিবেশন করেছেন। মাইশোর গভর্ণমেণ্টের আমন্ত্রণে সেখানকার আবাল-বৃদ্ধ বনিতার অন্তর জয় করে তিনি রাজকীয় অভিনন্দন লাভ করেছেন।

॥ আরতি মুখার্জি ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

আরতি মুখার্জির আদি বাস ঢাকা জেলার বজ্রযোগিনী গ্রামে। পিতার নাম মনোরঞ্জন মুখার্জি। আরতি মুখার্জির ঠাকুর্দা কিরণচন্দ্র মুখার্জির কাছে তিনি সঙ্গীত বিষয়ে বহু উৎসাহ পেয়েছেন। প্রথম প্রথম তিনি রেডিওতে রেকর্ডের গান শুনে শুনে গান গাইবার ও সুর আয়ত্ব করবার চেষ্টা করতেন। পরে দমদম মতিঝিলের কৃষ্ণকুমার হিন্দু একাডেমির ছাত্রী হিসেবে সুশীল ব্যানার্জির কাছে ও বম্বের জগন্নাথপ্রসাদ মিশ্রের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন।

১৯৫৬ সালে 'মামলার ফল' নামক ছবিতে প্রথম প্লেব্যাক গেয়েছেন তারপর 'বৃন্দাবনলীলা' চিত্রে প্লেব্যাক করেন।

১৯৫৭ সালে মেট্রো মারফি সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় তিনি প্রথম হন এবং বম্বেতে পুরস্কার লাভ করেন। সেই থেকে তিনি হিন্দী ছবিতে প্লেব্যাক করার সুযোগ পান। প্রথম হিন্দী ছবি 'অঙ্গুলীমালা'তে তিনি প্লেব্যাক গান। তারপর থেকে তিনি বহু ছবিতে প্লেব্যাক গেয়েছেন। এইচ, এম, ভি-র বম্বের শাখা থেকে তাঁর সিনেমা গানের রেকর্ডও বেরিয়েছে প্রচুর।

১৯৫৮ সালে কলম্বিয়া কোম্পানী থেকে সুশীল ব্যানার্জীর সুরে প্রথম রেকর্ড প্রকাশ হয়। হিন্দী ছবির মধ্যে তিনি দো ফুল, সাহাবা, তালাক, পঞ্চায়েৎ, চার দিল চাব বাহে, স্কুলমাষ্টার, আপনা ঘব প্রভৃতি বহু ছবিতে প্লেব্যাক কবেছেন।

॥ আশা ভোঁসলে ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

বম্বে চিত্র-জগতে কোকিলকণ্ঠী লতা মুঙ্গেশকবেব মত তাব বোন সুধাকণ্ঠি আশা ভোঁসলেও নেপথ্য সঙ্গীত পবিবেশিকা হিসেবে খুবই জনপ্রিয়। ১৯৩৩ সালে মহাবাষ্ট্রেব সাতাবা জেলায আশা ভোঁসলে জন্মগ্রহণ কবেন। পিতা দীপনাথ মুঙ্গেশকবেব কাছেই আশা সঙ্গীত শিক্ষা কবেন। পিতা-মাতাব ইনি তৃতীয়া কন্যা। কিছুদিন আগে বিবাহ কবে মুঙ্গেশকব থেকে ভোঁসলে হয়েছেন। সঙ্গীত প্রতিভা তিনি জন্মসূত্রে লাভ কবেছেন। আশা ভোঁসলেব নেপথ্য সঙ্গীত পবিবেশিত চিত্রেব মধ্যে বাত কা বাণী, পচন, বাপবে বাপ, জাগৃতি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বাঙ্গলাযও বহু ছবিতে ও বেকর্ডে তিনি গান গেযেছেন।

॥ আদিনারায়ণ রাও ॥

সঙ্গীত-পরিচালক—মাদ্রাজ

ইনি ১৯১৫ সালে গোদাববী জেলাব কাকিনাদায জন্মগ্রহণ কবেন। প্রথম গীতিকার হিসেবে চিত্রজগতের সঙ্গে যুক্ত হন। পবে ১৯৪৬ সালে সঙ্গীত-পরিচালকরূপে কাজ সুরু কবেন। মাদ্রাজেব বিখ্যাত অভিনেত্রী অঞ্জলি দেবীকে বিবাহ কবেন। অঞ্জলি পিকচার্সেব (মাদ্রাজ) তিনি কর্মাধ্যক্ষ ও পরিচালক। তাঁর প্রথম ছবি পালিটোবী পিল্লা (তেলেগু), তিলোত্তমা, মায়ালমারী, পরদেশী প্রভৃতি ছবিতে সঙ্গীত-পরিচালনা করেন। অঞ্জলি পিকচার্সের হয়ে পরদেশী (তেলেগু), পুনগোদী (তামিল), তামিল ও তেলেগু ভাষায় আনার কলি প্রভৃতি ছবি প্রযোজনা করেন।

॥ ইলা বসু ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

১৯৩৫ সালে কলকাতায় ইলা চক্রবর্তীর জন্ম হয়। পিতার নাম বসন্তকুমার চক্রবর্তী। ছেলেবেলা থেকেই সঙ্গীত-প্রতিভা ছিল। ১৯৫১ সালে প্রথম রেডিওতে গান গাইবার সুযোগ পান। বর্তমানে ধীরেন্দ্র মিত্রের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন। হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানী থেকে প্রথম ৺অনুপম ঘটকের সুরে রেকর্ড করেন। গৌর গোস্বামীর সাহায্যে প্রথম ভাই-বোন কথাচিত্রে নেপথ্য কণ্ঠদানের সুযোগ পান। এ পর্যন্ত বহু রেকর্ড করেছেন। ইলা বসুর নেপথ্য-সঙ্গীত করা চিত্রের মধ্যে ভাই-বোন, সধবার জন্য, পরেশ, শিকার, নৃত্যেরই তালে তালে, রাতের অন্ধকারে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ইলা চক্রবর্তী তাঁর বিবাহিত জীবনে বসু পদবী গ্রহণ করেছেন।

॥ উৎপলা সেন ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

বাংলার বিখ্যাত রেকর্ড ও রেডিও গায়িকা শ্রীমতী উৎপলা সেন আজ সব রকম গানেই মানুষের অন্তর জয় করতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি যখন

সুধীসমাজে সঙ্গীত সম্মেলনে তার উদাত্ত-কণ্ঠে গান করেন তখন, তাঁর গানে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হয়ে যায়।

ইংরাজী ১৯২৬ সালে ঢাকা শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম প্রফুল্ল ঘোষ। ইংরাজী ১৯৪২ সালে কলকাতায় তিনি তাঁর সঙ্গীত জীবন সুরু করেন। আধুনিক ও ভজন প্রভৃতি সঙ্গীতে তিনি পারদর্শী। কলিকাতার কেন্দ্র থেকে নিয়মিত ভাবে শ্রীমতী উৎপলা সেন কণ্ঠ প্রদান করে থাকেন। রেকর্ডে এর বহু গান রেকর্ড করা আছে। সবচেয়ে আধুনিক গানই বেশী তিনি গেয়ে থাকেন। চিত্রজগতে কয়েকখানা ছবিতে তিনি নেপথ্যে কণ্ঠ প্রদান করেছেন। তার মধ্যে সুরের পিয়াসী, দেবর্ষি নারদ, ভাস্কর ও দেবী ফুল্লরা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

।। ঋষিন মিত্র ।।

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

এই তরুণ সুদর্শন শিল্পী শুধু অভিনেতাই নন একজন উদীয়মান সঙ্গীতশিল্পীও। ইংরাজী ১৯৩৫ সালে কলকাতায় এই শিল্পীর জন্ম হয়। তিনি বহু আসরে বহু গুণীর দ্বারা সংবর্ধিত হয়েছেন। পিতা ৺গোপেন্দ্র-নাথ মিত্র।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীত নাটক একাডেমী থেকে সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেছেন। বেতারে ও রেকর্ডে তিনি বহু গান গেয়েছেন।

আধুনিক ও ভজন গান শুনিয়ে তিনি বহু শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করেছেন। রবীন্দ্র-সঙ্গীত তাঁর কাছে সব থেকে প্রিয়।

ইনি সঙ্গীতজ্ঞ দ্বিজেন মুখার্জীর প্রিয় ছাত্র।

॥ এ, কানন ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

গুণ না থাকলে কেউ কা গুণের আদর করে? কোকিল তো কাল, কিন্তু কালর ভেতর যে আলোর ছটা আছে—তার জন্যই তার দাম। পলাশ ফুল তো সুন্দর, কিন্তু তার না আছে গন্ধ আর না আছে কোন বৈশিষ্ট্য। গোলাপে কাটা আছে কিন্তু তার গন্ধ ও শোভা মানুষকে দেয় কত আনন্দ। শ্রীযুক্ত এ, কানন মাদ্রাজবাসী হয়েও তাঁর নিজ গুণে সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে তিনি আজ বাংলায়ও খ্যাতিলাভ করেছেন।

ইংরাজী ১৯২০ সালে মাদ্রাজে তার জন্ম হয়। পিতার নাম এম, ই, আলোয়ার। বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীত শিক্ষায় তাঁর প্রবল ঝোক ছিল। তাঁর প্রথম শিক্ষাগুরু লাহাস্থ পাবুবাও। তার পরে সঙ্গীতাচার্য্য ৺গিরিজাশঙ্কর চৌধুরী ও ওস্তাদ অমর খাঁনের (ইন্দোর) কাছে শিক্ষা করেছেন।

ইনি অল্পবিস্তর সব গানেই পারদর্শী। কিন্তু ভজন ও ঠুংরিতে তাঁর খুব দখল আছে। এই ভজন ও ঠুংরি পরিবেশন করে তিনি কলকাতায় এবং কলকাতার বাইরে ভূয়সী প্রশংসার অধিকারী হয়েছেন।

ইংরাজী ১৯৪৩ সালে কলকাতায় এসে তখন থেকেই হিন্দী, ভজন ও ঠুংরি গেয়ে আসছেন। ১৯৪১ সাল থেকে আজপর্য্যন্ত কলকাতা বেতারে

ক্ল্যাসিক্যাল গানে তিনি অংশ গ্রহণ করে আসছেন। এইচ, এম, ভি-তে এঁর গানের বহু রেকর্ড আছে।

যে সমস্ত ছবিতে তিনি নেপথ্যে সঙ্গীতে অংশ গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে ঢুলি, যদু ভট্ট, তানসেন, হারজিৎ, মধুমালতী, মেঘমল্লার, বসন্ত বাহার, মেঘে ঢাকা তারা, সুরের পিয়াসী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

শাস্ত্রীয় সঙ্গীতেও তাঁর যথেষ্ট দখল আছে।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতশিল্পী শ্রীমতী মালবিকা কানন (রায়) তাঁর সহধর্মিনী।

॥ ওস্তাদ কেরামৎউল্লা খাঁ ॥

তবলা বাদক—বাংলা

ভারত বিখ্যাত ওস্তাদ কেরামৎউল্লা খাঁ ইংরাজী ১৯১৩ সালে রামপুর ষ্টেটে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতা মসিদ খাঁ একজন গুণী শিল্পী। যখন এঁর বয়স ৬ বছর তখন পিতার কাছে থেকে তবলা বাজনা শিখতে থাকেন। এবং অনতিবিলম্বে তবলা বাজনায় বেশ পটু হয়ে উঠেন। ১৪ বছর থেকেই একা বহু প্রতিষ্ঠানে বহু সঙ্গীতজ্ঞের নিকট তবলা বাজিয়ে সুখ্যাতি পেয়েছেন। বর্তমানে ওস্তাদ কেরামৎতুল্লা বাংলার একজন অপ্রতিদ্বন্দ্বী তবলা বাদক। দিল্লী, এলাহাবাদ, বম্বে, কানপুর, জয়পুর, যোধপুর এবং বাংলার বহু অনুষ্ঠানে তবলা বাজিয়ে তিনি একজন দিক্‌পাল তবলা বাদক হিসেবে খ্যাতিলাভ করেছেন। ছায়াচিত্রে ঢুলি, নৃত্যেরই তালে তালে, বসন্ত বাহার এবং নিউ থিয়েটার্সে চণ্ডীদাস, দেবদাস, রূপ-লেখা, মীরাবাঈ, গৃহদাহ প্রভৃতি ছবিতে তিনি তবলা বাজাইয়া সুনাম অর্জন করেছেন। বর্তমানে ইনি কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের একজন নিয়মিত শিল্পী।

॥ কাশীনাথ চ্যাটার্জি ॥

সঙ্গীতজ্ঞ—বাংলা

সঙ্গীত সমাজে যে সমস্ত গুণী ব্যক্তি সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠিত কাশীনাথ চ্যাটার্জী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। যন্ত্রমাধুর্য্যে, সুরের ঝঙ্কারে

কাশীনাথ চ্যাটার্জী আজ বাংলার গুণী জনসমাজে বিশেষভাবে পরিচিত। কাশীনাথ চ্যাটার্জী সাধারণতঃ খেয়াল ও ঠুংরি গান গাইতে ভালবাসেন। তখনকার দিনে শ্রদ্ধেয় সঙ্গীতজ্ঞ রাইচাঁদ বড়ালের বাড়ীতে যে সমস্ত ওস্তাদের মিলন হোত তাঁদের মধ্যে ওস্তাদ ওয়াজির খাঁ, মাষ্টার মূলে প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞের নিকট থেকে তিনি শিক্ষাপ্রাপ্ত হন। বড়াল বাড়ীতে প্রতি বৎসর একবার করে "সঙ্গীতের আসর" বসত এবং তখনকার দিনে বড় বড় ওস্তাদদের নিয়ে গান বাজনা হত। বাংলার খ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ মুশ্‌তার হোসেনের প্রিয় শিষ্য কাশীনাথ তার কণ্ঠমাধুর্য্যে সকলকে মুগ্ধ করতেন।

তাঁর বহু গান রেকর্ড হয়েছে। কলিকাতা বেতারে তিনি প্রায়ই গান গেয়ে থাকেন।

॥ কৃষ্ণচন্দ্র দে

সঙ্গীতজ্ঞ—বাংলা

*

কেশব একাডেমির ছাত্র কৃষ্ণচন্দ্র দে। সপ্তম শ্রেণীতে পাঠকালীন মাত্র ১৩ বছর বয়সে হঠাৎ একটু যন্ত্রণাকে উপলক্ষ করে তিনি চিরদিনের জন্য অন্ধ হয়ে যান। ভগবানের মনে কি ছিল তিনিই জানেন। আজকের প্রখ্যাত গায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে সেদিন যদি অন্ধ না হতেন তবে বাংলা তথা ভারতের অমর সঙ্গীতশিল্পী কৃষ্ণচন্দ্র দে-কে আমরা পেতাম কিনা জানি না।

অমৃতলাল ঘোষ তাঁকে শশীভূষণ দে-র কাছে নিয়ে যান। সেখানেই গান

শিক্ষা করেন তিনি। দীর্ঘ পাঁচ বছরের সাধনার পর কৃষ্ণচন্দ্র দে জনসাধারণের কাছে পরিচিত হয়ে উঠলেন সঙ্গীতশিল্পী হিসেবে।

১৯ বৎসর বয়সে তিনি রেকর্ড করেন। তার মধ্যে 'দিন তারিণী তারা' ও 'কপালে যা আছে কালী তাই যদি হবে' গান দুইখানি উল্লেখযোগ্য।

১৯৩১ সালে ফিরে চল ও ছুঁয়ো না ছুঁয়ো না বধু গান দু'খানি গেয়ে রেকর্ড জগতে তিনিই প্রথম 'রয়ালটি' পান। তিনি প্রথম গান জগতে রয়ালটির প্রবর্ত্তক।

৺রবি রায়ের কথামত প্রথম 'চণ্ডীদাস' কথাচিত্রে অভিনয়ের মাধ্যমে তিনি চিত্রজগতে প্রবেশ করেন।

নরেশ মিত্র পরিচালিত 'সাবিত্রী' ছবিতে তিনি প্রথম সঙ্গীত পরিচালনা করেন।

এরপর থেকে ভাগ্যচক্র, মায়া, বিদ্যাপতি, সীতা, দেবদাসী, তামন্না, মেরাগাঁও ও সোনার সংসার প্রভৃতি বহু ছবিতে অভিনয় ও কণ্ঠ পরিবেশন করেছেন। আজও সঙ্গীত তাঁর জীবনের বড় সাধনা।

॥ কুসুম গোস্বামী ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

কুসুম গোস্বামীর জন্ম হয় ১৯২৪ সালে ঢাকায়। সঙ্গীতে প্রথম হাতে খড়ি হয় তাঁর পিতা হরিপ্রসন্ন গোস্বামীর কাছে। তিনি তদানীন্তন কালের বিখ্যাত কীর্ত্তন গায়ক ছিলেন। পিতামহ শরৎচন্দ্র গোস্বামীও সুপরিচিত সেতার বাদক ছিলেন। তিনি বাড়ী থেকেই সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ ও উৎসাহ পেয়েছিলেন। কুসুম গোস্বামীর মা ভাল কীর্ত্তন ও ভজন গাইতেন।

বাগবাজারে মাতুলালয়ে থাকাকালীন সঙ্গীতবিদ্ রামকৃষ্ণ মিত্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। সেই সময় অল বেঙ্গল মিউজিক কন্‌ফারেন্স ও বেঙ্গল মিউজিক কন্‌ফারেন্সের সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় তিনি প্রায় সকল বিষয়ে প্রথম পুরস্কার লাভ করেন। পরে তিনি কবি নজরুল ইসলামের সাহায্যে হিন্দুস্থান রেকর্ড কোম্পানীতে রেকর্ড করেন। ১৯৩৮ সালে প্রথম গান 'সইলো

আমি কি করি' কি উপায়' রেকর্ডে প্রকাশ লাভ করে। তারপর তিনি নিলীমা দাসের ছদ্মনামেও ভবানী দাসের সঙ্গে রেকর্ড করেছেন।

তিনি সাধারণত কীর্ত্তন, পল্লী-গীতি, নজরুল-গীতি, আধুনিক ও রাগপ্রধান গান গেয়ে থাকেন।

'শকুন্তলা' কথাচিত্রে প্রথম তিনি নেপথ্য-সঙ্গীত গেয়েছেন। তারপর বন্দী, আহুতি, বামের সুমতি, শকুন্তলা, বিবাজ বৌ প্রভৃতি বহু ছবিতে তিনি নেপথ্য-সঙ্গীত গেয়েছেন।

॥ কালোবরণ দাস ॥

সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীত-পরিচালক—বাংলা

১৯১৮ সালে কালোবরণ দাসের জন্ম হয় চন্দননগরে।

মিশির খাঁ, নারায়ণজী, আলি খাঁ, মসীরুদ্দিন খাঁ প্রভৃতির নিকট ১৪ বৎসর থেকে তিনি গান শিক্ষা করেছেন। ক্ল্যাসিক্যাল ছাড়াও সমস্ত রকম সঙ্গীতে তাঁর বেশ পারদর্শিতা আছে।

"মায়াডোর" ও "মুক্তি স্নান" চিত্রে তিনি সহকারী সঙ্গীত-পরিচালকরূপে কাজ করেন।

তারপর সঙ্গীত-পরিচালকরূপে ঘরোয়া, সীমান্তিক, সঙ্কেত, ছিন্নমূল, অগ্নি-সম্ভবা প্রভৃতি চিত্রে খ্যাতিলাভ করেছেন।

॥ কালিপদ সেন ॥

সঙ্গীত-পরিচালক—বাংলা

সঙ্গীত-পরিচালক হিসেবে কালীপদ সেনের নাম সর্বজনবিদিত।

১৯১৫ সালে চাঁদপুরে ত্রিপুরা জেলায় তাঁর জন্ম হয়। পিতা ৺প্রসন্নচন্দ্র সেন চাঁদপুর উচ্চ বিদ্যালয়ে শিক্ষক ছিলেন।

তিনি প্রথমে কাজি নজরুল ইস্‌লাম ও সুরসাগর ৺হিমাংশু দত্তের নিকট গান শিক্ষা করেন। প্রথম জীবনে নন্দিনী ও জজসাহেবের নাতনী-তে সহকারী সঙ্গীত-পরিচালকরূপে কাজ করেন।

তারপর প্রধান সঙ্গীত-পরিচালকরূপে এই ত জীবন, রাত্রি, দেবীচৌধুরাণী, বামুনের মেয়ে, কুয়াসা, বৈকুণ্ঠের উইল, বিন্দুর ছেলে, মেজ দিদি, দর্পচূর্ণ, দ্বৈরথ, ৭৪॥, ওরা থাকে ওধারে, ৭নং কয়েদী, দেবত্র, ছেলেকার (রাষ্ট্রপতির পুরস্কার প্রাপ্ত), কঙ্কাবতীর ঘাট, প্রফুল্ল, বিধিলিপি, সতীর দেহত্যাগ, বিক্রম উর্বশী, শ্যামলী, জন্মতিথি (রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রাপ্ত), পুরীর মন্দির প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ কমলা ঝরিয়া ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

অতীতের বহু গুণী সঙ্গীতবিদ আজ জীবিত না থাকলেও সুরের ইন্দ্রজালে তাঁরা আজও অমর হয়ে আছেন। সেই পুরানো দিনের শিল্পীদের মধ্যে শ্রীমতী কমলা ঝরিয়া আজও তার উদাত্ত কণ্ঠ ও সুর মাধুর্যে সঙ্গীত সমাজে ধন্য হয়ে আছেন। জীবনে বহু ঘাত প্রতিঘাত সহ্য করেও তাঁর গানের মাধ্যমে তিনি আজও সকলের মন জয় করে চলেছেন।

ঝরিয়ায় তাঁর জন্ম ইংরাজী ১৯০৮ সালে। পিতার নাম ৺জগন্নাথ সিংহ। খেয়াল, ঠুংরি, গজল প্রভৃতি গানে তিনি খুবই পারদর্শী। মাত্র এগার বছর বয়স থেকেই তিনি পেশাদার শিল্পী হিসেবে গান সুরু করেন।

শ্রীনাথদাস নন্দী, উজির খাঁ সাহেব, জমিরুদ্দিন খাঁ সাহেব ও সতীশ ঘোষ প্রভৃতি গুণী সঙ্গীতজ্ঞদের নিকট তিনি সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন।

আজও তিনি কলিকাতা বেতার অনুষ্ঠানে সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন। এইচ্-এম-ভি, মেগাফোন, পাওনিয়ার ও কলম্বিয়া প্রভৃতিতে তাঁর গাওয়া বহু রেকর্ড শ্রোতাদের তৃপ্তি দান করেছে।

চিত্রজগতে নেপথ্যে তিনি বহু সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন এবং কতকগুলি চিত্রে তিনি নিজে অভিনয় ও গান গেয়েছেন। তার মধ্যে ৺তুলসী লাহিড়ী পরিচালিত যমুনা পুলিনে, সোনার সংসার, ঠিকাদার, ষ্টেপ্ মাদার (হিন্দী), ঠিকাদার, বিজয়িনী, নাইট বার্ড (হিন্দী), কেরাণীর জীবন, বাঙ্গালী, বেজায় রগড় প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

সঙ্গীতজ্ঞ (বাংলা) •

ভারতীয় সঙ্গীত ইতিহাসে বিষ্ণুপুরের একটা বিশেষ স্থান আছে। সঙ্গীত প্রেমী, সঙ্গীত রসিক ও সঙ্গীত সমাজের কাছে বিষ্ণুপুর চিরকাল অমর হয়ে থাকবে। বিষ্ণুপুরের সাথে সঙ্গীত পিপাসুদের মনে চিরকাল জেগে থাকবে সঙ্গীত নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। বংশানুক্রমে সঙ্গীত প্রতিভা রক্তের মধ্যে নিহিত থাকায় সঙ্গীত জগৎকে তাঁরা অনেক কিছু দিয়ে যেতে পেরেছেন। বাঙ্গালী জাতির কাছে ইনি আজ গর্বের বস্তু। ৺অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় পুত্র গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় পিতার কাছে পাঁচ বছর বয়স থেকেই সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ১৮৭৮ সালে তিনি বিষ্ণুপুরে জন্মগ্রহণ করেন। কেবলমাত্র সঙ্গীতই নয়, অঙ্কন বিদ্যাতেও ইনি যথেষ্ট পারদর্শী। গোপেশ্বর বাবুর প্রতিভা দেখে বিষ্ণুপুরের মহারাজা রামকৃষ্ণ সিংহ বাহাদুর স্বেচ্ছায় তাঁকে কলকাতায় অঙ্কন বিদ্যা শিক্ষার সুযোগ করে দেন।

বর্তমানে বিষ্ণুপুরের ঘরানার মালিক গোপেশ্বরবাবু যখন কলকাতায় এসেছিলেন তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র দশ বছর। কিন্তু এই দশ বছর বয়সে গোপেশ্বরবাবু এমনি সঙ্গীত বিদ্যা আয়ত্ব করেছিলেন যে, একজন বর্মীজ

ভদ্রলোক তাঁর গান শুনে মুগ্ধ হয়ে মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া নিয়ে গোপেশ্বরবাবুকে সঙ্গীত পরিবেশনের সুযোগ দিয়েছিলেন। গেপেশ্বরবাবুর সঙ্গীত জীবন আরম্ভ থেকে তাঁকে মহারাজা চন্দ্রল অনেক সাহায্য করেছিলেন। প্রথম সঙ্গীত পরিবেশন অনুষ্ঠানে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এই দশ বছরের শিল্পীকে বহু প্রশংসা করেছিলেন। তারপর সুদীর্ঘ তেরো বছর ধরে পিতার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। বড ভাই রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায, মুলোগোপাল, গুরুপ্রসাদ মিত্র, শিবনারায়ন মিশ্র প্রভৃতির কাছে টপ্পা, ঠুংরী, খেয়াল ও ধ্রুপদ শিক্ষা করেন। এই সময় তিনি নানা ধরণের প্রায় পাঁচশত গান আযত্ব করেন। দীর্ঘকাল সাধনার ফলে তিনি 'সঙ্গীত নায়ক' উপাধিতে ভূষিত হন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব তাকে বিশ্বভারতীর পক্ষ থেকে 'সঙ্গীত সরস্বতী' উপাধি দেন। তার সঙ্গীত সম্বন্ধে লিখিত পুস্তকের মধ্যে সঙ্গীত চন্দ্রিকা, তানমালা, গীতিমালা, সঙ্গীত লাহিডা, গীতদর্পন, বহু ভাষা গীত, গীতপ্রবেশিকা প্রভৃতি যথেষ্ট জনসমাদব লাভ ববেছে। ভাবতবর্ষ, প্রবাসী প্রভৃতি বহু পত্রিকাতেই সঙ্গীতেব উপবে ইনি প্রবন্ধ লিখেছেন। অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফাবেন্সে বহুবাব ইনি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকাব কবেছেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ইতিহাসে বিষ্ণুপুর আঠার শতক থেকে প্রসিদ্ধি লাভ কবে আসছে। এই খানেই একদিন জন্মেছিলেন বাহাদী সেন, তানসেন ও বঘুনাথ সিংহেব (২য়) মত গাযকরা। ১৯৪৩ সাল থেকে ইনি সঙ্গীত পবিবেশনে বিবত আছেন। বর্তমানে ইনি বিষ্ণুপুর সহরে 'রাম শরণ' মিউজিক কলেজ স্থাপন কবে সেখানে অধ্যপনা করছেন। তিনি 'ভারতীয় সঙ্গীত ইতিহাস' বচনা কবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছেন। ১৯৪৪ সালে আকাশবাণী কর্তৃপক্ষ গোপেশ্বরবাবুকে বাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন কবতে আহ্বান জানিয়ে সম্মান প্রদর্শন করেছেন। ভারত সরকারের নৃত্য নাটক-সঙ্গীত একাডেমীব দিল্লী শাখায় ইনি একজন সদস্য। ১৯৫৬ সালে বাঁকুড়া জেলা কংগ্রেস গোপেশ্বরবাবুকে গুণীজন সম্বর্দ্ধনা জানিয়েছেন।

এখনও তিনি নিয়মিতভাবে সঙ্গীত শিক্ষা ও সঙ্গীতালোচনা করে আসছেন। গোপেশ্বরবাবুর পুত্র রমেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ও একজন খ্যাতিমান সঙ্গীতজ্ঞ।

॥ গোপেন মল্লিক ॥

সঙ্গীত পরিচালক—বাংলা

১৯২০ সালে কলিকাতায় গোপেন মল্লিক জন্ম গ্রহণ করেন। পিতা ছিলেন একজন সুগায়ক। তাঁর কাছ থেকেই তিনি উৎসাহ পান ও সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ১৯৩৪ সালে তিনি বেতার প্রতিষ্ঠানের শিল্পী তালিকাভুক্ত হন। [illegible] নতুন বাড়ীতে আসার পর তিনি প্রতিবেশীরূপে নজরুল ইসলামকে লাভ করেন। তার কাছ থেকে তিনি যথেষ্ট প্রেরণা পেয়েছেন। কাজী সাহেবের ওখানেই গোপাল দাসগুপ্ত, ইন্দুবালা, কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজ মল্লিক প্রভৃতির কাছ থেকে উৎসাহ লাভ করেন। ১৯৩৬ সালে মেগাফোন কোম্পানীতে প্রথম রেকর্ড করেন। এখানে ট্রেনিং দিতেন শৈলেশ দাসগুপ্ত। তার কাছ থেকে ও সুরকার সুবল দাসগুপ্তের কাছ তিনি প্রচুর উৎসাহ পান। তিনি সুরকার রামচন্দ্র পালের কাছে ক্ল্যাসিক্যাল শিক্ষা করেন। এছাড়া [illegible], কাজী নজরুল প্রভৃতির কাছেও সঙ্গীত শিক্ষা করেন।

১৯৪০ সালে গ্রামোফোন [illegible] শুরু করেন। সেখানে হিন্দী ও কাওয়ালী সুর দিতেন। এছাড়া টুইন, এইচ. এম. ভি. ও কলম্বিয়াতে সুরশিল্পী হিসাবে কাজ করেছেন।

শ্রী মল্লিকের সুরে সত্য চৌধুরী, জগন্ময় মিত্র, সতীনাথ, অপরেশ লাহিড়ী, শচীন গুপ্ত, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়, গৌরীকেদার ভট্টাচার্য্য, রেখা মিত্র (মল্লিক) প্রভৃতি শিল্পীগণ বহু রেকর্ড করেছেন।

বহু ছায়াছবিতে তিনি সুর দিয়েছেন। ১৯৭০ সাল পর্য্যন্ত কমল দাসগুপ্তের সহকারীরূপে কাজ করেছেন। তার দেওয়া সুরের প্রথম ছবি 'নতুন বউ'। এছাড়াও তিনি নীলাঙ্গুরীয়, শহর থেকে দূরে, ভাঙ্গাগড়া, মরণের পরে, মৌচাকে ঢিল, জ্যোতিষী, অপবাদ, শুভযাত্রা, পরাধীন, দানের মর্য্যাদা প্রভৃতি ছবিতে সুর দিয়েছেন। 'এই তো জীবন' কথাচিত্রের তিনি অন্যতম সুরকার ছিলেন।

তাঁর বহু সঙ্গীতই রেকর্ড হয়েছে। তবে একটি ডুয়েট রেকর্ড 'গান্ধী প্রয়াণে' তাঁর স্ত্রী রেখা মল্লিকের সাথে তিনি দরদ দিয়ে গেয়েছিলেন। এইটি তাঁর সবচেয়ে জনপ্রিয় রেকর্ড।

॥ গীতা দত্ত ॥

সঙ্গীতশিল্পী (বাংলা)

১৯৩১ সালে ফরিদপুর জেলাব বেনজিসা গ্রামে গীতা বায়েব জন্ম হয়। পিতাব নাম দেবেন্দ্রনাথ বায। গীতা দত্ত পিতাব সপ্তম সন্তান। সঙ্গীত প্রতিভা জন্মগত সূত্রে পেয়েছিলেন তিনি। বড ভাই মুকুল বায বোম্বের একজন খ্যাতনামা সঙ্গীত পবিচালক ও চিত্রপ্রযোজক। প্রথম সঙ্গীত শিক্ষা করেন হবেন নন্দীর কাছে। বিষ্ণু মুভিটোনেব একখানি পৌরাণিক চিত্রে গীতা বায় প্রথম গান কবেন। বর্ত্তমানে তিনি বোম্বের চিত্র-পরিচালক, প্রযোজক ও অভিনেতা গুরু দত্তেব সঙ্গে 'বিবাহিত সূত্রে আবদ্ধা হযেছেন। নেপথ্য সঙ্গীত পবিবেশিত চিত্রেব মধ্যে মশাল, সমব, শানাই, মজবুব, বাজী, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ গৌর গোস্বামী ॥

বংশী-বাদক (বাংলা)

সর্বজনপ্রিয় বংশী-বাদক গৌর গোস্বামী আজ তাঁর সুনিপুন বাঁশীর তানে সকলকে মোহিত করে রেখেছেন। বাঁশের বাঁশী বাজিয়ে এই শিল্পী তাঁর শিল্প জীবনকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। সমস্ত রকম বাজনাতেই তাঁর হাত আছে।

তবে বাঁশীই তাঁর শিল্পী জীবনকে সার্থক করে তুলেছে। বাল্যকাল থেকেই গৌর গোস্বামী হারমোনিয়ম, তবলা, সেতারে বেশ ব্যুৎপত্তি লাভ করেছেন।

বর্তমানে বেতার প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী শিল্পী হিসেবে তিনি নিয়মিত প্রোগ্রাম করছেন। শুক্রবার এবং অন্যান্য দিনে কলিকাতা বেতার নাটক দলের 'অভিনীত' নাটকে তিনি সঙ্গীত পরিচালনা করে থাকেন। তাঁর নিজের উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত পরিচালিত 'ষ্টুডেন্ট অর্কেষ্ট্রা' আজ সবার প্রশংসা লাভ করেছে। বহু ছাত্রছাত্রী তাঁরই শিক্ষায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। 'ভাই বোন' ছায়াচিত্রে তিনি সঙ্গীত পরিচালকরূপে কাজ করছেন।

ইংরাজী ১৯২৪ সালে কলকাতায় তাঁর জন্ম হয়। পিতা শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী একজন নিষ্ঠাবান পণ্ডিত।

গায়ত্রী বসু

সঙ্গীতশিল্পী

(বাংলা)

বিশিষ্টা সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী গায়ত্রী বসু বাংলার সঙ্গীত সমাজে চিরপরিচিতা। তার আধুনিক গান সঙ্গীতপ্রিয়দের কাছে খুবই প্রিয়। রেকর্ডে, রেডিওতে, জলসায় ও পর্দার নেপথ্য সঙ্গীতে শ্রীমতীর খ্যাতি আজ সমান।

ইংরাজী ১৯৩৬ সালে কলকাতায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রাজেন্দ্রনাথ বসু (রায়চৌধুরী)। মাত্র নয় বছর বয়স থেকে তাঁর সঙ্গীত সাধনা সুরু হয়। তাঁর প্রথম জীবনে সঙ্গীত গুরু ছিলেন ৺সুধীরলাল চক্রবর্তী ও উষারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। গায়ত্রী দেবী সাধারণত খেয়াল, ঠুংরি, আধুনিক ও অতুলপ্রসাদের গানেই বিশেষ পরিচিতা। বেতারে তিনি প্রায়ই অংশ গ্রহণ

করে থাকেন। তাঁর কলম্বিয়া রেকর্ডের গানগুলি খুবই জনপ্রিয়। উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধা হয়েছেন এবং মুখোপাধ্যায় উপাধি গ্রহণ করেছেন।

॥ গোপাল দাসগুপ্ত ॥

সঙ্গীতজ্ঞ—বাংলা

১৯১০ সালে গোপাল দাসগুপ্ত চক্রগ্রাম নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺পুলীনচন্দ্র দাসগুপ্ত। তিনি বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীতের চর্চা করতেন। স্বদেশী আন্দোলনে যুক্ত হয়ে বহুবার কারা যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। ইনি একজন গীতিকারও। সব ধরণের গানে তিনি পারদর্শী। বিশেষ করে যন্ত্রসঙ্গীতে তাঁর দখল খুব বেশী। বম্বেতে ১৯৩৫ সালে প্রথম তাঁর গান রেকর্ড হয়। ১৯৪০ সাল থেকে তিনি নিয়মিত ভাবে গান রেকর্ড করেন।

॥ চিন্ময় লাহিড়ী ॥

সঙ্গীতজ্ঞ—বাংলা

এই খ্যাতনামা সঙ্গীতশিল্পী চিন্ময় লাহিড়ী আধুনিক সঙ্গীতে জনপ্রিয় হয়ে আছেন। এছাড়াও ইনি ভজন, রবীন্দ্র সঙ্গীত ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত প্রভৃতি গেয়ে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেছেন। বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীতের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে ইনি নিয়মিত ভাবে গান গেয়ে থাকেন। এইচ্-এম্-ভি প্রভৃতি কোম্পানীতে তাঁর গানের বহু রেকর্ড হয়েছে।

॥ ছবি ব্যানার্জি ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

• কীর্তনে বিশেষ পরিচিতা ছবি ব্যানার্জী কলকাতায় ১৯২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺নলিনীমোহন ব্যানার্জী।

টপ্পাও তিনি ভাল গাইতে পারেন। প্রথম জীবনে ইনি বড়েশ্বর মুখার্জীর প্রিয় ছাত্রী ছিলেন। তা ছাড়া মাধবী ব্রহ্ম ও পবাণ বিশ্বাসের নিকটও ইনি সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন। তিনি বেতারে প্রায়ই গান গেয়ে থাকেন।

তাঁর বহু গান রেকর্ড করা হয়েছে। রাইকমল ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ প্রভৃতি চিত্রে নেপথ্য শিল্পী হিসেবে তিনি প্রশংসা অর্জন করেছেন।

॥ জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ॥

সঙ্গীতজ্ঞ—বাংলা

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ একজন গুণী সঙ্গীতজ্ঞ। শুধু সঙ্গীতেই নয় তবলা ও বহু প্রকারের বাদ্যযন্ত্রেও তিনি একজন নিপুন শিল্পী। ইনি কলিকাতায় ইংরাজী ১৯০৮ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ৺কিরণচন্দ্র ঘোষও একজন সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন।

জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ সঙ্গীত শিক্ষা করেন গিরিজাশঙ্কর ও তবলা শিক্ষা করেন প্রখ্যাতনামা তবলা বাদক মজিদ্ খাঁর নিকট। একাধারে সঙ্গীত ও বাদ্যযন্ত্রের এমন নিপুন শিল্পী বড একটা দেখা যায় না। সঙ্গীতের ভিতর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে শ্রীঘোষের দক্ষতা প্রশংসাযোগ্য।

তাঁর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের ও যন্ত্র-সঙ্গীতের বহু রেকর্ড রয়েছে। তিনি কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী। বেতারে অল ইণ্ডিয়া লাইট মিউজিক ইনিই নিয়মিতভাবে পরিচালনা করেন। শ্রীঘোষের বহু তবলা বাদক ছাত্রদের মধ্যে কানাই দত্ত, নিখিল ঘোষ, শ্যামল বসু, দিলীপ দাস ও শঙ্কর ঘোষ প্রভৃতি এবং গানে প্রসূন ব্যানার্জি ও বেবা ঘোষ প্রভৃতি ছাত্র-ছাত্রীর নাম উল্লেখযোগ্য। সুদূর সোভিয়েট প্রদেশে ইনি তবলা বাজিয়ে বাংলার মুখ উজ্জল করেছেন।

ইনি যদু ভট্ট, আশা, আঁধারে আলো, বসন্ত বাহার, অংশুমণীয়া ও রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত প্রভৃতি কথাচিত্র পরিচালনা করেছেন।

॥ তিমিরবরণ ॥

সরোদশিল্পী—বাংলা

১৯০৪ সালে তিমিরবরণ কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ওরিয়েণ্টাল মেসিনারীতে পড়া শুরু করেন কিন্তু গান বাজনার প্রতি আকর্ষণই তাকে পড়া থেকে নিরস্ত করে। তিনি গানের চেয়ে বাজনা নিয়ে বেশী মেতে ওঠেন। স্বনামধন্য যদু ভট্ট তাঁর দিদিমার ভাই হতেন। তিমিরবরণের পিতা সাধক-প্রবর জ্ঞানেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে মহারাজ সৌরীন্দ্রনাথ ঠাকুরের খুবই যোগাযোগ ছিল। তাঁর পিতার কাছে তখন অনেক বড় বড় শিল্পী আসতেন। তিমিরবরণও বাল্যকালে স্বপ্ন দেখতেন জীবনে বড় সুরশিল্পী হবার। তাই তিনি রাজেন্দ্রলাল চট্টোপাধ্যায়ের কাছে ক্লারিওনেট শিখতে শুরু করেন। তিনিই তাঁকে সরোদ শেখবার জন্য পরামর্শ দেন। তাঁরই নির্দেশ মত তিনি গোয়ালিয়রের প্রবীন ওস্তাদ আমির খাঁর কাছে তালিম নিতে থাকেন। আমির খাঁ তখন কলকাতা মেছুয়া বাজার অঞ্চলে থাকতেন। তিনি ছিলেন গৌরীপুরের বিখ্যাত জমিদার ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর দরবারে সরোদ

বাদক। একবার আলাউদ্দিন খাঁ বিখ্যাত এসরাজ বাদক শীতল মুখার্জির বাড়ীতে আসেন। তিমিরবরণ সেই খবর পেয়ে সেখানে যান। তাঁর বাজনায় মুগ্ধ হয়ে তিমিরবরণ তাঁর কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। আমির খাঁর অনুমতি নিয়ে তিনি আলাউদ্দিন খাঁর কাছে তালিম নিতে থাকেন। পরে তাঁর সঙ্গে মাইহারে চলে যান। সেখানে তিনি পাঁচ বৎসর গুরুর কাছে তালিম নেন। ১৯৩০ সালে কলকাতায় ফিরে আসেন এবং পরের বছর উদয়শঙ্করের দলে সঙ্গীত-পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। পরে ঐ দলের সঙ্গে প্যারী সহরে ছয় মাস তালিম দেওয়ার পর প্রথম অনুষ্ঠান হয়। এরপর আমেরিকা, ক্যানাডা, মেক্সিকো, ইংলণ্ড, জার্মানী, ইটালী, বেলজিয়াম, সুইজারল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড প্রভৃতি বহু জায়গায় উদয়শঙ্করের সঙ্গে গিয়েছেন। ১৯৩৪ সালে দেশে ফিরে আবার জাভা, মালয় এবং ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি ঘুরে আসেন। দেশে ফিরে এসে বিজয়া, দেবদাস (হিন্দী), পূজারিণী (হিন্দী) অধিকার (বাংলা ও হিন্দী) ছবিগুলিতে সঙ্গীত-পরিচালনা করেন। তিনি নৃত্যশিল্পী সাধনা বসুর বিদ্যুৎপর্ণা, ওমর খৈয়াম, রাজনর্তকী, সাবিত্রী প্রভৃতি নৃত্যনাট্যের সঙ্গীত-পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ ছাড়াও সাগর মুভিটোনের 'কুমকুম', ভারতে তৈরী প্রথম ইংরাজী ছবি রাজনর্তকী, বড়ুয়ার উত্তরায়ণ ও বম্বের বাদবান ছবির সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন। মালবী রাগের একটি বিশেষ রূপ রচনা করে তিনি গুরুর নামে উৎসর্গ করেন। তাঁর নাম দেন, আলা মালবী।

অল্ ইণ্ডিয়া মিউজিক্যাল্ কনফারেন্স ও তানসেন সঙ্গীত সম্মিলনীতে তিনি সাদর আহ্বান পেয়েছেন।

॥ তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

বাংলার বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ও সঙ্গীতশিল্পী তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আধুনিক সঙ্গীতের মাধ্যমে বাংলার সুধী শ্রোতৃবৃন্দের প্রশংসা অর্জন করেছেন।

ইংরাজী ১৯২৬ সালে হাওড়ায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। পিতার নাম শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীতের প্রতি প্রেরণা দেখা দেয়, তার ফলেই উত্তর জীবনে তিনি একজন সুগায়ক শিল্পীরূপে পরিচিত হয়েছেন।

বর্তমানে এঁর বহু ছাত্র-ছাত্রী আছে। কলিকাতা বেতারের ইনি একজন জনপ্রিয়শিল্পী। হিজ মাষ্টার ও কলম্বিয়ার বহু রেকর্ড সঙ্গীত সমাজে প্রশংসিত হয়েছে। ছায়াচিত্রের বহু ছবিতে তিনি নেপথ্যে-সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। বিভিন্ন জলসায় অংশ গ্রহণ করে ইনি জনপ্রিয় কণ্ঠশিল্পীর আসনে আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

॥ তারাপদ চক্রবর্তী ॥

সঙ্গীতজ্ঞ—বাংলা

সঙ্গীতজ্ঞ তারাপদ চক্রবর্তী ফরিদপুর জেলায় কোটালিপাড়া গ্রামে ইংরাজী ১৯০৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি না থাকলেও সঙ্গীতের আগ্রহ তাঁর বাল্যকাল থেকেই প্রবল ভাবে দেখা যায়। জ্যাঠামশায়ের কাছে পাখোয়াজ বাজাতে শেখেন ও সঙ্গীত চর্চা করেন। প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ রাইচাঁদ বড়ালের বদান্যতায় কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে ইংরাজী ১৯৩০ সালে প্রথম তবলা সঙ্গত সুরু করেন। তখন পর্যন্ত তিনি সঙ্গীতজ্ঞ হননি। বেতারে থেকে সমস্ত গুণীজনদের সঙ্গে মিশে প্রখ্যাতনামা সঙ্গীতজ্ঞ জ্ঞান গোস্বামীর অনুকরণে ছোট ছোট ত্রিতালের খেয়াল পরিবেশন করে খ্যাতি অর্জন করেন।

বহু আসরে গান গেয়ে তিনি অনেকেরই শ্রদ্ধাভাজন হয়েছেন। রেকর্ডেও তাঁর বহু গান আছে। রেডিওতে ইনি প্রায়ই অংশ গ্রহণ করে থাকেন।

বর্তমানে তিনি সঙ্গীতের শিক্ষকতা করেন। বহু ছাত্র-ছাত্রী তাঁর কাছে শিক্ষালাভ করে থাকে।

॥ দিলীপ রায় ॥

সঙ্গীতজ্ঞ—বাংলা

সাধারণ মানুষের অনেক উর্ধে জ্ঞানে গুণে শিক্ষায় আদর্শে দিলীপ রায় বাংলা মায়ের বরেণ্য সন্তান। বিলাস ব্যসনের মাঝে থেকেও একদিন সংসার ত্যাগ করে পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে তপস্যায় রত হয়েছিলেন। বাংলা ও বাংলার বাহিরে তিনি দরদী কণ্ঠে ভজন, আধ্যাত্ম-সঙ্গীত ও পিতার স্বরচিত স্বদেশী গান গেয়ে গুণীসমাজে প্রচুর খ্যাতি অর্জন করেছেন এবং শ্রোতৃমণ্ডলকে মুগ্ধ করেছেন। তিনি স্বরচিত ভক্তিমূলক বহু গান পরিবেশন করে সাধারণের কাছে স্মরণীয় হয়ে আছেন। বিদ্যায় সরস্বতী, পাণ্ডিত্ব অসীম, গানের মহিমায় তিনি আজ দেশের ও দশের একজন পূজনীয় ব্যক্তিরূপে পরিগণিত। অনেক ভাষায় তার পাণ্ডিত্য আছে। 'আই-সি-এস' হবার জন্য গেলেন বিলেত, দেশমাতার ডাক এলো কানে, ফিরে এলেন দেশে। হলেন সন্ন্যাসী। গৈরিক বেশ, চন্দনের তিলক, চাঁপা সোনার মত গায়ের রঙ। বর্তমানে পুণাতে এক আশ্রম স্থাপন করে সন্ন্যাসী বেশে ঈশ্বরের সাধনায় রত আছেন।

ইংরাজী ১৯০০ সালে তার আদি বাড়ী কৃষ্ণনগরে জন্ম হয়। পিতা ৺দ্বীজেন্দ্রলাল রায় বাংলার খ্যাতনামা নাট্যকার ও স্বদেশী গান রচনাকারী হিসেবে অমর হয়ে আছেন।

॥ দ্বীজেন মুখার্জী ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

এই সুগায়ক শিল্পী ইংরাজী ১৯২৪ সালে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীঅতুলকৃষ্ণ মুখার্জী।

বাল্যকাল থেকেই সঙ্গীতের প্রতি ঝোঁক ছিল তাঁর। প্রথম জীবনে তিনি সুশান্ত লাহিড়ী, দ্বীজেন চৌধুরী ও কাশীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। সবরকম সঙ্গীতেই তিনি দক্ষ। বিভিন্ন জলসায়

তিনি কণ্ঠদান করেছেন। বেতারেও তিনি একজন প্রিয়শিল্পী। কলম্বিয়া রেকর্ডে তাঁর বহু গান আছে।

কালা মাটি, যাত্রী, ক্ষুধিত পাষাণ, ২৫শে জুলাই (হিন্দী), কৃষাণ, ঝড়ের পরে প্রভৃতি বহু চিত্রে তিনি নেপথ্য-সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন।

আধুনিক, রবীন্দ্র-সঙ্গীত, গীত, ভজন প্রভৃতিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী।

॥ দুর্গা সেন ॥

সঙ্গীত-পরিচালক—বাংলা

বাংলা ১৯১৪ সালে আহিরীটোলার বিখ্যাত জমিদার ৺মথুরমোহন সেনের বংশে দুর্গা সেনের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম উপেন্দ্রনাথ সেন। পিতার সর্বকনিষ্ঠ সন্তান দুর্গা সেন। সঙ্গীত-প্রতিভা দুর্গা সেন তাঁর পিতার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন। কারণ তদানিন্তনকালে তিনি একজন নামজাদা গায়ক বলে পরিচিত ছিলেন। বহু রেকর্ড ছিল তাঁর। কাশিমবাজার রাজবাড়ীর নিয়মিত গায়ক ছিলেন উপেনবাবু। পিতার কাছে ছাড়াও তখনকার দিনের নামজাদা ওস্তাদ বাদল খাঁয়ের কাছে তিনি সঙ্গীত শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন। এ ছাড়া ওস্তাদ জমীরুদ্দিন খাঁয়ের প্রিয় ছাত্র ভোলানাথ সেনের কাছেও কিছুদিন সঙ্গীত শিক্ষা করেছিলেন দুর্গা সেন। ১৯৩৪ সালে সাইন সাই রেকর্ড কোম্পানী থেকে বিমল দাশগুপ্তের ট্রেনিংয়ে এবং বিভা সেনের সঙ্গে সর্বপ্রথম ডুয়েট রেকর্ড করেন। পরে তিনি এককভাবে রেকর্ড করলেন "বাঁকা নদীর বাঁকে রে ভাই" নামক গানটি। বিমল দাশগুপ্ত দুর্গাবাবুর সহজাত প্রতিভা দেখে নিজের সহকারী পরিচালক করে নিলেন। তারপর ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহায়তায় তিনি বোম্বাই ব্রডকাষ্টিং রেকর্ড কোম্পানীতে চাকুরী পান। কিছুদিন বাদে ফিরে আসেন কলকাতায়। এবার বিমলবাবু তাঁকে সেনোলার মালিকের সাথে পরিচয় করিয়ে দেন। চারখানা গানের সুর করার ভার পেলেন তিনি। রেকর্ডগুলি হিট্ করে। চীফ ট্রেনার উমাপদ ভট্টাচার্য্য অভিনন্দিত করলেন এই নূতন সুরকারকে। পরে কিছুদিন বাদে মেলোডি রেকর্ড কোম্পানীতে একটি রেকর্ড করেন। ৺অনুপম ঘটকের

সাহায্যে সহকারী হিসেবে প্রথম চিত্রটির নাম ছিল "টার্জন কি বেটী"। তারপর নিরঞ্জন পালের কতকগুলি বিজ্ঞাপনমূলক ছবিতে সুর দিলেন। এই সময়ই তিনি তেলেগু ছবি "আম্মা"তে ছাব্বিশখানা গানে সুর দিয়ে জনপ্রিয় হয়ে উঠেন। সর্বপ্রথম ১৯৩৯ সালে একাকভাবে 'শুকতারার' সঙ্গীত-পরিচালনা করেন। ১৯৪০ সালে সহকারীরূপে পেলেন রবীন চট্টোপাধ্যায়কে। তারপর রাস-পূর্ণিমা, ব্রাহ্মণ কন্যা, পোষ্যপুত্র, ভীষ্ম, স্বামীর ঘর, পথের দাবী, ধাত্রী দেবতা, ইন্দ্রনাথ, আঁধি, সঙ্কালা, অসমাপ্ত প্রভৃতি ছবির সুর দেন। ১৯৩২ সালে সতু সেনের আহ্বানে সর্বপ্রথম মঞ্চজগতে প্রবেশ করেন। নাট্যভারতীতে —দুই পুরুষ, মিনাভায়—শ্রীমতী, কালো টাকা, পিতা-পুত্র, সারথী, শ্রীকৃষ্ণ, মহানায়ক শশাঙ্ক, রংমহলে—নিষ্কৃতি, চাঁদবিবি, জীবন-সংগ্রাম, ষ্টারে—শকুন্তলা, জাতিচ্যুত, শ্যামমোহন, রাজনর্তকী, শ্যামলী, পরিণীতা ও শ্রীকান্ত নাটকে সুর দেন। কলম্বিয়া ও হিজ মাষ্টার ছাড়াও আরও এগারটা কোম্পানীতে তিনি কাজ করেছেন। এঁর ট্রেনিংয়ে সেকালের কে, এল, সায়গল থেকে একালের সি, এইচ, আত্মা, তালাত মামুদ, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র প্রভৃতি আরও অনেকে রেকর্ড করে সুনাম অর্জন করেছেন।

॥ দ্বিজেন চৌধুরী ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

সঙ্গীত জগতে যাঁরা আধুনিক ও রবীন্দ্র সঙ্গীতে খ্যাতনামা বলে পরিচিত হয়েছেন দ্বিজেন চৌধুরী তাদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ইংরাজী ১৯১২ সালে জন্মগ্রহণ করেন।

শৈশব থেকেই তিনি সঙ্গীতের প্রতি আসক্ত হন। উত্তরকালে তিনি রবীন্দ্র-সঙ্গীতের একজন শ্রেষ্ঠ পূজারীরূপে অভিহিত হয়েছেন। এছাড়া অন্য সমস্ত গানেও তাঁর বেশ দখল আছে। ১৯২৬ সালে "অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কম্পিটিসনে" রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তিনি প্রথম হন ও মানপত্র লাভ করেন।

তাঁর কণ্ঠে গাওয়া বহু গান জনসমাদর লাভ করেছে। তিনি রেকর্ড ও বেতার প্রতিষ্ঠানের একজন নিয়মিত শিল্পী। বহু চিত্রের নেপথ্যে তিনি গান করেছেন।

॥ দিলীপ সরকার ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

শ্রীদিলীপ সরকার তাঁর গুরু পণ্ডিত ধরমসী শেঠিয়ার কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। স্বরচিত গান গেয়ে তিনি জনসমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করেছেন। ইংরাজী ১৯২৫ সালে কলকাতায় তার জন্ম হয়। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি-এ। পিতার নাম শ্রীশিবিষচন্দ্র সরকার। সাধারণত তিনি লাইট ক্ল্যাসিক্যাল গীত, ভজন ও আধুনিক গান গেয়ে থাকেন।

১৯৪৭ সাল থেকে ইনি নিয়মিত ভাবে কলিকাতা বেতারের শিল্পরূপে গান পরিবেশন করে আসছেন। 'গোধূলি' নামক চিত্রে তিনি নেপথ্যে গান গেয়েছেন। এইচ-এম-ভি ও মেগাফোন রেকর্ডে তিনি বহু গান গেয়েছেন।

॥ ধীরেন্দ্র মিত্র ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

ইংরাজী ১৯১৬ সালে কলিকাতায় ধীরেন্দ্র মিত্রের জন্ম হয়। পিতা ৺যোগেন্দ্রচন্দ্র মিত্র। বাল্যকাল থেকেই ইনি সঙ্গীত শিক্ষা সুরু করেন। প্রথম জীবনে গয়ার স্বর্গীয় হনুমান দাস সিং, নন্দীপচন্দ্র ব্রজবাসী, পরেশ মজুমদার ও কাজী নজরুল ইসলাম প্রভৃতি গুণী সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন। ইনি বি-এ, বি-এল।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, রাগপ্রধান, পদাবলী কীর্তন, গীত, গজল প্রভৃতি সঙ্গীতে ইনি খুবই পারদর্শী।

১৯৩০ সাল থেকে তাঁর প্রকৃত গায়ক জীবন সুরু হয়। রেডিওতে ইনি একজন জনপ্রিয় শিল্পী। হিন্দুস্থান ও মেগাফোন থেকে তাঁর বহু রেকর্ড বের হয়েছে। বর্তমানে তিনি এইচ-এম-ভি'র সঙ্গে যুক্ত থেকে নিয়মিত ভাবে রেকর্ডে গান দিচ্ছেন।

॥ ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

১৯২২ সালে বালী উত্তরপাড়ায় ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্যের জন্ম হয়। পিতার নাম ৺সুরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য। সঙ্গীত প্রতিভা তাঁর জন্মগত। ছোট ভাই পান্নালাল ভট্টাচার্য্যও একজন নামকরা সঙ্গীতশিল্পী। প্রথম সঙ্গীত শিক্ষা করেন ললিতমোহন মুখোপাধ্যায় ও সত্যেন ঘোষালের কাছে। তারপর ৺হিমাংশু দত্ত, ৺সুবল দাশগুপ্ত, ৺অনুপম ঘটক, ৺শৈলেশ দত্তগুপ্ত, অনিল বাগচি, কমল দাশগুপ্ত, নবীন চ্যাটার্জী প্রভৃতির কাছ থেকে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। ১৯৭০ সালে প্রথম রেকর্ড হয় ওরিয়েণ্টাল মিউজিক ভারাইটি থেকে। বর্ত্তমানে তিনি কলম্বিয়ার একজন স্থায়ী শিল্পী। ১৯৪১ সালে প্রথম 'জীবন-সঙ্গিনী' কথাচিত্রে প্লে-ব্যাক করেন। প্লে-ব্যাক করা চিত্রের মধ্যে শহর থেকে দূরে, স্বয়ং সিদ্ধা, মেজ দিদি, মহাপ্রস্থানের পথে, ঢুলি, সাহেব বিবি গোলাম, চন্দ্রনাথ, পরেশ, রামপ্রসাদ, ভগবান শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য, স্বামীজী, মহাকবি গিরিশচন্দ্র, বামাক্ষ্যাপা, রাণী রাসমণি প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও তিনি বহু হিন্দী কথাচিত্রে প্লে-ব্যাক করেছেন। বর্ত্তমানে ভক্তিমূলক সঙ্গীতে তাঁর জনপ্রিয়তা প্রচুর। ১৯৩৮ সালে সর্বপ্রথম রেডিওতে গান করেন।

॥ নচীকেতা ঘোষ ॥

সঙ্গীত-পরিচালক—বাংলা

বর্তমান সঙ্গীত জগৎ ও চিত্রজগতে নচিকেতা ঘোষ বিশেষ পরিচিত। সর্বপ্রকার গানে ইনি পারদর্শী হলেও আধুনিক গানে তাঁর খ্যাতি সর্বাধিক। ১৯২৫ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতাব নাম ডাক্তাব সনৎকুমার ঘোষ।

ইংরাজী ১৯৫১ সালে সঙ্গীত-পরিচালনা শুরু কবেন। তাঁব প্রথম ছবি জয়দেব, পববর্তী ছবিগুলিব মধ্যে ভালবাসা, বন্ধু, নবজন্ম, পৃথিবী আমাবে চায় ও ত্রিযামা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এ যাবৎ বহু চিত্রে তিনি সঙ্গীত-পবিচালনা কবে চিত্রজগতে বিশেষ খ্যাতিলাভ কবেছেন। বম্বে চিত্রজগতেও তিনি সুপবিচিত সঙ্গীতশিল্পী।

॥ নির্মল ভট্টাচার্য্য ॥

সঙ্গীত-পবিচালক—বাংলা

১৯১৭ সালে কলকাতায় নির্মল ভট্টাচার্য্যের জন্ম হয়। পিতার নাম অমৃতলাল ভট্টাচার্য্য। ছেলেবেলা থেকেই তাঁব গান, বাজনা ও অভিনয় প্রতিভা ছিল। গীতিকাব ৺অনিল ভট্টাচার্য্য তাঁর সেজদা। তাঁব প্রথম জীবন আর্থিক অনটনেব মধ্য দিযে কেটেছে। গানেব টিউশনীব টাকায় পড়াশুনা করতে হয়েছে। আই, এ, পড়বাব সময় অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশান থেকে লাইট মিউজিক বিভাগে পুবস্কাব লাভ করেন। ১৯৩২ সালে সর্বপ্রথম মনতোষ সবকারেব সাহায্যে বেতারে গান গাইবাব সুযোগ লাভ কবেন। ১৯৩৪ সালে প্রভাত মুখোপাধ্যায়েব আহ্বানে ঢাকা বেতারকেন্দ্রে মিউজিক প্রডিউসার হিসাবে যোগ দেন। ১৯৪১ সালে হঠাৎ অনিল ভট্টাচার্য্যেব মৃত্যু হওয়াতে, দাদার স্মৃতিকে অম্লান কবে রাখবাব জন্য একাগ্রভাবে সঙ্গীত সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন। ১৯৪৫ সালে হিন্দুস্থান বেকর্ড কোম্পানীব অধিকর্ত্তা যামিনী মতিলালের সহাযতায় দাদার লেখা গান নিজে সুর দিয়ে সুপ্রভা সরকারের কণ্ঠে প্রথম রেকর্ড করার সুযোগ পান। এঁর দেওয়া সুরে গান

গেয়ে সুপ্রভা সরকার, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, পান্নালাল ভট্টাচার্য্য, সাবিত্রী ঘোষ, সতীনাথ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি যথেষ্ট সুনাম পেয়েছেন। সর্বপ্রথম সঙ্গীত-পরিচালনার সুযোগ পান চিত্রপরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'শ্বশুর বাড়ী' নামক কথাচিত্রে। বর্তমানে প্রতি বছর তাঁর উদ্যোগে অনিল স্মৃতি সঙ্গীত সম্মেলন হয়ে থাকে। নির্মল ভট্টাচার্য্যের সঙ্গীত-পরিচালিত চিত্রের মধ্যে মা, চলাচল, পঞ্চতপা, শ্বশুরবাড়ী, মমতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ নৌশাদ আলি ॥

সঙ্গীত-পরিচালক—বম্বে

১৯১৯ সালে নৌশাদ আলির লক্ষ্ণৌতে জন্ম হয়। সঙ্গীতপ্রতিভা তাঁর জন্মগত। ওস্তাদ বরকত আলি, ওস্তাদ ইউসুফ আলি, ওস্তাদ ভাবনসাহেব প্রভৃতির কাছে সঙ্গীত তিনি শিক্ষা করেছেন। কিছুদিন বনাতওয়াল্লা রেকর্ড কোম্পানীতে চাকুরি করেছেন। প্রথম সহকারী ও পরে সঙ্গীত-পরিচালক হিসেবে রণজিৎ মুভিটোনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। প্রথম সংগীত-পরিচালনা করেন, ভারতলক্ষ্মী প্রোডাকসন্সের প্রেমনগর ছবিতে। তার সংগীত পরিচালিত ছবির মধ্যে রতন, [illegible], দাস্তান, মেলা, বাবুল, বৈজু-বাওরা, উড়ন খাটোলা ও মাদার ইণ্ডিয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এস, এন. সানির সংগে যুক্ত ভাবে ইনি উড়নখাটোলা চিত্রখানি প্রযোজনা করেছেন।

॥ নারায়ণ রাও ব্যাস ॥

সঙ্গীতজ্ঞ—বাংলা

বিশিষ্ট সর্বভারতীয় সংগীতজ্ঞ নারায়ণ রাও ব্যাস ১৮৯১ সালে ত্রিচীন পল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম দেবদাস রাও ব্যাস। তিনি এম-এ পাশ।

তিনি ওস্তাদ মজফর খাঁ, গোলাম মৌলা ও শঙ্কর আয়ারের নিকট তবলা শিক্ষা করেন। আসফ খাঁ ও ওস্তাদ আবুল খাঁ প্রভৃতির নিকট বাদ্যযন্ত্র শেখেন।

১৯২৮ সাল থেকে তিনি রেডিওতে সংযুক্ত আছেন এবং বহু বিশিষ্ট আসরে গান গেয়ে প্রশংসা লাভ করেছেন।

ভারতীয় সংগীতজ্ঞ হিসেবে তিনি রাশিয়া, পোল্যাণ্ড, মিশর, সিরিয়া জাপান, চীন প্রভৃতি স্থানে প্রচুর যশ ও সম্মান লাভ করেছেন। ১৯৫৮ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত আলিগড় মিউজিক বিভাগের সংগীতের অধ্যক্ষ হয়ে আছেন।

॥ নির্মলা মিশ্র ॥

সংগীতশিল্পী—বাংলা

কলকাতার চেতলা নামক স্থানে নির্মলা মিশ্রের জন্ম হয়। এঁদের সারা পরিবারই গান বাজনার জন্য বিদগ্ধ মহলে পরিচিত। ছোটবেলা থেকেই নির্মলা মিশ্রের গান বাজনার প্রতিভা ছিল। পিতার ইনি কনিষ্ঠ সন্তান। ৺মুরারীমোহন মিশ্র তাঁর মেজো ভাই ছিলেন। পিতার নাম মোহিনীমোহন মিশ্র। প্রথম জীবনে তিনি পিতার কাছেই সংগীত শিক্ষা করেন। পরে দেবী ভট্টাচার্য্য, প্রবীর মজুমদার ও সত্যজিৎ মজুমদারের কাছে গান শেখেন। তিনি অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কম্পিটিসান, মুরারী স্মৃতি সংগীত প্রতিযোগিতা, বালীগঞ্জ সংগীত সম্মেলন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে গান গেয়ে পুরস্কৃত হয়েছেন। তাঁর প্রথম গ্রামোফোন রেকর্ড হয় শৈলেন মুখোপাধ্যায়ের সুরে। প্রথম নেপথ্যে সঙ্গীত পরিবেশনের সুযোগ পান 'ঝকমারী' চিত্রে। চিত্রজগতের

সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে, বিধায়ক ভট্টাচার্য্য, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, সন্তোষ মুখোপাধ্যায় ও অনিল বাকচীর সহায়তায়। বর্ত্তমানে আকাশবাণীর তিনি একজন নিয়মিতশিল্পী।

নির্মলা মিশ্রের নেপথ্যে সঙ্গীত পরিবেশিত ছবির মধ্যে ঝকমারী, সাজঘর, পুষ্পধনু, লালুভুলু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ নীতা সেন ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

১৩৩৭ সালে ঢাকা জেলার বানিয়াজুড়ী গ্রামে নীতা সেনের জন্ম হয়। পিতার নাম ৺জগদীশ বর্দ্ধন। সঙ্গীত প্রতিভা তাঁর জন্মগত। প্রথম সঙ্গীত তিনি শিক্ষা করেন ৺অভয়পদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ থেকে। ১২।১৩ বছর বয়সে পর পর দুবার অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে খেয়াল ও ঠুংরী গানে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করেন। ইনি বিবাহিত জীবনে নীতা ঘটক নামে খ্যাত। ১৩ বছর বয়সে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সাহায্যে প্রথম পাইওনীয়ার গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে রেকর্ড করেন। ১৯৫৩ সালে প্রথম রেডিওতে গান করেন। এই সময় উক্ত কোম্পানী থেকে ৺সুধীরলাল চক্রবর্তীর পরিচালনায় তাঁর আরও কয়েকটি গান রেকর্ড হয়। ছায়াচিত্রে প্রথম গান করেন 'বর্মার পথে' নামক চিত্রে। অনিল বিশ্বাসের সাহায্যে বোম্বাইয়ে রাহী, চাচা চৌধুরী, অমর কীর্ত্তন প্রভৃতি চিত্রে নেপথ্য সঙ্গীত পরিবেশন করেন। বাংলা চিত্রের মধ্যে ভৈরব মন্ত্র, অনাদি, সম্পদ ও প্রতিধ্বনি প্রভৃতিতে নেপথ্য সংগীত গেয়েছেন। নীতা সেনের গাওয়া রেকর্ডের মধ্যে মধুবনে বাঁধা আছে, কে যায় গো কে যায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ নীলু চট্টোপাধ্যায় ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

গীটার ও তবলা বাদক নীলু চট্টোপাধ্যায় আজ সংগীত জগতে পরিচিত হয়ে উঠেছেন। ইংরাজী ১৯৩৭ সালে নবদ্বীপে তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম

৺ক্ষীরোদ চট্টোপাধ্যায়। অল্প বয়সে এই যুবককে সংসার সমুদ্রে ঝাঁপ দিতে হয়। বহু কষ্ট করে লেখাপড়া শিখেছেন। তবলাতেও তাঁর চমৎকার হাত আছে।

গভর্ণমেণ্ট কর্তৃক ডকুমেণ্ট ছবিতে তিনি গীটার বাজাইয়া থ কেন। এছাড়াও বহু অনুষ্ঠানে তিনি গীটার ও তবলা বাজিয়ে ও সঙ্গীত পরিবেশন করে থাকেন।

।। পঙ্কজকুমার মল্লিক ।।

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

১৯০৫ সালে কলকাতায় পঙ্কজকুমার মল্লিকের জন্ম হয়। পিতার নাম ৺মণিমোহন মল্লিক। পিতার তিনি কনিষ্ঠ সন্তান। সংগীতপ্রতিভা তাঁর জন্মগত। প্রথম সংগীত শিক্ষা ৺দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকে। তিনি শুধু সংগীত পরিচালকই নন উপরন্তু একজন অভিনেতাও। তার প্রমাণ পাই 'দেশের মাটি', ডাক্তারবাবু ছবিতে। তদানিন্তন কালে তিনি ছায়াচিত্রের সংগীত পরিচালনা করেছেন। বর্তমানে ইনি জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত সংগীত নৃত্য-নাটক একাডেমীর অধ্যাপক। কলিকাতা বেতার কেন্দ্রেও তিনি সংগীত-পরিচালকরূপে যুক্ত আছেন।

॥ প্রসূন ব্যানার্জী ॥

সংগীতশিল্পী—বাংলা

সংগীতজ্ঞদের ভিতর প্রসূন ব্যানার্জীর খ্যাতি সর্বজন বিদিত। কণ্ঠ ও মধুর সুরের আলাপনে সংগীত রসিকদের কাছে তিনি খুবই প্রিয়।

ইংরাজী ১৯২৬ সালে পাটনায় তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম শ্রীসুশীলকুমার ব্যানার্জি।

তিনি প্রখ্যাত সংগীতজ্ঞ যামিনী গাঙ্গুলী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ ও বড়ে গোলাম আলি খান প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তির কাছে সংগীত শিক্ষা করেছেন।

সাধারণত এই শিল্পী খেয়াল, ঠুংরি, রাগপ্রধান ও ভজন গেয়ে থাকেন।

ইংরাজী ১৯৫০ সাল থেকে কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে তিনি সংগীত পরিবেশন করে আসছেন।

ঢুলি, যদু ভট্ট, বসন্ত বাহার ও জলসা প্রভৃতি চিত্রে তিনি সংগীতে অংশ গ্রহণ করেছেন।

বাংলার প্রখ্যাত সংগীতশিল্পী শ্রীমতী [illegible] ব্যানার্জি তাঁর সহধর্মিনী।

॥ পান্নালাল বসু ॥

(কাওয়াল) সংগীতশিল্পী—বাংলা

পান্নালাল বসু ধর্মমূলক, গজল, ও কাওয়াল গান গেয়ে আজ দেশজোড়া খ্যাতিলাভ করেছেন এবং "কাওয়াল কেশরী" উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন।

তিনি বহু স্বরচিত গানে সুর সংযোজিত করে বিভিন্ন আসরে পরিবেশন করে সংগীত পিপাসুদের অকুণ্ঠ প্রশংসা লাভ করেছেন।

ইংরাজী ১৯২৬ সালে কলকাতায় তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম ৺যতীন্দ্রনাথ বসু। সংগীতজ্ঞ ৺রামনরেশ তাঁর শিক্ষাগুরু। মাত্র নয় বছর বয়সে তিনি ধর্মমূলক ও গজল গেয়েছেন। কাওয়ালী গান তাঁকে শ্রেষ্ঠ সম্মানে ভূষিত করেছেন। কাওয়ালী গান পরিবেশন করে তিনি সর্বত্র প্রশংসা পেয়েছেন। তাছাড়া তিনি মস্কো, পোল্যাণ্ড, চায়না, ঈজিপ্ট, এশিয়া প্রভৃতি বহু দেশ পর্যটন করে ও বহু সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে গান গেয়ে বিজয় মাল্য গ্রহণ করেছেন। ইরাণের কাওয়ালী বাংলা দেশে তিনি প্রবর্তন করেন। একদিন যেমন বিদ্রোহী কবি নজরুলের 'গজল' তাঁকে বিজয় মাল্যে ভূষিত করেছিল, তেমনি কাওয়ালী গানের প্রবর্ত্তক হিসেবে তিনিও প্রশংসা পেয়েছেন। তাঁর কণ্ঠে রাষ্ট্রীয় সংগীত অপূর্ব। তাঁর স্বরচিত 'বাপুজী', 'নেতাজী' প্রভৃতি এক কথায় অভূতপূর্ব। তাঁর রাষ্ট্রীয় সংগীত শুনে কাশ্মীরের প্রধান মন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ, ইন্দিরা গান্ধী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্ল চন্দ্র সেন, শঙ্কর প্রসাদ মিত্র ও ঈশ্বর দাস জালান প্রভৃতি যশস্বী ব্যক্তিগণ তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন।

চিত্র জগতে হিন্দী চিত্র আজাদী সেবা ও বাংলায় বাণপ্রস্থ, ইন্দ্রজাল, মালা প্রভৃতি ছবিতে সংগীত পরিচালনা করেছেন। কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে তিনি 'কাওয়ালী' গান নিয়মিত পরিবেশন করে থাকেন। রেকর্ডে তাঁর বহু গান প্রকাশিত হয়েছে।

॥ পান্নালাল ভট্টাচার্য ॥

সংগীত শিল্পী—বাংলা

সংগীত শিল্পী ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের সহোদর ভ্রাতা পান্নালাল ভট্টাচার্য। সংগীত শিল্পী পান্নলাল ভট্টাচার্য তাঁর কণ্ঠ মাধুর্যে সংগীত জগতে নিজস্ব স্থান দখল করে নিয়েছেন। তাঁর দরদভরা সুরে শ্রোতৃমণ্ডল পুলকে আত্মহারা হয়ে ওঠে। সংগীত আসরে তিনি আধুনিক ও শ্যামা সংগীত গেয়েও যথেষ্ট প্রশংসা পেয়েছেন। বেতারের ইনি একজন প্রিয় শিল্পী। কলকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে নিয়মিতভাবে আধুনিক ও শ্যামা সংগীত পরিবেশন করে থাকেন।

গ্রামোফোনেও তাঁর বহু গান রেকর্ড হয়েছে। পান্নালাল ভট্টাচার্য বহু চিত্রে নেপথ্যে সংগীত পরিবেশন করে জনপ্রিয় হয়ে রয়েছেন। বাংলা ও বাংলার বাইরে বহু স্থানে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে বহু সংগীত আসরে সংগীত পরিবেশন করেছেন।

॥ পবিত্র মিত্র ॥

গীতিকার—বাংলা

পবিত্র মিত্রের জন্ম হয় পূর্ববঙ্গের ঢাকা সহরে। পিতার নাম ৺প্রফুল্লকুমার মিত্র। ১৯৭০ সালে তিনি ঢাকা বেতার কেন্দ্রে প্রযোজক হিসাবে যোগ দেন। প্রথম গান লেখার প্রেরণা পান ৺সুধীর লাল চক্রবর্তীর কাছে। ১৯৪৮ সালে দেশ বিভাগের পর কলকাতায় এসে হিজ মষ্টার ভয়েসে চাকরী নেন এবং আজও উক্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তিনি যুক্ত আছেন। তাঁর রচিত গান প্রথম রেকর্ড হয় নীতা সেনের কণ্ঠে। ছবিতে গান লেখার সুযোগ দেন ৺সুধীর লাল চক্রবর্তী 'সুনন্দার বিয়ে' নামক ছবিতে। পবিত্র মিত্র রচিত গানে যারা কণ্ঠ দিয়েছেন তাদের মধ্যে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, লতা মুঙ্গেশকর, শ্যামল মিত্র, উৎপলা সেন, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, ৺সুধীর লাল চক্রবর্তী প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ পুলক বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

গীতিকার—বাংলা

১৯৩১ সালে কলকাতায় পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি এম, এ, এল, এল, বি, এফ, পি, ডিগ্রী পেয়েছেন। তাঁর ভগ্নীপতি সরোজ মুখোপাধ্যায় প্রযোজিত ও পরিচালিত 'প্রশ্ন' ছবিতে গীত রচনা ছাড়াও উক্ত চিত্রে প্রথম সহকারী পরিচালকের কাজও করেছেন। প্রথম গীত রচনা করেন 'অভিমান' কথাচিত্রে। পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গীত সমৃদ্ধ ছবির মধ্যে জিপসী মেয়ে, অপবাদ, মর্য্যাদা, রাতের অন্ধকারে, অনুরাগ, প্রশ্ন, অভিমান, না, চাওয়া ও পাওয়া প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ প্রতিমা ব্যানার্জি ॥

সংগীতজ্ঞ—বাংলা

এই প্রখ্যাতনামা নায়িক বর্ত্তমানে আধুনিক গান গাহিয়া বাংলার সংগীত সমাজে সুনামের অধিকারিণী হয়েছেন। রবীন্দ্রসংগীতেও তাঁর যথেষ্ট দখল আছে। তার সুমধুর কণ্ঠ শ্রোতৃবৃন্দকে মুগ্ধ করে।

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের তিনি প্রায়ই সংগীতে অংশ গ্রহণ করে থাকেন। তিনি বহু রেকর্ডে গান গেয়েছেন। বহু চিত্রে তিনি নেপথ্য সংগীত পরিবেশন করেছেন।

॥ প্রণব রায় ॥

গীতিকার—বাংলা

গীতিকার প্রণব রায়ের জন্ম হয় বড়িশা বেহালায়। পিতার নাম দেবকুমার রায় চৌধুরী। ছেলেবেলা থেকেই সংগীত রচনার প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিল। রচনা ছাড়া তিনি গান গাইতেও পারেন। গান গাওয়া, গান রচনা করা ছাড়াও প্রবন্ধ, ছোট গল্প, ডিটেকটিভ গল্প, চিত্রকাহিনী, উপন্যাস প্রভৃতি রচনাতেও সিদ্ধহস্ত। ১৯৩৬ সালে প্রথম বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলামের সহায়তায় যুথিকা রায় ও কমলা ঝরিয়ার কণ্ঠে, কমল দাসগুপ্ত ও ৺তুলসী লাহিড়ীর

সুরে হিজ মাস্টার্স ভয়েস থেকে দুখানা রেকর্ড করেন। কিছুদিন তিনি সাংবাদিকতাও করেছেন। বাংলাদেশে কাহিনী সংগীত তিনিই প্রথম প্রবর্তন করেন। প্রথম গান লেখার সুযোগ পান সতু সেন পরিচালিত শরৎচন্দ্রের পণ্ডিত মশাই ছবিতে। প্রণব রায় রচিত গানে যারা কণ্ঠ দিয়েছেন তাদের মধ্যে ৺কে. এল. সায়গল, ৺সুধীরলাল চক্রবর্তী, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, জগন্ময় মিত্র, সন্তোষ সেনগুপ্ত, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, যূথিকা রায়, মান্না দে, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রণব রায় রচিত গান সমৃদ্ধ ছবির মধ্যে পণ্ডিত মশাই, প্রতিশ্রুতি, গরমিল, বিরাজ বৌ, শেষ উত্তর, কাশীনাথ, মাইকেল মধুসূদন, [illegible] শ্বশুর বাড়ী, [illegible], [illegible], ঢুলী, সাগরিকা, পৃথিবী আমারে চায়, বামা খ্যাপা, সাহেব বিবি গোলাম, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রণব রায় পরিচালিত চিত্রের মধ্যে [illegible], রাঙামাটি উল্লেখযোগ্য।

॥ প্রদীপকুমার ঘোষ ॥

সংগীতশিল্পী — [illegible]

শিল্পী প্রদীপকুমারের প্রতিভা বহুমুখী। একাধারে তিনি সংগীতজ্ঞ অন্যদিকে তিনি বর্তমানে চিত্র ও মঞ্চ জগতের উদীয়মান অভিনেতা। তিনি আধুনিক, ভজন, শ্যামা সংগীত, পল্লীগীতি ও রবীন্দ্র সংগীত প্রভৃতি সবরকম গানই গেয়ে থাকেন। তিনি বিশ্বনাথ মৈত্র ও বিমান ঘোষের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। তিনি খ্যাতিমান ব্যবসায়ী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ ঘোষের পুত্র। হাওড়া জেলায়

আমতা গ্রামে ইংরাজী ১৯৩২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সে যাত্রা দলের মাধ্যমে অভিনয় সুরু করেন। নিমাই সন্ন্যাসে বিষ্ণুপ্রিয়া চরিত্রে তিনি প্রথম অভিনয় করেন। তারপর নাট্যজগতে এসে কঙ্কাবতীর ঘাট, পথের শেষে, বিশ বছর আগে, চরিত্রহীন, টীপুসুলতান, কোহিনুর, কেদার রায়, পলাশী, দেবলাদেবী, জয়দেব প্রভৃতি নাটকে বিভিন্ন অংশে অভিনয় করেছেন। এছাড়া নাট্যকার ও পরিচালক অরুণ দাসের নেতৃত্বে 'অভিযাত্রী' প্রতিষ্ঠানে পথিকৃৎ, মাসুন ও পরোয়ানা নাটকে নায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে প্রচুর যশ পেয়েছেন। ছায়াচিত্রে দীপ জেলে যাই, মিথুন লগ্ন, নদের নিমাই, ময়ূর মহল, তরণী সেন, যে ফুল ঝরিয়া গেল ও পুনশ্চ প্রভৃতি চিত্রে সাফল্যের সংগে অভিনয় করেছেন ও করছেন।

॥ পি, লীলা ॥

গায়িকা—সাউথ

১৯৩৩ সালে পি, লীলার কোচিনের চিঞ্জুর নামক স্থানে জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকে তাঁর সংগীত প্রতিভা ছিল। প্রথম অভিনয়ের সুযোগ পান কাঙ্গনাম (তামিল) চিত্রে। পি, লীলা অভিনীত চিত্রের মধ্যে ভিলাইকারী, মোহিনী, মিস মালিনী, দিষ্ট ভূম, আম্মা রাজলক্ষ্মী, লায়লা মজনু প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ বেচু দত্ত ॥

সংগীতজ্ঞ—বাংলা

বাংলার সংগীত জগতে বেচু দত্ত সকলের কাছেই পরিচিত। বাল্যকাল থেকেই সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের উপর তাঁর ঝোক দেখা যায়। সমস্ত রকম গানেই তিনি বিশেষ পটু। তার মধ্যে আধুনিক গানে তাঁর দখল সবচেয়ে বেশী। ইংরাজী ১৯১৫ সালে কলকাতায় তাঁর জন্ম হয়। পিতা ৺শশীভূষণ দত্ত।

এত দরদ ভরা কণ্ঠ খুব কম সংগীত শিল্পীর মধ্যেই দেখা যায়। তাঁর কণ্ঠে 'ঝিরি ঝিরি ঝর্ণা' গানের রেকর্ড আজও বাংলার ঘরে ঘরে প্রশংসা পায়। বহু সংগীতের আসরে তাঁর গান শুনে শ্রোতাগণ মুগ্ধ হয়েছেন। কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের তিনি একজন নিয়মিত শিল্পী। এইচ-এম-ভি-তে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন। তাঁর কণ্ঠে বহু রেকর্ড এইচ-এম-ভি তে হয়েছে। মেগাফোনেও তাঁর রেকর্ড আছে।

॥ বাঁশরী লাহিড়ী ॥

সংগীত-শিল্পী—বাংলা

১৯৩২ সালে জন্ম হয় বাঁশরী লাহিড়ীর। তাদের আদি বাড়ী ছিল সিরাজগঞ্জ সহরে। পূর্বে তার নাম ছিল বাঁশরী চক্রবর্তী।

পিতা ৺ডাঃ অন্নদা গোবিন্দ চক্রবর্তীর কাছ থেকেই তিনি প্রথম সংগীত শিক্ষা করেন। পিতার উৎসাহে ও প্রেরণাতেই কিশোরী বয়সেই বাঁশরী লাহিড়ী ঢাকা, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল প্রভৃতি স্থানে গান গেয়ে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেন।

মাত্র এগার বছর বয়সে ১৯৪৩ সালে তিনি ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে অনুষ্ঠিত অল বেঙ্গল কমপিটিশনে ভজন, ভাটিয়ালি ও পুরাতন বাংলা গান গেয়ে প্রথম হ্যাটট্রিক ট্রফি লাভ করেন ও চ্যাম্পিয়ান হওয়ার গৌরবও অর্জন করেন।

সিরাজগঞ্জ পূর্ণিমা সম্মেলন থেকে তিনি ১৯৪৪ সালে 'সুর ভারতী' উপাধি লাভ করেন। সেই থেকে একভাবে তিনি খেয়াল, ঠুংরী, ভজন, লাইট মিউজিক ও উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন করছেন। গৌহাটি বেতার কেন্দ্র থেকেও তিনি গান গেয়ে শুনিয়েছেন। ১৯৪৭ সালে প্রথম মেগাফোন কোম্পানী থেকে তাঁর রেকর্ড বের হয়। ঐ গানের কথা রচনা করেন আজকের প্রখ্যাত গীতিকার গৌরী প্রসন্ন মজুমদার ও সুর দিয়েছিলেন খ্যাতিমান সংগীত শিল্পী অপরেশ লাহিড়ী।

পরবর্তী কালে বাঁশরী লাহিড়ী গান শিখেছেন মোহনলাল শুক্ল, জ্ঞানেন্দ্র

গোস্বামী, ৺সুবল দাশগুপ্ত কুমারেশ বসু ও অপরেশ লাহিড়ী প্রভৃতি গুণী শিল্পীর কাছে।

রেকর্ডে গীত, গজল, শ্যামাসংগীত, কাজরি ও আধুনিক প্রভৃতি গান তিনি গেয়েছেন। প্রথম প্লেব্যাক করেন ৺অনুপম ঘটকের সুরে 'তুলসী দাস' কথাচিত্রে। তারপর থেকে তিনি বহু বাংলা ও হিন্দী ছবিতে প্লেব্যাক করেছেন। তারমধ্যে বাংলাতে কাজরী, নতুন পাঠশালা, অসমাপ্ত, দুজনায় ও 'ও আমার দেশের মাটি' এবং হিন্দীতে পহেলা আদমী, অমর সায়গল, হিন্দুস্থান কা লেডকী, মন্না, মহাত্মা কবির প্রভৃতি অন্যতম।

১৯৪৮ সাল থেকে তিনি পেশাদার শিল্পীরূপে গান গাইতে শুরু করেন। তিনি খ্যাতিমান শিল্পী অপরেশ লাহিড়ীর সহধর্মিনী।

॥ বটুক নন্দী ॥

গীটার—বাংলা

বাংলার খ্যাতনামা গীটার বাদকের মধ্যে বটুক নন্দী অন্যতম। বহু গুণীজন সম্বর্ধিত বটুক নন্দী গীটার বাজিয়ে সংগীত সমাজে খুবই পরিচিত হয়েছেন।

ইংরাজী ১৯৩০ সালে কলকাতায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺প্রসাদ দাস নন্দী। ছোটবেলা থেকেই তিনি সংগীতের চর্চা করে আসছেন। কিন্তু গীটারই তাঁর প্রিয় সহচর। শিক্ষা জীবনে বাংলার অন্যতম 'গীটার শিল্পী' শ্রীসুজিত নাথের ইনি ছাত্র ছিলেন। তিনি বাংলা ও বাংলার বাইরে বহু সংগীত সম্মেলনে গীটার বাজিয়ে সংগীত সমাজে সুনামের অধিকারী হয়েছেন। ইংরাজী ১৯৫৪ সাল থেকে কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে তিনি নিয়মিত 'গীটার শিল্পী' হিসেবে যুক্ত আছেন। ওয়েষ্টার্ণ সেক্সনে ১৯৫৫ সাল থেকে তিনি ভারতীয় হিসেবে গীটার বাজিয়ে আসছেন। তাঁর এইচ-এম-ভি তে বহু রেকর্ড আছে। বৈজু বাওরা, আনার কলি, পতিতা, আহ প্রভৃতি ও 'মায়ামৃগ' চিত্রের 'ও বক্‌বকম্ পায়রা' গানটি যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছেন।

এছাড়াও বহু কথাচিত্রে তিনি গীটার বাজিয়ে জনগণ ধন্য হয়েছেন।

॥ বাণী ঘোষাল ॥

সংগীতশিল্পী—বাংলা

বাংলার রেকর্ড ও রেডিওর উদীয়মানা সংগীতশিল্পী বাণী ঘোষাল কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম প্রিয়তোষ ঘোষাল। তিনি ১৯৫০ সালে হিজ মাষ্টার ভয়েসে প্রথম রেকর্ড করেন "বাদল বাউল" গানটি। আজ অবধি বাণী ঘোষাল হিজ মাষ্টার ভয়েসের সহিত চুক্তিবদ্ধা। বহু গানের রেকর্ড করে তিনি সংগীতসমাজে পরিচিতা হয়েছেন। ১৯৫১ সালে তিনি বেতার প্রতিষ্ঠানে সংগীতশিল্পীরূপে যোগ দেন। রবীন্দ্র-সংগীতসহ বহু প্রকারের সুরে তিনি গান গেয়ে প্রশংসা অর্জন করেছেন।

[illegible], [illegible], ভোলা মাষ্টার ও [illegible] প্রভৃতি চিত্রগুলিতে তিনি নেপথ্য সংগীতে অংশ গ্রহণ করেছেন।

মডার্ণ লাইট মিউজিক, রবীন্দ্র সংগীত ও ভজন প্রভৃতি সংগীতে তিনি পারদর্শিনী। তিনি ৺সুধীরলাল চক্রবর্তী, সত্যেন্দ্রনাথ মুখার্জী, ৺অনুপম ঘটক ও চিন্ময় লাহিড়ী প্রভৃতি সংগীতজ্ঞের নিকট সংগীত শিক্ষা করেছেন।

॥ বেলা মুখোপাধ্যায় ॥

সংগীত শিল্পী—বাংলা

বহরমপুর নিবাসী স্বর্গীয় হরিকিঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের কন্যা বেলা মুখোপাধ্যায়। বহরমপুরেই বেলা মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। প্রথম গান শিক্ষা করেন তাঁর

মা'র কাছে। ছোট বেলায় ক্লাসিক্যাল শেখেন কৃষ্ণকমল দাসগুপ্তের কাছে। ছাত্রী জীবন থেকেই তিনি স্কুলের প্রতিটি অনুষ্ঠানে গান করে সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। আধুনিক, গীত ও ভজন প্রভৃতি তিনি গেয়ে থাকেন। ইংরাজী ১৯৪৬ সালে ভারত বিখ্যাত সংগীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সহিত বিবাহিতসূত্রে আবদ্ধা হন। সাথীহারা প্রভৃতি চিত্রে নেপথ্যে সংগীত পরিবেশন করেছেন। হিন্দী ছবি ফ্যাসন এবং অন্যান্য কয়েকখানা চিত্রে হেমন্ত মুখার্জির সংগে সংগীত পরিবেশন করেছেন।

॥ বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

এই জ্ঞানী গুণী শিক্ষিত মানুষটির পরিচয় শুধু যন্ত্রসংগীতেই নয়—ধ্রুপদ গানে তিনি একজন সুনিপুণ শিল্পী। সমস্ত রকম যন্ত্রসংগীতে ইনি পারদর্শী। তারমধ্যে সুর শৃঙ্গার, রবাব ও বীণাতে তার তুলনা হয় না।

ইংরাজি ১৯০৫ সালে ময়মনসিংএর গৌরীপুর গ্রামে তার জন্ম হয়। পিতা ৺ব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, যিনি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপনা করেছেন। ১২২৪ সাল থেকে তিনি বাজনাতে প্রশংসা অর্জন করতে থাকেন। তানসেনের বংশধর ৺মহম্মদ আলি ও মহম্মদ ফজিল খাঁর নিকট তিনি বাজনা শিক্ষা করেন। কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের তিনি একজন নিয়মিত শিল্পী। বর্তমানে তিনি রেডিওর 'অডিসন' কমিটির মেম্বার।

চিত্রজগতের যদু ভট্ট চিত্রের নেপথ্যে 'রবাব যন্ত্র' বাজিয়েছেন। মাথুর ও শুভলগ্ন' চিত্র দুইটির তিনি সংগীত পরিচালক ছিলেন। দিল্লীর সংগীত ও নাটক একাডেমীর তিনি সভ্য।

শিল্পী জীবন ছাড়াও তিনি ১৯৩৭ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত বঙ্গীয় আইন পরিষদের বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। তিনি যাদবপুর ইউনিভার্সিটির একজিকিউটিভ্ মেম্বার ও এককালে হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ্ ইন্সিওরেন্সের তিনি প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

॥ বেগম আকতার ॥

সঙ্গীতজ্ঞ—মাদ্রাজ

এই বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ ইংরাজী ১৯০২ সালে হায়দ্রাবাদে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺আব্দুল আলি খাঁ।

প্রথমে পিতার কাছে ও পরে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, ওস্তাদ দবীর খাঁ, ওস্তাদ লাসিত আলি এবং আন্নারি রাও মেননের নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন। প্রথমে বম্বেতে ১৯৩১ সালে বেতারে যোগ দেন পরে ১৯৩৬ সালে দিল্লী বেতারে যোগ দেন। সঙ্গীতে বিশেষ প্রশংসা লাভ করেন।

ভারতীয় দলের সহায়তায় যুগোস্লোভিয়া, চীন, ইন্দোচীন, রেঙ্গুন, রাশিয়া প্রভৃতি দেশে ভ্রমণ করেছেন। ১৯৫৯ সালে সর্বভারতীয় সঙ্গীত সম্মেলনে সঙ্গীত পরিবেশন করে প্রশংসা অর্জন করেছেন।

॥ বেলা অর্ণব ॥

নৃত্যশিল্পী—বাংলা

রবীন্দ্রনাথের 'গানের কথার তালে তালে তিনি নেচে চলেছেন তাঁর ঘুঙুরের বাজনার তালে তালে। অপরূপ দেহ ভঙ্গীমায় আসরের পর আসরে নৃত্য পরিবেশন করে চলেছেন কুমারী বেলা অর্ণব। সঙ্গীতজ্ঞ পিতার নাম শ্রীসতীশচন্দ্র অর্ণব। যিনি ২৫ বছর আগে ৺গিরিজাশঙ্কর ও ৺বাদল খাঁ সাহেবের কাছে ঠুংরি শিক্ষা করে আজও সঙ্গীত সমাজে পরিচিত। প্রথম জীবনে বেলা অর্ণব তাঁর পিতা ও শম্ভু মহারাজের কাছে ঠুংরি শিক্ষা করেন। কিন্তু নৃত্যকলার প্রতি তাঁর আসক্তি হয় বেশী। তিনি শোভনলাল মিশ্র, ৺জয়লাল মিশ্র ও পদ্মশ্রী শম্ভু মহারাজের কাছে নৃত্য শিক্ষা করেন। এই উদীয়মানা নৃত্যশিল্পী কলকাতা, দিল্লী, বম্বে, কানপুর, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে অর্থাৎ ভারতের প্রায় সমস্ত সম্মেলনে নৃত্য পরিবেশন করে খ্যাতিলাভ করেছেন।

তিনি ইংবাজী ১৯৫৫ সালে "ইণ্ডিয়ান কাল্‌চারাল ষ্টেট" স্কলাব শিপ পান। দিল্লীব সঙ্গীত নাটক একাডেমীর নৃত্যকলা বিভাগে বহুদিন শিক্ষা লাভ করেছেন। দিল্লীতে শকুন্তলা নৃত্য ও ওযাজাদিশাব জীবনীর নৃত্যনাট্য প্রভৃতি পবিবেশন কবেন। বর্তমানে তিনি "বেঙ্গল মিউজিক কলেজ" ও "সুরজমল জালান্‌স্ গার্লস কলেজেব" নৃত্যনাট্য বিভাগে অধ্যক্ষরূপে যুক্ত আছেন। এছাড়াও ইনি মাঝে মাঝে বেশ অভিনযও কবে থাকেন। ইংবাজী ১৯৩৭ সালে "সাগিখা" হাওড়ায় জন্মগ্রহণ কবেছেন।

ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়

সঙ্গীতজ্ঞ—বাংলা

১৯০৯ সালে কলকাতায় ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। পিতার নাম ৺আশুতোষ চট্টোপাধ্যায়। সঙ্গীত প্রতিভা তাঁর জন্মগত। প্রথম জীবনে সঙ্গীত শিক্ষা করেন নরেন দত্ত, বাদল খাঁর কাছে। এই সময়েই প্রথম হিজ মাষ্টাব ভয়েস থেকে নিধিবাবুর টপ্পা রেকর্ড করেন। ১৯৩৩ সালে কাজী নজরুল ইসলামের সহায়তায় মেগাফোন রেকর্ড কোম্পানী থেকে রেকর্ড করেন। ১৯৩৩—১৯৩৬ সাল পর্যন্ত তিনি মেগাফোন কোম্পানীব ট্রেনার ছিলেন। ইনি শুধু একজন সঙ্গীতশিল্পীই নন, উপরন্তু একজন সুরকার ও সঙ্গীত শিক্ষক। গুণেব তুলনায় বেকর্ডেব সংখ্যা খুব কম। ভীষ্মদেববাবুব সুবে ও শিক্ষকতায় বেকর্ড করে ভবানীচবণ দাস, কালোবরণ

দাস, কানন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি শিল্পীবৃন্দ যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। ১৯৩৭ সালে বেনারস অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কন্‌ফারেন্সে নাসিরুদ্দীন খাঁ, ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, শ্রীকৃষ্ণ রতন ঝঙ্কার প্রভৃতির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মালকোষ রাগ গেয়ে তিনি গৌরব অর্জন করেন। ভারতের প্রায় সর্বত্রই ইনি সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। বেতার কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই ইনি গান শুরু করেন। ইনি বি, এ, পর্য্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। ১৯৩৪—৪৬ সাল পর্য্যন্ত পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দের আশ্রমে কাটান। ১৯৪৭ সালে কলকাতায় ফিরে আবার গান-বাজনায় মেতে উঠেন। এই গুণী শিল্পীকে পশ্চিম বাংলা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি বিশেষ সম্বর্দ্ধনা জানিয়ে সম্মানিত করেছেন।

॥ ভি, বালসারা ॥

যন্ত্রসঙ্গীতজ্ঞ—বাংলা

আধুনিক রুচিসম্মত প্রায় সর্বপ্রকার বাদ্যযন্ত্রেই তাঁর অধিকার আছে। যন্ত্রের ওপর অঙ্গুলী স্পর্শে বাদ্যযন্ত্রগুলি যে সুরের মায়াজাল সৃষ্টি করে তাতে শ্রোতৃমণ্ডলী হয় আত্মহারা।

বম্বেতে ১৯২২ সালে তার জন্ম হয়। পিতার নাম আর্দাশির বালসারা। মাষ্টার গোলাম হায়দার ও ক্ষেমচাঁদ প্রকাশ তাঁকে প্রথম সঙ্গীত জগতে আসতে সহযোগিতা করেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র ষোল বছর।

বম্বে ও বাংলার বহু চিত্রে তিনি নেপথ্য সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। তাঁর সঙ্গীত পরিবেশিত চিত্রগুলির মধ্যে মদমত্ত, তালাশ, মজাক, রাতের অন্ধকারে, এ জহর সে জহর নয়, দেবর্ষি নারদ (হিন্দী), আশার বাঁধিনু ঘর, মাণিক প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

এই প্রখ্যাত বাদ্যযন্ত্রবিদ তার জীবনে বহু প্রশংসা অর্জন করেছেন।

॥ ভারতী রায় ॥

নৃত্যশিল্পী—বাংলা

রাধা গাগরি পদে নেচে চলেছেন যমুনার দিকে। কালা নাকি দাড়িয়ে রয়েছে প্রিয় সাথী রাধাকে দেখবার জন্য। সেই ভাগ্যবতী রাধা সেজেছেন আমাদের ভারতী রায়। কলসী কাঁখে যেমন অপূর্ব সাজ, তেমনি তাঁর তপ্ত কাঞ্চনের মত বর্ণ আর মমতা ভরা মুখখানি। অপূর্ব নৃত্য ভঙ্গিমা, অপরূপ তাঁর নৃত্যকলা। সর্পনৃত্য, আরতি নৃত্য ও রাধা কৃষ্ণ নৃত্যের পদ্ধতি তাঁর মত দরদী নৃত্যশিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। মাত্র পাঁচ বছর বয়স থেকেই ভারতী রায়ের শুরু হয় নৃত্য কলা সাধনা। তিনি আধুনিক নৃত্য শিক্ষা করেন শক্তি রায়ের কাছে। তারপর বামনদাস মিশ্রের কাছে [illegible] লক্ষ্ণৌ ঘরানা এবং জয়পুর ঘরানা শিক্ষা করেন গুরু [illegible] কাছে। তিনি "আর্টসেণ্টার অফ দি ওরিয়েণ্ট" থেকে [illegible] নৃত্য উত্তীর্ণ হয়েছেন এবং আজ পর্যন্ত বহু জলসায় নৃত্য পরিবেশন করেছেন। [illegible] কংগ্রেস তানসেন কনফারেন্স [illegible] ডান্স [illegible] বাংলা, বিহার আসাম, জলপাইগুড়ি, [illegible] প্রভৃতি [illegible] তিনি নৃত্য পরিবেশন করে খ্যাতিলাভ করেছেন।

এ, ভি, এম, চিত্রপ্রতিষ্ঠানে [illegible] চিত্রে নাচ ও অভিনয় করেছেন। [illegible] নৃত্য [illegible] ও নৃত্য পরিচালনা) শিকার ও হরিশচন্দ্র চিত্রে নৃত্য [illegible] সুনাম অর্জন করেছেন। পিতার নাম শেখরচন্দ্র রায়। ১৯৪২ সালে [illegible] ভারতী রায়ের জন্ম হয়।

॥ মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় ॥

সংগীতশিল্পী—বাংলা

গায়ক হিসেবে মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় আজ সকলের কাছেই পরিচিত। সঙ্গীত জগতে তিনি তাঁর সুর-মাধুর্যে ও বৈশিষ্টে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছেন। প্রথম সঙ্গীতজীবন শুরু হয় একটি জলসায় সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে। সেই প্রথম তিনি দেখা দিলেন জনসাধারণের কাছে। শুরু হ'ল আজকের পথচলার প্রথম পদক্ষেপ। নিখিল বঙ্গ সঙ্গীত সম্মেলন, সারস্বত সঙ্গীত সম্মেলন, নিখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন প্রভৃতি অনুষ্ঠানে তিনি অংশ গ্রহণ করে শ্রোতাদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেয়েছেন। সুরের নব নব মাধুর্যে আজও তিনি মায়াজাল সৃষ্টি করে চলেছেন।

১৯২৬ সালে কলকাতায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতা সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় একজন প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞ। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রথম প্রেরণাদাতা ছিলেন তাঁর পিতা। পিতার উৎসাহে বিকশিত হল সুপ্ত প্রতিভা। ঘুমিয়ে থাকা সুর ঝংকার দিয়ে উঠল। সঙ্গীত শিক্ষার আকাঙ্ক্ষায় মন ব্যাকুল হয়ে উঠল তাঁর। পিতার কাছে [illegible] ছাড়াও তিনি নজরুল, ভবানী দাস, পঙ্কজ মল্লিক, [illegible] প্রভৃতি গুণীজনের কাছেও সঙ্গীত শিক্ষা করেছেন। ১৯৪০ সালে তাঁর গান প্রথম রেকর্ডে প্রকাশ হয়। পরের বছরেই রেডিওতে আধুনিক গান গাইবার সুযোগ পান। নচিকেতার সুরে '[illegible]' [illegible]। কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে সেই যে [illegible] লক্ষ্ণৌ, এলাহাবাদ, দিল্লি, বোম্বে প্রভৃতি বেতার কেন্দ্রে তিনি গান গেয়েছেন। 'অন্নপূর্ণার মন্দির' ছায়াছবিতে তিনি প্রথম কণ্ঠ পরিবেশন করেন। [illegible], বলয়গ্রাস, [illegible], [illegible], ঠাকুর হরিদাস, [illegible], নিত্যানন্দ মহাপ্রভু, রাণী রাসমণি, সাধক রামপ্রসাদ, [illegible] প্রভৃতি ছবিতে তিনি নেপথ্যে গেয়েছেন।

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত 'ডাক বাংলো' নাটকে তিনি সঙ্গীত পরিচালনা করেছেন। এই সঙ্গীত শিল্পী বাংলা, হিন্দী, উড়িয়া ও অসমীয়া ভাষায়ও গান

॥ মালবিকা কানন ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

শ্রীমতী মালবিকা কানন ক্ল্যাসিক্যাল গানের একজন প্রিয় শিল্পী। শিশুকাল থেকেই তিনি সঙ্গীতজ্ঞ পিতা রবীন্দ্রলাল রায়ের নিকট শিক্ষা করেন। ইংরাজী ১৯৩০ সালে লক্ষ্ণৌ সহরে মালবিকার জন্ম হয়। তার পিতা আজও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসিক্যাল সঙ্গীত বিভাগের অধিকর্তা। শ্রীমতী মালবিকা ৺ডি, এল, রায়ের বংশধর। ১৯৪৬ সালে কলকাতায় মালবিকা আসেন এবং ১৯৫৪ সাল থেকেই কলকাতায় সাধারণ সঙ্গীত আসরে ক্লাসিক্যাল গান গেয়ে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ১৯৫৬ সাল থেকেই তিনি বেতারে গান গেয়ে আসছেন। দিল্লী কেন্দ্র থেকেও তিনি নিয়মিত ভাবে গান গেয়েছেন। ১৯৫৮ সালে তিনি জনপ্রিয় সঙ্গীতশিল্পী এ, কাননের সহিত বিবাহসূত্রে আবদ্ধা হন।

॥ মীরা ব্যানার্জী ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

বর্তমান সঙ্গীত সমাজে শ্রীমতী মীরা ব্যানার্জী পরিচিত। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রীমতী খ্যাতিলাভ করেছেন। ব্যক্তিগত জীবনে ইনি

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীতজ্ঞ—বাংলা

সঙ্গীত রত্নাকর রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সারা ভারতের বিদগ্ধ সঙ্গীত সমাজে বিশেষ একটি স্থান অধিকার করে আছেন। প্রথিতযশা সঙ্গীত নায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের তিনি সুযোগ্য পুত্র। জন্মগত সঙ্গীত প্রতিভা নিয়ে ১৯০৫ সালে পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুরে রমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে তাঁর প্রথম হাতে খড়ি হয় পিতার কাছ থেকেই। রবীন্দ্র-সঙ্গীত শিক্ষা করেন তাঁর কাকা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। ১৯২২ সালে বর্ধমান রাজকলেজিয়েট স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা ও ১৯২৬ সালে কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি এ পাশ করেন। বাংলা ও ইংরাজী সাহিত্যের তিনি একজন প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। কলেজ জীবনে তিনি অল বেঙ্গল মিউজিক কম্পিটিশনে আন্তঃকলেজ বিভাগে সবরকম সঙ্গীতেই উচ্চস্থান অধিকার করেছেন। এই প্রতিযোগিতা কলিকাতার ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে হয়েছিল। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ছাড়াও যন্ত্র-সঙ্গীত ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতেও ইনি যথেষ্ট পারদর্শী। বর্তমানে তিনিই তানসেন সঙ্গীত ধারার শ্রেষ্ঠ প্রতিনিধি। অল ইণ্ডিয়া মিউজিক কনফারেন্সে ইনি 'সঙ্গীত রত্নাকর' উপাধিতে ভূষিত হয়েছেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ব্যক্তিগত ভাবে তাঁকে বহুবার সস্নেহে আশীর্বাদ করেছেন। ইনি ভারতীয়

সঙ্গীতের উপরে পত্র-পত্রিকায় বহু মূল্যবান প্রবন্ধ লিখেছেন ও সমালোচনা করেছেন। বহু সঙ্গীত পুস্তকও তিনি রচনা করেছেন। ১৯২৭ সাল থেকে তিনি প্রথম শ্রেণীর শিল্পীরূপে বেতারে খেয়াল, আলাপ, ধ্রুপদ, ঠুংরী, টপ্পা, ভজন ও উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করে আসছেন।

১৯৫৪ সালে তিনি দিল্লীতে আকাশবাণী রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ধ্রুপদ, ধামার, আলাপ ও উচ্চাঙ্গ রবীন্দ্র-সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। গীত-বিতানের মত প্রথম শ্রেণীর সঙ্গীত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিভাগের অধ্যাপনা করেছেন। ১৯৫৫ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নৃত্য-নাটক-সঙ্গীত একাডেমীর সঙ্গীত বিভাগে অধ্যক্ষ হিসেবে যুক্ত আছেন এবং ১৯৫৭ সাল থেকে ইনি নৃত্য বিভাগেরও অধ্যক্ষ পদে বৃত আছেন। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও নৃত্য বিভাগের ছাত্র-ছাত্রীদের গবেষণায় ইনি প্রভূত সাহায্য করে থাকেন। বর্তমানে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত পাঠক্রমের নির্বাচক ও পরীক্ষক। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের মিউজিক বোর্ডের তিনি অন্যতম সদস্য। এছাড়া রবীন্দ্র-ভারতী ও বিশ্ব-ভারতী মিউজিক বোর্ডেরও তিনি সদস্য। ১৯৫৮ সালে গোয়ালিয়রে তিনি তানসেন মিউজিক সেমিনারে বাংলার প্রতিনিধি হিসেবে ভারতীয় সঙ্গীত ইতিহাসে তানসেনের দান সম্বন্ধে মূল্যবান ভাষণ দেন। তিনি বাংলার ও বাংলার বাইরে বহু সঙ্গীত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লিখিত ও সম্পাদিত পুস্তকের মধ্যে বিষ্ণুপুরের ইতিহাস, গোপেশ্বর গীতিকা ও ব্রহ্মসঙ্গীত স্বরলিপি প্রভৃতি গুণী সমাজে প্রশংসা লাভ করেছে। ১৯৫৬ সালে বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়া জেলাবাসী, ১৯৫৭ সালে বাঁকুড়া কংগ্রেস কমিটি ও ১৯৫৮ সালে চন্দননগরের রবিচক্র, বর্ধমান জেলাবাসী, চুঁচুড়াবাসী, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সম্বর্ধনা জানিয়েছেন। এছাড়াও তিনি 'সুর ভট্ট' চিত্রে নেপথ্যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত পরিবেশন ও 'তানসেন' ছবির সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন। হিজ মাষ্টার ভয়েস, হিন্দুস্থান ও মেগাফোন কোম্পানীতে তিনি কয়েকটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের রেকর্ড করেছেন। বর্তমানে তিনি সঙ্গীতনায়ক গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী চিত্রে সুরারোপ করছেন। ১৯৫৮ সালে তিনি কলিকাতার নাগরিক সম্বর্ধনা লাভ করেন।

॥ রবীন চট্টোপাধ্যায় ॥

সঙ্গীত-পরিচালক—বাংলা

১৯১৪ সালে কলিকাতায় রবীন চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। পিতার নাম ৺নলিনী মোহন চট্টোপাধ্যায়। ১৯৩৬ সালে তিনি বি, এ, পাশ করেন। ১৯৪১ সালে প্রথম পাইওনিয়ার গ্রামোফোন কোম্পানী থেকে তিনি রেকর্ড করেন। প্রথম সহকারী সঙ্গীত পরিচালক হন ৺অনুপম ঘটকের শাপমুক্তি ছবিতে। ১৯৫১ সালে প্রথম সঙ্গীত-পরিচালনা করেন পরিণীতা ছবিতে। রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুর দেওয়া ছবির মধ্যে পরিণীতা, গরমিল সাত নম্বর বাড়ি, বাংলা, সমাপিকা, বিদুষী ভার্যা, বকুলদীপ, সহযাত্রী, সাগরিকা, সবার উপরে, শিল্পী, হারজিৎ, সাহেব বিবি গোলাম, যাত্রা হোল শুরু, অভয়ের বিয়ে, চন্দ্রনাথ, পথে হোল দেরী, প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

॥ রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় ॥

সঙ্গীতজ্ঞ—বাংলা

রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় একজন বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ। সঙ্গীত শাস্ত্রে তাঁর প্রচুর জ্ঞান। গুণী সঙ্গীত সমাজে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। ইনি কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের এডুকেশন ডিপার্টমেন্টের সুপারভাইজার।

ইংরাজী ১৯১০ সালে তিনি ফরিদপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺গজেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়। ছাত্রাবস্থাতেই তিনি সঙ্গীতে বেশ পারদর্শী

হয়ে উঠেন। ইংরাজী ১৯২৪ সালে আশুতোষ কলেজে অনুষ্ঠিত 'মিউজিক কমপিটিশনে' প্রথম হয়ে মানপত্র লাভ করেন। প্রথমে কেরামৎউল্লা খাঁর শ্বশুর মেহের খাঁ ও পরে ৺বিপিন চ্যাটার্জি, মেহেদি হোসেন ও গিরিজাশঙ্করের কাছে গান শিক্ষা করেন। কীর্তনের প্রতি তাঁর খুবই আগ্রহ থাকায় ব্রজগোপাল বাবাজী ও নবদ্বীপ ব্রজবাসীর কাছে কীর্তন শিক্ষা করেন।

ইংরাজী ১৯২৮ সাল থেকে তিনি কলিকাতা বেতারে কীর্তন, টপ্পা ও ঠুংরী পরিবেশন করে আসছেন। এইচ-এম্-ভি ও ভারত রেকর্ডে তাঁর বহু গান রেকর্ড করা হয়েছে। ১৯২৮ সালে 'অল বেঙ্গল মিউজিক্ কনফারেন্সে' তাঁর কীর্তন প্রভৃতি গানে তুষ্ট হয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহেরু তাকে আশীর্বাদ করেন ও মানপত্র দেন। 'ভট্টপল্লী সঙ্গীত সমাজ' তাঁকে ইংরাজী ১৯২৮ সালে 'সঙ্গীত রত্নাকর' উপাধি প্রদান করে।

॥ রবিশঙ্কর ॥

সেতারশিল্পী—বাংলা

সেতারের তারে একটি আঙুলের পরশে শত মূর্ছনা বেজে ওঠে। শিল্পীর সেতার ও শিল্পী যেন "যন্ত্র ও যন্ত্রী"। যন্ত্র ও যন্ত্রীর সাহচর্যে রাগের আলাপনে যে সুর বেজে ওঠে, তাঁর মিষ্টি ঝঙ্কারে বাংলা তথা ভারত, সুদূর ইউরোপ ও এশিয়া আজ রবিশঙ্করকে অভিনন্দিত করেছে। বাণীর বরপুত্র এঁরা চার ভাই। একজন জগৎবিখ্যাত নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্কর,

তারপর রাজেন্দ্রশঙ্কর ও দেবেন্দ্রশঙ্কর চিত্র-জগতের সংগে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত আর রবিশঙ্কর সেতারে অপ্রতিদ্বন্দ্বী।

ইংরাজী ১৯২০ সালে তিনি বেনারসে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺শ্যামাশঙ্কর চৌধুরী।

প্রথম জীবনে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা উদয়শঙ্করের সংগে তিনি বহু দেশ পর্য্যটন করেন। ছোটবেলা থেকে তিনি সংগীত সাধনায় মগ্ন হন এবং কিছুদিন উদয়শঙ্করের কাছে নৃত্য শিক্ষা করেন। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ তাঁকে ক্ল্যাসিক্যাল শিক্ষা দেন। তারপর তিনি সেতারের বাজনায় মন দেন এবং সেতার বাদ্যে শীঘ্রই তিনি একজন খ্যাতনামা শিল্পী হয়ে ওঠেন। তাঁর নিজস্ব সাধনায় আজ তিনি সারা ভারত, সুদূর ইউরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশ ভ্রমণ করেছেন ও প্রশংসা অর্জন করেছেন।

বাংলা ও বম্বের বহু চিত্রে তিনি সংগীত পরিচালনা করেছেন। উল্লেখযোগ্য বইগুলির মধ্যে নিচা-নগর, ধরতি-কি-লাল, পথের পাঁচালী, কাবুলিওয়ালা ও অপরাজিতা অন্যতম। মিনাভায় 'অ গার' নাটকে তিনি সুর দিয়েছেন। ১৯৫৭ সালে তপন সিংহ পরিচালিত 'কাবুলীওয়ালা' চিত্রে বাংগালী সুরকাররূপে তিনিই প্রথম বার্লিন থেকে "সিলভার বিয়ার" পুরস্কার লাভ করেছেন।

ইংরাজী ১৯৬০ সালে "চেকোশ্লোভিয়া" সংগীত প্রতিযোগীতায় তিনি প্রথম বাংলাদেশ থেকে সেতার বাজনার জন্য আমন্ত্রিত হন। ইজিপ্ট ও সিরিয়া থেকেও তিনি বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হয়েছিলেন।

॥ রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ॥

গীতিকার—বম্বে

খ্যাতনামা গীতিকার ও সংলাপ লেখক রাজেন্দ্রকৃষ্ণ ১৯১৯ সালে পাঞ্জাবের জব্বলপুরে জন্মগ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করে তিনি গীতিকার হিসেবে প্রথম 'আজ কী রাত' নামক ছবিখানির মাধ্যমে

চিত্রজগতে যোগ দেন। তাঁর লিখিত গান সমৃদ্ধ ছবিগুলির মধ্যে প্যার কী জীত, বড়ী বহিন, পতংগ, সাগাই, লডকী, আনারকলী, বাহার, পহেলী ঝলক, আজাদ, নাগিন, বৈজু-বাওরা, ভাই ভাই, ইন্‌সানিয়াৎ, পকেটমার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ মহম্মদ রফি ॥

সংগীতশিল্পী—বাংলা

১৯২৪ সালে মহম্মদ রফির অমৃতসর জেলার কোটলাতে জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর সংগীত প্রতিভা ছিল। প্রথম গান গাওয়ার সুযোগ পান গুলবালুচ চিত্রে। উল্লেখযোগ্য ছবির মধ্যে জুগনু, সফর, বাপুজী কা অমর কাহানী, আন্দাজ, জিন্দেগী, বুটপালিশ, পেয়ার কী জিত, মালা, দীদার, বরসাত, দস্তান, বৈজু-বাওরা, উড়নখাটোলা, চোরি চোরি, সি-আই ডি, ভাই ভাই, মাদার ইণ্ডিয়া প্রভৃতি অন্যতম।

॥ রথীন্দ্র ঘোষ ॥

কীর্তন কলানিধি—বাংলা

"মধু বৃন্দাবনে যেরূপ হেরেছি—এরূপ বুঝি আর দেখতে পাবনা।" ভাবে বিভোর, গানে আত্মহারা হয়ে আছেন কীর্তন কলানিধি রথীন্দ্রনাথ ঘোষ। ১৯২০ সালে কলিকাতায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺বীরেন্দ্রকৃষ্ণ

ঘোষ। সঙ্গীতের নেশা শৈশবেই তাঁকে মাতাল করে। ৺রামকৃষ্ণ মিশ্র, শৈলেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, সুখেন্দু গোস্বামী, চিন্ময় লাহিড়ী, প্রভৃতি সঙ্গীতজ্ঞের কাছে তিনি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা করেন। রাগ প্রধান শিক্ষা করেন অনিল বাগচি, পরেশ ভট্টাচার্য্য ও সঙ্গীতশাস্ত্রী নলিনী ভট্টাচার্য্যের কাছে। তবলা শিক্ষা করেন প্রখ্যাত তবলাবাদক ওস্তাদ কেরামৎউল্লা খাঁর কাছে। পিতার চেষ্টায় এই শিল্পীর কীর্তনে অনুরাগ দেখা যায়। দেশবন্ধু ৺চিত্তরঞ্জন দাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী ৺মায়াবসুর নিকট তিনি প্রথম কীর্তন শিক্ষা করেন। খগেন্দ্রনাথ মিশ্র, বেণুপদ দাস, ৺অবধূতচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, নন্দকিশোর দাস, ৺প্রভুপাদ গৌর গোপাল, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও পঞ্চানন দাস প্রভৃতি কীর্তনবিদ ও সঙ্গীতজ্ঞদের নিকট লীলা কীর্তন শিক্ষা করে আজ তিনি বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছেন। পদাবলী বিশেষজ্ঞ সাহিত্যরত্ন শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় তাঁকে পদাবলীর পাঠ ও ব্যাখ্যা নিয়মিত শিক্ষা দিয়েছেন।

তিনি শ্রীপাট খড়দহ শ্যামসুন্দর মন্দির থেকে—সুকণ্ঠ, বীরভূম সাহিত্য সম্মেলন থেকে—গীতরত্ন, শ্রীঅনঙ্গ মোহন হরিসভা থেকে—কীর্তন কলানিধি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মিলনী (কলিকাতা) থেকে—কীর্তন ভাস্কর, শ্রীধাম বৃন্দাবন থেকে—লীলা কীর্তন বিশারদ, ভট্টপল্লী পণ্ডিত সমাজ থেকে—কীর্তন সিন্ধু ও শ্রীপাট শ্রীখণ্ড থেকে—কীর্তন-রস-বারিধি প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত হয়েছেন। ইনি সহ শিল্পীবৃন্দসহ সমগ্র উত্তর ভারত পরিভ্রমণ করেছেন। কাশীধামে বর্তমানের শ্রেষ্ঠ ধ্রুপদ গায়ক ভ্রাতৃদ্বয় (ডাগর ব্রাদার্স) এবং কাশীর নরেশ তাঁহার গানে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেছেন। শ্রীগোপীনাথ মন্দির ও মদনমোহন মন্দিরে সমবেত ভক্তগণ তাঁর গান শুনে তাঁকে শুভাশীর্বাদ দানে ধন্য করেছেন।

ইংরাজী ১৯৩০ সালে দশ বছরের বালক রথীন ঘোষ কলিকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে গল্প দাদুর আসরে প্রথম সঙ্গীত পরিবেশন করেন।

১৯৬০ সালে কীর্তন কলানিধি বলশিল্পী রেকর্ডে কণ্ঠদানে শ্রোতাগণকে মুগ্ধ করেছেন। এযাবৎ আনুমানিক ৪২ খানা চিত্রে কণ্ঠ প্রদান করেছেন। তারমধ্যে বৃন্দাবন লীলা, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু, নৃত্যেরই তালে তালে, নদের নিমাই ও মিঃ এণ্ড মিসেস চৌধুরী প্রভৃতি চিত্রে তিনি সঙ্গীত পরিচালনাও করেছেন।

॥ রাধাকান্ত নন্দী ॥

তবলাবাদক—বাংলা

বর্তমান সংগীত ও চিত্রমোদীদের কাছে রাধাকান্ত নন্দীর নাম সুবিদিত। বাল্যকাল থেকেই সংগীত ও বাদ্যযন্ত্রের প্রতি তার বেশ প্রভাব দেখা যায়। তবলাই তাঁর প্রিয় সাথী। রাধাকান্ত নন্দীর তবলা সংগত প্রত্যেক শিল্পীর কাছেই প্রিয়। তাঁর হাতে তবলার বোল যেমন স্পষ্ট তেমনি মিষ্টি। ইংরাজী ১৯২৪ সালে কলকাতায় তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম ৺রোহিণীকান্ত নন্দী।

১৯৩৮ সাল থেকে তিনি তবলা বাজাতে শুরু করেন। বাংলা ও বাংলার বাইরে তবলা বাজিয়ে প্রচুর সুনামের অধিকারী হয়েছেন। কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের তিনি একজন স্থায়ী শিল্পী। রেকর্ডেও তার যথেষ্ট সুনাম আছে। এছাড়াও তিনি বহু বাংলা চিত্রে "তবলা" পরিবেশন করেছেন।

॥ লতা মুঙ্গেশকর ॥

সংগীতশিল্পী—বম্বে

হিন্দি চিত্রজগতে নেপথ্য সংগীত পরিবেশনের ক্ষেত্রে লতা মুঙ্গেশকরের স্থান প্রথম সারিতে। ১৯২৯ সালে কোকিলকণ্ঠী লতা মুঙ্গেশকরের জন্ম হয় ইন্দোরে। পিতার নাম ৺দীননাথ মুঙ্গেশকর। তার পিতা একজন নামকরা নাট্যকার, সংগীতজ্ঞ ও অভিনেতা ছিলেন। লতার সঙ্গীত প্রতিভা জন্মগত। প্রথম সঙ্গীত শিক্ষা কবেন পিতার কাছে। পিতা-মাতার

প্রথমা কন্যা লতা খুব ছেলেবেলা থেকেই পিতার প্রতিষ্ঠিত ভ্রাম্যমান নাট্যদলে অংশ গ্রহণ করতেন। প্রথম জীবনে ইনি অভিনেত্রী ছিলেন। পুনার নবযুগ পিকচার্সের 'পহেলী মঙ্গলাগর' তাঁর অভিনীত প্রথম ছবি। কনিষ্ঠা আশা ভোঁসলে ও মধ্যমা মীনা মুংগেশকরও খ্যাতনাম্নী সংগীতশিল্পী। লতাকে নেপথ্য সংগীতশিল্পী হিসেবে প্রথম জনসাধারণ্যে পরিচিত করেন খ্যাতনামা সংগীত-পরিচালক সি, রামচন্দ্র তাঁর 'শানাই' চিত্রে। হিন্দী ছাড়াও তিনি বহু বাংলা চিত্রে নেপথ্য সঙ্গীত ও রেকর্ডে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। তাঁর সঙ্গীত পরিবেশিত চিত্রের মধ্যে আন্দাজ, বরষাত, মহল, নাগিন, আনারকলি, আন, একদিন রাত্রে (বাংলা), অমর ভূপালী প্রভৃতি চিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য।
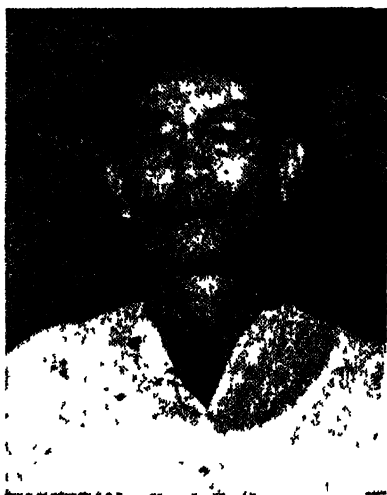
॥ শচীন দেববর্মণ ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

১৯০৫ সালে কুমিল্লায় শচীন দেববর্মণের জন্ম হয়। সঙ্গীত প্রতিভা তাঁর জন্মগত। কলিকাতা থেকে তিনি বি এ পাশ করেছেন। তাঁর বহু গান রেকর্ড হয়েছে। তাঁর স্ত্রী মীরা দেববর্মণও একজন ভালো গায়িকা। প্রথম সঙ্গীত পরিচালনা করেন 'রাজকুমারীর নির্বাসন' চিত্রে। এছাড়াও তাঁর সঙ্গীত-পরিচালিত ছবির মধ্যে শবনাম, বাজী, দেবদাস, পিয়াসা, ফান্টুশ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বম্বে থেকে তিনি বহু হিন্দী ছবিতে সঙ্গীত-পরিচালনা করেছেন ও করছেন। নিজেও তিনি সুকণ্ঠের অধিকারী। বিভিন্ন বেতারকেন্দ্র থেকে আজও তাঁর রেকর্ড বাজিয়ে শোনান হয়।

সুন্দরী অভিনেত্রী সবিতা চ্যাটার্জি (বম্বে)

রূপসজ্জারতা অভিনেত্রী সাধনা (বম্বে)

অনুভা গুপ্তা ও ছবি বিশ্বাস
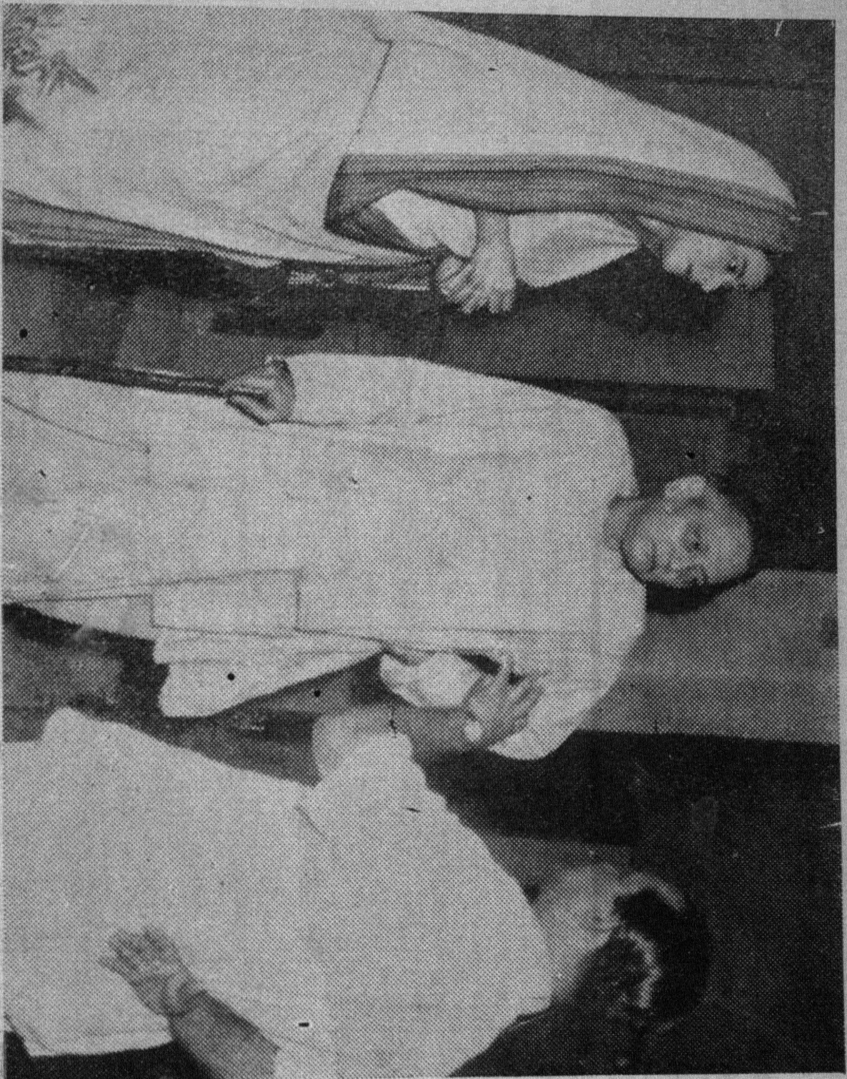
নবাগতা অভিনেত্রী মাধুরী মুখার্জি

॥ শ্যামল মিত্র ॥

সংগীতজ্ঞ—বাংলা

এই জনপ্রিয় গায়ক ও সঙ্গীত-পরিচালক তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে নৃত্য নূতন সুরের লহরা সৃষ্টি করে সঙ্গীত সমাজে প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন। নৈহাটিতে ইংরাজী ১৯২৮ সালে তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম ডাঃ সাধন মিত্র। বাড়ীর আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে ইনি প্রথম জীবনেই গানের অনুপ্রেরণা লাভ করেন।

সঙ্গীত জীবনে তিনি সঙ্গীতজ্ঞ ৺সুধীরলাল চক্রবর্তী ও চিণ্ময় লাহিড়ীর কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন।

১৯২৮ সাল থেকে তিনি কলিকাতা বেতারে সঙ্গীত পরিবেশন সুরু করেন। ১৯৪৯ সালে এইচ-এম-ভি কোম্পানীতে যোগ দেন এবং আজ পর্যন্ত তিনি বহু গানের রেকর্ড করেছেন। তাঁর নেপথ্য সঙ্গীত পরিবেশিত ছবির মধ্যে সুনন্দার বিয়ে, মনের ময়ূর, রাত্রির তপস্যা, কাল বৌ, সাগরিকা, মামলার ফল, নির্ধারিত শিল্পীর অনুপস্থিতিতে, অবাক পৃথিবী, এ জহর সে জহর নয়, সখের চোর, কোন একদিন এবং সহরের ইতিকথা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এ পর্যন্ত প্রায় শতাধিক ছবিতে তিনি কণ্ঠ দিয়েছেন। এছাড়াও জয় মা কালী বোর্ডিং, ডেলি প্যাসেঞ্জার, যমালয়ে জীবন্ত মানুষ, ভ্রান্তি ও সখের চোর প্রভৃতি চিত্রে তিনি সঙ্গীত পরিচালক ছিলেন।

।। শচীন গুপ্ত ।।

সঙ্গীতজ্ঞ—বাংলা

ইংরাজী ১৯২০ সালে শচীন গুপ্ত জন্মগ্রহণ করেন। পিতা একজন খ্যাতিমান হোমিও-প্যাথিক চিকিৎসক। বর্তমানে যেসব শিল্পীরা আধুনিক, গীত, ও ভজন প্রভৃতি গান গেয়ে সঙ্গীতের আসরে পরিচিত হয়েছেন শচীন গুপ্ত তাঁদের অন্যতম। রবীন্দ্র-সঙ্গীত তার খুবই প্রিয়। তাঁর বহু গান রেকর্ড করা হয়েছে। তিনি কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের একজন নিয়মিত শিল্পী।

জয়কিশন ।।

সঙ্গীত-পরিচালক—বম্বে

বুলসরে সঙ্গীত-পরিচালক শঙ্কর জয়কিশনের জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা ছিল। প্রথমে ইনি পৃথ্বী থিয়েটারে যোগদান করেন। প্রথম সঙ্গীত-পরিচালনার সুযোগ পান রাজকাপুর প্রযোজিত 'বরসাত' চিত্রে। শঙ্কর জয়কিশনের সংগীত-পরিচালিত চিত্রের মধ্যে বাদল, আওয়ারা, দাগ, কিশমৎ কা খেল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ॥

সংগীতজ্ঞ—বাংলা

এই গুণী সংগীতজ্ঞ ইংরাজী ১৯১৯ সালে বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺গজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। বাল্যকাল থেকেই তাঁর সংগীতের প্রতি প্রবল ঝোঁক দেখা যায়। বর্তমানে তিনি পি-এম-জি অফিসের একজন সুদক্ষ কেরাণী।

প্রথম জীবনে তিনি সহোদর রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের কাছে, পরে নগেন দত্ত ও সতীশ দত্ত প্রভৃতির নিকট সংগীত শিক্ষা করেন। ইনি সাধারণতঃ খেয়াল ও টপ্পা সংগীতে পারদর্শী।

রেডিওতে নিয়মিত ভাবে সংগীত পরিবেশন করে থাকেন। ছায়াছবিতে 'রিক্তা' ও 'সর্বহারা' চিত্রে নেপথ্য সংগীত পরিবেশন করেছেন। এইচ-এম-ভি ও টুইন রেকর্ডে তাঁর বহু গান রেকর্ড করা হয়েছে।

॥ সতীনাথ মুখোপাধ্যায় ॥

সংগীতশিল্পী—বাংলা

১৯২৫ সালে কলকাতায় সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। পিতার নাম তারাদাস মুখোপাধ্যায়। চুঁচুড়ার শিবচন্দ্র সোম একাডেমী থেকে প্রবেশিকা ও হুগলীর মহসীন কলেজ থেকে ১৯২৬ সালে বি-এ পাশ করেন। সতীনাথ তার মাতা-পিতার কনিষ্ঠ সন্তান। সংগীত প্রতিভা সতীনাথের জন্মগত। ইনি ৺মোহিতকুমার চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জয় পাঠক, ৺প্রবোধ ঘোষাল, ধীরেন ভট্টাচার্য ও চিণ্ময় লাহিড়ীর কাছে সংগীত শিক্ষা করেন। ১৯৪৩ সালে প্রথম গোপেন মল্লিকের সাহায্যে রেকর্ড করেন। ১৯৫১ সালে এইচ-এম-ভি থেকে তিনি রেকর্ড করেন। চলচ্চিত্র জগতে প্রথম শ্যামল গুপ্ত ও রামচন্দ্র পালের সহায়তায় প্লে-ব্যাক করেন 'স্বামীজী' চিত্রে। ১৯৪৮ সালে প্রথম বেতারে অংশ গ্রহণ করেন। 'অনুরাগ' চিত্রেই প্রথম সংগীত-পরিচালনা করেন। প্রত্যেকটি গ্রামোফোন কোম্পানী থেকেই তিনি রেকর্ড করেছেন।

তিনি কিছুদিন গ্রামোফোন কোম্পানীর ট্রেনারও ছিলেন। এই সময় সুপ্রীতি ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য্য, উৎপলা সেন, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় প্রভৃতিকে ট্রেনিং দিয়েছেন। বর্তমানে তাঁর বহু রেকর্ড আছে।

॥ সুখেন্দু গোস্বামী ॥

সংগীতজ্ঞ—বাংলা

সংগীতজ্ঞ সুখেন্দু গোস্বামী ইংরাজী ১৯০৮ সালে ঢাকায় জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকার বিখ্যাত গোস্বামী বংশে তাঁর জন্ম হয়। খেয়াল, ঠুংরী ও ভজন এই তিন প্রকারের গানই তিনি সাধারণত গেয়ে থাকেন। তিনি বহু অনুষ্ঠানে গান গেয়ে প্রশংসা পেয়েছেন। তাঁর সংগীত গুরুর মধ্যে গিরিজাশঙ্করের নামই উল্লেখযোগ্য।

রেকর্ডে এঁর বহু গান আছে। কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে তিনি নিয়মিত ভাবে গান পরিবেশন করে থাকেন। বর্তমানে তিনি "গীত-বিতান" সংগীত বিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

॥ সলিল চৌধুরী ॥

সংগীত-পরিচালক—বাংলা

বর্তমান সংগীত জগতে বিশেষ করে কলকাতা ও বম্বের চিত্রজগতে সংগীত পরিচালক সলিল চৌধুরীর নাম কে না জানে। মাত্র চার বছর বয়সে তিনি পিয়ানো বাজাতে সুরু করেছিলেন। তারপর থেকে যাত্রা পথের বহু মোড় ঘুরে আজ এই সহজ, সরল, বন্ধুবৎসল-শিল্পী নিজের প্রতিভার জোরে প্রতিষ্ঠা লাভে সক্ষম হয়েছেন।

হেমন্ত মুখার্জীর কণ্ঠে প্রথম তাঁর রচিত গানে ও সুরে 'কোন এক গাঁয়ের বধূ……' আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। প্রথম সংগীত-পরিচালনা করেন 'পরিবর্তন' কথাচিত্রে। 'আই, পি, টি, প্রতিষ্ঠানে তিনি একজন উল্লেখযোগ্য সদস্য ছিলেন। 'উদীচি' নামে তিনি আরও একটি প্রতিষ্ঠান করেছিলেন। সংগীত-পরিচালক হিসেবে 'পাশের বাড়ী' ছবিতে তিনি খুবই

প্রশংসা পেয়েছিলেন। 'ঝির ঝির ঝির বরষায়' ও 'রিমি ঝিমি রিমি' প্রভৃতি গান সকলের মুখে মুখে ফিরেছিল।

রেকর্ডেও তাঁর কয়েকখানি গান খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। তাঁর রচিত 'রিক্সাওয়ালা' ছবির প্রস্তুতি পর্বের সময় তিনি বিখ্যাত পরিচালক বিমল রায়ের ডাকে বম্বেতে যান এবং 'রিক্সাওয়ালার' হিন্দী 'দো বিঘা জমিন' ছবিতে সংগীত-পরিচালনা করেন। খুব অল্প সময়ের মধ্যেই বম্বেতে তিনি সুপচিচিত হয়ে ওঠেন।

'একদিন রাত্রে' ছবিতে তিনি আবহ-সংগীত পরিবেশন করেছেন। তাঁর রচিত 'পরখ' (হিন্দী) চিত্র সকলের প্রশংসা লাভ করেছে। আজকের খ্যাতিনামা সংগীতশিল্পী সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁরই আবিষ্কার এবং তাঁরই রচিত 'হলুদ গাঁদার ফুল' গান গেয়ে তিনি সংগীত জগতে সুপরিচিতা হন।

॥ সুজিত নাথ ॥

গিটারিষ্ট—বাংলা

সুজিত নাথ ইংরাজী ১৯১০ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ৺শিশিরকুমার নাথের পুত্র। তাঁর মা ঢাকার ইডেন হাই স্কুলে (বালিকা বিদ্যালয়) শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। তাই তাঁর স্কুল-কলেজ-জীবন সেখানেই অতিবাহিত হয়।

তখন নির্বাক চলচ্চিত্রের যুগ। সুজিত নাথ ১৯২৬ সাল থেকে ছায়াচিত্রে নেপথ্যে পিয়ানো ও বেহালা বাজাতে শুরু করেন।

১৯৩০ সালে তদানীন্তন "India state Broad casting service"এ পিয়ানো ও বেহালা বাজিয়ে শ্রোতাগণকে তিনি মুগ্ধ করতেন। ১৯৩১ সালে তিনি নিউ থিয়েটার্সে চাকুরি পান। পরে বম্বেতে মেসার্স ক্যাম্বুয়্যাল মুভিটোনে চুক্তিবদ্ধ হন। নিউ থিয়েটার্স ও বম্বে চাকুরি পাওয়ার মূলে ছিলেন প্রসিদ্ধ সংগীতশিল্পী শ্রীরাইচাঁদ বড়াল। তাঁর এই অকৃত্রিম ভালবাসার দান আজও তিনি ভোলেন নি। পিয়ানো ও বেহালা ইনি শিক্ষা করেন কয়েকজন ইউরোপীয় ভদ্রলোকেব কাছে। ১৯৩৫ সালে সংগীতশিল্পী শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীব ইউনিটে ভাবতীয় অনুষ্ঠানে গীটার পরিবেশন করে প্রচুর যশ লাভ করেন। তিনি সেই সময় থেকে বহু গুণী-জ্ঞানীর সমাবেশে গীটার বাজিয়েছেন। বাইচাঁদ বড়ালেব আমন্ত্রণে তিনি পুনরায় নিউ থিয়েটার্সে স্থায়ী ভাবে যোগ দেন। বহু ছাত্র-ছাত্রী তাঁর কাছে গীটার শিক্ষা করেছেন। তার মধ্যে কবি নজরুলের পুত্র অনিরুদ্ধ, বটুক নন্দী ও কার্তিক বসাক প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এইচ-এম-ভি ও কলম্বিয়া রেকর্ড প্রতিষ্ঠানে তাঁর বহু রেকর্ড আছে এবং বর্তমান বেতাব প্রতিষ্ঠানের তিনি একজন নিয়মিত শিল্পী।

॥ সাজ্জাদ হোসেন ॥

সানাই বাদক—বাংলা

বাংলা ও বাংলার বিভিন্ন স্থানে এবং বহু দেশে এই গুণী শিল্পী সানাই বাজিয়ে প্রশংসা লাভ করেছেন।

ইংরাজী ১৯১২ সালে কাশী সহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ছোটে মিয়া। বাল্যকাল থেকেই বাদ্যযন্ত্রেব ওপব তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ দেখা যায়। অল্প বয়স থেকেই তিনি পিতা ও ভ্রাতার সহিত বাংলার বহু স্থানে ও দেশে-বিদেশে "সানাই" পরিবেশন করে চলেছেন। পাঁচ ভাই-এর মধ্যে তিনি চতুর্থ। "সানাই"এ তাঁর বহু রেকর্ড জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

ইংরাজী ১৯৫০ সালে সাজ্জাত হোসেন কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে যোগ দেন এবং আজ পর্যন্ত কলকাতায় ও বাইরের সমস্ত ষ্টেশন থেকেই তিনি সানাই পরিবেশন করেছেন।

॥ সুনীল চট্টোপাধ্যায় ॥

সঙ্গীতজ্ঞ—বাংলা

এই সদালাপী সঙ্গীতশিল্পী ইংরাজী ১৯১৯ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺উপেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

প্রথম প্রথম ইনি গজল ও আধুনিক গাইতেন। কিন্তু বর্তমানে খেয়াল, ঠুংরী ও ভজনের মধ্যেই তিনি নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছেন। তাঁর কৈশরের সঙ্গীত গুরু ছিলেন ফণীভূষণ গঙ্গোপাধ্যায় পরে ৺গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী ও বর্তমানে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। শ্রীনরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে তিনি বহু রাগ-রাগিণী সংগ্রহ করে, তাতে সুরের মূর্ছনা দিয়ে বহু গুণী ও জ্ঞানী সঙ্গীতজ্ঞের কাছ থেকে প্রশংসা পেয়েছেন।

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানে ইনি ইংরাজী ১৯৩৯ সাল থেকে নিয়মিত ভাবে খেয়াল, ঠুংরী ও ভজন পরিবেশন করে আসছেন। তাঁর দেওয়া সুরে বহু শিল্পী বেতারে গান করে থাকেন। বিখ্যাত শিল্পী আলি আকবরের সংগীত কলেজের সংগে ইনি যুক্ত ছিলেন।

১৯৪০ সালে তিনি বর্মার মান্দালয় সহরে ডি, এ, ভি, নামক সংগীত প্রতিষ্ঠানে অধ্যাপকরূপে কাজ করেন। যুদ্ধের সময় তিনি কয়েকজন মাত্র সংগী নিয়ে পায়ে হেঁটে স্বদেশে ফিরে আসেন।

॥ সি, রামচন্দ্র ॥

সংগীত-পরিচালক—বম্বে

১৯১০ সালে বোম্বায়ে সি, রামচন্দ্রের জন্ম হয়। পূর্ব নাম আর, চিতলকর। ১৯৩২ সালে প্রথম কোলাপুর ষ্টুডিওতে তিনি অভিনেতা হিসেবে যোগ দেন। সংগীত প্রতিভা তার জন্মগত। প্রথম সংগীত পরিচালনা করেন শানাই চিত্রে। অন্যান্য ছবির মধ্যে দিল কী বাত, নদীয়া কী পার, সাজন, আলবেলা, খাজানা, সাকী, খুবসুরত, আজাদ, সিন সিনাকী বুবলাবু, ইনসানিয়াৎ, পহেলী ঝলক, দুনিয়া গোল হ্যায় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ এস, ভি, পার্থসারথী ॥

সংগীত-পরিচালক—সাউথ

১৯১০ সালে এস, ভি, পার্থসারথীর মহীশূরে জন্ম হয়। ইনি আই-এ পাশ করেছেন ও সংগীতভূষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর সংগীত প্রতিভা ছিল। ইনি জেমিনীর প্রযোজিত যাবতীয় তেলেগু ও তামিল ছবিতে সংগীত পরিচালকরূপে যুক্ত আছেন।

॥ সাগর সেন ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

কথা ও সুর সংযোজন করলে গানের সৃষ্টি হয়। কথা যদি সুন্দর হয়, গায়কের কণ্ঠ যদি মধুময় হয় তবেই গান হয় সার্থক। ১৯৩২ সালে কলকাতায় তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম শ্রীবিজনবিহারী সেন।

কৈশোর থেকে সাগর সেন সংগীতের প্রতি আকৃষ্ট হয়। দ্বিজেন চৌধুরী ও ওস্তাদ আলি আকবর খাঁ সাহেবের কাছে রবীন্দ্র-সংগীত, ভজন ও উচ্চাংগ সংগীত শিক্ষা করেন। বর্তমানে রবীন্দ্র-সংগীতে ইনি বেশ খ্যাতিলাভ করেছেন। ইংরাজী ১৯৫৯ সাল থেকে কলকাতা বেতারে গান গেয়ে আসছেন। মেগাফোনেও এঁর রবীন্দ্র-সংগীত রেকর্ড হয়েছে। 'অল ইণ্ডিয়া টেগোর কন্‌ফারেন্সের' প্রতিযোগিতায় তাঁর গান কলকাতা বেতারে রিলে

করে শোনান হয়। নিউ এম্পায়ারে, মহাজাতি সদনে ও বহু প্রতিষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথের চিত্রাংগদা, চণ্ডালিকা ও শ্যামা প্রভৃতি নৃত্যনাট্য তিনি পরিচালনা করেছেন। তাছাড়া কালা মাটি, জল-জংগল, শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ মহাপ্রভু, নদের নিমাই ও শান্তি প্রভৃতি ছায়াচিত্রে নেপথ্য সংগীত পরিবেশন করেছেন।

॥ এস, পারুর অনন্তরমণ ॥

সংগীত-পরিচালক—সাউথ

• ত্রিবাঙ্কুরে ১৯১১ সালে মিষ্টার অনন্তরমণের জন্ম হয়। ১৯৩৪ সালে চিত্রশিল্পের সংগে সংগীত পরিচালক হিসেবে যুক্ত হন। প্রথম ছবি তামিল ভাষায় সেথাকল্যাণম্। এছাড়া সেথা বনবাস, চন্দ্রসেনা, সরঙ্গধারা, পত্তিনাট্টার, বনরাজা কার্জন, টু ব্রাদার্স, ভক্ত অরুণাগিরি, জলজা, বলিবার সমগম, রামনাম মহিমা, কামধেনু, মিষ্টার মালিনী, থ্রি, মনস্ প্রভৃতি বহু চিত্রে সংগীত পরিবেশন করেন। জেমিনী ষ্টুডিওর সংগে বহুদিন থেকে তিনি যুক্ত আছেন।

॥ এস, হনুমন্ত রাও ॥

সংগীত-পরিচালক—সাউথ

১৯১৭ সালে মিষ্টার হনুমন্ত রাওয়ের জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকেই তাঁর সংগীত প্রতিভা ছিল। কিছুদিন তিনি অর্কেষ্ট্রা পার্টিতে ছিলেন। ১৯৪৫ সালে প্রথম কৃষ্ণলীলা (তেলেগু) ছবিতে সংগীত পরিচালনার সুযোগ পান। এস, হনুমন্ত রাওয়ের সংগীত পরিচালিত ছবির মধ্যে গোলাভামা, মদালসা, রাধিকা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

১৯৪০ সালে ঢাকুরিয়াতে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। পিতার নাম ৺নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। পিতা-মাতার কনিষ্ঠা কন্যা সন্ধ্যা মুখার্জী।

সঙ্গীত প্রতিভা তাঁর জন্মগত। প্রথম সঙ্গীত শিক্ষা করেন সন্তোষ বসু মল্লিকের কাছে। পরে বড়ে গোলাম আলি, চিন্ময় লাহিড়ী, যামিনী গাঙ্গুলী, আশুতোষ মল্লিক ও এ, কাননের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। উচ্চাঙ্গ ও আধুনিক গানে তিনি পারদর্শীনী। ঢাকুরিয়ার বিনোদিনী গার্লস স্কুল থেকে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হন। প্রথম রেকর্ড করার সুযোগ দেন গিরিন চক্রবর্তী। প্রথম প্লে-ব্যাকের সুযোগ দেন বিমল রায় তাঁর পরিচালিত 'অঞ্জনগড' চিত্রে। বর্তমানে তিনি প্রথম শ্রেণীর সংগীত শিল্পী। তাঁর নেপথ্য-সঙ্গীত পরিবেশিত ছবির মধ্যে সমাপিকা, অঞ্জনগড, বিদুষী ভার্য্যা, রত্নদীপ, বামুনের মেয়ে, দেবী চৌধুরানী, নারীব রূপ, ছোটভাই, স্বামী, ইন্দিরা, শুভযাত্রা, অগ্নিপরীক্ষা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৬ সালে তিনি সঙ্গীত সম্মিলনী কর্তৃক গীতশ্রী উপাধিতে ভূষিতা হয়েছেন।

॥ সুচিত্রা মিত্র ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র ১৯২৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শৈশব থেকেই তাঁর সংগীতের প্রতি অনুরাগ দেখা যায়। তাঁব পিতা প্রখ্যাতনামা সাহিত্যিক সৌরেন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায।

শান্তিনিকেতনে ক্ল্যাসিক ও রবীন্দ্র-সঙ্গীতে ১৯৪৫ সালে তিনি ডিপ্লোমা ও বৃত্তি লাভ করেন। সন্দীপন পাঠশালা, কামনা ও চিত্রাঙ্গদা প্রভৃতি কথাচিত্রে তিনি নেপথ্যে সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন।

রাগপ্রধান অতুলপ্রসাদ ও নজরুল গীতিতে তিনি পারদর্শীনী। রবীন্দ্র-সঙ্গীত তাঁর খুবই প্রিয়। বহু জলসায় তিনি সঙ্গীত পরিবেশন করে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন। ১৯৪৩ সাল থেকে আজ পর্য্যন্ত এইচ-এম-ভি'তে বহু রেকর্ডে গান পরিবেশন করেছেন।

৮ বেতারে তিনি প্রায়ই সংগীত পরিবেশন করে থাকেন।

।। সুপ্রীতি ঘোষ ।।

সংগীতজ্ঞ—বাংলা
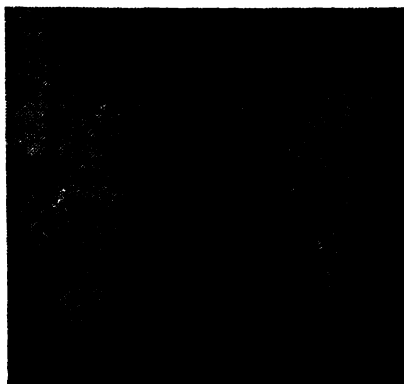
বর্তমান যে সমস্ত মহিলা শিল্পী আধুনিক, গীত, ভজন, রবীন্দ্র-সংগীত, কীর্তন ও পল্লী-গীতি পরিবেশন করে আসছেন শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ তাঁদের মধ্যে অন্যতমারূপে সংগীত জগতে পরিচিতা।

ইংরাজী ১৯২২ সালে তিনি কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ডাঃ রবীন্দ্রনাথ মজুমদার। সুপ্রীতি ঘোষ কলিকাতা থেকে ইণ্টার মিডিয়েট পাশ করেছেন।

বাল্যকাল থেকেই তিনি জ্যাঠামশাই-এর কাছে সংগীতে প্রেরণা লাভ করেন। জ্যাঠামশাই ছিলেন বেতারের প্রখ্যাতনামা বংশীবাদক নৃপেন মজুমদার। বহু গুণী সংগীতজ্ঞ আসতেন তাঁদের বাড়ীতে। তাঁদেরও প্রেরণা তাঁকে সংগীতশিল্পী হতে সাহায্য করেছে।

শ্যামবাজার অঞ্চলে বাসন্তী বিদ্যাবীথিতে তিনি প্রথম গান শিক্ষা শুরু করেন। নিজের সাধনায় শ্রীমতী আজ আধুনিক, গীত, ভজন, রবীন্দ্র-সংগীত, কীর্তন ও পল্লীগীতিতে পারদর্শিনী হয়েছেন। ইনি ভালো পিয়ানো বাজাতে পারেন। এইচ-এম-ভি'তে তাঁর রেকর্ড আছে।

তিনি অনাদি দস্তিদার ও ৺শৈলেশ দত্তগুপ্তের কাছে আধুনিক ও রবীন্দ্র-সংগীত, সুরেশ্বর মুখার্জীর কাছে কীর্তন, রামকৃষ্ণ মিশ্রের কাছে খেয়াল, অনিল বাগচি ও ৺উমাপদ ভট্টাচার্য্যের কাছে আধুনিক ও খেয়াল শিক্ষা করেছেন।

১৯৩০ সালে তিনি কলিকাতা বেতারে সংগীতশিল্পী হিসেবে যোগদান করেন। তিনি বম্বে, দিল্লী, বরোদা, কাশ্মীর, জম্মু, জলন্ধর ও ইন্দোর প্রভৃতি বেতার কেন্দ্র থেকে কণ্ঠসংগীত পরিবেশন করে প্রচুর প্রশংসা অর্জন করেছেন।

চিত্রজগতেও তিনি শেষরক্ষা, স্বামীর ঘর. দৃষ্টিদান, ঘরোয়া, গৃহলক্ষ্মী, নতুন খবর, স্বর্ণ সীতা, বিশ বছর আগে, মায়াজাল, কঙ্কাল, দেবীচৌধুরাণী, তথাপি, কবি, চন্দ্রাবতী, কাজরী, কার পাপে, কাঁকনতলা লাইট রেলওয়ে, বরযাত্রী, রত্নদীপ, প্রত্যাবর্তন, মালঞ্চ, শ্যামলী, সাহেব বিবি গোলাম, মহারাজ হরিশচন্দ্র, সাগরিকা ও ক্ষণা প্রভৃতি ছবিতে নেপথ্য সংগীত পরিবেশন করেছেন। হিজ মাষ্টার ভয়েসে তিনি বহু রেকর্ড সংগীত পরিবেশন করেছেন।

॥ সুপ্রভা সরকার ॥

সংগীতশিল্পী—বাংলা

ভারতীয় চলচ্চিত্র ইতিহাসে প্রথম নেপথ্য সংগীত পরিবেশিত হয় নীতিন বসু পরিচালিত 'দিদি' নামক কথাচিত্রে। আর এই কথা চিত্রেই প্রথম নেপথ্য সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন প্রথিতযশা গায়িকা সুপ্রভা সরকার। পিতার নাম উপেন্দ্রনাথ ঘোষ। ১৯৩৭ সালে তিনি প্রথম বেতারে সংগীত পরিবেশন করার সুযোগ পান। বাণী বিদ্যাবিথীতে তিনি গান শিক্ষা করেন। ১৯৩৫ সালে প্রথম সোনোলা রেকর্ড কোম্পানী থেকে গীতিকার প্রণব রায়ের সাহায্যে রেকর্ড করেন। তারপর হিজ মাষ্টার ভয়েস, মেগাফোন ও হিন্দুস্থান কোম্পানী থেকে রেকর্ড করেছেন। এপর্যন্ত অসংখ্য কথাচিত্রে নেপথ্য সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন। পিতা-মাতার প্রথমা সন্তান তিনি। তাঁর ছোট দুই বোন সংগীত ও নৃত্য শিল্পী প্রতিভা কাপুর ও দীপ্তি ঘোষ (বন্দ্যোপাধ্যায়)।

॥ সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

১৯৩৮ সালে লাহোরে সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। ছোটবেলা থেকেই তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা ছিল। প্রথম সঙ্গীত শিক্ষা করেন মায়ের কাছে।

পিতার নাম অদ্বৈত বন্দ্যোপাধ্যায় ও মাতার নাম বিমলা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম জীবনে বহু সঙ্গীত প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে পুরস্কার লাভ করেছেন। ১৯৫২ সালে তিনি বম্বে সায়গল মেমোরিয়াল মিউজিক কমপিটিশনে প্রথম হয়ে সায়গল ট্রফী, ও ১৯৫৩ সালে 'মিস গোল্ডেন ভয়েস' উপাধী লাভ করেন। প্রথম প্লেব্যাকের সুযোগ দেন ৺জ্ঞান মুখোপাধ্যায় তাঁর পরিচালিত 'শামসীর' চিত্রে। প্রথম বেতারে সংগীত পরিবেশন করেন পাঁচ বছর বয়সে লাহোর কেন্দ্র থেকে। হিন্দী ও বাংলায় তাঁর বহু রেকর্ড আছে। সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেপথ্য সংগীত পরিবেশিত ছবির মধ্যে শামসীর, নৌলেখা, দরবাজা, রাজধানী থেকে, ব ডী থেকে পালিয়ে ও চৈতন্য মহাপ্রভু, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ সাবিত্রী ঘোষ ॥

সংগীতশিল্পী—বাংলা

শ্রীমতী সাবিত্রী ঘোষ আজ বাংলার একজন স্বনামধন্যা গায়িকা। ১৯২২ সালে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পিতাব নাম শ্রীব্রজেন্দ্রমোহন বসু ঠাকুব। তিনি বিক্রমপুরের মালাখানা গড গ্রামের বসু ঠাকুর-পরিবারের স্বনামধন্য ব্যক্তি। সাবিত্রী ঘোষ এই পরিবারেব কন্যা। ১৯৫৭ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ কবেন। বর্তমানে এই সুগায়িকা আশুতোষ কলেজে বি-এ পডছেন। আধুনিক, রবীন্দ্র-সংগীত, বাগপ্রধান, ভজন প্রভৃতি গানে

তিনি সংগীত জগতে বিশেষ স্থান অধিকার করেছেন। রেকর্ডে, রেডিওতে ও সংগীত অনুষ্ঠানে তিনি খুবই জনপ্রিয়।

১৯৩৪ সালে সুরসাগর হিমাংশু দত্তের পরিচালনায় প্রথম বাংলা রেকর্ড মমতা মিশ্র রচিত গানের "নিশীথে চলে", আর "হিমেল বায়" দুটি গান এঁর রেকর্ড হয়। ১৯৩৬ সালে এইচ-এম-ভি'তে ও ১৯৪১ সালে 'হিন্দুস্থান রেকর্ডে' কণ্ঠসঙ্গীত পরিবেশন করেন। ১৯৩২ সালে ইনি প্রথম বেতারে ক্ল্যাসিক গান করেন। তাঁর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গুরু ছিলেন ৺গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তী, সুখেন্দু গোস্বামী ও পরাশর বোস। এছাড়া ছায়াচিত্রে নেপথ্য সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন বহু চিত্রে। তার মধ্যে ছদ্মবেশী, তুলসীদাস, মন্ত্রমুগ্ধ, সঙ্কালী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। ১৯৪৪ সালে তিনি গীতশ্রী উপাধিতে ভূষিতা হন।

॥ সাধনা ব্যানার্জী ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

১৯৩৫ সালে সাধনা ব্যানার্জী কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺তারকনাথ মুখোপাধ্যায়। খুব ছোট বেলা থেকেই গানের নেশা তাঁকে পাগল করে তুলেছিল। মাত্র ৮ বৎসরের মেয়ে সঙ্গীত শিক্ষায় রত হলেন। কিছুদিনের মধ্যেই এই ধীশক্তি সম্পন্না শিল্পীসঙ্গীত সমাজে সুনাম অর্জন করেন। তিনি সুনীল চট্টোপাধ্যায়, সন্তোষ মুখোপাধ্যায় অজিত মিত্র ও কালোবরণের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন। বর্তমানে বিমান পালের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করছেন। অল ইণ্ডিয়া মিউজিক, কনফারেন্সে গান করে তিনি প্রশংসা অর্জন করেছেন।

হিন্দুস্থান রেকর্ডে প্রথম কালোবরণের সুরে, "আধ ঘুম, আধ জাগরণে" গান রেকর্ড করেন। তারপর আজ পর্যন্ত বহু রেকর্ড পরিবেশন করে প্রশংসা অর্জন করেছেন। নেপথ্য সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন কালিপদ সেনের সুরে 'বাঁশী ওয়ালা' চিত্রে। এছাড়া শুভযোগ, কাঁচাসোনা, নারদের সংসার, মহালক্ষ্মী (উড়িয়া) প্রভৃতি ছবিতে নেপথ্য সঙ্গীত পরিবেশন করেছেন।

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত, আধুনিক, ভজন, পল্লীগীতি, শ্যামা-সঙ্গীত প্রভৃতি গানে তিনি পারদর্শিনী।

॥ সামসাদ বেগম ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বম্বে

১৯২১ সালে সামসাদ বেগমের বোম্বায়ে জন্ম হয়। ছেলেবেলা থেকে তাঁর সঙ্গীত প্রতিভা ছিল। প্রথম গ্রামোফোন রেকড করেন ১৯৩৬ সালে। প্রথম প্লে-ব্যাক করেন গোলাম হায়দার পরিচালিত 'আমলা জাট' ছবিতে। অন্যান্য ছবির মধ্যে খাজাঞ্চী, জমিদার, তকদীর শবনম, ইনাম, জাদু, আন, দীদার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

॥ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ॥

সঙ্গীতশিল্পী—বাংলা

১৯২১ সালে বারাণসীতে মাতুলালয়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম কালিদাস মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত প্রতিভা তাঁর জন্মগত। মাতা পিতার ইনি দ্বিতীয় সন্তান। ছোট ভাই অমল মুখোপাধ্যায়ও একজন সঙ্গীতশিল্পী। ভবানীপুর মিত্র ইনস্টিটিশান থেকে তিনি প্রবেশিকা পাশ করেন। স্কুলে নবম শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চেষ্টায় সাময়িক ভাবে বেতারে ও ১৯৩৮ সালে ৺শৈলেশ দত্তগুপ্তের চেষ্টায় স্থায়ী ভাবে বেতারে যোগ দেন। ১৯৩৭ সালে ৺শৈলেশ দত্তগুপ্তের চেষ্টায় সর্বপ্রথম রেকর্ড করেন। ১৯৪১ সালে ৺গীতিকার ও পরিচালক অজয় ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সহায়তায় প্রথম প্লে-ব্যাক শিল্পীরূপে পরিচিত হন 'নিমাই

সন্ন্যাস' কথাচিত্রে। ১৯৪৭ সালে প্রথম অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'পূর্বরাগ' চিত্রে সঙ্গীত পরিচালনা করেন। বাংলা ও হিন্দী চিত্রজগতে ইনি বর্তমানে অপরাজেয় সঙ্গীতশিল্পী হিসাবে পরিচিত। অন্যতমা সঙ্গীতশিল্পী বেলা মুখোপাধ্যায় তাঁর সহধর্মিনী।

॥ আলেকজাণ্ডার ভ্যাসিলিয়োভীচ আলেকজাণ্ড্রোভ ॥

সঙ্গীতজ্ঞ—রাশিয়া

১৮৮৪ সালে প্রাহিলো নামক স্থানে আলেকজাণ্ডার ভ্যাসিলিয়োভীচের জন্ম হয়। সামান্য একটি কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেও পরবর্তীকালে ভ্যাসিলিয়োভীচ সোভিয়েত রাশিয়ার একজন বিখ্যাত সঙ্গীত-পরিচালক ও গীতিকাররূপে খ্যাতি লাভ করেন। পিটার্স বার্গেরচোয়ের একাডেমী থেকে থেকে তিনি সঙ্গীত-পরিচালকের উপাধি লাভ করেন এবং রিমস্কী কোরসাকোভ ও রাজুলোভের কাছে সঙ্গীত ও গীত রচনা শিক্ষা করেন। তিনি কালিনিন সহরে প্রথম শিক্ষকতা সুরু করেন। তারপর তিনি মস্কো কনসারভেটরীতে অধ্যাপনার কাজে মনোনিবেশ করেন। এছাডাও তিনি মস্কোর ষ্টেট চোয়ের ও রেড ব্যানারের পরিচালক ও শিল্পনির্দেশক ছিলেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নে তাঁর রচিত 'প্যাট্রিয়োটিক ওয়ার' যুদ্ধ সঙ্গীতটি জনসাধারণের মধ্যে সর্বাধিক প্রচলিত।

এছাডাও তিনি অর্ডার অফ দি রেড ষ্টার, অর্ডার অফ দি রেড ব্যানার, পিপলস আর্টিষ্ট অফ দি ইউ, এস, এস, আর, ডক্টর অফ সায়েন্স প্রভৃতি উপাধিতে এই গুণী ও জ্ঞানী সারা সোভিয়েত দুনিয়ায় সম্মানিত হয়েছেন।

॥ নিকোলাই, আই, মিয়াস্কোভস্কী ॥

সঙ্গীতজ্ঞ—রাশিয়া

রাশিয়ার আর একজন প্রতিভাবান সঙ্গীতজ্ঞ হলেন নিকোলাই, আই, মিয়াস্কোভস্কী। যিনি রাশিয়ার প্রাচীন রাগপ্রধান সঙ্গীত নিয়েই সাধনা

করেছেন বেশী। ১৯০৭ সাল থেকে তিনি সঙ্গীত চর্চা ও রচনা সুরু করেন। সোনাটাস ও পিয়ানোর জন্য তিনি বহু সঙ্গীত রচনা করেছেন। ১৯২১ সালে কনসারভেটোরীতে সঙ্গীতের অধ্যাপনা করেন। প্রতি বছর নূতন নূতন সঙ্গীত পরিবেশন করে তিনি প্রভূত যশের অধিকারী হয়েছেন। ১৯৪১ সালে তিনি ষ্টালিন পুরস্কার লাভ করেন। তাঁর রচিত সিম্ফনী জনসাধারণের সমাদর লাভ করেছে।

এত বড শিল্পী নিকোলাই যার প্রশংসায় জনসাধারণ পঞ্চমুখ, তিনি ছিলেন একজন সেনানী। তিনি প্রথম ক্যাডেট কোর-এ যোগ দেন। পরে স্যাপারস ব্যাটেলিয়নে যোগদান করেন: তাঁর পিতাও ছিলেন একজন মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ার ও মিলিটারী একাডেমীর অধ্যাপক। তাঁর জন্ম হয় ১৮৮১ সালে নেভো জর্জীয়েন স্কী দুর্গে। ১৯০৬ সালে তিনি সেণ্ট পিটার্সবার্গ কনসার ভেটরীতে যোগদান করেন। এখানেই তিনি রিমস্কী কোরসাকোভ, এ্যানাটোল লিয়াডোভ ও জোসেফ ভাইটলের কাছে সঙ্গীত শিক্ষা করেন এবং উপাধি লাভ করেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই আজ সোভিয়েত রাশিয়ার যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেছেন।

॥ ম্যাক্সিমিলিয়ান ও ষ্টেইনবার্গ ॥

সঙ্গীতজ্ঞ—রাশিয়া

১৮৯৩ সালে ম্যাক্সিমিলিয়ান ও ষ্টেইনবার্গ ভিলনোতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বিপ্লবাত্মক সঙ্গীত ও জাতীয়-সঙ্গীত রচনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। রাশিয়ার বিপ্লবে তাঁর সঙ্গীত অগণিত মানুষের হৃদয় জয় করতে সমর্থ হয়েছিল। এমন কি মরুভূমির ভিতর দিয়ে শত শত মাইল পথ তৈরী করার সেই অমানুষিক পরিশ্রমের সময়ও তাঁর সঙ্গীত অগণিত মানুষের শক্তি জুগিয়েছে।

সেণ্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উপাধি লাভ করার পর তিনি বাড়ীতে পিয়ানো শিক্ষা করেন। ১৯০৮ সাল পর্য্যন্ত সেণ্ট পিটার্সবার্গ কনসার-ভেটরীতে শিক্ষালাভ করেছেন। রিমস্কী কোরসাকোভ ছিলেন তাঁর অন্যতম শিক্ষক। পরে তিনি তাঁর কন্যাকে বিবাহ করেন।

এই গুণী শিল্পী ১৯৩৮ সালে "অর্ডার অফ রেড ওয়ার্কাস ব্যানারে" উপাধিতে ভূষিত হন। তাঁর বহু ছাত্র রাশিয়ার সঙ্গীত জগতে প্রভূত খ্যাতি লাভ করেছে। এছাড়াও তিনি তাঁর শিক্ষকের মৃত্যুর পরে তাঁর লোকপ্রিয় বইগুলি সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়ে প্রকাশ করেন।

॥ নিনা, ভি, মাকারোভা ॥

সঙ্গীতজ্ঞ—রাশিয়া

নিনা ভি, মাকারোভা রাশিয়ার বিশিষ্ট মহিলা সঙ্গীতজ্ঞদেব মধ্যে অন্যতমা। ১৯০৮ সালে ইউরিনের একটি ছোট গ্রামে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন সামান্য গ্রাম্য শিক্ষক ছিলেন। ছোটবেলা থেকে তাঁর গানের প্রতি খুব আকর্ষণ দেখা যায়। রাশিয়ার লোক-সংগীতের প্রতিই তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশী। ১৫ বছর বয়সে তিনি গর্কীর 'স্কুল অব মিউজিক'এ সংগীত শিক্ষা সুরু করেন। ১৯২৭ সালে নিকোলাই মিয়াসকোভস্কীর কাছে সংগীত শিক্ষা করে কনসারভেটরীতে উপাধি লাভ করেন। কণ্ঠ ও যন্ত্র উভয় সংগীতেই তাঁর দক্ষতার পরিচয় পাওযা যায়।

১৯৩৮ সালে প্রথম তিনি সংগীত রচনায় কৃতিত্বের পরিচয় দেন। কবি সোটা রুস্তমাভেলীর বহু কবিতায় তিনি স্বর সংযোজনা করেছেন। ১৯৪০ সালে তিনি কারেজ (courage) নামক অপেরা বচনা কবেন। ষ্টালিনকে কেন্দ্র করে ছোটদের উপযোগী তাঁর সংগীতগুলি যথেষ্ঠ খ্যাতি অর্জন করেন। এছাড়াও তাঁর দি সি সং (The See Song), দি উরাল সং (The Ural Song), দি পোলার সং (The Polar Song) প্রভৃতি জাতীয় সংগীতগুলি খুবই জনপ্রিয়।

বিবিধ

কাহিনীকার, নাট্যকার,
চিত্র-নাট্যকার, চিত্র-মঞ্চ-
সংগীত ও শিল্পজগতের
বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ

॥ ইন্দিরা দেবী ॥

'শিশু-মহল' পরিচালিকা—বাংলা

'ইন্দিরা-দি' শিশুদের মনরাজ্যের একটি সংক্ষিপ্ত নাম। 'আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রের শিশু-মহলের পরিচালিকা ইন্দিরাদিকে কে না জানে। ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের একান্ত আপনজন 'ইন্দিরাদি' এ পর্য্যন্ত কত যে শিশু শিল্পীকে গড়ে তুলেছেন তার সংখ্যা বলা কঠিন। নিজের শিশু-সুলভ মন দিয়ে এইসব শিশুদের মন জয় করে নিয়েছেন তিনি। বেতারে 'শিশু-মহল' প্রবর্তনের মূলে তাঁর প্রচেষ্টাই আজকে সবচেয়ে বড করে মনে পডে। শুধু কি তাই! বেতারে প্রথম মহিলা ঘোষিকার সম্মান একমাত্র তাঁরই প্রাপ্য। নিজের যোগ্যতায় তিনি আজ স্বয়ংসম্পূর্ণা।

ইন্দিরা দেবী ১৯১৮ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি পিতা ৺অভয়পদ ভট্টাচার্য্যের কাছ থেকে সাহিত্যের প্রেরণা লাভ করেন। মাত্র ১৪ বৎসর বয়সে এঁর প্রথম রচনা "গল্প-লহরী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সাহিত্য চর্চার সংগে সংগে অভিনয়ের প্রতিও তাঁর ঝোঁক দেখা দেয়। ছোটবেলায় বাড়ীর সকলে মিলে বহু ঘরোয়া অভিনয়ে বহু নাটকে অভিনয় করেছেন। একদিকে সাহিত্য সাধনা, অন্যদিকে গান ও নাট্যাভিনয়ের মাধ্যমে তখন তিনি সময় কাটিয়ে দিতেন।

পিতার সঙ্গে আসতেন রেডিওতে। বেতার নাট্যে অভিনয় করতেন তখন। ১৯৪৩ সালে বেতারে তিনি পাকাপাকি ভাবে যোগ দান করেন। তখন শিশু-মহলের কোন ভাল ব্যবস্থা ছিল না। মাত্র ৪।৫টি ছেলে-মেয়ে নিয়ে তিনি শুরু করেন 'শিশু-মহলের' কাজ। আজ আর ছেলে-মেয়ের অভাব নেই। বহু ছেলে-মেয়ের মধ্যে ইন্দিরা দেবী আজ সার্থক। বেতারে তিনি বহু নাটকও পরিচালনা করেছেন। এছাড়া ষ্টেজে রামায়ণ, আমার দেশ, খোকা থাকে জগৎ মাতার অন্তরালে ও শিশুতীর্থ প্রভৃতি বহু নাটকই তিনি সুন্দর ভাবে পরিচালনা করে অকুণ্ঠ প্রশংসা অর্জন করেছেন।

এত কাজের মধ্যেও তাঁর লেখনি থেমে যায়নি। সাহিত্য সাধনা ব্যাহত হয়নি। কিছুদিন আগে সারা ভারত ব্যাপী অনুষ্ঠিত বুদ্ধ' পরিনির্বান স্মরণী

উৎসব উপলক্ষে বুদ্ধের জীবনী 'ভগবান তথাগত' রচনা করেছেন। ছোটদের জন্য তিনি অনেক ভাল ভাল বই লিখেছেন। তার মধ্যে 'আজগুবি, মর্নিং স্কুল, সব সেরা সঞ্চয়, ঘুমিয়েছিল রাজকুমারী, বাদশা-বেগম, ইন্দিরাদির গল্পের ঝুলি, পুতুল পুতুল, সাত মহল বাড়ী, ছোটদের উপন্যাস বোরোবুদুরের ডাক' প্রভৃতি বই উল্লেখযোগ্য। এছাড়াও বিদেশী সাহিত্যের ভাল ভাল বহু বই তিনি অনুবাদ করেছেন। শুধু ছোটদের মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। গল্প সংগ্রহ, যারা ভালোবেসেছে, গোধূলি লগন, এতদিন যে বসেছিলাম প্রভৃতি বড়দের গল্প ও উপন্যাস তাঁরই স্বাক্ষর বহন করে। অমিতাভ, লোকমাতা নিবেদিতা, তুমি নারী মহিয়সী প্রভৃতি জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন। বিখ্যাত 'সাত সমুদ্দুর' সংকলন বার্ষিকীর সম্পাদিকা হিসেবেও তিনি ছড়িয়ে আছেন সকলের মনে।

।। জ্যোতির্ময় রায় ।।

চিত্রনাট্যকার—বাংলা

১৯১১ সালে বিক্রমপুরে জ্যোতির্ময় রায়ের জন্ম হয়। পিতার নাম হরেন্দ্রকৃষ্ণ রায়। ১৯৩৩ সাল থেকে তিনি লিখতে সুরু করেন। অল্প সময়ের মধ্যেই ঢাকার সাহিত্যিক মহলে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। ১৯৩৬ সালে তিনি কলকাতায় আসেন। ১৯৪২ সালে দৈনন্দিন, পদ্মনাভ ও তমসা প্রভৃতি গল্পের বই রচনা করেন। তাঁর 'দৃষ্টিকোণ' রচনা সাহিত্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। তারপর ১৯৪৩ সালে 'উদয়ের পথে' উপন্যাস রচনা করেন। বিমল রায়ের পরিচালনায় নিউ থিয়েটার্সে 'উদয়ের পথে' ছবিখানি চিত্রজগতে

নূতন সম্ভাবনা নিয়ে আসে এবং জনসাধারণ আজও তা ভুলতে পারেনি। পুস্তাকারে 'উদয়ের পথে' উপন্যাস অল্প সময়ের মধ্যে প্রচুর কপি বিক্রীত হয়ে পুস্তক জগতের রেকর্ড ম্লান করে দেয়। তারপর তাঁর 'অভিযাত্রী' চিত্রে রূপায়িত হয়। এই ছবিতেও তিনি প্রচুর অর্থ ও সম্মান লাভ করেন। এই ছবির মহরতে তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'জ্যোতির্ময় রায়ের চিত্রজগতে আগমন কল্যাণকর কিন্তু সাহিত্য ক্ষেত্রে একটা ভাল কলম তিনি হারালেন।' পবে তাঁব পবিচালনায়, প্রযোজনায়, চিত্রনাট্যে ও সংলাপে 'দিনের পর দিন' মুক্তিলাভ করে। শঙ্খবাণী, টাকা আনা পাই, কাঁচা-মিঠে, ছেলে কার প্রভৃতি ছবিব চিত্রনাট্য তিনিই লিখেছেন। এছাডাও তিনি বন্দিশ (হিন্দী ও মাদ্রাজী)। শরৎচন্দ্রের পরেশ, আদর্শ হিন্দু হোটেল, রায়বাহাদুর, পারসোন্যাল এসিস্টেন্ট, সখেব চোর ও হাসপাতাল প্রভৃতি ছবির চিত্রনাট্য ও সংলাপ বচনা করেছেন। মাসিক সিনেমা পত্রিকা 'উল্টোরথ' তাঁকে শ্রেষ্ঠ চিত্রনাট্যকার হিসেবে পুবস্কৃত করেছেন। অভিনেত্রী ও নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী বিনতা রায় তাঁর সহধর্মিনী।
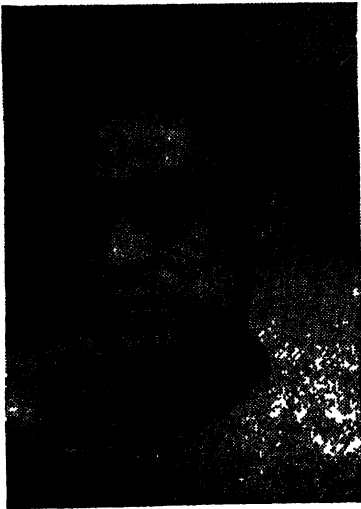
॥ দেবনারায়ণ গুপ্ত ॥

নাট্যকার-পরিচালক—বাংলা

দেবনারায়ণ গুপ্তের আদি বাস ছিল নদীয়া জেলার ভাজনঘাট গ্রামে। কিন্তু তাঁর বাল্যকাল, কৈশোর ও যৌবনের কিছুটা কাটে রাণাঘাটে। এখানেই তাঁর পিতা ৺সুরেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রখ্যাত চিকিৎসাজীবী ছিলেন। তিনি ছিলেন তাঁর দ্বিতীয় পুত্র।

তাঁর জীবনের প্রথম ভাগটা কেটেছে টাইফয়েড ও অন্যান্য জটিল ব্যাধিতে। সেই সময় থেকেই তিনি কবিতা, রম্য-রচনা ও গল্প লেখা শুরু করেন। ১৩ বছর বয়সে তিনি 'দানের মর্যাদা' নামে একটি নাটক লেখেন। পিতা মুগ্ধ হয়ে নাটকটি ছাপিয়ে দেন ও রাণাঘাটে পালচৌধুরীদের স্কুলে ছাত্রগণ কর্তৃক অভিনীত হয়। সেই থেকে তিনি বহু কাগজে লিখতেন। তিনি নবযুগ, ভাণ্ডার ও ভারতবর্ষের সম্পাদনা করেছেন। পরে তিনি 'রামের সুমতি' ও 'বিন্দুর ছেলে'র নাট্যরূপ লেখেন। রঙমহলে রামের সুমতি ও শ্রীরঙ্গমে (বিশ্বরূপায়) সাফল্যের সঙ্গে শিশির ভাদুড়ীর পরিচালনায় 'বিন্দুর ছেলে' অভিনীত হয়।

মাতুল ছিলেন বিখ্যাত কবিরাজ। তিনিও কবিরাজ হবার আশা নিয়ে সংস্কৃত কলেজে কাব্য-ব্যাকরণ শুরু করেন। কিন্তু কবিরাজ হবার আগেই তিনি সাংবাদিকতা শুরু করেছেন। বিন্দুর ছেলে চলবার সময়ই খ্যাতিমান ধীরেন গাঙ্গুলীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তাঁর অনুরোধে তিনি যোগাযোগ, শেষ নিবেদন ও জীবন যুদ্ধের চিত্রনাট্য লেখেন। তারপর তিনি 'রামপ্রসাদ' কথাচিত্র পরিচালনা করেন। এরপর বিচারক, দাসীপুত্র, পথ হারার কাহিনী, ডাক্তার রঘুনাথ, রাখী, চণ্ডীদাস ও ঝড়ের পরে প্রভৃতি ছবির পরিচালনা করেছেন।

নব পরিকল্পনায় ষ্টার থিয়েটার পুনরায় সুসজ্জিত হলে তিনি সেখানে নাট্যকার ও পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। তিনি 'শ্যামলী' নাটক থেকে আরম্ভ করে ডাকবাংলো, রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রেয়সী প্রভৃতি নাটক সাফল্যের সঙ্গে পরিচালনা করেছেন।

এই ধর্মভীরু মানুষটি একাধারে কবি, উপন্যাসিক, সাংবাদিক, নাট্যকার, চিত্রপরিচালক, অভিনেতা ও পেশাদার নাট্যপরিচালক।
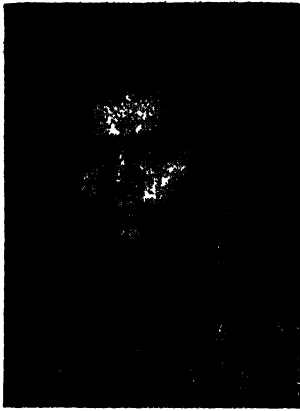
॥ নবকুমার গরাই ॥

নাট্যাকার ও অভিনেতা—বাংলা

১৯৩৪ সালে কলকাতায় নবকুমার গরাই-এর জন্ম হয়। আদি বাড়ী হুগলী জেলার মলয়পুর গ্রামে। সেখানেই কৈশোর অতিবাহিত হয়। স্কুলজীবন থেকেই তিনি অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করে আসছেন। কলকাতায় আসবার পর থেকেই তিনি সৌখীন নাটকের অভিনয় শুরু করেন।

ছেলেবেলা থেকেই যাত্রা, থিয়েটার, সিনেমা দেখতে ও বেতারে নাটক শুনতে তিনি ভালবাসতেন। পিতার আনুকূল্যে সিনেমা-থিয়েটার সংক্রান্ত বই, পত্রিকা, নাটক প্রভৃতি পড়েছেন। এরপর তিনি নাটক-রচনার কলা-কৌশল ও পদ্ধতি শিক্ষা করেন অধ্যাপক শ্রীমুরারিমোহন সেনের কাছে।

তাঁর রচিত নাটক-নাটিকা ও নাট্যরূপ দেওয়া কাহিনীর মধ্যে অন্তরালে, মরুপথ, টিকটিকি, আলোছায়া, ঝিন্দের বন্দী, বামুনের মেয়ে, চন্দ্রনাথ, সাহসিকা ও লালবাঈ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন সৌখীন নাট্যসংস্থা তাঁর নাটক অভিনয় করেছেন ও করছেন।

সৌখীন নাটকের মধ্যে কর্ণার্জুনে—অর্জুন, পথের শেষে—যোগেশ, চন্দ্রনাথে—রাখাল ভট্টাচার্য, সিরাজদৌল্লায় মীরণ প্রভৃতি ভূমিকায় তিনি উল্লেখযোগ্য অভিনয় করেছেন।

॥ প্রেমেন্দ্র মিত্র ॥

লেখক ও পরিচালক

১৯০৫ সালে বেনারসে প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম হয়। প্রথমে লেখক, পরে প্রযোজক ও পরিচালক হিসেবে ইনি চিত্রজগতে আসেন। প্রথম ইনি

'গ্রহের ফেব' নামক একটি কাহিনী বচনা করেন। 'সম্বোধন' কথাচিত্র তিনি প্রথম পরিচালনা করেন। প্রথম প্রযোজনা কবেন 'কালোছায়া' নামক কথাচিত্রটি। প্রেমেন্দ্র মিত্র বচিত ও পবিচালিত চিত্রেব মধ্যে কুয়াশা, কালোছায়া, হানাবাডা, সেতু, চুপি চুপি আসে প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও বাংলা সাহিত্যে প্রেমেন্দ্র মিত্র একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিক। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থ 'সাগব থেকে ফেবা' ববীন্দ্র পুবস্কাব লাভ করেছে। তাঁর 'সাগর সঙ্গমে' কথাচিত্র সেবা ছবি হিসেবে পুরস্কৃত হয়েছে।

।। বিধায়ক ভট্টাচার্য্য ।।

নাট্যকার ও অভিনেতা—বাংলা

সঙ্গীতজ্ঞ বিধায়ক ভট্টাচায্য যখন কলকাতায ধীবে ধীবে সঙ্গীতে জনপ্রিয় হযে উঠছেন কেউ কী তখন চিন্তা কবেছিল বাংলা মায়ের ছোট্ট ছেলেটি একদিন নাট্যকাব হিসেবে যশমুকুট মাথায় পবে স্মবণীয় হয়ে উঠবে। নাট্যকাব হিসেবে যেমন তিনি স্নেহধন্য, অভিনেতারূপেও তিনি জনপ্রিয়। অভিনয প্রতিভাব বিকাশ হয পিতা ৺হবিচরণ ভট্টাচার্য্যের সহাযতায। তাঁব পিতা ঐ সমযে একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও অভিনেতা ছিলেন। ১৯০০ সালে জিয়াগঞ্জে (মুর্শিদাবাদ) তাঁর জন্ম হয়।

১৯৩০ সালে 'গল্প লহবী'তে তাঁব একটি ছোট্ট লেখা প্রকাশিত হয়। সকলে তাঁকে সাহিত্য বৃত্তি অবলম্বন কবতে বলায় তিনি লেখায় আত্মনিয়োজিত

করেন। এরই মধ্যে তিনি 'শুভযাত্রা' ও 'মানময়ী গার্লস্ স্কুল' নাটকে অভিনয় করেন। এই সময় 'দেহ-যমুনা' নাটক লেখেন ও অভিনয় করেন। তারপর তাঁর লেখা 'মেঘমুক্তি' নাটক রঙ্‌মহলে অভিনীত হয়। তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু গীতিকার ৺অনিল ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে কয়েকখানি নাটক লেখেন। তার মধ্যে 'সেই তিমিরে' সাফল্যের সঙ্গে রঙ্‌মহলে অভিনীত হয়। এই খ্যাতিমান শিল্পী ও নাট্যকার স্বামীর ঘর, বিশ বছর আগে, মালা রায়, রত্নদ্বীপ (নাট্যরূপ), রক্তের ডাক, তুমি আর আমি প্রভৃতি নাটকগুলিতে অভিনয় করেন। তাঁর দেওয়া নাট্যরূপ শরৎচন্দ্রের 'বিপ্রদাস' শ্রীরঙ্গমে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

ভূতপূর্ব কালিকা থিয়েটারের উদ্বোধন হয় বিধায়ক ভট্টাচার্য্যের নাট্যরূপ বৈকুণ্ঠের উইল নাটকের মাধ্যমে। তারপর 'মেজদিদি'র নাট্যরূপ ও তাঁর '২৬শে জানুয়ারী', 'খেলাঘর' প্রভৃতি মৌলিক নাটক অভিনীত হয়।

মিনার্ভায় তাঁর লেখা ও অভিনীত নাটকের মধ্যে কুহকিনী, চিরন্তনী, অন্নপূর্ণার মন্দির (নাট্যরূপ) ও পিতা-পুত্র উল্লেখযোগ্য।

বিশ্বরূপায় ক্ষুধা, সেতু ও গিরিশ থিয়েটারে ডাউন ট্রেন প্রভৃতি তাঁর নাট্যরূপ, পরিচালনা ও অভিনয়ে সমৃদ্ধ।

মঞ্চ জগতের মত চিত্র জগতেও তাঁর রচিত বহু কাহিনী চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। রঙ্গমঞ্চে তাঁর অভিনয় যেমন চিত্তাকর্ষক, ছায়াচিত্রেও তেমনি। ঢুলি, অসমাপ্ত, অবাক পৃথিবী, পৃথিবী আমারে চায় ও ক্ষুধা প্রভৃতি আনুমানিক ৪৫।৫০খানা ছায়াচিত্রে তিনি সাফল্যের সঙ্গে রূপ দিয়েছে।

'মাটির ঘর' সগৌরবে বহু রজনী অতিক্রান্ত করায় তিনি 'মধু সংলাপী' আখ্যায় ভূষিত হন।

তাঁর লেখা বহু গান সঙ্গীতশিল্পী ৺মৃণালকান্তি ঘোষ ও হেমন্তকুমার মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে রেকর্ড হয়েছে।

কলিকাতা বেতার প্রতিষ্ঠানের তিনি একজন জনপ্রিয় নট ও নাট্যকার। তাঁর লেখা বহু নাটক বেতার নাটুকে দল কর্তৃক অভিনীত হয়েছে। সম্প্রতি তাঁর রচিত 'ডাক দিয়ে যাই' নাটক বেতারে ন্যাশানাল প্রোগ্রামরূপে ভারত-বর্ষের সমস্ত ভাষায় সমস্ত ষ্টেশন থেকে প্রচারিত হয়েছে।

• 'বিশ্ববাণী শিক্ষা-সংস্থা' তাঁকে 'ডক্টর অফ্‌ লিটারেচার' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। বর্তমানে বহু কাগজের সঙ্গে, ঔপন্যাসিকদের সঙ্গে ও বরণীয় নেতাদের সঙ্গে তিনি জড়িত আছেন।

॥ বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্র ॥

নাট্যকার ও নাট্যপরিচালক

(বাংলা)

নিষ্ঠা-সংযম না থাকিলে জগতে বড় হওয়া যায় না। কলিকাতায় ১৯০৪ সালে বীরেন্দ্র কৃষ্ণ ভদ্রের জন্ম হয়। ইনি রায়সাহেব ৺কালীকৃষ্ণ ভদ্রের পুত্র। তিনি বি-এ, বি-এল ডিগ্রি লাভ করে প্রথম জীবনে কিছুদিন ওকালতি করেছিলেন। চলচ্চিত্রে তাঁর প্রথম চিত্রনাট্য ও পরিচালিত ছবি 'স্বামীর ঘর'। তারপরে 'ভোট ভণ্ডুল'। পরবর্তী জীবনে তাঁর রচিত কাহিনীগুলির মধ্যে মহিষাশূর বধ, সতীর দেহত্যাগ, অন্নপূর্ণা, মদনমোহন, সত্যনারায়ণ, বামাক্ষ্যাপা, তৈলঙ্গস্বামী, নদের নিমাই, কেশব সেন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

১৯২৭ সালে তিনি প্রথম বেতারে যোগ দেন। তাঁরই পরিচালনায় বেতার নাটুকে দল কর্তৃক প্রথম ব্যারিষ্টার শিরীষ বোসের 'সন্ধিক্ষা' নাটক অভিনীত হয়। এ যাবৎ বেতারে তিনি আনুমানিক সহস্রাধিক নাটক পরিচালনা করেছেন। বহু নাটকে তিনি অভিনয় করে বেতারে শ্রেষ্ঠ নটরূপে পরিচিত হয়েছেন। তাঁর রচিত বিরূপাক্ষের ঝঞ্ঝাট, বিষম

বিপদ, নিদারুণ অভিজ্ঞতা, অযাচিত উপদেশ, বিচিত্র চরিত্র, কেলেঙ্কারী প্রভৃতি গ্রন্থ জনসমাদর লাভ করেছে।

তাঁর বহু নাটকের মধ্যে ভোট ভণ্ডুল, প্রহারেন ধনঞ্জয়, জীবন বীমা, বিপর্যয়, ব্ল্যাক আউট, মেস নং ৪৯ ও জগদম্বা প্রভৃতি নাটক বেতারে ও সৌখীন সম্প্রদায়ে বহুবার সগৌরবে অভিনীত হয়েছে।

গ্রামোফোন জগতেও তিনি খুব পরিচিত। সোনোলা, মেগাফোন, টুইন, কলম্বিয়া প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে তাঁর রচিত শতাধিক নাটক ও নক্সা অভিনীত হয়েছে।

রঙ্‌মহল রঙ্গমঞ্চে তাঁরই পবিচালনায় প্রথম নাটক 'অভিষেক' ও 'প্রলয়' খুবই প্রশংসা অর্জন করে। তারপর থেকে তিনি নিয়মিত ভাবে ষ্টারে, নাট্য-নিকেতনে, মিনার্ভা, রঙ্‌মহল প্রভৃতি নাট্যমঞ্চে বহু নাটকের রচনা ও পরিচালনা করেছেন।

১৯২২ সাল থেকে তিনি বিভিন্ন পত্রিকায় প্রবন্ধ, নক্সা, গল্প ও নাটক লিখে আসছেন। বেতার জগৎ পত্রিকার জন্ম থেকে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র উক্ত পত্রিকার উন্নতির জন্য চেষ্টা করেছেন। বেতারের সর্ববিভাগে বক্তৃতা দান করে, বেতার নাট্য-পরিচালনা ও অংশ গ্রহণ কবে, সুদীর্ঘ ৩০।৩২ বৎসর ধরে তিনি বেতার কেন্দ্রকে জনপ্রিয় করে তুলেছেন। এছাড়াও তিনি বহু বিশিষ্ট সাংবাদিক, মণীষী ও নেতৃবৃন্দের সংস্পর্শে এসেছেন। বেতারে মহালয়ার শুভক্ষণে মহিষাসুর মর্দিনীতে তাঁর কণ্ঠ স্মরণীয় হযে থাকবে।

॥ বাণীকুমার ॥

নাট্যকার ও নাট্য-পরিচালক —বাংলা

বাণীকুমার ১৯০৭ সালে হাওড়া জেলার কানপুর গ্রামে মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বাণীকুমার প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্র ছিলেন। শ্রীপঞ্চানন তর্করত্ন স্বাক্ষরিত সংস্কৃত অহীমণ্ডল থেকে তিনি 'কাব্যশাস্ত্রী' উপাধি পেয়েছেন। 'সংস্কৃত সাধনা' নামে একখানি পত্রিকার তিনি সম্পাদক ছিলেন। ভারতবর্ষ প্রভৃতি পত্রিকায় তিনি নিয়মিতভাবে লিখতেন।

এই গুণী ব্যক্তি তাঁর জীবনে নরেন দেব, মণিলাল গাঙ্গুলী, চারু রায়,

প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, সৌরীন মুখোপাধ্যায়, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রভৃতির সঙ্গে নিয়মিত সাহিত্য আলোচনা করতেন। বিবাহিত জীবনে কিছুদিন তিনি কলকাতার মিন্টে চাকুরী করতেন।

তিনি প্রথমে রাজশেখর বসুর 'চিকিৎসা সঙ্কটের' নাট্যরূপ দেন ও বেতারে অভিনয় করেন। তারপর বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, পঙ্কজ মল্লিক প্রভৃতির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের বৈকুণ্ঠের উইল প্রভৃতিতে অভিনয় করেন। বেতারে বিদ্যার্থী-মণ্ডলের নামকরণ তিনিই করেছেন।

৺সরস্বতী পূজায় গীতিনাট্য তিনিই প্রথম রচনা করেন ও অভিনয় করেন। ৺শিবরাত্রী উপলক্ষে গীতিনাট্য 'বসন্তেশ্বরী' তাঁরই রচনা। বাংলা ১৩৩৯ সাল থেকে আজ পর্যন্ত তাঁর রচিত 'মহিষাসুরমর্দিনী' বেতারে অভিনীত হয়ে আসছে। তাঁর রচিত পুস্তকের মধ্যে 'সারনাথ', 'বিস্মৃত বৈশালী', 'সপ্তগ্রাম', 'বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

বেতারে মহিলাদের গান গাওয়া ও অভিনয়ের সুযোগ তিনিই প্রথম দেন। বেতারে বিচিত্রা ও নূতন টেক্‌নিকের প্রতিষ্ঠাতা তিনিই।

সন্তান, গীতবল্লকী, স্বরলিপিকা (১ম ও ২য়), চোরাবাঁশী, সপ্তর্ষী (নাটক), গীতবাণী, বিচিত্র গীতিসংগ্রহ প্রভৃতি পুস্তক রচনা করে তিনি প্রশংসা অর্জন করেছেন। শিশুগ্রন্থ, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা করে তিনি খ্যাতি লাভ করেছেন।

বর্তমানে তিনি বেতারের সঙ্গেই যুক্ত আছেন। নিউ থিয়েটার্সের প্রথম দিকে দেনা-পাওনা, ভাগ্যচক্র, দেবদাস প্রভৃতি কথাচিত্রে তিনি সঙ্গীত রচনা করেছেন। এইচ-এম-ভি, হিন্দুস্থান ও মেগাফোন কোম্পানীতে তাঁর বহু গান রেকর্ড হয়েছে। বেতারেও তিনি বহু নাটকের নাট্যরূপ দিয়েছেন।

॥ মন্মথ রায় ॥

নাট্যকার—বাংলা

ভারতীয় নাট্য-আন্দোলনের ও নাট্য-ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে যে কয়জন প্রবীন নাট্যকারের শ্রেষ্ঠত্ব অনস্বীকার্য্য তাদের মধ্যে নাট্যকার মন্মথ রায়ও

একজন। ১৮৯৯ সালে পূর্ববঙ্গের ময়মনসিংহের গালা গ্রামে মন্মথ রায়ের জন্ম হয়। বালুরঘাট উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় থেকে তিনি প্রবেশিকা, কলিকাতা স্কটিশচার্চ কলেজ থেকে বি-এ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম-এ, বি-এল ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯২৬—৩৮ সাল পর্য্যন্ত তিনি বালুরঘাটে ওকালতি করেছিলেন। কিছুদিন সাংবাদিকতাও করেছেন। ১৯২৩ সালে তাঁর প্রথম একাঙ্কিকা নাটক 'মুক্তির ডাক' ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত হয়। ছ' বছর বয়সে ইনি পূর্ববঙ্গ হইতে বালুরঘাটে আসেন। ১৯৩৮ সালের মধ্যে ইনি চাঁদ সদাগর, মহুয়া, কারাগার, রাজনটী, খনা, মীরকাশিম প্রভৃতি নাটক রচনা করেন। কিন্তু কারাগার নাটকখানি তদানীনন্তন সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ হয়। ইতিমধ্যে চলচ্চিত্রে রাজনর্তকী (হিন্দী-বাংলা-ইংরাজী), চাঁদসদাগর, যোগাযোগ প্রভৃতি বহু নাটক কলকাতা ও বম্বে ছায়াচিত্রে রূপায়িত হয়। মন্মথ রায় রচিত কোর্ট ডান্সার ভারতে নির্মিত প্রথম সবাক ইংরাজী চিত্র ও মেট্রোতে প্রদর্শিত প্রথম ভারতীয় ছবি। মন্মথ রায়ের খনা, রামপ্রসাদ, ক্ষুদিরাম, বামাক্ষ্যাপা, কারাগার, লায়লা মজনু, চাঁদসদাগর, মীরকাশিম প্রভৃতি রেকর্ড-নাট্যগুলিও বেশ জনপ্রিয়। ১৯৪৭—৫৭ সাল পর্য্যন্ত ইনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রচার চিত্রপরিচালক হিসেবে তথ্যচিত্র পরিচালনা করেছেন। মন্মথ রায় লিখিত নাটকের মধ্যে জীবনটাই নাটক, রঘু ডাকাত, মমতাময়ী হাসপাতাল, ধর্মঘট, চাষীর প্রেম, উর্বশী, নিরুদ্দেশ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, 'মরা হাতি লাখ টাকা, কোটিপতি নিরুদ্দেশ' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। একাঙ্ক নাটকের প্রবর্তক হিসেবে ইনি চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। বিশ্বকবির ক্ষুধিত পাষাণের চিত্রনাট্য মন্মথ রায়ের আর এক অবদান। বর্তমানে ইনি আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রের সঙ্গে যুক্ত আছেন।

॥ মহেন্দ্র গুপ্ত ॥

নট ও নাট্যকার—বাংলা

মহেন্দ্র গুপ্ত একদিন ষ্টার রঙ্গমঞ্চের কর্ণধার হয়ে পতনোন্মুখ নাট্যশালার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। একাধারে নাট্যকার, পরিচালক ও অভিনেতা নাট্যশালার ইতিহাসে বিরল।

১৯১১ সালে ফরিদপুরে তাঁর জন্ম হয়। পিতার নাম ৺দেবেন্দ্রমোহন গুপ্ত একজন আইনজ্ঞ ছিলেন এবং সৌখীন নাট্যসম্প্রদায়ে সু-অভিনয় করিতেন। পিতার কাছে নাটক সম্বন্ধে অণুপ্রেরণা পেয়ে শৈশব থেকেই মহেন্দ্র গুপ্ত অভিনয় সুরু করেন। তিনি যখন মাত্র নবম শ্রেণীর ছাত্র তখন মহাকবি ৺গিরিশচন্দ্রের 'বুদ্ধদেব নাটকে নাম-ভূমিকায় অভিনয় করে বিশেষ খ্যাতিলাভ করেন।

ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম-এ (বাংলা) পাশ করেন। সরকারের অধীনে তিনি কিছুদিন চাকুরীও করেছেন।

একদিকে যেমন তিনি প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন অপরদিকে নাটকের প্রতি তাঁর আকর্ষণও ছিল প্রবল।

১৯৩০ সালে বঙ্গরঙ্গমঞ্চের প্রখ্যাত অভিনেতা বাণীবিনোদ ৺নির্মলেন্দু লাহিড়ীর সহিত তাঁর পরিচয় হয়। রঙ্গালয়ের প্রতি তিনি আকৃষ্ট হয়ে পড়েন এবং নাটক রচনায় মনোযোগ দেন। তাঁর সর্বপ্রথম নাটক 'গয়াতীর্থ' ১৯৩৫ সালে মিনার্ভায় অভিনীত হয়। তারপর 'উত্তরা' জনসাধারণের প্রশংসা অর্জন করে। প্রথম ষ্টার রঙ্গালয়ে তাঁর 'চক্রধারী' নাটকটি অভিনীত হয়। কালিপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ষ্টারে তাঁর নাটক 'রণজিৎ সিংহের' অভিনয় করেন। ১৯৪০ সালে ষ্টারের সঙ্গে কালিপ্রসাদ ঘোষ সম্বন্ধ ছিন্ন করায় সেই সময় থেকে তিনি নাট্য-পরিচালনার দায়িত্ব বহন করেন। তাঁর রচিত ও পরিচালিত প্রথম নাটক 'গঙ্গাবতরণ' বহুদিন সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়। তারপর থেকে তিনি নাট্যকার ও নাট্য-পরিচালক হিসেবে ষ্টারে উষাহরণ, রাণী দুর্গাবতী, রাণী ভবানী, উর্বশী, টিপুসুলতান, মহারাজ নন্দকুমার, শতবর্ষ আগে, স্বর্গ হতে বড়, কালিন্দী, নৌকাডুবি, বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহ ও দেবীদুর্গা প্রভৃতি বহু নাটক মঞ্চস্থ করেন। ১৯৪০ সালে তিনি 'স্বর্গ হতে বড়' স্বরচিত নাটকে প্রথমে অমরেশের চরিত্রে অভিনয় করেন। তারপর থেকে ষ্টার রঙ্গালয়ে এই প্রথিতযশা নট সাজাহানে—ঔরঙ্গজেব, কালিন্দীতে—রামেশ্বর, বালাজী বাজীরাও নাটকে—আহমেদ সা আবদালী, মা—অরবিন্দ, চন্দ্রশেখর—নবাব, দেবলা দেবীতে—খিস্নির, পৃথ্বিরাজে—

পৃথ্বিরাজ ও মিশর কুমারীতে—আমন্দেশ ও খাঁয়ের অভিনয় করে প্রভূত প্রশংসার অধিকারী হন। কঙ্কাবতীর ঘাট নাটকখানি সত্যই অপূর্ব। এই স্বরচিত নাটকখানি প্রায় বহু রঙ্গালয়েই সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত হয়েছে।

ষ্টার রঙ্গালয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদ করবার পর তিনি একটি ভ্রাম্যমান সম্প্রদায় গঠন করেছেন। তাঁর অভিনয় প্রতিভা দেখে আসামের গভর্ণর মাননীয় ফজল আলি তাঁকে মানপত্র প্রদান করেছেন। বহু অভিনেতা-অভিনেতৃ তাঁর সংস্পর্শে এসে রঙ্গজগতের প্রিয় শিল্পী হয়েছেন।

প্রায় ৬০খানা নাটক তিনি রচনা করেছেন। পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়ে পাঠক সমাজেও সেগুলি যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করেছে।

॥ শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ॥

লেখক ও চিত্রপরিচালক—বাংলা

১৯০১ সালে বর্ধমান জেলার আন্দুলে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম হয়। তিনি একাধারে পরিচালক, কাহিনীকার ও অভিনেতা। মঞ্চ পরিচালনাতেও ইনি যথেষ্ট দক্ষ। মাঝে মাঝে বেতারেও অভিনয় করে থাকেন। তাঁর প্রথম রচিত ও পরিচালিত ছবি 'নন্দিনী'। তাঁর রচিত ও পরিচালিত চিত্রের মধ্যে বন্দী, মানে না মানা, নন্দিনী, আমি বড় হবো, কথা কও, অভিনয় নয়, শহর থেকে দূরে প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বাংলা সাহিত্যেও তিনি একজন খ্যাতিমান সাহিত্যিকরূপে পরিচিত। তাঁর রচিত ও পরিচালিত ছবি একদিন বাংলার প্রতিটি দর্শকের প্রশংসা অর্জন করেছে।

॥ শচীন সেনগুপ্ত ॥

নাট্যকার ও লেখক—বাংলা

প্রথিতযশা নাট্যকার ও সুলেখক শচীন সেনগুপ্ত লেখক ও নাট্য-সম্প্রদায়ের সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িত। তাঁর রচিত নাটকগুলির মধ্যে রক্ত-কমল, গৈরিক পতাকা, ঝড়ের রাতে, সতীতীর্থ, জননী, দশের দাবী, আবুল হাসান, নরদেবতা, প্রলয়, স্বামী-স্ত্রী, কালের দাবী, সিরাজদ্দৌলা, তটিনীর বিচার, পথের দাবী, (নাট্যরূপ) সংগ্রাম ও শান্তি, কামাল আতাতুর্ক, হরপার্বতী, নার্সিংহোম, কাঁটা ও কমল, মাটির মা, দেবদাস (নাট্যরূপ), ধাত্রীপান্না ও রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি বহু রাত্রিব্যাপী রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়ে প্রশংসিত হয়েছে।

গৈরিক পতাকা, আবুল হাসান, প্রলয়, স্বামী-স্ত্রী, সিরাজদ্দৌলা, তটিনীর বিচার, নার্সিংহোম প্রভৃতি নাটকগুলি বিভিন্ন রঙ্গালয়ে এবং কলিকাতা বেতার-নাট্যে আজও অভিনীত হয়।

দেশে ও বিদেশে তিনি নিমন্ত্রিত হয়ে প্রচুর সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। তাঁর রচিত বহু নাটক পুস্তক আকারে প্রকাশিত হয়ে জনপ্রিয় হয়েছে। রঙমহলে অভিনীত 'সাহেব বিবি গোলামে'র তিনি নাট্যরূপ দিয়েছেন। নাট্যকার হিসেবে তিনি সকলের শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন।

ইংরাজী ১৯৬০ সালে তাঁর ৬৭ বছরের জন্মতিথি পালন করা হয়েছে। তিনি খুলনায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺সত্যচরণ সেনগুপ্ত।

জ্যোতির্ময় বসু রায়

চিত্র সাংবাদিক

শ্রীজ্যোতির্ময় বসু রায় ১৯২১ সালে সিলেট হবিগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম জগৎ নাথ বসু রায়। ১৯৪৪ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে এম, এ পাশ করেন।

১৯৪৯ সালে সাপ্তাহিক '*Tide*' পত্রিকায় প্রথম সাংবাদিকতা সুরু করেন। ১৯৫১ সালে 'হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড'এ সহকারী সম্পাদক রূপে যোগ দেন এবং ১৯৫২ সাল থেকে ১৯৫৬ সাল পর্য্যন্ত উক্ত পত্রিকার দিল্লী অফিসে কাজ করেন। ১৯৫৬ সালেই কলিকাতাস্থ 'হিন্দুস্থান ষ্টাণ্ডার্ড' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র চিত্র-মঞ্চ বিভাগে কাজ করেন।

১৯৫৯ সালে আনন্দবাজার পত্রিকার চিত্র মঞ্চ বিভাগ সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন এবং বর্তমানে উক্ত পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

নির্মল কুমার ঘোষ

(এন, কে, জি) চিত্র-সাংবাদিক

১৯১- সালে শ্রী নির্মল কুমার ঘোষ জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম—৺বসন্ত কুমার ঘোষ।

১৯৩২ সালে ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি, এ পাশ করেন।

স্কুলজীবন থেকেই শ্রীঘোষ চিত্র সাংবাদিকতার প্রতি এক দুর্নিবার আকর্ষণ অনুভব করেন। শ্রীঘোষের পিতা ছিলেন মহরাজা মণীন্দ্র চন্দ্র নন্দীর এষ্টেটের জেনারেল ম্যানেজার। সামন্ততান্ত্রিক ঐশ্বর্যতার মধ্যে জীবন কাটাবার সুযোগ থাকলেও চিত্র-সাংবাদিকতার প্রতি এই দুর্নিবার আকর্ষণ-ই তাঁকে টেনে নিয়ে আসে অনাড়ম্বর অথচ বলিষ্ঠ জীবনযাত্রার মধ্যে। এই পথে তিনি ভারতের প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীতুষার কান্তি ঘোষের সাহায্য ও সাহচর্য্য লাভে ধন্য হয়েছেন।

ছাত্রাবস্থায় 'বহুরূপী' বলে একটি পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং পরে শ্রী হেমেন্দ্র কুমার রায়ের 'নাচঘর' পত্রিকায় চিত্র-মঞ্চের ওপর নিয়মিত লিখতে সুরু করেন।

১৯৩৪ সালে ইংরাজী অমৃত বাজার পত্রিকায় যোগদান করে উক্ত পত্রিকায় চিত্রমঞ্চ বিভাগের প্রবর্তন করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য ইনিই সর্ব্বপ্রথম বাঙলা দৈনিক সংবাদপত্রে চিত্র-মঞ্চ বিভাগের প্রবর্তন করেন এবং ফিল্ম প্রেস শো'র-ও প্রবর্তন করেন। Film journalist Association প্রতিষ্ঠাও ইনি করেন এবং বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সহ-সভাপতি।

১৯৫৮ সালে 'বার্লিন ফিল্ম ফেষ্টিভেল'এ ভারতবর্ষের প্রতিনিধিরূপে যোগদান করেন। তিনি 'ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটি' এবং সেন্সর বোর্ডের সদস্য ছিলেন। দীর্ঘ দশ বৎসর যাবৎ অল্ ইণ্ডিয়া রেডিওতে প্রতি মঙ্গলবার চিত্র-সমালোচনা করেছেন।

বর্তমানে শ্রীঘোষ অমৃতবাজার পত্রিকায় চিত্র-মঞ্চ সম্পাদক এবং অন্যতম সহ-সম্পাদক রূপে সংযুক্ত আছেন। চিত্র-সাংবাদিকতার জগতে ইনি এন, কে, জি নামে প্রখ্যাত।

মহেন্দ্র নাথ সরকার

চিত্র সাংবাদিক

১৯১০ সালে রংপুর জেলায় শ্রীমহেন্দ্র নাথ সরকার জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺গিরিশচন্দ্র সরকার।

প্রথম রংপুর কলেজ এবং পরে কলিকাতার 'রিপন কলেজ'এ অধ্যয়ন করেন। বাঙলার অন্যতম চিত্র-সাংবাদিক শ্রীনির্মল কুমার ঘোষ (এন, কে, জি) ছিলেন শ্রীসরকারের সহপাঠী বন্ধু। ছাত্রাবস্থায় দুই বন্ধু মিলে মাঝে মাঝে 'গ্লোব'এ সিনেমা দেখতে যেতেন—দেখার ফাঁকে ফাঁকে চলচ্চিত্রের বর্তমান-ভবিষ্যৎ নিয়ে নানা আলোচনা করতেন এবং বাড়ী এসে তার সমালোচনা লিখতেন।

এইভাবে কলেজ জীবন থেকেই চিত্র-সাংবাদিকতার প্রতি তাঁর এক দুর্নিবার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। এই প্রবণতাই উত্তর জীবনে তাঁকে চিত্র-সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে।

১৯৩৭ সালে ইনি 'যুগান্তর'এর চিত্র-মঞ্চ বিভাগে সম্পাদকরূপে যোগদান করেন। মধ্যে কয়েক বছর এর থেকে বিচ্ছিন্ন থাকলেও ১৯৪৮ সাল থেকে শ্রীসরকার উক্ত বিভাগ সম্পাদনার দায়িত্ব পুনরায় গ্রহণ করেন। বর্তমানে উক্তপদেই তিনি অধিষ্ঠিত আছেন।

বাঙলায় প্রথম Film journalist Association প্রতিষ্ঠার ইনি অন্যতম একজন উদ্যোক্তা ছিলেন। দেশ ও দশের কল্যাণে আত্মনিয়োগ করলেও বর্তমান প্রচারতন্ত্রের যুগে স্বল্প সংখ্যক যে কয়জন ব্যক্তি আত্মগোপন করে প্রচারহীন ভাবে থাকতে চান—শ্রীসরকার তাঁদেরই অন্যতম একজন। প্রচার-বিমুখ শ্রীসরকার কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে অত্যন্ত সদালাপী ব্যক্তি।

মনুজেন্দ্র ভঞ্জ

চিত্র-সাংবাদিক

বাংলার প্রখ্যাত চিত্র-সাংবাদিক শ্রীমনুজেন্দ্র ভঞ্জ ১,৯০৩ খৃষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। পিতার নাম ৺হেমচন্দ্র ভঞ্জ। ইনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইকনমিক্স অনার্স গ্রাজুয়েট। কিছুদিন আইন ব্যবসাতেও লিপ্ত ছিলেন। বর্তমান বাঙলার প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীসরোজ কুমার রায়চৌধুরী যখন 'আত্মশক্তি' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন—'আত্মশক্তি'র সেই গৌরবময় অধ্যায়ে শ্রীভঞ্জ ছিলেন উক্ত পত্রিকার চিত্র-মঞ্চ সম্পাদক।

১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৪৭ সাল পর্য্যন্ত ইনি ইংরাজী 'দীপালী সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছিলেন এবং ১৯৪৯ সাল থেকে অদ্যাবধি ইংরাজী দৈনিক' হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' এর চিত্র সম্পাদক রূপে কাজ করছেন।

১৯৩৮ সালে দেবকী কুমার বসুর সহকারী হয়ে 'নিউ থিয়েটার্স' এ যোগ দেন। তাঁর প্রথম ছবি 'মৌচাকে ঢিল', পরবর্তী ছবি 'শাঁখা সিঁদুর'।

ইনি চিত্র সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে 'চন্দ্রশেখর' ছদ্মনামে পরিচিত।

সেবাব্রত গুপ্ত

চিত্র-সাংবাদিক

ইনি ১৯২৬ সালে জন্মগ্রহণ করেন। শ্রীগুপ্ত'র পিতা যোগেশচন্দ্র গুপ্ত একজন বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী।

১৯৪৮ সালে প্রথম সাংবাদিকতা সুরু করেন। ইংরাজী দৈনিক 'Nation', ইংরাজী সান্ধ্য দৈনিক 'Free Lance' প্রভৃতির সংগে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বোম্বে থেকে প্রকাশিত '*Free Press Journal*' এর বিশেষ সংবাদদাতা এবং 'সচিত্র ভারত' এর সম্পাদকের দায়িত্বও ইনি নিয়েছিলেন।

বর্তমানে ইনি সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার 'রঙ্গজগৎ' সম্পাদনার দায়িত্ব নিয়েছেন। এছাড়া মাদ্রাজের '*Movieland* পত্রিকার কলিকাতা প্রতিনিধি এবং *Near And Far East News Agency*'র (*NAFEN*) কলিকাতার চিত্র প্রতিনিধি। ছদ্মনামেও ইনি কয়েকটি সাময়িক পত্রে লিখে থাকেন।
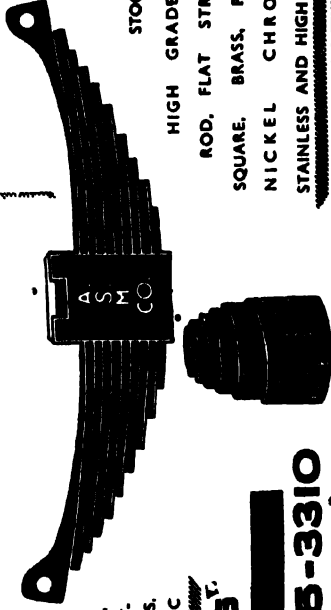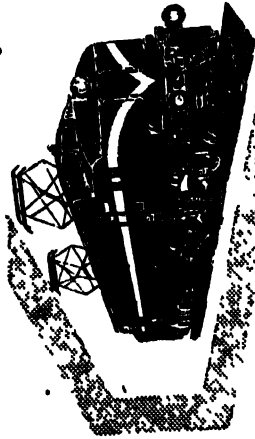
॥ কলিকাতার চিত্রাগার ও রসায়নাগার ॥

• বেঙ্গল ফিল্ম ল্যাবরেটারী ২৭ চণ্ডী ঘোষ রোড, কলিঃ-৩৩ ফোন : ৪৬-৪২৭২ ॥ ফিল্ম সার্ভিস ল্যাবরেটারী ৩৭ গলফ্ ক্লাব রোড, কলি-৩৩ ফোন : ৪৬-১৪৯৩ ॥ ইষ্টার্ণ টকীজ লিমিটেড ১৪ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, দক্ষিণেশ্বর ফোন : ৩৪-৪৪০৩ ॥ অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন ১০৬ নারিকেল ডাঙ্গা নর্থ রোড, কলিকাতা-১১ ফোনঃ ৩৫-৪৪৫১ ॥ ক্যালকাটা মুভিটোন লিঃ ২৫ চণ্ডী ঘোষ রোড, কলিকাতা-৪০ ফোন : ৪৬-৮৮৬৫ ॥ ইণ্ডিয়া ফিল্ম ল্যাবরেটরী লিঃ ৩০ চণ্ডী ঘোষ রোড, কলিকাতা ॥ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ষ্টুডিও লিঃ রিজেন্ট পার্ক, কলিকাতা-৩৩ ফোন : ৪৬-৩২১৮ ॥ ইন্দ্রপুরী ষ্টুডিও লিঃ, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাত -৩৩ ফোন : ৪৬-৩২১৮ ॥ নিউ থিয়েটাস ষ্টুডিও (১নং) ৩০ চণ্ডী ঘোষ রোড, কলিকাতা-৩৩ ফোন : ৪৬-৩১৬২; ৪৬-৩১৬২ ॥ নিউ থিয়েটার্স ষ্টুডিও (২নং), প্রিন্স আনোয়ার শা রোড, ফোন : ৪৬-৩৩০৯ ॥ রাধা ফিল্মস লিঃ ৭২ বসা রোড, কলিকাতা-৩৩ ফোন : ৪৬-১২৫২ ॥ টেক্‌নিসিয়ান ষ্টুডিও লিঃ ৪ বাবুরাম ঘোষ রোড, কলিকাতা-৪০ ফোন : ৪৬-২৫১৯ ॥ ইউনাইটেড সিনে ল্যাবরেটরী, বাবুরাম ঘোষ রোড, কলিকাতা ॥

॥ কলিকাতার প্রযোজক প্রতিষ্ঠান ॥

এ, জে, প্রোডাকসন্স ৫৬, বেন্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১ ॥ এ, কে, ভি, প্রোডাকসন্স ১৬৮।১ডি, রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ॥ অমর মল্লিক প্রোডাকসন্স ১৯০, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা ২৯ ॥ অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ ১২৫, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ ফোন : ২৪-৩১৬৮ ॥ বাণী চিত্র ১২এ, হালদার পাড়া রোড, কলিকাতা ২৬ ॥ বিকাশ রায় প্রোডাকসন্স ৬, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : ৪৫-৩৭২০ ॥ চিত্রমায়া লিমিটেড ৫, ডাক্তার সত্যানন্দ রায় রোড, কলিকাতা ॥ চিত্রপরিবেশক লিমিটেড ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ ॥ চিত্রসাথী লিমিটেড ২৫, কারবালা ট্যাঙ্ক লেন, কলিকাতা ৬ ॥ দেবকী বসু প্রোডাকসন্স লিঃ ৫,

ডাক্তার সত্যানন্দ রায় রোড, কলিকাতা ফোন: ৪৬-২০০৯, ২৪-৩১৫৫ ॥ দিলীপ পিকচার্স ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ ॥ ইষ্টার্ণ টকীজ লিমিটেড ১২৭বি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ফোন: ৩৪-৪৪০৩ ॥ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং, রিজেন্ট পার্ক, কলিকাতা ॥ এমার প্রোডাকসন্স ৯৫এ, বেলতলা রোড, কলিকাতা ॥ এম, কে, জি, প্রোডাকসন্স ৩১এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ ফোন: ২৪-৩৩৭১ ॥ গোল্ডেন পিকচার্স ১৭৯।১এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ ॥ এইচ, এন, সি, প্রোডাকসন্স ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩, ফোন: ২৪-৪৭৩৫ ॥ আই, এন, এ, পিকচার্স ১৭৯।১এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ ॥ মেট্রোপলিটন পিকচার্স ৪৮, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা ১২ ॥ মিত্রানী লিমিটেড ৫৭, হরিশ চট্টোপাধ্যায় ষ্ট্রীট, কলিকাতা ২৬। নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড ১৭২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ ॥ প্রোডাকসন্স সিণ্ডিকেট লিঃ ৪১।৩, ষ্টেশন লেন, কলিকাতা ৩১ ॥ এস, বি, প্রোডাকসন্স, ৩এ, হিন্দুস্থান রোড, বালীগঞ্জ, কলিকাতা ২৯ ফোন: ৪৬-২৪৬৪ ॥ এস, এম, প্রোডাকসন্স ১৮এ, রজনী সেন রোড, কলিকাতা ॥ শ্রীমতী পিকচার্স ১, রিজেন্ট গ্রোভ, টালীগঞ্জ, কলিকাতা, ফোন: ৪৬-২০০৪ ॥ সান রাইজ ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর লিঃ ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩, ফোন: ২৪-৩১৭৫ ॥ বসু মিত্র ৯এ, কপার ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন: ৪৬-৩৪২৪ ॥ জনতা পিকচার্স এ্যাণ্ড থিয়েটার্স ১৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা ১৩ ফোন: ২৩-৫০৬২ ॥ ইষ্টার্ণ সার্কিট প্রাইভেট লিঃ ৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন: ২৩-৫৭১৯ ॥ সত্যজিৎ রায় প্রোডাকসন্স ৩, লেক টেম্পল রোড, কলিকাতা ফোন: ৪৬-১৮১৭ ॥ মধুমিতা প্রোডাকসন্স ১০৮সি, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ৯ ॥ সারদাময়ী পিকচার্স প্রাইভেট লিঃ ১০, মদন দত্ত লেন, কলিকাতা ১২ ॥ আর, বি, ফিল্মস ৮৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ॥ নিয়োগী পিকচার্স প্রাইভেট লিঃ ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ॥ নবোদয় ফিল্মস ১১৭, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ॥ কনক মুখার্জী প্রোডাকসন্স প্রাইভেট লিমিটেড ১, ডাঃ সত্যানন্দ রায় রোড, কলিকাতা ॥ এইচ, এন, সি, প্রোডাকসন্স ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ॥

॥ কলিকাতার পরিবেশক প্রতিষ্ঠান ॥

অমর জ্যোতিঃ পিকচার্স ১২, ওয়াটালু স্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : ২৩ ৪৬৮৯ ॥ অঞ্জন ফিল্মস ১২৭বি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ফোন : ৩৪-২৩৫৩ ॥ অরবিন্দ পিকচার্স ৫৩, এজরা স্ট্রীট, কলিকাতা ॥ আর্ট এ্যাণ্ড কালচার পিকচার্স ১০, ওয়াটালু স্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : ২৩-৬৯১৭ ॥ অশোকা পিকচার্স ১১এ, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা ফোন : ২৩-২৭৯৯ ॥ অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ ১২৫, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, ফোন : ২৪-৩১৬৮ ॥ বসন্ত পিকচার্স ১২, ওয়াটালু স্ট্রীট, কলিকাতা ॥ বাটাভিয়া পিকচার্স ৬২, বেন্টিক স্ট্রীট, কলিকাতা ॥ বেঙ্গল সিনে ফিল্মস ৬২, বেন্টিক স্ট্রীট, কলিকাতা ॥ বেঙ্গল ফ্লিম কর্পোরেশন পি৯৬, চৌরঙ্গী স্কোয়ার ॥ ভবতারিনী পিকচার্স ৮৬, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ॥ ভারতী ফিল্মস, ১৭৯।১এ, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ফোন : ২৩-৪৫৪১ ॥ ভাস্কর বাণী চিত্র ৮, কালিদাস সেন, কলি-১২ ॥ ভবানী ফিল্মস ১, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা-১ ॥ বিলমোরিয়া এ্যাণ্ড লালজী ১১এ, এসপ্লানেড ইষ্ট, কলিকাতা ফোন : ২৩-২৫৯২ ॥ বীণা ফিল্মস ৬২, বেন্টিক্ক স্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : ২৩-৭৭৯৩ ॥ বিপস্থ ফিল্ম কর্পোরেশন ৩৩, আর্মেনিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা-১ ॥ বম্বে পিকচার্স কর্পোরেশন ১১এ, এসপ্লানেড ইষ্ট কলিঃ ॥ বম্বে পিকচার্স এ্যাণ্ড ডিষ্ট্রিবিউটার ১, ওয়াটালু স্ট্রীট, কলিকাতা ॥ ক্যালকাটা এণ্টারটেনার্স লিঃ ৭৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ॥ চণ্ডিকা পিকচার্স ১৬, ম্যাঙ্গো লেন, কলিকাতা ফোন : ২৩-৫৬৮৮ ॥ ছায়াবাণী লিমিটেড ৭৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ফোন : ২৪-৪৭০১ ॥ ছায়ালোক লিঃ ২, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা ফোন : ২৩-৫৯৫৮ ॥ চিত্রলোক ১, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা-১ ফোন : ২৩-২৫৩৫, ২৩-২৬৬০ ॥ চিত্র পরিবেশক লিমিটেড ৮৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ফোন : ২৪-৪৭৩৫ ॥ চিত্রশ্রী ৬২, বেন্টিক্ক স্ট্রীট, কলিকাতা ॥ সিনে ফিল্মস লিমিটেড ৬৬, বেন্টিক্ক স্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : ২৩-৩৬২১, ২৩-৬১২২ ॥ ক্ল্যাসিক্যাল পিকচার্স ৬২, বেন্টিক্ক স্ট্রীট, কলিকাতা ॥ দাগা পিকচার্স ৩, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ ফোন : ২৩-২১০৬,

২৩-৭৬৮৭ ॥ দামানী পিকচার্স ১৮১।১এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৬ ফোন : ২৩ ৬০১৭ ॥ দেবশ্রী পিকচার্স ৫এ, জাষ্টিস দ্বারকানাথ রোড, কলিকাতা ২০ ॥ ডি-লুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ফোন : ২৪-৩১৭৫, ২৪-৪৬২৯ ॥ দীনেশ পিকচার্স ৩১, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : ২৩৩৮৯ ॥ ইষ্ট ইণ্ডিয়া ফিল্ম কোং ৬৮, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭ ॥ ইষ্টার্ণ সার্কিট লিমিটেড ৬।২,ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : ২৩-৫১৭৯ ॥ ইষ্টার্ণ টকীজ লিমিটেড ১২৭বি, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিঃ ॥ এলিট ডিষ্ট্রিবিউটর ৬।৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা ॥ ইউরেকা ফিল্মস পি৯৬, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা ॥ এভার গ্রীন পিকচার্স কর্পোরেশন ১৩এ, এসপ্লানেড ইষ্ট, ফোন : ২৩-৬১৭৯ ॥ ফেমাস ফিল্মস টাওয়ার হাউস, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলি-১ ফোন ২৩-৫০ ৫ ॥ ফিল্ম ডিষ্টিবিউটার্স লিঃ ২৭, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন ২৩-১২২১ ॥ জি, আর, পিকচার্স ৪৩, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ফোন : ২৪-৩৯১৯ ॥ গীতা পিকচার্স লিমিটেড ৬, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : ২৩-৬৩৭৭ ॥ জেমিনী পিকচার্স সার্কিট লিঃ ২০এ, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : ২৩-৩৩৮০ ॥ গোল্ড মোহর ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর ৫৩, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোনঃ ২৩-১৪৭৭ ॥ গোল্ডউইন পিকচার্স ১, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা-১, ফোন : ২৩-২৪৪৫ ॥ গৌরী পিকচার্স ৬।২, ম্যাডান ষ্ট্রীট, ফোন : ২৩-২৩৬৪ ॥ হিন্দ পিকচার্স ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, ফোন : ২৪-২১২৪ ॥ হিন্দুস্থান সুপার ফিল্মস ৬২, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিঃ, ফোন : ২৩-১৬৮৩, ২৩-৫৫৪৪ ॥ ইনল্যাণ্ড পিকচার্স ও ডিষ্ট্রিবিউটর ৬, গ্রীক চার্চ রো এক্সটেনশন,কলিকাতা ২৬ ॥ জালান ডিষ্ট্রিবিউটর ১৮৩।১, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিঃ,ফোন : ২৩-৬০১৮ ॥ জনক পিকচার্স ৬২, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, ফোন : ২৩-১৬৯৬, ২৩-১৬৯৭ ॥ জনতা পিকচার্স এ্যাণ্ড থিয়েটার্স ১৫, সেণ্ট্রাল এভিনিউ, ফোন : ২৩-৫০৬২,২৩-৭০২৪ ॥ জ্যোতির্বাণী পিকচার্স ৬, ম্যাডান ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন : ২৩-৫৪৬০ ॥ কালিকা ফিল্মস লিমিটেড ৩১।বি, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, ফোন : ২৪-৩৩৭১ ॥ কল্পনা মুভিজ লিঃ ৫৩, বেন্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা; ফোন : ২৩-৩৯৯৪ ॥ কল্যাণী ফিল্মস ৬।২, ম্যাডান ষ্ট্রীট, ফোন : ২৩-২৩৬৪ ॥ কনক ডিষ্ট্রিবিউটর

লিঃ ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, ফোন: ২৪-২৫৩৬ ॥ কাপাদিয়া ফিল্ম এক্সচেঞ্জ ১, মতিশীল ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন ২৩-৫৬৯১ ॥ কাপুর চাঁদ লিমিটেড ৩৯, বেণ্টিক ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন: ২৩-৫৪৪২, ২৩-৫৪৪৩ ॥ কাশ্মীব ফিল্মস ৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট, ফোন: ২৩-৪১০৯ ॥ মানসাটা ফিল্ম ডিষ্ট্রি-বিউটর ৩২এ,ধর্মতলা ষ্ট্রীট কলিকাতা-১৩, ফোন: ২৪-১১৩২, ২৪-১১৩৩ ॥ মিতালী ফিল্মস লিঃ ৪৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩ ॥ মতি মহল থিয়েটার্স ৬৮, কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ॥ মুভি মায়া লিমিটেড ৪৩, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, ফোন: ২৪-২০৪০ ॥ মিউজিক্যাল ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটব ৪৫, মতিশীল ষ্ট্রীট, ফোন ২৩-৪৯০৭ ॥ নবরূপা ৫৬, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, ফোন: ২৪-২১৩৩ ॥ নালন্দা পিকচার্স ৬২, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট ॥ নন্দন পিকচার্স ৬।৩, ম্যাডান ষ্ট্রীট, ফোন: ২৩-২১০০ ॥ নাবাযণ পিকচার্স, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন: ২৪ ৪১৩৪ ॥ নর্মদা চিত্র ৩২।এ, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন: ২৪-৪০৭৩ ॥ নবযুগ পিকচার্স ৬৬, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, ফোন: ১৪-১৩১০ নেপচুন পিকচার্স ১১এ, এসপ্লানেড ইষ্ট, ফোন: ২৩-৫৯২২ ॥ পারিজাত ফিল্মস ২৭, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, ॥ পপুলাব ফিল্মস ৬, ম্যাডান ষ্ট্রীট, ফোন ২৩-২০৪৪ ॥ প্রভা পিকচার্স ৬৭, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট ২৩ ৩১৫০ ॥ প্রবীন পিকচার্স ৬২, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, ফোন ২৩ ৭৬৭৭ ॥ প্রেসিডেণ্ট পিকচার্স ১, চৌবঙ্গী স্কোয়াব,কলিকাতা-১ ফোন: ২৩ ২১২১ ॥ প্রাইমা ফিল্মস, ৭৬।৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, ফোন: ৫৫-১০৫৬ ॥ পূর্ণিমা পিকচার্স ৬, ম্যাডান ষ্ট্রীট, ফোন: ২৩-১৯৩৯ ॥ রাওয়াল পিকচার্স ১, চৌবঙ্গী স্কোযাব, কলিকাতা-১ ॥ এস, বি, ফিল্মস ৬, ম্যাডান ষ্ট্রীট, ফোন: ২৩ ১৩৯৬ ॥ স্ক্রীন শো লিমিটেড ৩০বি, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, ফোন: ২৪-৪৩৬৭ ॥ ত্রিলোক ৬৫,বালীগঞ্জ সাকুলাব বোড, ॥ বিশ্বভাবতী পিকচার্স ২৭, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, ফোন ২৩ ৫৮২৭ ॥ মুভি টাস্ক ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২ ফোন ২৪ ১২২৪ ॥ হিন্দী পিকচার্স ৮৭, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ॥ ফিল্ম ট্রেডার্স ৬২, বেণ্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা ॥ কমলা চিত্র পবিবেশক, ইষ্টার্ণ কোর্ট, মিশন বো এক্সটেনশন ॥

॥ কলিকাতার প্রেক্ষাগৃহ ॥

অজন্তা ॥ ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা-৩৪, ফোন ৪৫-২৯৮৫ ॥ লোটাস ॥ ১০৬ সুরেন্দ্র ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা ফোন ২৪-২৬৬৪ ॥ অপেরা॥ ৫ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩, ফোন ২৩-১৮৪৯ ॥ অরুণা॥ ৪০।২, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা, ফোন ৩৪-৩০০৪ ॥ আলেয়া॥ ২২০।এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা, ফোন ৪৬-১৪৭৫ ॥ আলোছায়া॥ ১৪, বেলেঘাটা মেন রোড, কলিকাতা, ফোন ২৪-১১৯৩ ॥ বিজলী॥ ৩৮, শ্যামা প্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ২৬, ফোন ৪৮-৩৪৬২ ॥ বসুশ্রী॥ ১০২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ২৬, ফোন ৪৬-৪৮০৮ ॥ ভাবতী॥ ৬২, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা ২৬, ফোন ৪৮-৪৬৮৬ ॥ বীণা॥ ২১৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন ৩৪-১৫২২ ॥ ভবানী॥ ৫২।৩, রসা রোড, কলিকাতা ৩৩, ফোন ৪৬-১৫২৮ ॥ বিধুশ্রী॥ ৭৩।৭, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন ৫৫-৪৮৬৮ ॥ ছবিঘর॥ ১০, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা, ফোন ৩৪-২৭৪০ ॥ ছায়া॥ ১২২, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা, ফোন ৩৫-১৩৮২ ॥ চিত্রা॥ ৮৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন ৫৫-১১৩৩ ॥ ক্রাউন॥ ৮৩।এ, রফি আহম্মদ কিদোয়াই রোড, কলিকাতা, ফোন ২৪-২৮৭৬ ॥ চিত্রপুরী॥ ১৩১।২, গাডেনরীচ রোড, কলিকাতা, ৪৫-৪১৬৪ ॥ সিটি॥ ১৫০, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা ফোন ৩৪-২৭৭৩ ॥ সেন্ট্রাল॥ ৫, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩, ফোন ২৩-১৮৪৯ ॥ দর্পণা॥ ৮৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন ৫৫-২৮৫১ ॥ দীপ্তি॥ ৩, রসা রোড. কলিকাতা ৩৩ ॥ ইন্দিরা॥ ২, ইন্দ্ররায় রোড, ফোন ৪৮-১৭৫৭ ॥ ইণ্টালি টকিজ॥ ২।৩, ডাক্তার সুরেশ সরকার রোড, ফোন ২৪-২৭৩৮ ॥ এলিট॥ ১৩৬, সুরেন ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা, ফোন ২৪-১৩৮৩ ॥ গণেশ টকিজ॥ ৩৭৩, আপার চিৎপুর রোড, ফোন ৩৩-২২৫০ ॥ গ্রেস॥ ৯১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা ফোন ৩৪-১৫৪৪ ॥ গ্লোব॥ ৭, লিণ্ডসে ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন ২৩-১৭৬৯ ॥ হিন্দ॥ পি৩০, গণেশ চন্দ্র এভিনিউ,

কলিকাতা, ফোন ২৪-৪২৫৮ ॥ জনতা॥ ২০ সুতাকিন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন ২৩-৫০৬১ ॥ জ্যোতি॥ ৩২, ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১৩, ফোন ২৪-১১৩২ ॥ কালিকা॥ ৫, সদানন্দ রোড, কলিকাতা, ফোন ৪৬-২১৪১ ॥ কীর্ত্তি॥ ২২, কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন ৩৪-৩৫৫৬ ॥ কৃষ্ণা॥ ১২, তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন ৩৪-৪২৬২ ॥ খান্না॥ ১৫৭, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা ফোন ৫৫-২৯৩২ ॥ লিবার্টি॥ ২২৫ বি, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, কলিকাতা ৫৫-৩০৪৬ ॥ লাইট হাউস॥ ২, হুমায়ুন প্লেস, কলিকাতা ফোন ২৩-১৪০১ ॥ মিনার॥ ১৩৬।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন ৫৫-২৭৫৩ ॥ মিনার্ভা॥ ৫।১, চৌরঙ্গী প্লেস, কলিকাতা, ফোন ২৪-১০৫২ ॥ মুনলাইট॥ ৩০, তারাচাঁদ দত্ত ষ্ট্রীট, কলিকাতা, ফোন ৩৪-৩৩৩৯ ॥ মেট্রো॥ ৫, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা ফোন ২৩-৩৫৪১ ॥ মেনকা॥ ৫, শরৎ চ্যাটার্জী এভিনিউ, ফোন ৪৬-২২৮১ ॥ ম্যাজেষ্টিক॥ ১২।১, রফি আহম্মদ কিদোয়াই রোড, ফোন ২৪-২২৩৮ ॥ নাজ॥ ১৭০, লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা ফোন ৩৪-২৭৭৩ ॥ নিউ এম্পায়ার॥ ১, হুমায়ুন প্লেস, কলিকাতা ফোন ২৩-১৪০১ ॥ নিউ সিনেমা॥ ১৭১ ধর্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১৩ ফোন ২৩-৫৮১৯ ॥ ওরিয়েন্ট॥ ২০, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : ২৩-১৯১৭ ॥ পার্ক শো হাউস ॥ ১৪১-এ, পার্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : ৪৪-.৯৭১ ॥ পুরবী॥ ৪০।১, মহাত্মা গান্ধী রোড ফোন : ৩৪-২৮৫৪ ॥ পূর্ণ॥ ৭, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড ফোন : ৪৮-৪৫৬৭ ॥ পূর্ণশ্রী॥ ২-১-এ রাজা রাজ কৃষ্ণ ষ্ট্রীট ফোন : ৫৫-৪০৩০ পূর্বাশা॥ ২৩, কসবা রোড, ঢাকুরিয়া, ফোন : ৪৬-২৩৩২ ॥ প্যারাডাইস॥ ৩৯, বেন্টিঙ্ক ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : ২২-৫৪৪২ ॥ প্যারামাউন্ট॥ ৩৮ আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা, ফোন : ৩৫-৩১৯০ ॥ প্রদীপ॥ টালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, প্রভাত॥ ১৩৫, চিত্তরঞ্জন এভিনিউ, ফোন : ৩৪-২৬৮৩ ॥ প্রাচী॥ ১২৪, লোয়ার সার্কুলার রোড, ফোন : ৩৪-৪৯৯৬ ॥ রক্সী॥ ৪ এ, চৌরঙ্গী প্লেস, কলিকাতা ফোন : ২৩-৪১৩৮ ॥ রাধা॥ ১৪০, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : ৫৫-৩০৪৫ ॥ রিগ্যাল॥ ৪, এস, এন, ব্যানার্জী রোড, ফোন : ২৩-৩৮৪৯ ॥ রূপবাণী॥ ৭৬।৩, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : ৫৫-৩৪১৩ ॥ রূপম॥ ২১৩, বিপিন গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট ফোন : ৩৪-৪৩৯৭ ॥ রূপালী॥ ৪৫ বি, আশুতোষ

মুখার্জী রোড কলিকাতা ২৫ ফোন : ৪৮-৪৪০৩ ॥ রূপায়ণ ॥ ১৯ চেতলা সেন্ট্রাল রোড ফোন : ৪৫-২৭৩৬।॥ শুকতারা ॥ ৪০ শিবকৃষ্ণ দাঁ লেন, কলিকাতা ফোন : ৩৫-২৯০৩ ॥ শ্রী ॥ ১৩৮, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : ৫৫-১৫১৫ সন্তোস টকিজ ॥ ১৩৪, রাজা রাজেন্দ্র মিত্র রোড ফোন : ৩৫-১৯৭৪ ॥ সুচিত্রা ॥ ডায়মণ্ড হারবার রোড কলিকাতা ৩৪ ফোন : ৪৫-৪৩০০ ॥ সুরশ্রী ॥ ক্যানেল ওয়েষ্ট রোড ॥ সোসাইটি ॥ ২, কর্পোরেশন প্লেস, কলিকাতা ফোন : ২৪-১০০২ ॥ টকী শো হাউস ॥ ১৩এ, ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট ফোন : ৫৫-২২৭০ ॥ টাইগার ১৯, চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা ফোন : ২৩-৫৯৭৭ ॥ তসবীর মহল ৭বি, গ্যাস ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : ৩৫-৪৪৫০ ॥ উত্তরা ॥ ১৩৮।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট ফোন : ৫৫-২২০২ ॥ উজ্জ্বলা ॥ ১৪, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী রোড কলিকাতা ২৬ ফোন : ৪৬-২৬৬৬ ॥

॥ কলিকাতার নাট্যমঞ্চ ॥

ষ্টার ॥ ৭৯।৩।৪ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : ৫৫-১১৩৯। রঙমহল ॥ ৭৬।১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : ৫৫-১৬১৯। গিরিশ থিযেটার ॥ (বিশ্বরূপা মঞ্চ) ফোন : ৫৫-৫১০৫। বিশ্বরূপা ॥ ২।এ, রাজা রাজ কৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ফোন : ৫৫-৫১০৫। মিনার্ভা ॥ ৬, বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৬ ফোন : ৫৫-৪৪৮৯। থিয়েটার সেণ্টার ॥ (ভবানীপুর) ফোন : ৪৭-৩৫৫৫।

॥ কলিকাতা শহরতলীর প্রেক্ষাগৃহ ॥

বরানগরে—জয়শ্রী ॥ ফোন : ৫৬-২২১৭। নিউ তরুণ ॥ ফোন : ৫৬-৩০৮০। কাশীপুরে—রিজেণ্ট ॥ ফোন ৫৬-২৭৩৪। বজবজ ও বাটানগরে—বাটা সিনেমা ফোন : ১২৮। কুইন ॥ ফোন : ৬৭। ব্যারাকপুরে—চম্পা ॥ ফোন ১৭৫। নিউ সিনেমা ফোন ১৬৯। নীলা ॥ চুচুড়া ও চন্দনগরে—জ্যোতি সিনেমা ফোন ৩১৩

কাইরী সিনেমা ॥ ফোন ২০৪ । রূপালী ॥ ফোন ২১৮ । রাধারাণী ॥ ফোন ৩৯২ । স্বপ্না সিনেমা ॥ ফোন : ২৩৯ । শ্রীদুর্গা ॥ দমদমে—লীলা সিনেমা ॥ ফোন : ৫৭-২৪৯৯ । মৃণালিণী ॥ ফোন ৫৭-২৪৫৮ । নেত্র সিনেমা ॥ ফোন ৫৬-২৮১৭ । হাওড়াতে—অলোকা সিনেমা ॥ ফোন ৬৭-২০২৭ । বঙ্গবাসী ফোন ৬৭-২২২৬ । ঝর্ণা ফোন ৬৭-২৫৬২ । যোগমায়া ফোন ৬৭-২১২৭ । কল্পনা ফোন ৬৭-২২৮৫ । মায়াপুরী ফোন ৬৭-২৬৪৭ । নব ভারত ফোন ৬৭-২৬২৫ । নব রূপম্ ফোন ৬৭-২৬৭৬ । নিশাত ॥ ফোন ৬৬-৩০০৪ । পারিজাত ॥ ফোন ৬৬-২১৬৭ । পার্ব্বতী ॥ ফোন ৬৭-২৮১৯ । পিকাডিলী ॥ ফোন ৬৬-৩০৬৬ । শ্যামাশ্রী ফোন ৬৭-৩১৫০ । শ্রীকৃষ্ণ (বালী উত্তরপাড়া) ফোন ২৬৪ । শ্রমিক (লিলুয়া) ফোন ৬৬-২১১৬, ৩৩৪১ যাদবপুরে—পদ্মশ্রী ॥ খিদিরপুরে—ন্যাশনাল ॥ ফোন ৪৫-১৫২৩ । মেটিয়াবুরুজে—খাতুন মহল ॥ ফোন ৪৫-২৩৪০ । কমল টকীজ ॥ ফোন : ৪৫-৩৫২৯ । পি, সন সিনেমা ॥ ফোন : ৪৫-১৩৩১ । নৈহাটিতে—দুর্গা টকিজ ॥ কল্যাণী ॥ নৈহাটি সিনেমা ॥ ফোন : ৯৩ । রামকৃষ্ণ টকিজ (ভাটপাড়া) ॥ ফোন : ৭৩ । রূপশ্রী (ভাটপাড়া) ॥ শ্রীকৃষ্ণ (জগদ্দল) ॥ রজনী (জগদ্দল) ॥ ফোন ৪৭-৩৮৮১ । শ্রীলক্ষ্মী ॥ ফোন ৪৭-৩৮৯৭ । পানিহাটিতে—মীনা সিনেমা ॥ ফোন ৩৩৩ । শ্রীমা (খড়দহ) ॥ বিষড়াতে—জয়ন্তী সিনেমা ॥ শ্রীরামপুর ও শেওড়াফুলিতে—মানসী সিনেমা ॥ ফোন ২৩৩ । শ্রীরামপুর টকিজ ॥ ফোন ৩০৯ । উদয় সিনেমা ॥ ফোন ৩১৪ । উত্তরপাড়াতে—গৌরী টকিজ ॥

॥ মফঃস্বল বাংলার প্রেক্ষাগৃহ ॥

আসানসোলে—গোধুলি ॥ ফোন ২৬৪১ । নিউ সিনেমা ॥ ফোন ২৯৪৮ । সুভাষ ইনষ্টিউট ॥ আগরতলাতে—রূপছায়া ॥ ফোন ৯৪ । সূর্যঘর ॥ ফোন ৬৪ । রূপকথা ॥ বহরমপুরে—কল্পনা ॥ ফোন ১০৮ । মোহন ॥ ফোন ১০ । সূর্য ॥ ফোন ৪৪ । মীরা ॥ বর্ধমানে—আরতি ॥ ফোন ১৯৯ । বিচিত্রা ॥ ফোন ৮৮ । বর্ধমান সিনেমা ॥ ফোন ১১১ । রূপমহল ॥ ফোন ৯৬ । দার্জিলিংে—ক্যাপিটাল রিঙ্ক ॥ ফোন ১৭১ । নবদ্বীপে—আলোছায়া ॥ নদীয়া টকিজ ॥ শ্রীগুরু টকিজ ॥ ফোন ৩০ । খড়গপুরে—অরোরা টকিজ ॥ ফোন ২০ । বম্বে সিনেমা ॥ ফোন ২১ । মিলনী সিনেমা ॥ ফোন ৭৫ । জলপাইগুড়িতে—আলোছায়া ॥

রূপশ্রী ॥ ফোন ২৪১। কৃষ্ণনগরে—চিত্র মন্দির ॥ ফোন ৮। ছায়াবাণী ॥ ফোন ৯৩। কাটোয়াতে—পূর্বাচল ॥ কালিম্পঙে—কাঞ্চন ॥ ফোন ৩৭। নোভেল্টি ॥ মালদহে—রূপকথা ॥ ফোন ৫২। শিলিগুড়িতে—মেঘদূত ॥ ফোন ৪৯। নিউ সিনেমা ॥ বনগাঁতে—বনশ্রী ॥ ফোন ৪৩। পুরুলিয়াতে—কমলা টকিজ ॥ ফোন ৬৩। নিউ সিনেমা ॥ বাঁকুড়াতে—বীণাপানী সিনেমা ॥ ফোন ২৬। চণ্ডিদাস চিত্র মন্দির ॥ ফোন ২২। মেদিনীপুরে—অরোরা ॥ ফোন ১০১। হরি ॥ ফোন ১১২। সিউড়ীতে—বীরভূম টকিজ ॥ ফোন ২১। রামপুর হাটে—ওয়েষ্টার্ন' টকিজ ॥ ফোন ১২। কীর্ণাহারে—কীর্ণাহার টকিজ ॥

॥ বিহারের পরিবেশক প্রতিষ্ঠান ॥

এ, আই, ফিল্মস; গুলাব বাগ বারী রোড, পাটনা ৪ ॥ বি, বি, ফিল্মস, ব্যাঙ্ক রোড, পাটনা ১ ॥ ছন্দা পিকচার্স'; কদম কৌয়া, পাটনা ৩ ॥ দয়া পিকচার্স'; কানওয়ালী কিশোর রোড, পাটনা ৩ ॥ কারকুন পিকচার্স', যুগসালাই, টাটানগর ॥ কাস্তারুকা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর, এলফিনষ্টোন সিনেমা বিল্ডিং পাটনা ৪ ॥ কীর্ত্তি ফিল্মস; জানক কিশোর রোড, কদম কৌয়া, পাটনা ৩ ॥ কিশোর পিকচার্স', কাটিহার ॥ মডেল ফিল্মস; লাহারীপুর, পাটনা ৩ ॥ প্রোগ্রেসিভ ফিল্ম এক্সচেঞ্জ; কদম কৌয়া, পাটনা ৩ ॥ সাউণ্ড এ্যাণ্ড শেড, ঠাকুর বাড়ী রোড, পাটনা ৩ ॥ বিজয়া ফিল্মস; আর কে ভট্টাচার্য রোড, পাটনা ১

॥ আসাম ও উড়িষ্যার পরিবেশক প্রতিষ্ঠান ॥

আসাম ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর; ২১, এ. টি. রোড, গৌহাটি ॥ বিজয় ফিল্মস; আসাম ট্যাঙ্ক রোড, গৌহাটি ॥ ইষ্টার্ণ মুভিটোন; জি. এস. রোড, শিলং ॥ জালান ডিষ্ট্রিবিউটর; টি. আর. ফুকান রোড, গৌহাটি ॥ কাপাদিয়া পিকচার্স'; আথাগাঁও গুসাহালি রোড, গৌহাটি ॥ সিনেমা কর্পোরেশন; টি. আর. ফুকান রোড ॥ প্রকাশ ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর; ৬১ এ. টি. রোড, গৌহাটি ॥ আর. বি. ফিল্মস; ২৫ এ. টি. রোড, গৌহাটি ॥ রাজশ্রী পিকচার্স'; বলরাম ফুকান রোড, গৌহাটি ॥ রূপবাণী পিকচার্স'; টি. আর. ফুকান রোড, গৌহাটি ॥

॥ উড়িষ্যার প্রেক্ষাগৃহ ॥

বহরমপুরে : উৎকল সিনেমা ॥ ফোন ৪৬। বিজয় টকিজ ॥ ফোন ৯৩। জ্যোতি ॥ ফোন ১১। পুরীতে : কৃষ্ণা টকিজ ॥ ফোন ৮। কটকে : ক্যাপিট্যাল ॥ ফোন ৫১। হিন্দ ॥ ফোন ৩৪৩। প্রভাত ॥ ফোন ১০৯। সম্বলপুরে : লক্ষ্মী টকীজ ॥ ফোন ১৯৯।

॥ বম্বের চিত্রাগার ও রসায়নাগার ॥

বসন্ত পিকচার্স' ষ্টুডিও ॥ কোলওয়াদা, বোরলা রোড, চেম্বুর, বম্বে। সেণ্ট্রাল ষ্টুডিও এণ্ড ল্যাবোরেটরী ॥ ৭৪।৭৪, তারদেও রোড, বম্বে ৭। ফিল্মিস্থান লিমিটেড ॥ গোধ বন্দর রোড, গোরে গাঁও, বম্বে। কাবদার ষ্টুডিও ॥ ৩০, গভর্ণমেণ্ট গেট রোড, প্যারেল, বম্বে ১২। মেহবুব ষ্টুডিও ॥ হিল রোড, বান্দরা, বম্বে ২০। মডার্ণ ষ্টুডিও ॥ ১৯৪ কুরালা রোড, আন্ধেরী, বম্বে। মোহন ষ্টুডিও এণ্ড ল্যাবোরেটরী ॥ কুরালা বোড, আন্ধেরী, বম্বে। প্রকাশ ষ্টুডিও ॥ কুরালা রোড, আন্ধেরী। রাজকমল কলা মন্দির ষ্টুডিও এণ্ড ল্যাবোরেটরীজ ॥ গভর্ণমেণ্ট গেট রোড, প্যারেল, বম্বে ১২। আর, কে, ষ্টুডিও ॥ চেম্বুর, বম্বে। রণজিৎ মুভিটোন লিঃ এণ্ড ল্যাবোবেটরীজ ॥ ১১৯ দাদা সাহেব কালকে রোড, দাদার, বম্বে ১৪। শ্রী সাউণ্ড ষ্টুডিও ॥ গোকুল দাস পাস্তা রোড, দাদার, বম্বে ১৪। বম্বে ফিল্ম ল্যাবোরেটারী লিঃ ॥ ১৪৯, পর্তুগীজ চার্চ ষ্ট্রীট, দাদার, বম্বে ১৪। ফেমাস সিনে ল্যাবরেটরী এ্যাণ্ড ষ্টুডিও লিঃ ॥ ২০, হাইনেস রোড, মহালক্ষ্মী, বম্বে। ইণ্ডিয়া সিনে ল্যাবরেটরীজ ॥ কেনাজী ষ্ট্রীট, বম্বে ৭। মডার্ণ সিক্সটিন ল্যাবরেটরী ৭১, তারদেও রোড, বম্বে ৭। পারেখ সিনে ল্যাবরেটরীজ ॥ ৯৭ ভারশোভা রোড, আন্ধেরী, বম্বে। প্রসেস ল্যাবরেটারীজ ॥ ৬, ট্যাগোর রোড, শাস্তাক্রুজ বম্বে, ২৩। ডিককান ষ্টুডিও ল্যাবরেটরী ॥ শঙ্কর শেঠ রোড, পুণা ২। নবযুগ চিত্রপট ল্যাবরেটরী ॥ শঙ্কর শেঠ বোড, পুণা ২।

॥ বম্বের প্রযোজক প্রতিষ্ঠান ॥

আইনা পিকচার্স' ॥ রসিদ ম্যানসন, ওরলী পয়েণ্ট, বম্বে ১৮। অজিত পিকচার্স' ॥ ১০৩, মেন রোড, দাদার, বম্বে ১৪। অজন্তা চিত্র ॥ ৯০৩, সদাশিব

পেথ, পুনা। আকাশ চিত্র ॥ ফেফাস সিনে বিল্ডিং, মহালক্ষ্মী, বম্বে ১১। আহ্লাদ চিত্র ॥ আনন্দ বাংলো, কাভ' রোড, পুনা ৪। অল ইণ্ডিয়া পিকচাস' ॥ কেঃ ফেমাস পিকচাস' ষ্টুডিও, ক্যাডেল রোড, বম্বে ২৮। অমৃত চিত্র ॥ প্রভাত নগর, পুনা ৪। অমর জাট পিকচাস' ॥ ৩৬১, বিটল ভাই প্যাটেল রোড, বম্বে ৪। অ্যামবিসিয়াস পিকচাস' ॥ কেঃ শ্রী সাউণ্ড ষ্টুডিও, গোকুল দাস পাস্তা রোড, দাদার, বম্বে ১৪। আনন্দ পিকচাস' ॥ কেঃ কৃষ্ণা সিনেমা বিল্ডিং, বম্বে ৪। আর্টস অফ এশিয়া লিমিটেড ॥ অলিম্পিয়া হাউস, ওয়াডে'ন রোড, বম্বে ২৬। আর্টিষ্ট ইউনাইটেড ॥ কেঃ বসন্ত পিকচাস', ১৩৬, কামার বাগ রোড, প্যারেল, বম্বে ১২। আশা দীপ ॥ ২এইচ, নাজ সিনেমা বিল্ডিং, বম্বে ৪। অশোক কুমার প্রোডাকসন্স ॥ ২৮, রামপাট' রো, ফোর্ট' বম্বে ১। এশিয়াটিক প্রোডাকসন্স ॥ ১৭২ বিটল ভাই প্যাটেল রোড, বম্বে ৪। আত্রি পিকচাস'॥ কেঃ আমোদ হাউস, ক্যাডেল রোড, শিবাজী পার্ক, বম্বে ২৮। বাগদাদ পিকচাস'॥ পদ্মজী বিল্ডিং, ষ্টেশন রোড, মাহিম, বম্বে। বরিস্তান প্রোডাকসন্স ॥ কেঃ মোহন ষ্টুডিও, আন্ধেরী, বম্বে। বসন্ত পিকচাস' ॥ চেম্বুর, বম্বে। বসু চিত্র মন্দির লিঃ ॥ কেঃ শ্রী সাউণ্ড ষ্টুডিও, গোকুল দাস পাস্তা রোড, দাদার, বম্বে ১৪। ভগবান আর্ট' প্রোডাকসন্স ॥ কেঃ জাগৃতি ষ্টুডিও, ট্রম্বে রোড, চেম্বুর, বম্বে। বিমল রায় প্রোডাকসন্স ॥ কেঃ মোহন ষ্টুডিও, আন্ধেরী, বম্বে। চন্দ্রকলা পিকচাস' ॥ কেঃ খাটাউ নিবাস, নেহেরু রোড, ভাইল প্যারেল ইষ্ট, বম্বে ২৪। চিত্র বীণা ॥ ১৯৯ কেতওয়াদি মেন রোড, বম্বে ৪। চিত্রা প্রোডাকসন্স ॥ ২০৮, ফেমাস সিনে বিল্ডিং, বম্বে ১১। কো অপারেটিভ পিকচাস' ॥ কেঃ মোহন ষ্টুডিও, আন্ধেরী, বম্বে। দীপক পিকচাস' ॥ ১৯১ কুরালা রোড, আন্ধেরী, বম্বে। দীপ ও প্রদীপ প্রোডাকসন্স ॥ কেঃ ফেমাস সিনে বিল্ডিং, মহালক্ষ্মী, বম্বে ১১। দিনাকর চিত্র ॥ ২৯৮, তারদেও রোড, বম্বে ৭। ডোগরা ফিল্মস ॥ ১১৪ ফেমাস সিনে বিল্ডিং, মহালক্ষ্মী, বম্বে ১১। ঈগল ফিল্মস ॥ ২২০ ফেমাস সিনে বিল্ডিং, মহালক্ষ্মী, বম্বে ১১। এমার ফিল্মস ॥ কেঃ ন্যাশনাল হাউস, তুলোক রোড, এ্যাপোলো বন্দর, বম্বে ১। ফেমাস পিকচাস' ॥ কাশীনাথ ধুরু রোড, ক্যাডেল রোড, বম্বে ২৮। ফিল্মস্থান লিমিটেড ॥ কেঃ বোটাওয়ালা বিল্ডিং ॥ ১১।১ ৩, হরনিমান সার্কেল, বম্বে ১। গৌতম চিত্র ॥ ১৯১, কুরালা রোড, আন্ধেরী, বম্বে ॥

জি, এম, প্রোডাকসন্স ॥ ৭, লক্ষ্মী ষ্টেট, ৯.
চিটনীশ প্রোডাকসন্স ॥ কেঃ এনকারেজ উডল্যাণ্ড আন্ধেরী, বম্বে ॥ লীলা প্রোডাকসন্স ॥ কেঃ আবাবিয়ানভিলা, পালি রোড, বান্দ্রা, বম্বে। মধুবালা ফিল্মস ॥ ১৪।৪২, ইউনিয়ন পার্ক, খার, বম্বে ২৪। মেহবুব প্রোডাঃ ॥ বান্দ্রা, বম্বে ২০। মিনার্ভা মুভিটোন ॥ বান্দ্রা রোড, সিউডি, বম্বে। নবকেতন গোধ বাস্তার রোড, শাস্তাক্রুজ বম্বে। নিউ ওরিয়েণ্টাল পিকচার্স ॥ ১৫০ ফেমাস সিনে বিল্ডিং, মহালক্ষ্মী, বম্বে ১১। নিতিন বসু লিমিটেড ॥ ভিলা ভিন্না, বম্বে ২০। রাজকমল কলা মন্দির ॥ গভর্ণমেণ্ট গেট রোড, প্যারেল, বম্বে ১২। আর, সি, বড়াল প্রোডাকসন্স ॥ ১সি, ভারতীয় ভবন, ১৭ খার রোড, বম্বে। আর, কে, ফিল্মস ॥ ট্রম্বে রোড, চেম্বুর, বম্বে। শ্রী রঞ্জিত মুভিটোন ॥ ১২৯, মেন রোড, দাদার, বম্বে ১৪। সানী আর্ট প্রোডাকসন্স ॥ ১৪৫, ফেমাস সিনে বিল্ডিং, মহালক্ষ্মী, বম্বে ১৬। ওয়াদিয়া ব্রাদার্স প্রোডাকসন্স ॥ ১৩৬, চামারবাগ রোড, প্যারেল, বোম্বাই ১২।

॥ বম্বের পরিবেশক প্রতিষ্ঠান ॥

অশোক ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর ॥ কেঃ নাজ বিল্ডিং, লেমিংটন রোড, বোম্বে—৪। আহুজা ফিল্মস ॥ ৩সি, নাজ বিল্ডিং, লেমিংটন রোড, বম্বে—৪। আশা ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর ॥ ৪এ, পুরুষোত্তম বিল্ডিং, ত্রিভুবন রোড, বম্বে—৪। এ, ভি, এম, লিমিটেড ॥ ১১৬, নিউ চারেনা রোড, বম্বে—৪। বসন্ত ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর ॥ কেঃ নাজ বিল্ডিং, সেকেণ্ড ফ্লোর, লেমিংটন রোড, বম্বে—৪। ভগবান ফিল্মস ॥ ১, বিনায়ক বিভূতি বিল্ডিং, ত্রিভুবন রোড, বম্বে ৪. এম, বি, বিলমোরিয়া এ্যাণ্ড সন্স ॥ ৩৯৩, লেমিংটন রোড, বম্বে ৪। দেশাই ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর ॥ কেঃ গোবর্দ্ধন বিল্ডিং, পারেখ ষ্ট্রীট, বম্বে ৪। ফেমাস পিকচার্স ॥ ৫৩৪, স্যানডার্ষ্ট ব্রীজ, বম্বে ৭। ফিল্মস্থান ডিষ্ট্রিবিউটর ॥ কেঃ বোটাওয়ালা বিল্ডিং, ১১।১৩, হরনিমান সার্কেল, বম্বে ১। জেমিনী পিকচার্স সার্কিট লিঃ ॥ কেঃ কস্তুরী বিল্ডিং,

চার্চগেট, রীক্লামেশান, বম্বে ১। কাপুর চাঁদ এ্যাণ্ড কোং ॥ রক্সী চেম্বারস, নিউ কুইন্স রোড, বম্বে ৪। কারদার ফিল্মস লিমিটেড ॥ কেঃ নীলাম ম্যানসন, ত্রিভুবন রোড, বম্বে ৪। মধুবালা লিমিটেড ॥ কেঃ আরবীয়ান ভিলা, পালি রোড, বান্দ্রা, বম্বে ২০। মনোমোহন ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটর ॥ ১৯৯, কেতওয়াদি মেন রোড, বম্বে ৪। ভর্মা ফিল্মস ॥ রাওয়াল পিণ্ডিয়া বিল্ডিং, ত্রিভুবন রোড, বম্বে ৪। তসবীর স্থান ॥ কেঃ কুলদীপ পিকচার্স, মাটিমার ভারশোভা রোড, আন্ধেরী, বম্বে ৪১। সিপ্পি ফিল্মস। ৩জি, নাজ বিল্ডিং, লেমিংটন রোড, বম্বে ৪।

॥ বম্বের প্রেক্ষাগৃহ ॥

রিগ্যাল ॥ এ্যাপোলো বন্দর। রয়েল ॥ অপেরা হাউস। উষা ॥ আন্ধেরী। আলেকজান্ড্রা ॥ বেলাসিস রোড। বান্দরা।। বান্দরা। নেপচুন ।। বান্দরা। নিউ টকীজ ॥ বান্দরা। ক্যাপিট্যাল ।। বোরি বন্দর। প্যালেস ॥ বাইকুল্লা। কিসমৎ ॥ ক্যাডেল রোড। ব্রডওয়ে ।। দাদার। কোহিনুর ।। দাদার। প্লাজা ।। দাদার। ষ্টার ।। ডকইয়ার্ড ষ্টেশন। আলফ্রেড।। ফকল্যাণ্ড রোড। ন্যাশনাল ।। গোলপিঠা। নিশাত ।। গ্রাণ্ট রোড। নভেলটি ।। গ্রাণ্ট রোড। রয়েল ।। গ্রাণ্ট রোড। তাজ ।। গ্রাণ্ট রোড। অরোরা ।। কিংস সার্কেল। এডওয়ার্ড ।। কালবা দেবী। ইম্পিরিয়াল ।। লেমিংটন রোড। স্বস্তিক ।। লেমিংটন রোড। মিনার্ভা ।। লেমিংটন রোড। নাজ ।। লেমিংটন রোড। লিবার্টি ।। মেরিন লাইনস। প্যারাডাইস ।। মাহিম। কৃষ্ণা। নিউ চারনী রোড। রক্সী ।। নিউ কুইন রোড। কুমকুম ।। ওরলী। অপলো ।। পাইবাত্তাদি। জয়হিন্দ ।। পেরিল। রূপা ।। শান্তাক্রুজ। ডায়না ।। তারদেও। ভেঙ্কাটেক্স ।। ভিলে প্যারেল। দৌলত ।। গ্রাণ্ট রোড ॥ ভারত মাতা ।। সুপারী বাগ। কৃষ্ণা ।। ভানডুপ ॥

॥ মাদ্রাজের চিত্রাগার ও রসায়নাগার ॥

এ, ভি, এম, ষ্টুডিও ॥ এ্যারকট রোড, ভাদাপালনী, মাদ্রাজ ২৬। ভারানী ষ্টুডিও ॥ শালী গ্রামাম, ভাদাপালনী, মাদ্রাজ ২৬। জেমিনী ষ্টুডিও ॥ কেঃ মুভিল্যাণ্ড, মাদ্রাজ ৬। নরসু ষ্টুডিও ॥ নরসু নগর, গুইতি, মাদ্রাজ ২৫।

নেপচুন ষ্টুডিও ॥ গ্রীনওয়েজ রোড, মাদ্রাজ ২৮। প্রকাশ ষ্টুডিও ॥ এ্যারকট রোড, কদম বাক্কম, মাদ্রাজ ২৬। রেবতী ষ্টুডিও ॥ এ্যারকট রোড, কদম বাক্কম, মাদ্রাজ ২৬। রোহিনী ষ্টুডিও ॥ এ্যারকট রোড, কদম বাক্কম, মাদ্রাজ ২৬।

এ, ভি, এম, ল্যাবরেটরী ॥ এ্যারকট রোড, ভাদাপালনী, মাদ্রাজ। সেণ্ট্রাল সিনে ল্যাবরেটরী ॥ ৩০, কিল পাউক গার্ডেন রোড, মাদ্রাজ। জেমিনী ষ্টুডিও ল্যাবরেটরী ॥ কেঃ মুভিল্যাণ্ড, ক্যাথেড্রেল, মাদ্রাজ ॥ নেপচুন ষ্টুডিও ল্যাবরেটরী ॥ কেঃ আমির বাগ, অদরার ব্রীজ রোড, মাদ্রাজ। মডার্ণ সিনে ল্যাবরেটরী ॥ ৯৫।এ মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ। প্রগতি ষ্টুডিও এ্যাণ্ড ল্যাবরেটরী ॥ ৫০।৫৫, বরতিজ রোড, ময়লাপুর, মাদ্রাজ। সাদার্ণ ষ্টুডিও ল্যাবরেটরী ॥ টয়লর রোড, কিলপাউক, মাদ্রাজ। বিক্রম ষ্টুডিও ল্যাবরেটরী ॥ ৪৪, মাউণ্ট রোড, গুইণ্ডি, মাদ্রাজ ॥

॥ মাদ্রাজের প্রযোজক প্রতিষ্ঠান ॥

অঞ্জলী পিকচার্স ॥ ২, সেনোতাপ রোড, ফার্ষ্ট ষ্ট্রীট, মাদ্রাজ ১৮। অশোক পিকচার্স ॥ টিরকী রোড, সালেম। এ, ভি, এম, প্রোডাকসন্স ॥ আরকট রোড, মাদ্রাজ ২৬। জেমিনী ষ্টুডিও ॥ ক্যাথেড্রেল, মাদ্রাজ ৬। জয়রাজ ফিল্মস ॥ কেঃ ফিল্ম সেণ্টার লিঃ, আর্কট রোড, মাদ্রাজ। মডার্ণ থিয়েটার্স লিঃ ॥ এক্সটেনশন, সালেম। নরসু ষ্টুডিও লিমিটেড ॥ নরসু নগর, মাদ্রাজ ১৫। পক্ষীরাজ ষ্টুডিও ॥ কোয়েটাম্বুর। পদ্মিনী পিকচার্স ॥ ১৫, বাল কৃষ্ণান রোড, মাদ্রাজ ৪। রাগিনী ফিল্মস লিমিটেড ॥ ১২৭, রায়াপেথ হাই রোড, মাদ্রাজ ৪। রোহিণী পিকচার্স ॥ ১১৩, কোদাম্বাকম হাই রোড, ক্যাথেড্রেল, মাদ্রাজ। পাস্তুরাঙ প্রোডাকসন্স ॥ ৭, সারভানা মুদালী ষ্ট্রীট, টি-নগর, মাদ্রাজ ১৭। বাজা রাজেশ্বরী ফিল্ম কোং ॥ ৪।এ, ভেঙ্কট নারায়ণ রোড, টি-নগর, মাদ্রাজ ১৭। বিজয়া প্রোডাকসন্স লিঃ ॥ কেঃ চন্দ্রমামা বিল্ডিং, আরকট রোড, মাদ্রাজ ২৬।

॥ মাদ্রাজের প্রেক্ষাগৃহ ॥

ম্যায়ানী ॥ আয়না ভরম। লক্ষ্মী ॥ আমিন জিকারেশ। ক্যাসিনো ॥ রেকার রোড। গাইতী ॥ রেকার রোড। মিনার্ভা ॥ ডেভিড্‌সন্‌ ষ্ট্রীট। ব্রডওয়ে ॥

পোকামস্। প্রভাত ॥ পোকামস্। লক্ষ্মী ॥ পেরামবার ব্যারেক্স। রক্সী ॥ পুর সোয়ালকম্। ব্রাইটন ॥ রয়াপুরম। মহারাণী ॥ রয়াপুরম। ক্রাউন ॥ মিণ্ট ষ্ট্রীট। মিডল্যাণ্ড থিয়েটার ॥ মাউণ্ট রোড। নিউ এলফিন ষ্টোন ॥ মাউণ্ট রোড। নিউ গ্লোব ॥ মাউণ্ট রোড। ওয়েলিংটন ॥ মাউণ্ট রোড। চিত্রা ॥ সাউথ রোড। সরস্বতী ॥ ষ্টার হাউস রোড। ষ্টার ॥ ট্রপিক্যাল। ভেনাস ॥ পোকামস্।

॥ চিত্র শিল্পে বাংলা ॥

১। প্রথম নির্বাক ছবি তোলা সুরু করেন অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন। ২। প্রথম নির্বাক ছবি প্রদর্শিত হয় ইণ্ডো-বৃটিশ ফিল্ম কোম্পানীর। ৩। প্রথম সবাক ছবির প্রযোজক হল ম্যাডান থিয়েটার। ৪। প্রথম নির্বাক ছবি 'বিলাত ফেরৎ' এর পরিচালক হলেন ধীরেন গাঙ্গুলী। ৫। প্রথম সবাক ছবি 'জামাই ষষ্ঠী'র পরিচালক হলেন অমর চৌধুরী। ৬। প্রথম সবাক ছবি প্রদর্শিত হয় এল্ফিনষ্টোন পিকচার প্যালেসে (অধুনা মিনার্ভা)। ৭। প্রথম কার্টুন ছবির নাম পি ব্রাদার্স ইন মুনফিট লাইট (নিউ থিযেটাস')। ৮। প্রথম আবহ সঙ্গীত ব্যবহৃত হয় 'চণ্ডীদাস' কথাচিত্রে। ৯। প্রথম বিমান থেকে ছবি তোলেন ক্যামেরাম্যান রবি ধর। ১০। প্রথম বাঙ্গালী নির্মিত শব্দ-যন্ত্রের নাম সিট্টোফোন। ১১। প্রথম মহিলা প্রযোজিকা হলেন 'পিয়ারী' ছবিতে শ্রীমতী চন্দ্রাবতী দেবী। ১২। প্রথম বাঙ্গালী চিত্রাভিনেত্রী হলেন শ্রীমতী সুশীলা বালা। ১৩। প্রথম বাঙ্গালী মহিলা ইংরাজী সবাক চিত্রে অভিনয় করেন শ্রীমতী দেবীকারাণী। ১৪। প্রথম বাংলা ছবি 'চণ্ডিদাসে' রজত-জয়ন্তী সপ্তাহ উদযাপিত হয। ১৫। ভারতের প্রথম প্লে-ব্যাক করা বাংলা ছবির নাম 'ভাগ্যচক্র'। ১৬। প্রথম 'চোখের বালি' ছবিতে অন্যের কণ্ঠে প্লে-ব্যাক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। ১৭। প্রথম মধু শীলের 'মুক্তিস্নান' ছবিতে 'রি-রেকর্ডিং' যন্ত্র ব্যবহৃত হয়। ১৮। প্রথম বাংলা ছবি 'তটিনীর বিচার'-এ ব্যাক প্রোজেকশন পদ্ধতিতে চিত্র গ্রহণ করা হয়। ১৯। প্রথম বাংলা ভাষায় সিনেমা পত্রিকার নাম বায়স্কোপ। ২০। প্রথম ইংরাজিতে সিনেমা পত্রিকার নাম ফিনল্যাণ্ড। ২১। প্রথম ফিল্ম কোম্পানী যার অর্থদাতা, আলোক চিত্রশিল্পী, প্রয়োগশিল্পী, অভিনেতা, অভিনেত্রী সবই

বাঙ্গালী, তার নাম ইণ্ডো-ব্রিটিশ ফিল্ম কোম্পানী। ২২। প্রথম বাংলা ভাষায় টাইটেল ব্যবহৃত হয় ম্যাডান থিয়েটারের নির্বাক ছবি শিবরাত্রিতে। ২৩। প্রধান শব্দযন্ত্রী মধু শীল ডাবিং করার যে যন্ত্র তৈরী করেন তার নাম 'স্ক্রীপ্টগ্রাফ'। ২৪। আলোক চিত্রশিল্পী অজিত সেনগুপ্ত চিত্রগ্রহণে সাহায্যকারী একটি যন্ত্র তৈরী করেন তার নাম অপ্টিক্যাল প্রিণ্টার।

॥ চিত্র শিল্পে ভারত ॥

১। ১৯৫৯ সনে ভারতে ৩১০টি কাহিনী চিত্র-মুক্তিলাভ করে। উহাদের মধ্যে হিন্দী ১২১টি, তামিল ৭৮টি, তেলেগু ৪৮টি, বাংলা ৩৮টি, মারাঠি ১০টি, অসমীয়া ৫টি, কানাডা ৫টি, মালয়ালাম ৩টি, উড়িয়া ২টি, পাঞ্জাবী ১টি, ইংরাজী ১টি।

২। ১৯৩১ সনে ভারতে প্রথম সবাক চিত্র তোলা হয়। ঐ বৎসর মোট ২৮টি কাহিনী চিত্র মুক্তিলাভ করেছিল।

৩। কাহিনী চিত্রের প্রযোজনার ক্ষেত্রে সমগ্র বিশ্বে ভারতের স্থান প্রথম।

৪ বর্ত্তমানে ভারতে মোট ৪২০৯ টির বেশী সিনেমা হাউস আছে। ১৯২৮ সনে উহার সংখ্যা ছিল মাত্র ৩২০ টি।

৫। বর্ত্তমানে ভারতে মোট ৬৩টি চলচ্চিত্র গ্রহণের উপযোগী চিত্রাগার (ষ্টুডিও) আছে। উহাদের মধ্যে ২৮টি পশ্চিমে, ২৪টি দক্ষিণে, ১১টি পূর্ব ভারতে অবস্থিত।

৬। ভারতে চলচ্চিত্র শিল্পে মোট এক লক্ষাধিক লোক নিযুক্ত আছেন।

৭। প্রতি বৎসর ভারতে ৭০ লক্ষাধিক লোক সিনেমা দেখে থাকেন।

৮। কেন্দ্রীয় ফিল্মস্ সেন্সাস' বোর্ড' কর্তৃক ১৯৫৯ সনে ভারতে মোট ১৭৭১টি বিদেশী ও ৮০৬টি দেশী ছবিকে প্রদর্শনের অনুমতি দেওয়া হয়। ৮টি দেশী ও ৪৯টি বিদেশী চিত্রের অনুমতি বাতিল করা হয়।

৯। চলচ্চিত্র পরীক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় ফিল্মস্ সেন্সার্স বোর্ড' সংস্কৃতি, সমাজ-সেবা, শিক্ষা ও জনহিতকর কার্যে অভিজ্ঞ বেসরকারী ব্যক্তিদের নিয়ে একটি উপদেষ্টা প্যানেল গঠন করেছেন।

১০। চলচ্চিত্র আইন অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সেন্সার্স বোর্ড কর্তৃক ছবি মুক্তির পূর্ব্বে অনুমতি পত্রের প্রয়োজন হয়। অনুমতি বাতিল হলে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আপিল করা যায়।

১১। উৎকৃষ্ট চিত্র প্রযোজনায় উৎসাহ দানের জন্য সরকার কর্তৃক ১৯৫৪ সন থেকে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার প্রবর্ত্তিত হয়েছে।

১২। প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ কাহিনী চিত্র, শিশু চিত্র, প্রামাণ্য চিত্র ও শিক্ষা-মূলক চিত্রের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পুরস্কার দেওয়া হয়।

১৩। শিশু চিত্র প্রযোজনার ক্ষেত্রে সরকার কর্ত্তৃক আর্থিক ও অন্যান্য সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে।

১৪। বর্ত্তমানে ভারতে একটি চলচ্চিত্র অর্থ কর্পোরেশন গঠিত হয়েছে। শীঘ্র একটি চলচ্চিত্র ইনষ্টিটিউট্ গঠিত হবে।

১৫। ভারতের সকল সিনেমা হাউসে প্রতিটি কাহিনী চিত্রের সঙ্গে সরকারের প্রামাণ্য চিত্র ও সংবাদ চিত্র প্রদর্শন বাধ্যতামূলক। চলমান গাড়ী ও অন্যান্য ভাবেও সরকার কর্ত্তৃক প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে।

১৬। ভারত সরকারের ফিল্ম ডিভিসন ইংরাজী ও প্রধান প্রধান ভারতীয় ভাষায় প্রামাণ্য চিত্র তুলে থাকে। ১৯৫৯ সনে মোট ১১২টি প্রামাণ্য চিত্র তোলা হয়েছে।

১৭। বিদেশেও ভারতীয় প্রামাণ্য চিত্র ও সংবাদ প্রদর্শনের ব্যবস্থা আছে।

১৮। কয়েক বৎসর যাবত বিদেশেও ভারতীয় চিত্র যথেষ্ট সম্মান লাভ করেছে। ১৯৫৯ সনে চারিটি ভারতীয় কাহিনী চিত্র ও দুইটি প্রামাণ্য চিত্র সোবিয়েত রাশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ইতালী ও চিলিতে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পুরস্কার লাভ করেছে। ১৯৫৯ সনে ভিয়েনা আন্তর্জাতিক সংবাদ-চিত্র প্রদর্শনীতে একজন ভারতীয় ক্যামেরাম্যানও পুরস্কার লাভ করেছেন।

১৯। ১৯৫৯ সনে বিদেশে ভারতীয় চলচ্চিত্র রপ্তানি করে ১কোটি ৭১লক্ষ টাকার বৈদেশিক মুদ্রা পাওয়া গিয়েছে। বিদেশে ভারতীয় চলচ্চিত্রের রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে সম্প্রতি একটি রপ্তানি কমিটি গঠিত হয়েছে।

২০। গত জুলাই ১৯৬০ সনে বম্বেতে ফিল্ম ফাইনান্স কর্পোরেশন নামে একটি অর্থ সাহায্য প্রতিষ্ঠান চালু করা হয়েছে।

॥ চিত্র জগতের সালতামামী ॥

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম লুমিয়ার ব্রাদার্স ফ্রেন্স পাইওনিয়ার্স ভারতে সিনেমাটোগ্রাফ নিয়ে আসেন এবং বম্বের ওয়েটসন্স্ হোটেলে প্রদর্শনী করেন। ১৪ই জুলাই ১৮২৬ সালে বম্বের নোভেলটি থিয়েটারে প্রথম শো দেওয়া হয়।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম 'লাইফ অফ ক্রিষ্ট্' ছবিটি নিয়মিত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন মানিক ডি. সেথনা।

১৯১২-১৩ খৃষ্টাব্দে ডি, জি, ফালকি পরিচালিত ও প্রযোজিত প্রথম ভারতীয় চিত্র 'রাজা হরিশ্চন্দ্র' বম্বের করোনেশন সিনেমা হাউসে প্রদর্শিত হয়।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দে প্রথম ফিল্ম সেন্সার ও সিনেমা লাইসেন্স প্রবর্ত্তনের জন্য ভারতীয় সিনেমাটোগ্রাফ এ্যাক্ট্ পাশ হয়।

১৯২১-২৩ খৃষ্টাব্দে প্রথম বাংলা ও বম্বেতে প্রদর্শনী ট্যাক্সের প্রবর্ত্তন হয়।

১৯২৫-২৬ খৃষ্টাব্দে প্রথম পূর্ণাঙ্গ চিত্র 'লাইট অব এশিয়া' জার্মান প্রতিষ্ঠান মালকা ফিল্ম কোম্পানীর সহায়তায় ইষ্টার্ণ ফিল্ম কর্পোরেশন প্রযোজনা করেন।

১৯২৭-২৮ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় সরকার কর্ত্তৃক নিযোজিত সিনেমাটোগ্রাফ এন্‌কোয়ারী কমিটির প্রথম চেয়ারম্যান হন দেওয়ান বাহাদুর টি, রঙ্গমাচারি।

১৯৩০ খৃষ্টাব্দে প্রথম নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড কলিকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩১ খৃষ্টাব্দে প্রথম সবাক চিত্র 'আলম আরা' ইম্পিরিয়াল ফিল্ম কোম্পানী থেকে অর্ধিশির এম, ইরানী কর্ত্তৃক প্রয়োজিত হয়।

১৯৩২ খৃষ্টাব্দে প্রথম ভারতে মোশন্ পিকচার সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে নিউ থিয়েটার্সে'র পূরণ ভকত, দেবদাস ও চণ্ডিদাস প্রভৃতি চিত্রে ভারতে নূতন বিস্ময়ের সৃষ্টি করে। নিউ থিয়েটার্স'ই ভারতে প্রথম চলচ্চিত্রে প্লে ব্যাকের প্রবর্ত্তন করে। এই বৎসরেই প্রথম বম্বেতে অল ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার্সে'র অধিবেশন হয়।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয়বার মাদ্রাজে অল ইণ্ডিয়া মোশন পিকচার্সে'র অধিবেশন হয় চিমনলাল বি, দেশাইএর সভাপতিত্বে।

১৯৩৭ খৃষ্টাব্দে প্রথম বম্বেতে ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রযোজক সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্দ্ধিশির এম, ইরানী প্রযোজিত প্রথম রঙিন চিত্র 'কৃষাণ কন্যা' মুক্তিলাভ করে। ভেনিসের সিনেমাটোগ্রাফিক আর্টএর পঞ্চম ইণ্টার ন্যাশন্যাল প্রদর্শনীতে প্রথম তিনটি ছবির মধ্যে 'সন্ত তুলরাম' অন্যতম হয়।

১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে সাউথ ইণ্ডিয়া ফিল্ম চেম্বার্স অব কমার্স' এবং বম্বেতে ইণ্ডিয়ার মোশন পিকচার্স ডিষ্ট্রিবিউটস' এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৯৪১ খৃষ্টাব্দে ওয়াদিয়া মুভিটোনের প্রথম ভারতীয় ইংরাজী ছবি'দি কোর্ট ড্যান্সার' বম্বের মেট্রো সিনেমাতে মুক্তিলাভ করে এবং ছবিটী ইউ, এস, এতে পাঠান হয়। এই বছরেই প্রথম দিল্লীতে মোশন পিকচার্স এসোঃ গঠিত হয়।

১৯৪২ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধের দরুন ভারত সরকার ফিল্মের দৈর্ঘ ১১০০০ ফিট সীমাবদ্ধ করেন।

১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে সরকার কাঁচা ফিল্মের কণ্ট্রোল করে। ভারতীয় তথ্যচিত্র, সংবাদ চিত্র, ডকুমেণ্টারী চিত্র সরকার কর্ত্তৃক বাধ্যতামূলকভাবে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে সরকার কর্ত্তৃক কাঁচা ফিল্ম পরিবেশন সংক্রান্ত উপদেষ্টা সমিতি গঠন হয়।

১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে কাঁচা ফিল্মের উপর থেকে কণ্ট্রোল তুলে নেওয়া হয়।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে চেতনআনন্দ কর্ত্তৃক প্রযোজিত 'নীচানগর' ভেনিস এর ইণ্টার ন্যাশনাল ফিল্ম ফ্যাষ্টিভ্যালে প্রদর্শিত হয়। বম্বেতে এম, পি, এচ, আই এর সভাপতি রায় বাহাদুর চুনীলালের সভাপতিত্বে সর্বভারতীয় চলচ্চিত্র অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৪৭ খৃষ্টাব্দে ভারতের স্বাধীনতা উপলক্ষে আই, এম, পি, পি, এ (Imppa) কর্ত্তৃক 'আজাদী কা উৎসব' প্রযোজিত হয় এবং ইউ, পি, সি, পি; বিহার ও আসামে প্রদর্শনী কর বর্দ্ধিত হয়। রামরাজ্য, সাজাহান, ডাঃ কোটনীজ ছবি তিনটি ক্যানাডার ন্যাশনাল এক্সজিবিসনে প্রদর্শিত হয়। 'ডাঃ কোটনীজ' পরে ভেনিসের প্রদর্শনীতে দেখান হয়।

১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে বম্বে ও মাদ্রাজে সেন্সাস বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়। নূতন চিত্রগৃহ নির্মানের অনুমতি সরকার কর্ত্তৃক বন্ধ করে দেওয়া হয়। সরকারের ফিল্ম ডিভিসন কর্ত্তৃক প্রথম তথ্যচিত্র ও সংবাদচিত্র প্রযোজিত হয়। জেমিনীর প্রথম চিত্র চন্দ্রলেখা প্রদর্শনীর ক্ষেত্রে রেকর্ড ভঙ্গ করে। রাজকমলের 'শকুন্তলা' প্রথম নিউইয়র্কের আর্ট থিয়েটারে প্রদর্শিত হয়। উদয়শঙ্করের নৃত্য নাট্য 'কল্পনা' প্রথম প্রদর্শিত হয়।

১৯৪৯ খৃষ্টাব্দে পুনরায় অনুমোদিত চিত্র প্রদর্শনী বাধ্যতামূলক করা হয়। পুনরায় সি, পি ও পশ্চিম বঙ্গে কর বর্দ্ধিত করা হয়। ৩০শে জুন সারা ভারত ব্যাপী সরকারের কর নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা হয়। ভারতীয় সিনেমাটো-গ্রাফ এ্যাক্ট (১৯১৮) এ 'প্রাপ্তবয়স্ক' ও 'সাধারনের জন্য' দুটি ধারা যুক্ত করা হয়। এস, কে পাতিলের সভাপতিত্বে ফিল্ম এনকোয়ারী কমিটি গঠিত হয়। ভারতীয় সংবিধানে অনুমোদিত চিত্র প্রদর্শনীর নীতি গৃহীত হয়। মাদ্রাজ ছাড়া অন্যান্য প্রদেশে কাহিনী চিত্র ১১ হাজার ফিট ও প্রচার চিত্র ৪ শত ফিট সরকার কর্ত্তৃক সীমাবদ্ধ করা হয়। এম, ভাবনানী ১৬ মিলি মিটার ও ৩৫ মিলি মিটারে ইউ, এস, এ থেকে একখানি সম্পূর্ণ রঙিন চিত্র প্রযোজনা করেন। শুভলক্ষ্মী অভিনীত 'মীরা' চিত্রটি চেকোশ্লোভিয়া ও ভেনিসের উৎসবে প্রদর্শিত হয়। নিউ থিয়েটার্সের 'ছোট ভাই' কানাডার জাতীয় প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত হয়।

১৯৫১ খৃষ্টাব্দে সমস্ত প্রদেশের সেন্সার বোর্ডগুলি একত্রিত হয়ে সেণ্ট্রাল বোর্ড অব ফিল্ম সেন্সাসের অন্তর্ভূক্ত হয়। চিত্রশিল্পের পক্ষ থেকে নিউ থিয়েটার্সের প্রতিষ্ঠাতা বি, এন, সরকারকে বোর্ডে নেওয়া হয়। ফিল্মের উপর কণ্ট্রোল সমস্ত প্রদেশ থেকে তুলে নেওয়া হয়। বম্বে, মাদ্রাজ ও অন্যান্য প্রদেশে থিয়েটারে কর ধার্য্য করা হয়। মেহবুব কর্ত্তৃক রঙিন চিত্র 'আন' প্রযোজিত হয়।

১৯৫২ খৃষ্টাব্দে ফিল্ম ডিভিসন্ কর্ত্তৃক আয়োজিত ইণ্টার ন্যাশনাল ফিল্ম ফ্যাষ্টিভ্যাল বম্বে, মাদ্রাজ, দিল্লী ও কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হয়। ঐ অনুষ্ঠানে ভারতীয় চিত্রের মধ্যে আওয়ারা, বাবলা, অমর ভূপালী, পাতালভৈরবী প্রভৃতি প্রদর্শিত হয়। ভারতের তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ডাঃ বি, ভি, কেশকার কর্তৃক অল ইণ্ডিয়া ফিল্ম কনফারেন্স্ অনুষ্ঠিত হয়। ভারতীয় সিনেমাটোগ্রাফ আক্ট

(১৯৪৮) এর পরিবর্তে নূতন ভাবে লোক সভায় ভারতীয় সিনেমাটোগ্রাফ আক্ট (১৯৫২) পাশ করা হয়।

জে, চণ্ডুলাল শা এর নেতৃত্বে একটি শুভেচ্ছা মিশন ইউ, এস, এ (U. S. A) পরিদর্শনে যায়। এম, পি, প্রোডাকসন্সের 'বাবলা' চেক ইণ্টার ন্যাশনাল ফিল্ম ফ্যাষ্টিভ্যাল থেকে পুরস্কার লাভ করে। মিনার্ভা কর্তৃক টেকনিকালার 'ঝান্সি কী রাণী' প্রযোজিত হয়।

১৯৫৩ সালে প্রতি পাঁচ বছর অন্তর 'স্ক্রিপ্ট প্রিণ্ট্' জমা দিয়ে পুনঃ প্রমাণ-পত্র সংগ্রহের নীতি সেন্সার-সিপ নীতির সঙ্গে যুক্ত হয়।

১৯৫৪ সালে এ, আর, কারদারসহ চলচ্চিত্র প্রতিনিধির একটি শুভেচ্ছাদল মধ্য এশিয়ার চলচ্চিত্রশিল্প প্রদর্শন করেন। সরকারের অনুমোদনক্রমে রাজ্য সভা অবাঞ্ছিত ছবি প্রদর্শনী বন্ধের জন্য একটি প্রস্তাব পাশ করে। পি, কে আত্রের 'শাম কী আইয়ে' ১৯৫৪ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণপদক লাভ করে। ইউ, এস, এস, আর (U. S. S. R) এ ইণ্ডিয়া ফিল্ম ফ্যাষ্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৫৫ সালে চীনে ইণ্ডিয়ান ফিল্ম ফ্যাষ্টিভ্যালে পৃথিরাজ কাপুরের প্রতিনিধিত্বে একটি শুভেচ্ছা মিশন পরিদর্শনে যায়। বম্বেতে পরিচালক ভি, শান্তারাম তাঁর 'ঝলক ঝলক পারেল বাজে,' চিত্রের জন্য অভিনন্দিত হন।

১৯৫৬ সালে সত্যাজিৎ রায় পরিচালিত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্ত্তৃক প্রযোজিত 'পথের পাঁচালী' ১৯৫৫ সালের শ্রেষ্ঠ চিত্র হিসেবে রাষ্ট্রপতির স্বর্ণ-পাদক লাভ করে। ভেনিস ফ্যাষ্টিভ্যালেও 'বাস্তব চিত্র হিসেবে পুরস্কৃত হয় i ভারতীয় চিত্র বার্লিন, এডিনবার্গ প্রভৃতি দেশে প্রদর্শিত হয়। বম্বে সরকার কর্তৃক নূতন চিত্রগৃহ নির্মাণের অনুমতি দেওযা হয়। বম্বেতে 'ইণ্ডিয়ান টকি সিলভার জুবিলী' অনুষ্ঠিত হয়।

॥ কলিকাতা ও হাওড়ার সৌখিন নাট্য সংস্থা ॥

ওল্ড ক্লাব ও সানডে ক্লাব ॥ ৮৪।৩ এ বৌবাজার ষ্ট্রীট্। কথক ॥ ৬, রামকৃষ্ণ বাগচী লেন। বঙ্গীয় নাট্য সংসদ ॥ ৩০২ আপার সারকুলার রোড।

বহুরূপী : ১২এ নাসিরুদ্দিন রোড। এম, পি, এ : ১৯১।১ বৌবাজার ষ্ট্রীট। সান্ধ্য বৈঠক ও নাট্যমহল : ২৬ ডিক্সন লেন, কালচারার এসোসিয়েসন : ৭৫।১এ কলেজ ষ্ট্রীট্। শ্রীমঞ্চ : ১৬ নলিনী সরকার ষ্ট্রীট। শিল্পী নাট্যম : ১২ আর, জি, কর রোড। শিল্পী মহল : ৫৬ চিন্তামনি দে রোড, হাওড়া। শিল্পী নিকেতন : ২০বি পটুয়াটোলা লেন। শিল্পশ্রী : ৬ ম্যাডান ষ্ট্রীট। শিল্পীচক্র : ৬ কনভেণ্ট রোড, কলিকাতা। দিশারী : ৯।৪এ ডাঃ সুরেশ সরকার রোড, কলিকাতা। লোক শিল্পী সঙ্ঘ : ১৮ রমানাথ দাস রোড, কলিকাতা ৩৪। কৃষ্টি ও সৃষ্টি : হালদার লেন, কলিকাতা। ক্যালকাটা এমেচার প্লেয়ার্স : ২১ রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ক্যালকাটা আর্ট কালচারাল এসোসিয়েসন : ৮বি কাশী মিত্র ঘাট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ক্যাজুয়াল আর্টিট্ : ৫৭ যতিন দাস রোড, কলিকাতা। খেয়ালী : ৪৪ ল্যান্সডাউন রোড, কলিকাতা। চতুরঙ্গ : ৪২ বাবুরাম ঘোষ রোড, কলিকাতা। ছদ্মবেশী শিল্পায়ন : ৯এ নেবুতলা রো, কলিকাতা। নাট্য তীর্থ : পি ৭৫, রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। জলসা ঘর : ২০ ভীম ঘোষ লেন, কলিকাতা। ইন্দ্রপ্রস্থ : ৩২ মোহন বাগান রোড, কলিকাতা। অরুণোদয় সঙ্ঘ : ৫৭।১ কেশব সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মধুচক্র : ৫।২।২ রাজা মণীন্দ্র রোড, কলিকাতা। মিলন সঙ্ঘ : ৪৭।১ আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা।

মফঃস্বলের সৌখীন নাট্য সংস্থা

আসানসোল থিয়েটার সেণ্টার ॥ আসানসোল, বর্ধমান। কুলটি সম্মিলনী ॥ কুলটি, বর্ধমান। গঙ্গাটিকুরী ইন্দ্রালয় নাট্য সমিতি ॥ গঙ্গাটিকুরী, বর্ধমান। ইউনাইটেড ক্লাব নাট্য সংসদ ॥ ডিসেরগড, বর্ধমান ॥

॥ কলিকাতা ও হাওড়ার সৌখীন অভিনেতা ও অভিনেত্রী ॥

আভা মণ্ডল : নন্দলাল রায় লেন। অমিতা ব্যানার্জী : আপার সার্কুলার রোড। আবতি মুখার্জী : আপার সার্কুলার রোড। অমিতা রায় ও মলিনা রায় : শ্রীগোপাল মল্লিক লেন। আশা দেবী : চন্দ্রসুর লেন। অজন্তা চৌধুরী : রাজা দীনেন্দ্রনাথ ষ্ট্রীট। ভারতী রায় : তারক প্রামানিক রোড। আলো

দাশগুপ্তা : হরিশ চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট। বীণা রায় : রাসমণি বাজার রোড। বাসন্তী চ্যাটার্জী : ডেকাস' লেন। বেলারাণী বোস : বলদে পাড়া রোড। বিমল গুহ : হরলাল দাশ ষ্ট্রীট। খিশু নিয়োগী ও সতীশ সরকার : আর, জি, কর রোড। বিনয় মিত্র : রায় বাগান ষ্ট্রীট। বন্দনা সেন : সাউথ চক্রবেড়ে রোড। বুলা দে : ভোলানাথ নাথ ষ্ট্রীট। তৃপ্তি গাঙ্গুলী : ডিক্সন লেন। বারেন রায় : শ্যামপুকুর ষ্ট্রীট। নরেন্ গাঙ্গুলী : মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট। চিত্রা গুহ : রাসবিহারী এভিনিউ। বীরু মুখোপাধ্যায় (নাট্যকার-অভিনেতা) : দুর্গাপুর লেন। দীপিকা দাস : বাঁকা রায় ষ্ট্রীট। আশা বোস : রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট। দীপা হালদার ও রুবি হালদার : রাজা নবকৃষ্ণ ষ্ট্রীট। দেবশ্রী চ্যাটার্জী : জি, টি, রোড, নর্থ সালকিয়া, হাওড়া। দীপালি চক্রবর্তী ও শেলী চক্রবর্তী : দর্পনারায়ণ ঠাকুর ষ্ট্রীট। ডলি মুখার্জী : ভাঙ্গুর কলোনী। গীতা ঘোষ : হরিদাস বোড। গীতশ্রী দেবী : রসিকলাল ঘোষ লেন। গীতা দে : বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট। গৌরা রায় : নারিকেল ডাঙ্গা নর্থ রোড। হিমানী গাঙ্গুলী : কালিচরণ ঘোষ রোড। দানী দাশগুপ্ত : কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। দীপালি চৌধুরী : গৌরীবাড়ী লেন। গীতা নাগ : শিবপুর, হাওড়া। গীতা প্রধান : বকুল বাগান রোড। গায়ত্রী চক্রবর্তী : মসজিদ বাড়ী ষ্ট্রীট। গৌরী ব্যানার্জী : নেবুবাগান বাই লেন। ইরা ঘোষাল : দাঁ লেন। ইলা সেন : চেতলা হাট রোড। জয়শ্রী কর : বেনিযাটোলা মেন রোড। ঝরণা চ্যাটার্জী : চৌধুরী লেন। নবকুমার গরাই (নাট্যকার-অভিনেতা) : রাজা গোপীমোহন ষ্ট্রীট। মীরা রায়চৌধুরী : চৌধুরী লেন। লতিকা পাল : শ্রীমানী পাড়া লেন। লতিকা দাস : বাঘা যতীন কলোনী। কিরণ মিত্র : (নাট্যকার-অভিনেতা) : দেশবন্ধু রোড। কল্পনা রায : নবীন চাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট। কমলা বিশ্বাস : হরিপদ দত্ত লেন। কমলা পাল : যতীন্দ্র মোহন এভিনিউ। সুবোধ চন্দ্র গরাই : মাণিকতলা মেন রোড। মুরারি সেন (নাট্যকাব-অভিনেতা) : মদন চ্যাটার্জী লেন। নমিতা দত্ত : বৈঠকখানা রোড। নমিতা রায় চৌধুরী : গড়পার রোড। নন্দা রায় : রিপন ষ্ট্রীট। নিবেদিতা দাস : গরচা রোড। নিরুপমা দাস : খেলাত বাবু লেন। মালতী চৌধুরী : রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট। মঞ্জুলা মুখার্জী : কালী কুমার ব্যানার্জী লেন। মঞ্জু গাঙ্গুলী : শঙ্কর বোস রোড। মিনতি ব্যানার্জী : কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। মীরা আইচ : তারক বোস লেন। মঞ্জুশ্রী

ঘটক ॥ বৃন্দাবন পাল লেন। মাণিক ঘোষ ॥ টালিগঞ্জ। মঞ্জুশ্রী চৌধুরী ॥ এন,কে ঘোষাল রোড। মঞ্জুশ্রী চ্যাটার্জী ॥ গোলক দত্ত লেন। মীনা ব্যানার্জী ॥ হরু লাল মিত্র ষ্ট্রীট। মীনা বোস ॥ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট। মীনা পাল ॥ লোয়ার সার্কুলার রোড। নালিমা চক্রবর্ত্তী ॥ চুণাপুকুর লেন। নিতাই দাস ॥ জেলিয়া পাড়া লেন। মণীষা কুণ্ডু ॥ হরমোহন ঘোষ লেন। মিতা দাশগুপ্তা ॥ বেলিয়াঘাটা। প্রেমাংশু বোস ॥ খেয়ৎবাবু লেন। প্রতিমা পাল ও গীতা পাল ॥ প্রামানিক ঘাট রোড। প্রতিমা দে ॥ শেঠ বাগান লেন। প্রভা চৌধুরী ॥ মানিকতলা মেন রোড। পারুল দাস ॥ আনন্দ নিয়োগী লেন। প্রীতিধারা মুখার্জী ॥ ভবানন্দ রোড। প্রীতি কণা চৌধুরী ॥ ফ্রী স্কুলষ্ট্রীট। প্রীতি বিশ্বাস ॥ গোপ লেন। প্রীতি দে ও ক্ষমা দে ॥ .বলগাছিয়া। পূর্ণিমা সরকার ॥ যাদবপুর। পরিমল সেন ॥ কারবালা ট্রাঙ্ক লেন। পরিমল গুহ ॥ হুজুরীমল লেন। রত্না বাগচী ॥ বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জী লেন। রেনু চ্যাটার্জী ॥ চক্র বেড়িয়া রোড নর্থ। রুবি ব্যানার্জী ॥ নন্দন রোড। রুবি শ্যাশমল ॥ নেপাল সাহা লেন। রীতা বোস ॥ রামকৃষ্ণ উপনিবেশ। রেনু ঘোষ ॥ মন্মথ দত্ত রোড। বান্নু বায় ও মেনকা দেবী ॥ গ্রে ষ্ট্রীট। মীনা সরকার ॥ পঞ্চানন তলা, হাওড়া ॥ রেবা মিশ্র ॥ নীলমনি মিত্র বো। রমেন লাহিড়ী ॥ (নাট্যকার-অভিনেতা): রামরাজা তলা, হাওড়া। তন্দ্রা ঘোষ ॥ হাজরা রোড। তনুশ্রী দত্ত ॥ বো . াঘাটা। তারা ভাদুড়ী ॥ হরিশ মুখার্জী রোড। তারাশঙ্কর বক্‌সী ॥ কর্ণওয়ালিশ বিল্ডিং। তুষার দাস ॥ কেশব সেন ষ্ট্রীট। শ্যামলী চক্রবর্ত্তী ॥ প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড। উষা ব্যানার্জী ॥ শহীদনগর কলোনী। সবিতা ভট্টাচায (মুখার্জী) ॥ আপার চিৎপুর রোড। সবিতা ভট্টাচার্য (২) ॥ কসবা। সবিতা মুখার্জী (সাহা) ॥ ইণ্ডিয়ান মিরর ষ্ট্রীট। সবিতা সমাজদার ॥ লেক ব্যারাক। শিপ্রা সাহা ॥ কলডাঙ্গা লেন। শ্বেতা ব্যানার্জী ॥ রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্র রোড। শাশ্বতা রায় ॥ বারয়ারী তলা রোড। শেফালী দে ॥ অভয় ঘোষ লেন। সান্তনা ব্যানার্জী ॥ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট। শেফালী গাঙ্গুলী ॥ রমেশ দত্ত ষ্ট্রীট। সুচন্দ্রা মুখার্জী ॥ বেনিয়াটোলা ষ্ট্রীট। শীলা রায় ॥ নিবেদিতা লেন। শীলা দাসগুপ্তা ॥ কৈলাস বসু ষ্ট্রীট। শীলা বোস ॥ কদম তলা। স্বাগতা চক্রবর্ত্তী ॥ টালীগঞ্জ। শান্তা চ্যাটার্জী ॥ বকুলবাগান রোড। শিবানী মুখার্জী ॥ আলিপুর রোড। শঙ্করী মুখার্জী ॥ কালীচরণ ঘোষ লেন। সাধনা রায়

চৌধুরী॥ হাজরা রোড। স্বপ্না ঘোষাল॥ রাজা স্যার রাধাকান্ত দেব লেন। সত্য রায়॥ প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট। শম্ভু কর্মকার॥ কলেজ স্ট্রীট। সৌমেন নন্দী (নাট্যকার-অভিনেতা)॥ আপার সারকুলার রোড। শ্রীমতী মুখার্জী॥ শিবপুর। অরুণা ঘোষ॥ বেলতলা রোড। অঞ্জলি চ্যাটার্জী॥ শিবপুর রোড। অনিলা দেবী॥ বেনিয়াটোলা স্ট্রীট। অধীরা বিশ্বাস॥ ক্রীক্ লেন। নিমাই ঘোষ॥ হাওড়া।

সত্যেন ঘোষ॥ ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট। কল্পনা চ্যাটার্জী ও শ্যামলী মুখার্জী ডব্লু, সি, ব্যানার্জী স্ট্রীট। কালিকানন্দ ঘোষ॥ গরচা রোড। তৃপ্তি চৌধুরী॥ কালীচরণ ঘোষ রোড। সুনীল দত্ত॥ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট। সুকৃতি রায়চৌধুরী॥ চক্রবেড়ে লেন। বিনয় বসু॥ সুরেশ সরকার রোড। গিরিজা দত্ত॥ বালীগঞ্জ। অজিত রায়॥ আপার সার্কুলার রোড। গোবিন্দ মল্লিক॥ শোভাবাজার। মায়ামণ্ডল॥ ব্রাহ্ম সমাজ রোড। অলোক রায়চৌধরী॥ কলিকাতা। পঞ্চানন কর॥ রায় লেন। ছবি রায় ও ছন্দা॥ কলিকাতা। তমাল লাহিড়ী॥ কলিকাতা। দিলীপ রায়চৌধুরী॥ কলিকাতা।

মফঃস্বলের সৌখিন অভিনেতা ও অভিনেত্রী

অমর নাথ বন্দোপাধ্যায়॥ 'ইন্দ্রালয়' (বর্ধমান)। নিরবধি মুখোপাধ্যায়॥ গঙ্গাটিকুরী (বর্ধমান)। ধর্ম্মদাস মল্লিক॥ কাটোয়া (বর্ধমান)। পান্নালাল মুখোপাধ্যায়॥ খাগড়া (মুর্শিদাবাদ)। কামাখ্যাপদ চট্টোপাধ্যায়॥ লছমনপুর (বর্ধমান)। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়॥ জসাইডি-হাউস (বর্ধমান)। বেলা দাস॥ বর্ধমান। ভারতী শীল॥ বর্ধমান। নিরঞ্জন ব্যানার্জী॥ আন্দুল হাওড়া। শঙ্কর ব্যানার্জী॥ মাখলা, হুগলী। অনিতা ঘোষ॥ মাখলা, হুগলী। ভূপতি মণ্ডল রঘুনাথপুর, হুগলী। গোপাল দাস॥ রঘুনাথপুর, হুগলী। জয়দেব মোহান্ত॥ মলয়পুর, হুগলী। শৈলধর ঘোষ॥ কেশবপুর, হুগলী। ভারতী দেবী॥ ভদ্রকালী, হুগলী। কমলা সুর, উষা সুর ও বীণা ঘোষ॥ চন্দননগর, হুগলী। সত্য মৈত্র॥ সাঁত্রাগাছি। সৌরীন্দ্র চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়॥ বালি, হাওড়া। তীর্থনাথ বন্দোপাধ্যায়॥ ইন্দ্রালয়, গঙ্গাটিকুরী, বর্ধমান। লক্ষ্মী জনার্দন জং॥ কাগ্রাম, মুর্শিদাবাদ। ভৈরব নাথ ঘোষ॥ বনওয়ারিবাদ, মুর্শিদাবাদ। বিশ্ববন্ধু চট্টোপাধ্যায়॥ দেওঘর, এস, পি, বিহার। এম, এম, বাগচী॥ পুরশ্রী কলোনী, চন্দননগর। জ্যোৎস্না বিশ্বাস॥ বেলঘড়িয়া।